রামায়ণ

আরণ্যকাণ্ড।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ভঞ্জ মহাশয়ের
অনুমত্যনুসারে
শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
অনুবাদিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভঞ্জ কর্ত্তৃক
১নং ভানসিটার্ট রো হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা
বাল্মীকি যন্ত্র
শকাব্দা ১৮০৪

সূচীপত্র।

আরণ্যকাণ্ড।

সর্গ		পৃষ্ঠা হইতে	পৃষ্ঠা
১৯।	খরসমীপে শূর্পণখার আগমন ও রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতাকে বধ করিবার জন্য খরকর্তৃক শূর্পণখা সমভিব্যাহারে রাক্ষস প্রেরণ ...	৫১	৫৩
২০।	রামের সহিত রাক্ষসগণের যুদ্ধ, রামকর্তৃক রাক্ষস বধ ও শূর্পণখার খরসমীপে পুনরাগমন ...	৫৪	৫৫
২১।	খরসমীপে শূর্পণখার বিলাপ ও তাহাকে ভৎসনা	৫৬	৫৮
২২।	খরের ক্রোধ ও দূষণের প্রতি যুদ্ধসজ্জা করিবার আদেশ, খরের যুদ্ধযাত্রা	৫৮	৬০
২৩।	উৎপাত বর্ণন	৬০	৬১
২৪।	রাম এবং রাক্ষসগণের সহিত খরের যুদ্ধে অবতরণ	৬১	৬৬
২৫।	যুদ্ধ বর্ণন	৬৬	৬৯
২৬।	রামের সহিত দূষণের যুদ্ধ ও দূষণবধ, রামকর্তৃক চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বধ	৬৯	৭২
২৭।	ত্রিশিরার সহিত রামের যুদ্ধ ও ত্রিশিরা বধ ...	৭২	৭৪
২৮।	রামের সহিত খরের যুদ্ধ ও খরের পরাভব ...	৭৪	৭৬
২৯।	খরের প্রতি রামের তিরস্কার ও যুদ্ধারম্ভ ...	৭৬	৭৯
৩০।	রাম ও খরের যুদ্ধ, খর বধ, দেবতাগণ কর্তৃক রামের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি, ঋষিগণ কর্তৃক রামের সম্বর্দ্ধনা, ও জানকী এবং লক্ষ্মণ কর্তৃক রামকে অভিবাদন ...	৭৯	৮২
৩১।	অকম্পনের লঙ্কায় গমন, ও রাবণকে জনস্থানের বৃত্তান্ত অবগত করণ ও রাবণের নিকট রামের বলবীর্য্য কীর্ত্তন, রাবণ কর্তৃক মারীচের আশ্রমে গমন ও লঙ্কায় প্রত্যাগমন	৮২	৮৬
৩২।	শূর্পণখার লঙ্কায় গমন ও রাবণ দর্শন ...	৮৬	৮৮
৩৩।	রাবণের প্রতি শূর্পণখার ভৎসনা ...	৮৮	৯০

সর্গ পৃষ্ঠা

আরণ্যকাণ্ডের সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

রামায়ণ।

আরণ্যকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

ভগবান রাম, মহারণ্য দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া, তাপসগণের আশ্রম সকল দেখিতে পাইলেন। ব্রাহ্মী শ্রী সতত বিরাজমান বলিয়া ঐ সমস্ত আশ্রম গগনতলে প্রদীপ্ত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছে। তথায় চীরচর্ম্মধারী ফলমূলাহারী অনলসঙ্কাশ বেদজ্ঞ বৃদ্ধ তাপসগণ বাস করিতেছেন। সর্ব্বত্র কুশচীর, প্রাঙ্গন সকল পরিচ্ছন্ন, মৃগ ও পক্ষিগণ সঞ্চরণ করিতেছে। প্রশস্ত অগ্নিহোত্র গৃহ সমুদায় প্রস্তুত; স্রুগ্‌ভাণ্ড, মৃগচর্ম্ম, সমিধ, ও জলকলশ শোভিত হইতেছে, ফলমূল সঞ্চিত আছে, অনবরত বেদধ্বনি হইতেছে, কোথায় পুজোপহার রহিয়াছে, কোথায়ও হোম

হইতেছে, স্থানে স্থানে কমলদলসমলঙ্কৃত সরোবর, কোথায়ও বা স্বাদুফলপূর্ণ বিবিধ বন্য বৃক্ষ ; নির্ম্মাল্য পুষ্প ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, এবং অপ্সরা সকল প্রতিনিয়ত নৃত্য করিতেছে। রাম সেই সর্ব্বভূতশরণ্য পুণ্যাশ্রম সকল দর্শন করিয়া, শরাসন হইতে জ্যাগুণ অবরোপণ পূর্ব্বক প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর ঐ সমস্ত পবিত্রস্বভাব তপস্বী উদয়োন্মুখ শশাঙ্কের ন্যায় প্রিয়দর্শন রাম, এবং জানকী ও লক্ষ্মণকে নিরীক্ষণ করিয়া, প্রীতমনে প্রত্যুদ্গমন এবং মঙ্গলাচার পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। উঁহারা রামের স্বরূপ, সুকুমারতা, লাবণ্য ও সুবেশ দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এবং অনিমিষনয়নে উঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা রামকে এক পর্ণশালায় উপবেশন করাইয়া, ফল মূল জল ও পুষ্প আহরণ পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন, এবং তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র এক গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাম! তুমি ধর্ম্মরক্ষক শরণ্য পূজনীয় মান্য দণ্ডদাতা ও গুরু। সুররাজ ইন্দ্রের চতুর্থাংশভূত নৃপতি ধর্ম্মানুসারে প্রকৃতিগণের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, এই কারণে সাধারণে তাঁহার নিকট প্রণত হয়, এবং এই কারণেই তিনি যাবতীয় উৎকৃষ্ট ভোগ উপভোগ করিয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি নগরে বা বনেই থাক, আমাদের রাজা ; আমরা তোমার অধিকারে বাস করিয়া আছি। আমাদিগকে রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য। আমরা জিতেন্দ্রিয়, কখন কাহাকে নিগ্রহ করি না, ক্রোধও সম্যক বশীভূত করিয়া রাখিয়াছি ; সুতরাং জননীব গর্ভস্থ

শিশুর ন্যায় আমরা সর্ব্বাংশে তোমারই রক্ষণীয় হইতেছি।

এই বলিয়া সেই সকল তপোধন উহাঁদিগকে ফল মূল প্রভৃতি বন্য আহার দ্রব্য ও নানা প্রকার পুষ্প উপহার দিলেন। পরে সিদ্ধসংকল্প অগ্নিকল্প অন্যান্য তাপসেরাও বিবিধ প্রীতিকর কার্য্যে তাঁহাদের সন্তোষ সাধন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ।

পর দিন রাম, সূর্য্যোদয় কালে মুনিগণকে সম্ভাষণ করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনপ্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তন্মধ্যে নানাপ্রকার মৃগ আছে, ব্যাঘ্র ভল্লূক সকল সঞ্চরণ করিতেছে, তরুলতাগুল্ম ছিন্নভিন্ন, জলাশয় সমস্ত আবিল, বিহঙ্গেরা কলরব করিতেছে, এবং নিরন্তর ঝিল্লিকাধ্বনি হইতেছে। উহাঁরা সেই ভীষণ ঘোরদর্শন স্থানে উপস্থিত হইয়া, গিরিশৃঙ্গের ন্যায় সুদীর্ঘ. বিকট ও বীভৎসবেশ এক রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। উহার আস্যদেশ অতি বিস্তৃত, নেত্র কোটরান্তর্গত, সর্ব্বাঙ্গ নিম্নোন্নত এবং উদর

স্ফীত। সে শোণিতলিপ্ত বসাদিগ্ধ ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়াছে। তিনটি সিংহ, দুই বৃক, চারিটি ব্যাঘ্র, ও দশ হরিণ, এবং করালদশন বসাবাহী প্রকাণ্ড এক গজমুণ্ড লৌহময় শূলে বিদ্ধ করিয়া, কৃতান্তের ন্যায় মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক ভৈরব রবে চীৎকার করিতেছে। ঐ মনুষ্যাশী রাক্ষস উহাঁদিগকে দেখিবামাত্র ক্রোধভরে যুগান্তকালীন অন্তকের ন্যায় ধাবমান হইল, এবং ঘোররবে পৃথিবীকে কম্পিত করত সীতাকে হরণ করিয়া কিঞ্চিৎ অপসৃত হইল; কহিল, রে অল্পপ্রাণ! তোরা কে? কি কারণে পত্নীর সহিত দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছিস্? তোদের মস্তকে জটাজূট, পরিধান চীরবাস এবং করে কার্ম্মুক; তোরা তপস্বী হইয়া কি কারণে উভয়ে এক ভার্য্যা লইয়া আছিস্? এবং কি কারণেই বা মুনিবিরুদ্ধ বেশ ধারণ ও পাপাচরণ করিতেছিস্? এই নারী পরম সুন্দরী, এক্ষণে এ আমারই ভার্য্যা হইবে। আমি রাক্ষস, আমার নাম বিরাধ; আমি প্রতিনিয়ত ঋষিমাংস ভক্ষণ করিয়া, সশস্ত্রে এই গহন কাননে পর্য্যটন করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি সংগ্রামে নিশ্চয়ই তোদের রুধির পান করিব।

সীতা দুষ্ট নিশাচরের গর্জ্জিত বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত ভীত হইলেন, এবং বায়ুবেগে কদলী তরুর ন্যায় উদ্বেগে অনবরত কম্পিত হইতে লাগিলেন। তখন রাম যার পর নাই বিষণ্ণ হইয়া শুষ্কমুখে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! দেখ, রাজা জনকের দুহিতা, আমার দয়িতা, সীতা রাক্ষসের অঙ্কস্থা হইয়াছেন। কনিষ্ঠা মাতা কৈকেয়ী আমাদিগের জন্য যেরূপ

সংকল্প করিয়াছিলেন, এবং যে প্রকার প্রীতিকর বর প্রার্থনা করিয়া লইয়াছেন, অদ্যই তাহা পূর্ণ হইল। যে দূরদর্শিনী পুত্রের রাজ্যাভিষেকমাত্রে পরিতুষ্ট হন নাই, সকলের প্রিয় আমারেও বনবাসী করিলেন! অদ্যই তাঁহার মনোরথ সফল হইল। বৎস! বলিতে কি, আজ আমি পিতৃবিনাশ ও রাজ্যনাশ অপেক্ষাও জানকীর পরপুরুষস্পর্শে অধিকতর শোকাকুল হইতেছি।

তখন লক্ষ্মণ দুঃখিতমনে সজলনয়নে ক্রুদ্ধ হইয়া, রুদ্ধ মাতঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! এই চিরকিঙ্কর আপনার সহচর, স্বয়ং সকলের নাথ, এক্ষণে অনাথের ন্যায় কেন শোক করিতেছেন? আজ আমি রোষভরে একমাত্র শরে এই দুষ্ট নিশাচরের প্রাণ সংহার করিব। আজ বসুমতী ইহার শোণিত পান করিবেন। রাজ্যলোলুপ ভরতের প্রতি আমার যে ক্রোধ হইয়াছিল, সুররাজ ইন্দ্র যেমন পর্ব্বতে বজ্রপাত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আজ এই বিরাধের প্রতি সেই ক্রোধ নিক্ষেপ করিব। শরদণ্ড আমার বাহুবলে বেগবান হইয়া রাক্ষসের বিশাল বক্ষে পড়ুক, দেহ হইতে প্রাণ হরণ করুক, এবং ইহাকে বিঘূর্ণিত করিয়া ধরাতলে নিপাতিত করুক।

তৃতীয় সর্গ।

অনন্তর জ্বালাকরালমুখ রাক্ষস কণ্ঠস্বরে অরণ্যের আভোগ পরিপূর্ণ করিয়া কহিল, বল্, তোরা কে, কোথায় গমন করিবি? রাম কহিলেন, আমরা ইক্ষ্বাকুবংশীয় ক্ষত্রিয়, সচ্চরিত্র, কোন কারণে বনে আসিয়াছি। এক্ষণে এই দণ্ডকারণ্যে তুই কে সঞ্চরণ করিতেছিস্? বল্, তোর পরিচয় জানিতে আমাদেরও ইচ্ছা হইতেছে।

বিরাধ কহিল, শোন্, আমি যবের পুত্র, আমার জননী শতহ্রদা, নাম বিরাধ। আমি তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়াছিলাম। তাঁহার প্রসাদে অস্ত্রাঘাতে ছিন্নভিন্ন করিয়া কেহ আমাকে বধ করিতে পারিবে না। এক্ষণে তোরা এই প্রমদার আশা পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র এ স্থান হইতে পলায়ন কর্, নচেৎ আমি তোদিগকে বিনাশ করিব।

তখন রাম রোষারুণলোচনে পাপাত্মা বিরাধকে কহিলেন, রে ক্ষুদ্র! তুই অতি দুরাচার, তোরে ধিক্, তুই নিশ্চয় আপনার মৃত্যু অনুসন্ধান করিতেছিস্; এক্ষণে থাক, জীবিত থাকিতে আমার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিবি না। এই বলিয়া তিনি শরাসনে জ্যা আরোপণ ও সাতটি সুশাণিত শর সন্ধান করিয়া, বিরাধের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। সুবর্ণপুঙ্খ অগ্নির ন্যায় ভাস্বর শর পরিত্যক্ত হইবামাত্র বায়ুবেগে উহার দেহ ভেদ পূর্ব্বক শোণিতাক্ত হইয়া ভূতলে

পড়িল। তখন বিরাধ তথায় জানকীকে রাখিয়া, ক্রোধভরে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, শক্রধ্বজসদৃশ এক শূল উদ্যত করত উহাঁদের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইল। ঐ সময় বিরাধকে ব্যাদিতবদন অতিভীষণ কৃতান্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণ উহার প্রতি অনবরত শর-বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন প্রচণ্ডমূর্ত্তি বিরাধ এক স্থলে দাঁড়াইল, এবং হাস্য করিয়া গাত্রভঙ্গ করিল। সে গাত্রভঙ্গ করিবামাত্র তাহার দেহ হইতে শরজাল স্খলিত হইয়া গেল। পরে সে ব্রহ্মার বরে প্রাণ রোধ করিয়া শূল উত্তোলন পূর্ব্বক পুনরায় ধাবমান হইল। মহাবীর রাম সেই বজ্রসঙ্কাশ জ্বলন-সদৃশ শূল দুই শরে ছেদন করিলেন। শূলছিন্ন হইবামাত্র সুমেরু হইতে বজ্রবিদীর্ণ শিলাখণ্ডের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত কৃষ্ণসর্পের ন্যায় ভীষণ খড়্গ উদ্যত করিয়া উহার সন্নিহিত হইলেন, এবং বল প্রয়োগ পূর্ব্বক উহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে বিরাধ উহাঁদিগকে বাহুমধ্যে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থানের উপক্রম করিল। তখন রাম উহার অভিপ্রায় অনু-ধাবন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই রাক্ষস স্বেচ্ছা-ক্রমে আমাদিগকে লইয়া যাক, এ যে স্থান দিয়া যাইতেছে, ইহাই আমাদের গমনপথ।

তখন বলদৃপ্ত বিরাধ, রাম ও লক্ষ্মণকে বালকবৎ বাহু-বলে উৎক্ষিপ্ত করিয়া স্কন্ধে লইল, এবং ঘোর গর্জ্জন সহকারে অরণ্যাভিমুখে চলিল। ঐ অরণ্য ঘন মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, ও বিবিধ পাদপে পরিপূর্ণ; তথায় বিহঙ্গেরা নিরন্তর কলরব

করিতেছে, শৃগাল ধাবমান হইতেছে, এবং বহুসংখ্য হিংস্র জন্তু বিচরণ করিতেছে। বিরাধ তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

চতুর্থ সর্গ

তদ্দর্শনে জানকী বাহুযুগল উদ্যত করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, ভীষণ নিশাচর এই সুশীতল সত্যপরায়ণ রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া যাইতেছে। এক্ষণে ব্যাঘ্র ভল্লূক আমায় ভক্ষণ করিবে। রাক্ষসরাজ! তোমাকে নমস্কার, তুমি উহাঁদিগকে ত্যাগ করিয়া আমাকে লইয়া যাও।

তখন রাম ও লক্ষ্মণ জানকীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, সত্বর বিরাধের বধ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মণ উহার বাম বাহু, এবং রাম দক্ষিণ বাহু বল পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। জলদ-কায় বিরাধ ভগ্নবাহু হইয়া, তৎক্ষণাৎ বজ্রবিদলিত পর্ব্বতের ন্যায় যন্ত্রণায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। উহাঁরা তাহার উপর মুষ্টিপ্রহার ও পদাঘাত আরম্ভ করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ উৎ-ক্ষিপ্ত করিয়া ভূতলে নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিরাধ শরবিদ্ধ, খড়্গাহত ও ভূতলে নিষ্পিষ্ট হইয়াও কিছুতে প্রাণত্যাগ করিল না। তখন সর্ব্বভূতশরণ্য রাম উহাকে

শস্ত্রের একান্ত অবধ্য দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই নিশাচর তপোবল সম্পন্ন, শস্ত্রাঘাতে কোন মতে ইহার প্রাণ নাশ করিতে পারিব না, এক্ষণে ইহাকে ভূগর্ভে পোথিত করিয়া বধ করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। ইহার দেহ কুঞ্জরবৎ বৃহৎ, সুতরাং তুমি ইহার জন্য একটি প্রশস্ত গর্ত্ত অবিলম্বে প্রস্তুত করিয়া দেও। মহাবীর রাম, লক্ষ্মণকে এইরূপ আদেশ দিয়া, চরণ দ্বারা রাক্ষসের কণ্ঠ আক্রমণ করিয়া রহিলেন।

তখন বিরাধ রামের কথা কর্ণগোচর করিয়া কহিতে লাগিল, পুরুষসিংহ! বুঝি নিহত হইলাম! আমি মোহ বশত অগ্রে তোমায় জানিতে পারি নাই, তুমি কৌশল্যাতনয় রাম; লক্ষ্মণ ও দেবী জানকীকেও জানিলাম। আমি শাপপ্রভাবে এই ঘোরা রাক্ষসী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আছি। আমার নাম তুম্বুরু, জাতিতে গন্ধর্ব্ব; আমি রম্ভাতে আসক্ত হইয়া অনুপস্থিত ছিলাম, তজ্জন্য যক্ষেশ্বর কুবের ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, আমায় অভিশাপ দেন। অনন্তর আমি তাঁহাকে প্রসন্ন করিলাম। তিনি প্রসন্ন হইয়া শাপশান্তির উদ্দেশে আমায় কহিলেন, যখন রাজা দশরথের পুত্র রাম যুদ্ধে তোমায় সংহার করিবেন, তখন তুমি গন্ধর্ব্বপ্রকৃতি অধিকার করিয়া পুনরায় স্বর্গে আগমন করিও। রাজন্! এক্ষণে তোমার কৃপায় এই দারুণ অভিশাপ হইতে মুক্ত হইলাম, অতঃপর স্বর্লোকে অধিরোহণ করিব। এই স্থান হইতে সার্দ্ধযোজন দূরে শরভঙ্গ নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ সূর্য্যসঙ্কাশ মহর্ষি বাস করিতেছেন। তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকট গমন কর, তিনি তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন। রাম! অন্তিমকাল উপস্থিত, এক্ষণে তুমি

আমায় গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান কর। মৃত নিশাচরগণের বিবরপ্রবেশই চির-ব্যবহার, ইহাতে আমাদের উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে।

তখন রাম বিরাধের কথা শুনিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি এই স্থানে একটি সুপ্রশস্ত গর্ত্ত খনন কর। লক্ষ্মণ তাঁহার আদেশমাত্র খনিত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ মহাকায় রাক্ষসের পার্শ্বে এক গর্ত্ত খনন করিলেন। বিরাধ কণ্ঠাক্রমণ হইতে মুক্ত হইল। মহাবল লক্ষ্মণ উহাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। গর্ত্তে প্রবেশকালে বিরাধ ঘোর স্বরে বনবিভাগ নিনাদিত করিয়া তুলিল। রাম ও লক্ষ্মণও উহার বধসাধন পূর্ব্বক নভোমণ্ডলে চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় তথায় বিহার করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম সর্গ।

তখন মহাবীর রাম নিশাচর বিরাধকে বধ করিয়া জানকীকে আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা করত লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই বন নিতান্ত গহন ও দুর্গম, আমরা কখন এইরূপ বনে প্রবেশ করি নাই, এক্ষণে চল, অবিলম্বে মহর্ষি শরভঙ্গের নিকট প্রস্থান করি।

অনন্তর তিনি শরভঙ্গের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, এবং সেই অমরপ্রভাব শুদ্ধস্বভাব তাপসের সন্নিধানে এক আশ্চর্য্য দেখিতে পাইলেন। তথায় স্বয়ং সুররাজ বিরাজমান, তাঁহার দেহ হইতে জ্যোতি নির্গত হইতেছে, পরিধান পরিচ্ছন্ন বস্ত্র; তিনি দিব্য আভরণে সুশোভিত আছেন এবং মহীতল স্পর্শ করিতেছেন না। বহুসংখ্য দেবতা তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন, এবং অনেক মহাত্মা সুবেশে তাঁহার পূজা করিতেছেন। তিনি অন্তরীক্ষে, হরিদ্বর্ণঅশ্ব সংযুক্ত তরুণসূর্য্যপ্রকাশ রথে; অদূরে বিচিত্র-মাল্য-খচিত ধবল-জলদ-কান্তি শশাঙ্ক-ছবি নির্ম্মল ছত্র। দুইটি রমণী কনক-দণ্ড-মণ্ডিত মহামূল্য চামর মস্তকে বীজন করিতেছে, এবং দেব গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত আছেন।

তৎকালে তিনি শরভঙ্গের সহিত আলাপ করিতেছিলেন, রাম উহাঁকে অনুভবে ইন্দ্র বোধ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! ঐ দেখ, কি আশ্চর্য্য রথ, কেমন উজ্জ্বল! কি সুন্দর! উহা গগনতলে প্রভাবান্ ভাস্করের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে। পূর্ব্বে আমরা দেবরাজের যেরূপ অশ্বের কথা শুনিয়াছিলাম, নভোমণ্ডলে নিশ্চয় সেই সকল দিব্য অশ্ব দৃষ্ট হইতেছে। ঐ সমস্ত কুণ্ডলশোভিত যুবা কৃপাণহস্তে চতুর্দ্দিকে আছেন, উহাঁদের বক্ষঃস্থল বিশাল, এবং বাহু অর্গলের ন্যায় আয়ত। উহাঁদিগকে দেখিয়া যেন ব্যাঘ্রপ্রভাব বোধ হইতেছে। উহাঁরা রক্তবসন পরিধান করিয়াছেন, অনলবৎ রত্নহারে শোভিত হইতেছেন, এবং পঞ্চবিংশতি বৎসরের রূপ ধারণ করিতেছেন। বৎস! ঐ সমস্ত প্রিয়দর্শন যুবা

যেরূপ বয়স্ক, উহাই দেবগণের চিরস্থায়ী বয়স। এক্ষণে ঐ রথোপরি দিবাকর ও অগ্নির ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর পুরুষটি স্পষ্ট কে, যাবৎ না জানিয়া আসিতেছি, তাবৎ তুমি জানকীর সহিত এই স্থানে থাক। এই বলিয়া রাম তপোধন শরভঙ্গের আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

তখন দেবরাজ, রামকে আসিতে দেখিয়া, দেবগণকে কহিলেন, দেখ, রাম এই দিকে আগমন করিতেছেন; এক্ষণে আমাকে সম্ভাষণ না করিতে, চল আমরা স্থানান্তরে যাই, তাহা হইলে, ইনি আর আমাকে দেখিতে পাইবেন না। রাম যখন বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া বিজয়ী হইবেন, তখন আমি ইহাকে দর্শন দিব। যাহা অন্যের দুষ্কর, ইহাঁকে সেই কার্য্য সাধন করিতে হইবে। শচীপতি সুরগণকে এই বলিয়া শরভঙ্গকে সম্মান ও আমন্ত্রণ পূর্ব্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

তখন রাম, ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে মহর্ষি শরভঙ্গ অগ্নিহোত্রগৃহে আসীন ছিলেন, উহাঁরা গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, এবং তাঁহার আদেশ পাইয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মহর্ষি উহাঁদিগকে আতিথ্যে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং উহাঁদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র এক বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এইরূপে শিষ্টাচার পরিসমাপ্ত হইলে রাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! সুররাজ কি কারণে তপোবনে আসিয়াছিলেন? শরভঙ্গ কহিলেন, বৎস! আমি কঠোর তপঃসাধন পূর্ব্বক সকলের অসুলভ ব্রহ্মলোক অধিকার করিয়াছি। এক্ষণে এই বরদাতা ইন্দ্রদেব আমাকে তথায় উপনীত করিবার জন্য

উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি তোমাকে অদূরবর্ত্তী জানিয়া, এবং তোমার ন্যায় প্রিয় অতিথিকে না দেখিয়া, তথায় গমন করিলাম না। তুমি অতি ধর্ম্মশীল, তোমার সমাগম লাভে তৃপ্ত হইয়া পশ্চাৎ দেবসেবিত ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিব। বৎস! বহুসংখ্য লোক আমার আয়ত্ত হইয়াছে, এক্ষণে বাসনা, তুমি তৎসমুদায় প্রতিগ্রহ কর।

শাস্ত্রবিশারদ রাম এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন তপোধন! আমি স্বয়ং তপোবলে দিব্য লোক সকল আহরণ করিব। এক্ষণে এই বনমধ্যে কোথায় গিয়া আশ্রয় লইতে হইবে, আপনি আমায় তাহাই বলিয়া দিন। তখন শরভঙ্গ কহিলেন, বৎস! এই স্থানে সুতীক্ষ্ণ নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি বাস করিয়া আছেন, তিনি তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন। অদূরে কুসুমবাহিনী মন্দাকিনী বহিতেছেন, তুমি উহাঁকে প্রতিস্রোতে রাখিয়া চলিয়া যাও, তাহা হইলেই তাঁহার আশ্রম প্রাপ্ত হইবে। রাম! আমি ত তোমার গমনপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম, এক্ষণে তুমি মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা কর; ভুজঙ্গ যেমন জীর্ণ ত্বক পরিত্যাগ করে, সেইরূপ আমি তোমার সমক্ষে এই দেহ বিসর্জ্জন করিব।

এই বলিয়া শরভঙ্গ বহ্নিস্থাপন করিয়া, মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হুতাশন তৎক্ষণাৎ তাঁহার কেশ, জীর্ণ ত্বক, অস্থি, মাংস, ও শোণিত ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। তখন শরভঙ্গ অনলের ন্যায় ভাস্বরদেহ এক কুমার হইলেন, এবং সহসা বহ্নিমধ্য

হইতে উত্থিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সাগ্নিক ঋষিগণের লোক ও দেবলোক অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিলেন, এবং তথায় অনুচরবর্গের সহিত সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার সাক্ষাৎকার পাইলেন। ব্রহ্মাও তাঁহাকে অবলোকন করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

ষষ্ঠ সর্গ।

মহর্ষি শরভঙ্গ স্বর্গারোহণ করিলে, বৈখানস, বালখিল্য সংপ্রক্ষাল, মরীচিপ, অশ্মকুট্ট, পাত্রাহার, দন্তোলূখল, উন্মজ্জক, গাত্রশয্যা, অশয্যা অনবকাশিক, সলিলাহার, বায়ুভক্ষ, আকাশনিলয়, স্থণ্ডিলশায়ী, ও আর্দ্রপটবাস এই সমস্ত ঋষি তেজস্বী রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইহাঁরা জপপর ও তপঃপরায়ণ এবং ব্রাহ্মী শ্রীসম্পন্ন। ইহাঁরা আসিয়া রামকে কহিলেন, রাম! যেমন দেবগণের ইন্দ্র, সেইরূপ তুমি ইক্ষ্বাকুকুলের ও সমগ্র পৃথিবীর প্রধান ও নাথ। তুমি যশ ও বিক্রমে ত্রিলোকমধ্যে প্রথিত হইয়াছ, পিতৃব্রত ও সত্য তোমাতেই রহিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ ধর্ম্ম তোমাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। তুমি মর্ম্মের ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মবৎসল, এক্ষণে আমরা অর্থিত্বনিবন্ধন কঠোরভাবে তোমায় যা কিছু কহিব,

ক্ষমা করিও। নাথ! যে রাজা ষষ্ঠাংশ কর লইয়া থাকেন, অথচ অধিকারস্থ লোকদিগকে পালন করেন না, তাঁহার অত্যন্ত অধর্ম্ম হয়। আর যিনি উঁহাদিগকে প্রাণের তুল্য, প্রাণাধিক পুত্রের তুল্য অনুমান করিয়া, সবিশেষ যত্নে সতত রক্ষণাবেক্ষণ করেন, ইহকালে তাঁহার শাশ্বতী কীর্ত্তি এবং দেহান্তে ব্রহ্ম-লোকে গতি লাভ হইয়া থাকে। মুনিগণ ফল মূল আহার করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করেন, তাহাতেও ধর্ম্মত প্রজাপালনে প্রবৃত্ত রাজার চতুর্থাংশ আছে। রাম! তুমি এই বিপ্রবহুল বানপ্রস্থগণের নাথ, এক্ষণে ইহাঁরা নিশাচরের হস্তে অনাথের ন্যায় নিহত হইতেছেন। ঐ চল, ঘোররূপ রাক্ষসেরা যে সকল তপস্বিকে নানা প্রকারে বিনাশ করিয়াছে, বনমধ্যে তাঁহাদের মৃতদেহ দেখিয়া আসিবে। যে সকল মুনি পম্পার উপকূলে, মন্দাকিনী-তটে, ও চিত্রকূটে বাস করিয়া আছেন, রাক্ষসেরা তাহাঁদিগকে অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেছে। ঐ সমস্ত দুরাচার অরণ্যে তাপসগণের উপর যেরূপ ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, আমরা কোনমতে তাহা সহ্য করিতে পারিতেছি না। তুমি সকলের শরণ্য, তোমার শরণ লইবার জন্য আমরা আসিয়াছি। রাক্ষসেরা আমা-দিগকে বধ করে, এক্ষণে রক্ষা কর। রাম! এই পৃথিবীতে তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আশ্রয় আর আমাদের নাই।

তখন ধর্ম্মশীল রাম উহাঁদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তাপসগণ! আপনারা আমাকে ঐরূপ করিয়া আর বলিবেন না, আমি সততই আপনাদের আজ্ঞাধীন হইয়া আছি। এক্ষণে যখন আমাকে পিতৃসত্যপালনোদ্দেশে

বনপ্রবেশ করিতে হইয়াছে, তখন এই প্রসঙ্গে আপনাদে নিশাচরকৃত অত্যাচারের অবশ্য প্রতীকার করিয়া যাইব বলিতে কি, ইহাতে আমারও এই বনবাসে বিশেষ ফ দর্শিবে সন্দেহ নাই। অতঃপর আপনারা আমার ও লক্ষ্ম ণের বিক্রম প্রত্যক্ষ করুন, আমরা নিশ্চয়ই ঋষিকুলকণ্টব রাক্ষসগণকে নিহত করিব। পূজ্যস্বভাব মহাবীর রা মুনিগণকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম ভিব্যাহারে সুতীক্ষ্ণের তপোবনে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম সর্গ।

অনন্তর তিনি বহু দূর অতিক্রম করিলেন, এবং অগাধ- সলিলা অনেক নদী লঙ্ঘন করিয়া, গিরিবর সুমেরুর ন্যায় উন্নত পবিত্র এক শৈল দেখিতে পাইলেন। অদূরে অত্যন্ত গহন ও ভীষণ এক কানন বিস্তৃত রহিয়াছে। তথায় নানা প্রকার বৃক্ষ কুসুমিত ও ফলভরে অবনত হইয়া আছে। রাম তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং উহার একান্তে কুশচীর- চিহ্নিত এক তপোবন অবলোকন করিলেন। ঐ তপোবনে মললিপ্ত পঙ্কক্লিন্ন জটাধারী মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ আসীন ছিলেন। রাম তাঁহার সন্নিহিত হইয়া বিনীতভাবে কহিলেন, ভগবন্!

আমি রাম, আপনার দর্শনকামনায় আগমন করিলাম। এক্ষণে আপনি মৌনভাব ত্যাগ করিয়া আমাকে সম্ভাষণ করুন।

তখন তপোধন সুতীক্ষ্ণ, রামকে নিরীক্ষণ করিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, বীর! তুমি ত নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছ? এই তপোবন তোমার আগমনে এক্ষণে যেন সনাথ হইল। আমি কেবল তোমারই প্রতীক্ষায়, ধরাতলে দেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক, এ স্থান হইতে সুরলোকে আরোহণ করি নাই। তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া চিত্রকূটে কালযাপন করিতেছিলে, আমি তাহা শুনিয়াছি। আজ দেবরাজ ইন্দ্র আমার এই আশ্রমে আসিয়াছিলেন, এবং আমি পুণ্যবলে যে উৎকৃষ্ট লোক সকল অধিকার করিয়াছি, তিনি আমায় এই সংবাদ প্রদান করিলেন। বৎস! এক্ষণে আমি কহিতেছি, তুমি আমার প্রীতির উদ্দেশে সেই সমস্ত দেবর্ষিসেবিত মদীয়-তপোবললব্ধ লোকে গিয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত বিহার কর।

তখন রাম, ইন্দ্র যেমন ব্রহ্মাকে, তদ্রূপ সেই উগ্রতপাঃ মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন্! আমি তপোবলে স্বয়ংই লোক সকল আহরণ করিব। এক্ষণে আপনি এই অরণ্যমধ্যে আমায় একটি বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন। গৌতমগোত্র-জাত মহাত্মা শরভঙ্গ কহিয়াছেন, আপনি সকলের হিতকারী ও সর্ব্বত্র কুশলী।

অনন্তর সর্ব্বলোকপ্রথিত সুতীক্ষ্ণ আহ্লাদে পুলকিত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, রাম! তুমি আমারই আশ্রমে বাস

কর। এস্থানে বহুসংখ্য ঋষি আছেন, এবং সকল সময়ে ফলমূলও বিলক্ষণ সুলভ। কেবল এই তপোবনে মধ্যে মধ্যে কতকগুলি মৃগ আইসে; উহারা অত্যন্ত নির্ভয়, কিন্তু কখন কাহার কোনরূপ অনিষ্ট করে না। উহারা আসিয়া নানা-প্রকারে লোভপ্রদর্শন পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। বৎস! তুমি নিশ্চয় জানিও, এতদ্ব্যতীত এস্থানে অন্য কোনরূপ ভয় নাই।

সুধীর রাম সুতীক্ষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তপোধন! আমি শরাসনে বজ্রপ্রভ সুশাণিত শর সন্ধান করিয়া, যদি ঐ সমস্ত মৃগকে বিনাশ করি, তাহা হইলে আপনি মনে অত্যন্ত ক্লেশ পাইবেন। আপনাকে ক্লেশ প্রদান অপেক্ষা আমারও যন্ত্রণার আর কিছু হইবে না। সুতরাং এই আশ্রমে বহুকাল বাস কোনমতেই অভিলাষ করি না।

রাম সুতীক্ষ্ণকে এইরূপ কহিয়া সায়ং সন্ধ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সন্ধ্যা সমাপনান্তে সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত তথায় বাসের ব্যবস্থা করিলেন। অনন্তর রাত্রি উপস্থিত হইল, তদ্দর্শনে মহর্ষি উহাঁদিগকে সমাদর পূর্ব্বক তাপসভোগ্য ভোজ্য প্রদান করিলেন।

অষ্টম সর্গ।

রাম সেই তাপসজনশরণ অরণ্যে সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে প্রতিবোধিত হইলেন, এবং জানকীর সহিত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পদ্মগন্ধী সুশীতল সলিলে স্নান ও যথাকালে বিধিবৎ দেবতা ও অগ্নির পূজা সমাধান করিলেন। সূর্য্যোদয় হইল। তদ্দর্শনে তিনি মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের সন্নিধানে গমন এবং তাঁহাকে মধুর বচনে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আমরা আপনার সৎকারে তৃপ্ত হইয়া সুখে বাস করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমন্ত্রণ করি, প্রস্থান করিব। এই দণ্ডকারণ্যে পুণ্যশীল ঋষিগণের আশ্রম সকল দেখিতে আমাদের অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে। এই তাপসেরাও বারংবার আমাদিগকে তদ্বিষয়ে ত্বরা দিতেছেন। ইঁহারা জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক ও বিধূম পাবকের ন্যায় তেজস্বী; এক্ষণে প্রার্থনা, আপনি ইঁহাদের সহিত আমাদিগকে গমনে অনুমতি প্রদান করুন। নীচ লোক অসৎ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিলে যে প্রকার হয়, সূর্য্যদেব তদ্রূপ উগ্রভাব ধারণ না করিতেই আমরা নিষ্ক্রান্ত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। এই বলিয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত রাম, সুতীক্ষ্ণকে প্রণাম করিলেন। তখন তপোধন উহাঁদিগকে উত্থাপন পূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহে কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে এই ছায়ার ন্যায় অনুগতা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত নির্ব্বিঘ্নে যাও, এবং এই দণ্ডকারণ্যবাসী তাপসগণের রমণীয় আশ্রম সকল

দর্শন কর। পথে ফলমূলপূর্ণ কুসুমিত কানন, ময়ূররব-মুখরিত সুরম্য অরণ্য, শান্তস্বভাব পক্ষী, পবিত্র মৃগযূথ, প্রফুল্ল-কমলশোভিত প্রসন্নসলিল হংসসঙ্কুল সরোবর, ও সুদর্শন প্রস্রবণ দেখিতে পাইবে। রাম! তুমি এক্ষণে যাত্রা কর, লক্ষ্মণ! তুমিও যাও; কিন্তু তোমরা সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া পুনরায় এই আশ্রমে আগমন করিও।

তখন রাম ও লক্ষ্মণ সুতীক্ষ্ণের বাক্যে সম্মত হইয়া, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। আয়তলোচনা জানকী উহাঁদের হস্তে শরাসন তূণীর ও নির্ম্মল খড়্গ আনিয়া দিলেন। উহাঁরাও তূণীর বন্ধন ও ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

নবম সর্গ

তখন সীতা, মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের সম্মতিক্রমে রামকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, স্নেহপ্রবৃত্ত মনোজ্ঞ বাক্যে কহিলেন, নাথ! যে মহৎ ধর্ম্ম সূক্ষ্ম বিধানের গম্য, কামজ ব্যসন হইতে মুক্ত হইলে লোকে তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে। এই ব্যসন তিন প্রকার,— মিথ্যাকথন, পরস্ত্রীগমন ও বৈরব্যতীত রৌদ্রভাব ধারণ। কিন্তু শেষোক্ত দুইটি, প্রথম অপেক্ষা গুরুতর পাপ

বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। নাথ! তুমি কখন মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ কর নাই, এবং কোন কারণে করিবেও না। ধর্ম্মনাশক পরস্ত্রী-অভিলাষ তোমার কখন ছিল না, এবং এখনও নাই। তুমি সতত স্বদারে অনুরক্ত আছ। ধর্ম্ম ও সত্য তোমাতে বিদ্যমান; তুমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ, পিতৃআজ্ঞাবহ ও জিতেন্দ্রিয়; ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছ বলিয়া, ঐ দুইটি দোষ তোমাকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু নাথ! অন্যে মোহ বশত অকারণ জীবের প্রাণহিংসারূপ যে কঠোর ব্যসনে আসক্ত হয়, এক্ষণে তোমার তাহাই ঘটিতেছে। তুমি বনবাসী ঋষিগণের রক্ষাবিধানার্থ যুদ্ধে রাক্ষস-বধ স্বীকার করিয়াছ, এবং এই নিমিত্তই ধনুর্ব্বাণ লইয়া লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে যাইতেছ। কিন্তু তোমায় যাইতে দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইতেছে। আমি তোমার কার্য্য আলোচনা করিতেছি, তোমার সুখ ও সুখসাধনই বা কি, চিন্তা করিতেছি; চিন্তা করিতে গিয়া পদে পদে বিষম উদ্বেগ উপস্থিত হইতেছে। তুমি যে দণ্ডকারণ্যে যাও, আমার এরূপ ইচ্ছা নয়। তথায় গমন করিলে নিশ্চয়ই রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। কারণ শরাসন সঙ্গে থাকিলে, ক্ষত্রিয়দিগের তেজ সবিশেষ বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে।

নাথ! পূর্ব্বে কোন এক সত্যশীল ঋষি শান্তমৃগবিহঙ্গে পূর্ণ বনমধ্যে তপঃসাধন করিতেন। একদা ইন্দ্র তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন কামনায় যোদ্ধার রূপ ধারণ করিয়া, অসিহস্তে উপস্থিত হন, এবং তাঁহার নিকট ন্যাসস্বরূপ ঐ খড়্গ রাখিয়া দেন। তাপস ন্যাস-রক্ষায় তৎপর ছিলেন, এবং

বিশ্বাস-ভঙ্গ-ভয়ে খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক বনমধ্যে বিচরণ করিতেন। ফলমূল আহরণার্থ কোথাও গমন করিতে হইলে, তিনি ঐ অস্ত্র ব্যতীত যাইতেন না। এইরূপে তপোধন সতত উহা বহন করিতে করিতে ক্রমশঃ রৌদ্রভাব আশ্রয় করিলেন, প্রাণিহত্যায় মত্ত হইয়া উঠিলেন, তপোনিষ্ঠা ত্যাগ করিলেন, এবং অধর্ম্মে লিপ্ত হইয়া নরকে নিমগ্ন হইলেন।

এই আমি অস্ত্রবিষয়ক এই একটি পুরাবৃত্তের উল্লেখ করিলাম। ফলত অগ্নিসংযোগ যেরূপ কাষ্ঠের বিকার জন্মাইয়া দেয়, অস্ত্রসংশ্রব সেইরূপ লোকের চিত্তবৈপরীত্য ঘটাইয়া থাকে। নাথ! এক্ষণে আমি তোমায় শিক্ষা দান করিতেছি না, কেবল স্নেহ ও বহুমান বশত ইহা স্মরণ করাইয়া দিলাম। অতঃপর তুমি অকারণ দণ্ডকারণ্যের রাক্ষসগণকে বিনাশ করিবার বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। অপরাধ না পাইলে কাহাকেও হত্যা করা উচিত নহে। বনবাসী আর্ত্তদিগের পরিত্রাণ হয়, ক্ষত্রিয়-বীর শরাসনে এই পর্য্যন্তই করিবেন। শস্ত্র কোথায়, বনই বা কোথায়, ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম কোথায়, তপস্যাই বা কোথায়; এই সমস্ত পরস্পরবিরোধি, ইহাতে আমাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই। যাহা তপোবনের ধর্ম্ম, তুমি তাহারই সম্মান কর। অস্ত্রসম্পর্কে লোকের বুদ্ধি একান্ত কলুষিত হইয়া থাকে। তুমি পুনরায় অযোধ্যায় গিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আশ্রয় করিও। তোমাকে রাজপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনবাসী হইতে হইয়াছে, এক্ষণে তুমি যদি মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে পার, আমার শ্বশ্রূ ও শ্বশুর অত্যন্ত প্রীত হইবেন। ধর্ম্ম হইতে অর্থ, ধর্ম্ম হইতে

সুখ, এবং ধর্ম্ম হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, ফলত জগতে ধর্ম্মই সার পদার্থ। নিপুণ লোক বিশেষ যত্নে বিবিধ নিয়মে শরীর শোষণ পূর্ব্বক ধর্ম্মসঞ্চয় করিয়া থাকেন, কিন্তু সুখ হইতে কখন সুখসাধন ধর্ম্ম উপলব্ধ হইতে পারে না। নাথ! তুমি সকলই জান, ত্রিলোকে তোমার অবিদিত কিছুই নাই, অতএব তুমি শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া এই তপোবনে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হও। তোমায় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করে এমন কে আছে? আমি কেবল স্ত্রীজনসুলভ চপলতায় এইরূপ কহিলাম, এক্ষণে তুমি লক্ষ্মণের সহিত সম্যক বিচার করিয়া দেখ, এবং যাহা অভিরুচি হয়, অবিলম্বে তাহারই অনুষ্ঠান কর।

দশম সর্গ।

ধর্ম্মপরায়ণ রাম, পতিপ্রণয়িণী জানকীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি ক্ষত্রিয়কুল উল্লেখ করিয়া, সস্নেহে হিত ও সমুচিতই কহিলে। আমি ইহার আর কি প্রত্যুত্তর করিব; আর্ত্ত এই শব্দ মাত্রও না থাকে, এই জন্য ক্ষত্রিয়ের শরাসন গ্রহণ, এ কথা তুমিই ত ব্যক্ত করিলে। এক্ষণে আর্ত্ত হইয়াই দণ্ডকারণ্যের মুনিগণ আগমন পূর্ব্বক আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। ইহাঁরা সর্ব্বকলা

ফল মূলে প্রাণ ধারণ করিয়া, বনে বাস করিয়া থাকেন, কিন্তু ক্রূর নিশাচরগণ ইহাঁদিগকে অত্যন্ত অসুখী করিয়াছে। ঐ সকল নরামাংসলোলুপ ইহাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে। ইহাঁরা বিশেষ বিপন্ন হইয়াই আমাকে সমস্ত জানাইলেন। আমি ইহাঁদের মুখে তৎসমুদায় শুনিয়া বিঘ্ন শান্তির উদ্দেশে কহিলাম, তাপসগণ! প্রসন্ন হউন, ইহা আমার অত্যন্ত লজ্জার বিষয়, যে, ঈদৃশ উপাস্য ব্রাহ্মণেরা আমার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমি কি করিব।

তখন মুনিগণ আমাকে কহিলেন, রাম! কামরূপী বহু-সংখ্য রাক্ষস দণ্ডকারণ্যে আমাদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে, রক্ষা কর। ঐ সমস্ত মাংসাশী দুর্দ্দান্ত দুরাত্মা, হোমবেলায় ও পর্ব্বকালে আমাদিগকে পরাভব করিয়া থাকে। আমরা পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইয়া শরণার্থী হইয়াছি, এক্ষণে রক্ষা কর। আমরা তপোবলে রক্ষসগণকে অনায়াসে বিনাশ করিতে পারি, কিন্তু বহু বিঘ্নবিপত্তি ও কায়ক্লেশ সহ্য করিয়া বহুকাল হইতে যে তপস্যা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহার ব্যয় হইয়া যায়, আমরা এরূপ ইচ্ছা করি না। রাক্ষসেরা আমাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে সত্য, কেবল এই কারণেই আমরা উহাদিগকে অভিসম্পাত করিতেছি না। আমরা তোমার ভরসায় বনে বাস করিয়া আছি, এক্ষণে তুমি লক্ষ্মণের সহিত সমবেত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। জানকি! আমি ঋষিগণের এই কথা শুনিয়া ইহাঁদের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছি। সত্যই আমার প্রিয়, আমি স্বীকার

করিয়া প্রাণান্তে অন্যথাচরণ করিতে পারিব না। বরং অকা-তরে প্রাণ ত্যাগ করিতে পারি, লক্ষণের সহিত তোমাকেও পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারি না। প্রার্থনা না করিলেও যাহা করিতাম, অঙ্গীকার করিয়া কিরূপে তাহার বৈপরীত্য আচরণ করিব। জানকি! তুমি স্নেহ ও সৌহার্দ্দ নিবন্ধন যাহা কহিলে, শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। অপ্রিয়কে কেহ কখন কিছু কহিতে পারে না। তুমি যেরূপ কুলে উৎপন্ন হইয়াছ, এই বাক্য তাহার ও তোমারও অনুরূপ সন্দেহ নাই, তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা, এক্ষণে আমার এই সংকল্পে অনুমোদন কর।

মহাত্মা রাম জানকীকে এইরূপ কহিয়া, লক্ষ্মণের সহিত শরাসনহস্তে রমণীয় তপোবনে গমন করিতে লাগিলেন।

একাদশ সর্গ।

তিনি সর্ব্বাগ্রে, শোভনা জানকী মধ্যে, এবং লক্ষ্মণ পশ্চাতে। গমনপথে উঁহারা বিচিত্র শৈলশিখর, অরণ্য, সুরম্য নদী, পুলিনচারী সারস ও চক্রবাক, জলবিহারি-পক্ষি-পূর্ণ প্রফুল্লকমল সরসী, যূথবদ্ধ হরিণ, মদোন্মত্ত সশৃঙ্গ মহিষ,

বৃক্ষবৈরী করী ও বরাহ সকল দেখিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা বহুদূর অতিক্রম করিলেন, দিবাও অবসান হইয়া আসিল।

অনন্তর উহাঁরা যোজনপ্রমাণ এক দীর্ঘিকার সমীপবর্ত্তী হইলেন। ঐ দীর্ঘিকার জল অতিশয় স্বচ্ছ, উহাতে রক্ত ও শ্বেত শতদল অবিরল শোভা পাইতেছে, জলচর পক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে, এবং হস্তী সকল উহার তীরে ও নীরে। ঐ রমণীয় সরোবরে গীত বাদ্য ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল, কিন্তু তথায় জনপ্রাণীর সম্পর্ক নাই। তদ্দর্শনে রাম ও লক্ষ্মণ কৌতুকাবেশে ধর্ম্মভৃৎ নামে এক মহর্ষিকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত, দেখিয়া আমাদের একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল, এক্ষণে সবিস্তরে বলুন, ব্যাপারটি কি?

ধর্ম্মভৃৎ কহিলেন, রাম! ইহা পঞ্চাপ্সর নামে সরোবর, পূর্ব্বে মহর্ষি মাণ্ডকর্ণী তপোবলে ইহা নির্ম্মাণ করেন, ইহার জল কখন শুষ্ক হয় না। কোন সময়ে মাণ্ডকর্ণী বায়ু ভক্ষণ পূর্ব্বক এই সরোবরের মধ্যে দশসহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পরস্পর কহিলেন, এই তাপস হয় ত আমাদিগের এক জনের পদ প্রার্থনা করিতেছেন। এই চিন্তা করিয়া উহাঁরা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং মহর্ষির তপোবিঘ্ন করিবার নিমিত্ত চপলার ন্যায় চঞ্চলকান্তি প্রধান পাঁচ অপ্সরাকে নিয়োগ করিলেন। উহারাও সুরকার্য্যোদ্দেশে মুনিকে কামের বশীভূত করিল, এবং তাঁহার পত্নী হইল।

তখন মুনি মাণ্ডকর্ণী তপোবলে যুবা হইলেন, এবং ঐ সকল অপ্সরার নিমিত্ত এই সরোবরের অভ্যন্তরে এক গুপ্ত গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। উঁহারা তথায় সুখে বাস করিয়া মহর্ষির সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিতেছে। এক্ষণে তাহাদিগেরই ভূষণ-রব-মিশ্রিত বাদ্যধ্বনি ও মনোহর সঙ্গীত শুনা যাইতেছে।

শুনিবামাত্র রাম কহিলেন, আশ্চর্য্য! অনন্তর তিনি অদূরে চীরশোভিত তেজঃপ্রদীপ্ত এক আশ্রম দর্শন করিলেন, এবং সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তন্মধ্যে গমন করিয়া সুখসমাদরে বাস করিতে লাগিলেন। পরে তথা হইতে পর্য্যায়ক্রমে অন্যান্য তপোবন পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহার আশ্রমে পূর্ব্বে গিয়াছিলেন, তথায়ও গমন করিলেন। কোথায় দশ মাস, কোথায় সংবৎসর; কোথায় চার মাস, কোথায় পাঁচ মাস, কোথায় ছয় মাস, কোথায় বৎসরাধিক কাল, কোথায় বহু মাস, কোথায় দেড় মাস, কোথায় তদপেক্ষা অধিক মাস, কোথায় তিন মাস ও কোথায়ও বা আট মাস বাস করিলেন। এইরূপে তাঁহার দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল।

অনন্তর রাম পুনরায় মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের তপোবনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কিছুদিন যাপন করিলেন, এবং একদা সবিনয়ে তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! অনেকের মুখে শুনিয়াছি, এই দণ্ডকারণ্যে মহর্ষি অগস্ত্য বাস করিয়া আছেন। কিন্তু এই বন অত্যন্ত বিস্তীর্ণ, তজ্জন্য আমি ঐ স্থান জানিতে পারিতেছি না। এক্ষণে বলুন, সেই সুরম্য তপোবন কোথায় আছে? আমি অগস্ত্যকে অভিবাদন করিবার নিমিত্ত সীতা

ও লক্ষ্মণের সহিত তথায় যাত্রা করিব, গিয়া স্বয়ংই তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইব, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

তখন সুতীক্ষ্ণ প্রীতমনে কহিলেন, বৎস! আমি স্বয়ংই এই কথার প্রসঙ্গ করিব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু সৌভাগ্য-ক্রমে তুমিই আমাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ। এক্ষণে যথায় অগস্ত্যের আশ্রম, কহিতেছি শ্রবণ কর। তুমি এই স্থান হইতে দক্ষিণে চারি যোজন অতিক্রম করিয়া যাও, তাহা হইলে ইহাঁর ভ্রাতা ইধ্মবাহের তপোবন পাইবে। ঐ প্রদেশ স্থলপ্রায় সুরম্য ও পিপ্‌পল বনে শোভিত। তথায় ফলপুষ্প প্রচুররূপ উৎপন্ন হইতেছে, নানা প্রকার পক্ষী কল-রব করিতেছে, এবং হংসসারসসংকুল চক্রবাক-শোভিত স্বচ্ছ সরোবর আছে। তুমি ঐ তপোবনে এক রাত্রি বাস করিয়া ঐ বনের পার্শ্ব দিয়া প্রভাতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিও, তাহা হইলে এক যোজন ব্যবধানে অগস্ত্যের আশ্রম দেখিতে পাইবে। ঐ স্থান অত্যন্ত রমণীয় ও নানাপ্রকার বৃক্ষে শোভিত; তোমরা তথায় গিয়া নিশ্চয় সুখী হইবে। বৎস! যদি তাঁহাকে দেখিতে বাসনা করিয়া থাক, তবে না হয় অদ্যই গমন কর।

তখন রাম সুতীক্ষ্ণকে অভিবাদন করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মহর্ষি অগস্ত্যের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে রমণীয় কানন, মেঘাকার শৈল, দীর্ঘিকা ও নদী সকল দর্শন করিলেন, এবং সুতীক্ষ্ণ প্রদর্শিত পথে সুখে বহুদূর অতিক্রম করিয়া হৃষ্টমনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! অদূরে বোধ হয়, পুণ্যশীল মহাত্মা ইধ্মবাহের আশ্রম। আমরা

ইহাঁর যে সমস্ত চিহ্নের কথা শুনিয়াছিলাম, এক্ষণে অবিকল তাহাই দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, পথপার্শ্বে বহুসংখ্য বন্য বৃক্ষ ফলপুষ্পে অবনত হইয়া আছে, কানন হইতে সুপক্ব পিপপলের কটু গন্ধ বায়ুভরে নির্গত হইতেছে, ইতস্ততঃ কাষ্ঠের স্তূপ, বৈদুর্য্য মণির ন্যায় উজ্জ্বল কুশ সকল ছিন্ন দেখা যাইতেছে, আশ্রমস্থ অগ্নির ঘননীল শৈলশিখরাকার ধূমশিখা উঠিয়াছে, এবং মুনিগণ পুণ্য তীর্থে স্নান করিয়া স্বহস্তসমাহৃত কুসুমে উপহার দিতেছেন। লক্ষ্মণ! মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ যেরূপ কহিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে বোধ হয়, ইহাই ইধ্মবাহের আশ্রম হইবে। ইহাঁর ভ্রাতা অগস্ত্য লোকহিতার্থ কৃতান্ততুল্য এক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া এই দক্ষিণ দিক লোকের বাসযোগ্য করিয়া রাখিয়াছেন। পূর্ব্বে ইল্বল ও বাতাপি নামে ভীষণ দুই অসুর এই স্থান অধিকার করিয়াছিল, ঐ দুই ভ্রাতা ব্রহ্মহত্যা করিত। নির্দ্দয় ইল্বল বিপ্রবেশ ধারণ ও সংস্কৃত বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধোদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিত, এবং মেষরূপী বাতাপিকে পাক করিয়া যথানিয়মে উহাঁদিগকে আহার করাইত। বিপ্রগণের আহার সম্পন্ন হইলে ইল্বল উচ্চৈঃস্বরে কহিত, বাতাপে! নিষ্ক্রান্ত হও। বাতাপিও উহাঁদের দেহ ভেদ পূর্ব্বক মেষবৎ রবে বহির্গত হইত। বৎস! এইরূপে উহারা অনেক ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিয়াছে।

একদা অগস্ত্যদেব সুরগণের অনুরোধে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া ঐ বাতাপিকে ভক্ষণ করেন। ইল্বল শ্রাদ্ধান্তে সম্পন্ন এই কথা বলিয়া হস্তোদক দান পূর্ব্বক কহিল, বাতাপে!

নিষ্ক্রান্ত হও। তখন ধীমান অগস্ত্য হাস্য করিয়া কহিলেন, ইল্বল! তোমার মেষরূপী ভ্রাতা আমার জঠরানলে জীর্ণ হইয়া যমালয়ে প্রস্থান করিয়াছে, এক্ষণে তাহার নিষ্ক্রান্ত হইবার শক্তি নাই। তখন ইল্বল ভ্রাতার নিধনসংক্রান্ত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অগস্ত্যের বিনাশকামনায় ক্রোধভরে ধাবমান হইল, এবং তৎক্ষণাৎ ঐ তেজস্বী ঋষির অনলকল্প কটাক্ষে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। বৎস! যিনি বিপ্রগণের প্রতি কৃপা করিয়া এই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন, সেই অগস্ত্যেরই ভ্রাতা মহর্ষি ইধ্মবাহের এই তপোবন।

অনন্তর সূর্য্য অস্তাচলে আরোহণ করিলেন, সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। তখন রাম লক্ষ্মণের সহিত সায়ংসন্ধ্যা সমাপন পূর্ব্বক আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ইধ্মবাহকে অভিবাদন করিলেন, এবং তথায় সাদরে গৃহীত হইয়া ফল মূল ভক্ষণ পূর্ব্বক এক রাত্রি বাস করিয়া রহিলেন। পরে রাত্রি প্রভাত ও সূর্যোদয় হইলে, তিনি ইধ্মবাহের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, তপোধন! আমি সুখে নিশা যাপন করিয়াছি। এক্ষণে আপনার জ্যেষ্ঠ মহর্ষি অগস্ত্যের দর্শনার্থ গমন করিব, আপনাকে অভিবাদন করি।

তখন রাম তাঁহার অনুমতি লইয়া, বিজন বন অবলোকন পূর্ব্বক যথানির্দ্দিষ্ট পথে গমন করিতে লাগিলেন গমনকালে জলকদম্ব, পনস, অশোক, তিনিশ, নক্তমাল, মধূক, বিল্ব, ও তিন্দুক প্রভৃতি কুসুমিত বন্য বৃক্ষ সকল দর্শন করিলেন। ঐ সমস্ত বৃক্ষ মঞ্জরিত লতাজালে বেষ্টিত আছে, হস্তিশুণ্ডে দলিত হইতেছে, বানরগণে শোভিত, এবং উন্মত্ত বিহঙ্গের

কলরবে ধ্বনিত হইতেছে। তদ্দর্শনে পদ্মপলাশলোচন রাম পশ্চাদ্বর্ত্তী লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! যেমন শুনিয়াছিলাম এস্থানে তদ্রূপই দেখিতেছি, বৃক্ষের পল্লব সকল সুচিক্কণ এবং মৃগ পক্ষিগণ শান্তস্বভাব। এক্ষণে বোধ হয়, মহর্ষির তপোবন আর অধিক দূরে নাই। যিনি স্বকর্ম্মগুণে অগস্ত্য নামে খ্যাত হইয়াছেন, ঐ তাঁহারই শ্রমনাশক আশ্রম। দেখ, প্রভূত ধূমে বনবিভাগ আকুল হইতেছে, কুশচীর শোভা পাইতেছে, মৃগযূথ নির্ব্বিরোধী, এবং নানা প্রকার পক্ষী চারুস্বরে বিরাব করিতেছে। যিনি লোকহিতার্থ কৃতান্ত তুল্য অসুরকে বিনাশ করিয়া এই দক্ষিণ দিক বাসযোগ্য করিয়া দিয়াছেন, সেই পুণ্যশীল মহর্ষি অগস্ত্যেরই এই আশ্রম সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রভাবে রাক্ষসেরা এই দিকে কেবল দৃষ্টিপাতমাত্র করিয়া থাকে, কিন্তু ভয়ে কখন অগ্রসর হইতে পারে না। যাবৎ তিনি এই দিক আশ্রয় করিয়াছেন, তদবধি নিশাচরগণ বৈরশূন্য ও শান্তভাবাপন্ন হইয়া আছে। এইরূপ জনশ্রুতি শুনিয়াছি যে, অগস্ত্যের নাম গ্রহণ করিলে এই দিকে আর কোন বিপদ সম্ভাবনা থাকে না। গিরিবর বিন্ধ্য সূর্য্যের পথরোধ করিবার নিমিত্ত বর্দ্ধিত হইতেছিল, কিন্তু উহাঁরই আদেশে নিরস্ত হইয়াছে। লক্ষ্মণ! এই সেই প্রখ্যাতকীর্ত্তি দীর্ঘায়ু মহর্ষির রমণীয় আশ্রম। তিনি সাধু সকলের পূজনীয়, এবং সজ্জনের হিতকারী। আমরা উপস্থিত হইলে তিনি আমাদিগের মঙ্গল বিধান করিবেন। আমি এই স্থানে তাঁহার আরাধনা করিয়া বনবাসের অবশিষ্ট কাল অতিবাহন করিব। এখানে দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও

মহর্ষিগণ আহার সংযম পূর্ব্বক নিয়ত তাঁহার উপাসনা করেন; এখানে মিথ্যাবাদী ক্রূর শঠ ও পাপাত্মা জীবিত থাকিতে পারে না; এখানে দেবতা যক্ষ পতঙ্গ ও উরগগণ মিতাহারী হইয়া ধর্ম্মসাধনমানসে বাস করিতেছেন; এখানে সুরগণ সকলের শুভকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষত্ব অমরত্ব ও রাজ্য প্রদান করেন; এবং এখান হইতেই মহর্ষিগণ তপঃসিদ্ধ হইয়া দেহ বিসর্জ্জন ও নূতন দেহ ধারণ পূর্ব্বক সূর্য্যপ্রভ বিমানে স্বর্গে আরোহণ করিয়া থাকেন। লক্ষ্মণ! আমরা সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলাম, এক্ষণে তুমি সর্ব্বাগ্রে প্রবিষ্ট হও এবং জানকী ও আমার আগমনসংবাদ মহর্ষিকে প্রদান কর।

দ্বাদশ সর্গ।

তখন লক্ষ্মণ আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া, অগস্ত্যের এক শিষ্যকে কহিলেন, রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাবল রাম, পত্নী জানকীরে লইয়া, মহর্ষিকে দর্শন করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, নাম লক্ষ্মণ। শুনিয়াও থাকিবেন, আমি তাঁহার একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত অনুরক্ত। আমরা পিতৃ-আজ্ঞা পালনে এই ভীষণ বনে আসিয়াছি। বাসনা, ভগবান অগস্ত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিব। এক্ষণে আপনি গিয়া তাঁহাকে এই সংবাদ প্রদান করুন।

তখন ঋষিশিষ্য লক্ষ্মণের এই কথায় সম্মত হইয়া অগ্নি-গৃহে গমন করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তপঃপ্রদীপ্ত মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন্! রাজা দশরথের পুত্র রাম, ভ্রাতা ও ভার্য্যাকে লইয়া আশ্রমে আগমন করিয়াছেন। তাঁহারা আপনাকে দর্শন ও আপনার শুশ্রূষা করিবেন্। এক্ষণে যাহা উচিত হয় আজ্ঞা করুন।

মহর্ষি অগস্ত্য শিষ্যমুখে এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, আমার ভাগ্যগুণে রাম বহুদিনের পর আজ আমায় দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ইনি আগমন করিবেন, আমি এই-রূপ প্রত্যাশা করিতেছিলাম। বৎস! এক্ষণে যাও, তাঁহাকে ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত পরম সমাদরে আমার নিকট আনয়ন কর। তুমি স্বয়ংই কেন তাঁহাকে আনিলে না?

তখন শিষ্য কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার কথা শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন, এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক সত্বরে নিষ্ক্রান্ত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, রাম কোথায়? আসুন, তিনি স্বয়ংই মুনিকে দর্শন করিতে প্রবেশ করুন। তখন লক্ষ্মণ উহাঁর সহিত আশ্রমপ্রান্তে গমন করিলেন, এবং রাম ও জানকীকে দেখাইয়া দিলেন। অনন্তর মুনিশিষ্য রামকে বিনীতভাবে মহর্ষির কথা জ্ঞাপন পূর্ব্বক সাদরে তপোবনে লইয়া চলিলেন। রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সেই প্রশান্তহরিণপূর্ণ আশ্রম নিরীক্ষণ পূর্ব্বক যাইতে লাগিলেন। তিনি তথায় প্রজাপতি ব্রহ্মার স্থান; রুদ্রস্থান, ইন্দ্রস্থান, সূর্য্যের স্থান, সোমস্থান, ভগস্থান, কুবের স্থান, ধাতা ও বিধাতার স্থান, বায়ুস্থান, পাশধারী মহাত্মা বরুণের স্থান,

গায়ত্রীস্থান, বসুর স্থান, বাসুকীস্থান, গরুড়স্থান, কার্ত্তিকেয়-স্থান, ও ধর্ম্মস্থান দেখিতে পাইলেন।

এদিকে অগস্ত্য শিষ্যবর্গে পরিবৃত হইয়া রামের প্রত্যুদ্গামন করিতেছিলেন। তখন রাম মুনিগণের অগ্রে সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর মহর্ষিকে দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! অগস্ত্যদেব বহির্গত হইতেছেন। আমি এই তপোরাশি ঋষির গাম্ভীর্য্য দেখিয়াই ইহাঁকে অগস্ত্য বোধ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি সেই সূর্য্যসঙ্কাশ মুনিকে অভিবাদন করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া, জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন অগস্ত্যদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং পাদ্য ও আসন দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া কুশল প্রশ্নসহকারে কহিলেন, আইস। পরে অগ্নিতে বৈশ্বদেব হোম সমাপন পূর্ব্বক ঐ সমস্ত অতিথিকে অর্ঘ্য ও বানপ্রস্থের বিধি অনুসারে ভোজ্য দান করিয়া স্বয়ং উপবিষ্ট হইলেন। তখন ধর্ম্মজ্ঞ রামও কৃতাঞ্জলি হইয়া তথায় উপবেশন করিলেন।

অনন্তর মহর্ষি কহিলেন, বৎস! অতিথিকে যথোচিত সৎকার না করিলে, তাপস কূটসাক্ষীর ন্যায় লোকান্তরে আপনার মাংস আহার করিয়া থাকেন। তুমি রাজা ধর্ম্মনিষ্ঠ মহারথ পূজ্য ও মান্য, তুমি প্রিয় অতিথিরূপে আমার তপোবনে আসিয়াছ। এই বলিয়া তিনি রামকে সুপ্রচুর ফল মূল ও পুষ্প দিয়া কহিলেন, বৎস! ইন্দ্র আমাকে এই হেমময় হীরক খচিত বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত দিব্য বৈষ্ণব ধনু, এবং ব্রহ্মদত্ত নামে সূর্য্যপ্রভ অমোঘ শর প্রদান করিয়াছেন। আর এই জ্বলন্ত অগ্নিবৎ বাণে পূর্ণ অক্ষয় তূণীর এবং স্বর্ণকোশে

কনকমুষ্টি অসিও আছে। পূর্ব্বে বিষ্ণু এই শরাসন দ্বারা সমরে অসুরগণকে সংহার করিয়া প্রদীপ্ত জয়শ্রী অধিকার করেন। এক্ষণে ইন্দ্র যেমন বজ্র ধারণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমি এই সমস্ত অস্ত্র গ্রহণ কর। এই বলিয়া অগস্ত্যদেব তৎসমুদায় রামকে প্রদান করিলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ।

কহিলেন, তোমরা জানকীকে লইয়া আমায় অভিবাদন করিতে আসিয়াছ, রাম! ইহাতে প্রীত হইলাম, কুশলী হও; লক্ষ্মণ! আমি অতিশয় পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে পথশ্রমে তোমাদের কষ্ট হইতেছে, জানকীও নিশ্চয় বিশ্রামার্থ উৎসুক হইয়াছেন। এই সুকুমারী কখন ক্লেশ সহ্য করেন নাই, কেবল পতিস্নেহে দুঃখপূর্ণ বনে আসিয়াছেন। রাম! এস্থানে যেরূপে ইনি আরাম পান, তুমি তাহাই কর। তোমার অনুসরণ করিয়া ইনি অতি দুষ্কর কার্য্য সাধন করিতেছেন। আবহমান কাল হইতে স্ত্রীলোকদিগের ইহাই স্বভাব, যে উহারা সুসম্পন্নে অনুরাগিণী হয়, এবং বিপন্নকে পরিত্যাগ করে। উহারা সঙ্গপরিহারে বিদ্যুতের

চাঞ্চল্য, স্নেহচ্ছেদনে অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা, এবং অন্যায় আচরণে বায়ু ও গরুড়ের শীঘ্রতা অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু তোমার পত্নী সীতা এই সকল দোষশূন্য, এবং সুরসমাজে দেবী অরুন্ধতীর ন্যায় পতিব্রতার অগ্রগণ্য হইয়াছেন। বৎস! তুমি ইহাঁকে ও লক্ষ্মণকে লইয়া বাস করিলে, এই স্থান শোভিত হইবে সন্দেহ নাই।

রাম তেজঃপ্রদীপ্ত অগস্ত্যের এইরূপ কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত বাক্যে কহিলেন, তপোধন! আপনি গুরু, যখন আপনি আমাদের গুণে পরিতুষ্ট হইতেছেন, তখন আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। এক্ষণে যে স্থানে বন আছে, জলও সুলভ, আপনি আমায় এইরূপ একটি প্রদেশ নির্দেশ করিয়া দিন। আমি তথায় আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক নিয়তকাল সুখে বাস করিব।

তখন অগস্ত্যদেব মুহূর্ত্ত কাল ধ্যান করিয়া কহিলেন, বৎস! এই স্থান হইতে দুই যোজন অন্তরে পঞ্চবটী নামে প্রসিদ্ধ রমণীয় এক বন আছে। তথায় ফলমূল সুপ্রচুর, জলের অপ্রতুল নাই, এবং মৃগপক্ষীও যথেষ্ট; তুমি ঐ বনে গিয়া আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পিতৃনিদেশ পালনের নিমিত্ত লক্ষ্মণের সহিত সুখে বাস কর। বৎস! আমি স্নেহনিবন্ধন তপোবলে তোমার এই বৃত্তান্ত, ও দশরথের মৃত্যু সমস্তই অবগত হইয়াছি। তুমি অগ্রে এই স্থানে আমার সহিত বাস-সংকল্প করিয়া, পরে অন্যমত করিতেছ, আমি ইহাতেই তোমার মনের ভাব সম্যক বুঝিতে পারিয়াছি, এবং এই কারণেই কহিতেছি, তুমি পঞ্চবটীতে গমন কর। ঐ স্থান

নিতান্ত দূরে নহে, উহা অত্যন্ত রমণীয়, ও সর্ব্বাংশেই প্রশংসনীয়, জানকী তথায় গিয়া নিশ্চয় সুখী হইবেন। তুমি ঐ পবিত্র নির্জ্জন বনে বাস করিয়া অনায়াসে তাপসগণকে রক্ষা করিতে পারিবে। তুমি সদাচার ও সুসমর্থ। বৎস! অগ্রে ঐ মধূক বন দেখা যায়। তুমি ন্যগ্রোধাশ্রম লক্ষ্য করিয়া ঐ বনের উত্তর দিয়া গমন কর, তাহা হইলে এক স্থলপ্রায় ভূভাগে একটী পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। ঐ পর্ব্বতের অদূরেই পঞ্চবটী।

মহর্ষি অগস্ত্য এইরূপ কহিলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিলেন, এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক শরাসন ও তূণীর লইয়া জানকীর সহিত পঞ্চবটীতে চলিলেন।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

যাইতে যাইতে রাম পথমধ্যে এক মহাকায় ভীমবল পক্ষীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ও লক্ষ্মণ উহাকে অবলোকন করিয়া রাক্ষসজ্ঞানে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে?

পক্ষী মধুর ও কোমল বাক্যে যেন প্রীত ও পরিতৃপ্ত করিয়া কহিল, বৎস! আমি তোমাদের পিতার বয়স্য।

রাম উঁহাকে পিতৃবয়স্য জানিয়া পূজা করিলেন, এবং নিরাকুলমনে উঁহার নাম ও কুল জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন পক্ষী আপনার নাম ও কুলের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক জীবোৎপত্তি প্রসঙ্গে কহিল, বৎস! পূর্ব্বকালে যাঁহারা প্রজাপতি হইয়াছিলেন, আমি আমূলত তাঁহাদের উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ কর। প্রজাপতিগণের মধ্যে কর্দ্দমই প্রথম, এই কর্দ্দমের পর বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, মহাবল বহুপুত্র, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, পুলহ, অঙ্গিরা, প্রচেতাঃ দক্ষ, বিবস্বৎ, অরিষ্টনেমি, ও কশ্যপ। প্রজাপতি দক্ষের ষাট্‌টি যশস্বিনী কন্যা উৎপন্ন হন। ঐ কশ্যপই উঁহার মধ্যে আট্‌টি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। উঁহাদের নাম অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা। পাণিগ্রহণান্তে কশ্যপ প্রীতমনে কহিলেন, পত্নীগণ! তোমরা এক্ষণে আমার তুল্য ত্রিলোকের প্রজাপতি পুত্র সকল প্রসব কর। তখন অদিতি, দিতি, দনু, ও কালকা ইহাঁরা তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন; কিন্তু কেহ কেহ অনুমোদন করিলেন না। অনন্তর অদিতির গর্ভে অষ্টবসু, দ্বাদশ রুদ্র, ও যুগল অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি তেত্রিশটি দেবতা উৎপন্ন হইলেন। আর দিতির গর্ভে দৈত্য সকল জন্ম গ্রহণ করিল। পূর্ব্বে সকাননা সাগরবসনা বসুমতী এই দৈত্যদিগেরই অধিকারে ছিল। পরে দনু হইতে অশ্বগ্রীব, কালকা হইতে নরক ও কালক, এবং তাম্রা হইতে ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ এই পাঁচ কন্যা উৎপন্ন হয়। আবার এই ক্রৌঞ্চী হইতে উলুক, ভাসী হইতে ভাস, শ্যেনী হইতে শ্যেন

ও গৃধ্র, ধৃতরাষ্ট্রী হইতে হংস, কলহংস ও চক্রবাক, এবং শুকী হইতে নতা জন্মে। নতারও বিনতা নামে এক কন্যা উৎপন্ন হয়।

অনন্তর ক্রোধবশার গর্ভে মৃগী, মৃগমদা, হরী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দূলী, শ্বেতা, সুরভী, সুলক্ষণা সুরসা, ও কদ্রু এই দশটি কন্যা জন্মে। মৃগ সকল মৃগীর পুত্র। ভল্লক সৃমর ও চমর সকল মৃগমদার পুত্র। ভদ্রমদার ইরাবতী নামে এক কন্যা হয়। ইহারই পুত্র ঐরাবত। হরির গর্ভে সিংহ ও বানর জন্মে। শার্দূলী হইতে গোলাঙ্গুল ও ব্যাঘ্র, মাতঙ্গী হইতে মাতঙ্গ, ও শ্বেতা হইতে দিগ্গজ উৎপন্ন হয়। সুরভির দুই কন্যা রোহিণী ও যশস্বিনী গন্ধর্বী। রোহিণী হইতে গো, ও গন্ধর্বী হইতে অশ্ব জন্মে! সুরসা বহুশীর্ষ সর্প ও কদ্রু অন্যান্য সর্প প্রসব করেন।

অনন্তর মনু হইতে মনুষ্য উৎপন্ন হয়। মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও চরণ হইতে শূদ্র জন্মে। পবিত্রফল বৃক্ষ সকল অনলার সন্তান। শুকী-পৌত্রী বিনতা হইতে গরুড় ও অরুণ জন্মে। আমি সেই অরুণের পুত্র, নাম জটায়ু; শ্যেনী আমার জননী এবং সম্পাতি অগ্রজ। রাম! যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি তোমার এই বনবাসে সহায় হইয়া থাকি। তুমি লক্ষ্মণের সহিত ফলান্বেষণে গমন করিলে আমিই জানকীর রক্ষণাবেক্ষণ করিব।

তখন রাম প্রীতমনে তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক পূজা ও প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহার মুখে পিতার মিত্রতার কথা

পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি তাঁহার হস্তে জানকীর রক্ষাভার অর্পণ পূর্ব্বক বিপক্ষের বিনাশ সাধন ও বনের বিঘ্ন নিবারণ করিবার নিমিত্ত পঞ্চবটীতে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চদশ সর্গ।

রাম সেই হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! অগস্ত্যদেব যাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, আমরা সেই দেশে আগমন করিলাম। এই পুষ্পিতকানন পঞ্চবটী। তুমি এক্ষণে ইহার সর্ব্বত্র দৃষ্টি প্রসারণ করিয়া দেখ, কোন্ স্থানে মনোমত আশ্রম প্রস্তুত হইতে পারে। যথায় জানকী প্রীত হইবেন, এবং আমরাও সর্ব্বাংশে আরাম পাইব, যে স্থানে নিকটে জলাশয় ও জল স্বচ্ছ, যে স্থানে বন রমণীয় এবং সমিধ কুশ ও পুষ্পও সুলভ, তুমি এইরূপ একটি স্থান নির্ব্বাচন কর। বৎস! এবিষয়ে তুমিই সুনিপুণ।

তখন সুধীর লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হইয়া জানকীর সমক্ষে রামকে কহিলেন, আর্য্য! আপনি বিদ্যমানে আমি চিরকাল আপনারই কিঙ্কর হইয়া থাকিব। এক্ষণে স্বয়ং কোন এক

প্রীতিকর স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন, এবং তথায় আমাকে আশ্রম নির্ম্মাণার্থ আদেশ করুন।

রাম লক্ষ্মণের কথায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বিশেষ বিবেচনা করিয়া সর্ব্বগুণোপেত একটি স্থান মনোনীত করিলেন। পরে তথায় গমন ও লক্ষ্মণের হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! এই স্থানে বিস্তর পুষ্পবৃক্ষ আছে, এবং ইহা সমতল ও সুন্দর। তুমি এখানে যথাবিধানে এক সুরম্য আশ্রম নির্ম্মাণ কর। ইহার অদূরেই রমণীয় সরোবর, উহাতে তরুণ সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ সুগন্ধী পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। মহর্ষি অগস্ত্য যাহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ সেই গোদাবরী। ঐ নদী নিতান্ত নিকটে বা দূরে নহে। উহা হংস সারস ও চক্রবাকে শোভিত আছে, পিপাসার্ত্ত বহুসংখ্য মৃগে ব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং উহার তীরে কুসুমিত বৃক্ষ সকল দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, কন্দরবহুল পর্ব্বতশ্রেণী, উহা অত্যন্ত উচ্চ, ময়ূরগণ মুক্তকণ্ঠে কেকারব করিতেছে; ঐ পর্ব্বতে পর্য্যাপ্ত সুবর্ণ রজত ও তাম্র আছে বলিয়া, উহা যেন নানাবর্ণচিত্রিত মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে, এবং সাল, তাল, তমাল, খর্জ্জুর, পনস, জলকদম্ব, তিনিশ, আম্র, অশোক, তিলক, চম্পক, কেতকী, স্যন্দন, চন্দন, কদম্ব, লকুচ, ধব, অশ্বকর্ণ, খদির, শমী, কিংশুক, ও পাটল প্রভৃতি কুসুমিত লতাগুল্মজড়িত বৃক্ষে শোভিত হইতেছে। বৎস! এই স্থান অতিশয় পবিত্র ও রমণীয়, এখানে মৃগপক্ষী যথেষ্ট আছে, অতঃপর আমরা এই বিহঙ্গরাজ জটায়ুর সহিত এই স্থানেই বাস করিব।

তখন মহাবল লক্ষ্মণ অনতিবিলম্বে তথায় সুপ্রশস্ত উৎকৃষ্ট স্তম্ভ-শোভিত সমতল ও সুরম্য এক পর্ণশালা প্রস্তুত করিলেন। উহার ভিত্তি মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত, ও বৃহৎ বংশে বংশকার্য্য সম্পাদিত হইল; এবং উহা শমীশাখা কুশ কাশ শর ও পত্রে আচ্ছাদিত হইয়া সুদৃঢ় পাশে সংযত হইল। লক্ষ্মণ এইরূপে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া গোদাবরীতে গমন করিলেন, এবং তথায় স্নান করিয়া পদ্ম উত্তোলন ও পথ-পার্শ্বস্থ বৃক্ষের ফল গ্রহণ পূর্ব্বক আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পুষ্পবলি প্রদান ও যথাবিধি বাস্তুশান্তি করিয়া রামকে কুটীর প্রদর্শন করিলেন। কুটীর দেখিয়া রাম ও জানকীর অত্যন্ত সন্তোষ জন্মিল। তৎকালে রাম তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া স্নেহবাক্যে কহিলেন, বৎস! প্রীত হইলাম, তুমি অতি মহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছ। এক্ষণে আমি পারিতোষিকস্বরূপ কেবল তোমাকে আলিঙ্গন করিলাম। চিত্তপরিজ্ঞানে তোমার বিলক্ষণ নিপুণতা আছে। তুমি ধর্ম্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ; তোমার তুল্য পুত্র যখন বিদ্যমান, তখন পিতা লোকান্তরিত হইলেও জীবিত রহিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

অনন্তর রাম সুরলোকে দেবতার ন্যায় তথায় কিছুকাল পরম সুখে বাস করিয়া রহিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণও নানা প্রকারে তাঁহার সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ সর্গ।

অনন্তর শরৎকাল অতীত ও হেমন্ত সমুপস্থিত হইল। তখন রাম একদা রাত্রি প্রভাতে স্নানার্থ রমণীয় গোদাবরীতে যাইতেছেন, বিনীত লক্ষ্মণও কলশ লইয়া জানকীর সহিত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছেন। তিনি গমনকালে কহিলেন, প্রিয়ম্বদ! যে ঋতু আপনার প্রিয়, এক্ষণে তাহাই উপস্থিত। ইহার প্রভাবে সংবৎসর যেন অলঙ্কৃত হইয়া শোভিত হইতেছে। নীহারে সর্ব্ব শরীর কর্কশ হইয়াছে, পৃথিবী শস্যপূর্ণ, জল স্পর্শ করা দুষ্কর, এবং অগ্নি সুখসেব্য হইতেছে। এই সময় সকলে নবান্ন ভক্ষণার্থ আগ্রয়ণ নামক যাগের অনুষ্ঠান দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিয়া নিষ্পাপ হইয়াছে। জনপদে ভোগ্য দ্রব্য সুপ্রচুর, গব্যের অভাব নাই; জয়লাভার্থী ভূপালগণও দর্শনার্থ তন্মধ্যে সতত পরিভ্রমণ করিতেছেন। এক্ষণে সূর্য্যের দক্ষিণায়ন, সুতরাং উত্তর দিক তিলকহীন স্ত্রীলোকের ন্যায় হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। স্বভাবত হিমালয় হিমে পূর্ণ, তাহাতে আবার সূর্য্য অতিদূরে, সুতরাং স্পষ্টতই উহার হিমালয় এই নাম সার্থক হইতেছে। দিবসের মধ্যাহ্নে রৌদ্র অত্যন্ত সুখসেব্য, গমনাগমনে কিছুমাত্র ক্লান্তি নাই, কেবল জল ও ছায়া সহ্য হয় না। সূর্য্যের তেজ মৃদু হইয়াছে, হিম যথেষ্ট, অরণ্য শূন্যপ্রায়, এবং পদ্ম নীহারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে রজনী তুষারে সতত ধূসর হইয়া থাকে, কেহ অনাবৃত স্থানে

শয়ন করিতে পারে না, পুষ্য নক্ষত্র দৃষ্টে রাত্রিমান অনুমান করিতে হয়, শীত যৎপরোনাস্তি, এবং প্রহর সকল সুদীর্ঘ। চন্দ্রের সৌভাগ্য সূর্য্যে সংক্রমিত হইয়াছে, এবং চন্দ্রমণ্ডলও হিমাবরণে আচ্ছন্ন থাকে, ফলত এক্ষণে উহা নিঃশ্বাসবাষ্পে আবিল দর্পণতলের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হয়। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না হিমজালে ম্লান হইয়াছে, সুতরাং উহা উত্তাপমলিনা সীতার ন্যায় লক্ষিত হইতেছে, কিন্তু বলিতে কি, তাদৃশ শোভিত হইতেছে না। পশ্চিমের বায়ু স্বভাবতই অনুষ্ণ, এক্ষণে আবার হিমপ্রভাবে প্রাতে দ্বিগুণ শীতল হইয়া বহিতে থাকে। অরণ্য বাষ্পে আচ্ছন্ন, যব ও গোধূম উৎপন্ন হইয়াছে, এবং সূর্য্যোদয়ে ক্রৌঞ্চ ও সারস কলরব করাতে বিশেষ শোভিত হইতেছে। কনককান্তি ধান্য খর্জ্জুর পুষ্পের ন্যায় পীতবর্ণ তণ্ডুলপূর্ণ মস্তকে কিঞ্চিৎ সন্নত হইয়া শোভা পাইতেছে। কিরণ নীহারে জড়িত হইয়া ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হওয়াতে দ্বিপ্রহরেও সূর্য্য শশাঙ্কের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। প্রাতের রৌদ্র নিস্তেজ ও পাণ্ডুবর্ণ, উহা নীহারমণ্ডিত তৃণশ্যামল ভূতলে পতিত হইয়া অতিসুন্দর হয়। ঐ দেখুন, বন্য মাতঙ্গেরা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সুশীতল জল স্পর্শ পূর্ব্বক শুণ্ড সঙ্কোচ করিয়া লইতেছে। যেমন ভীরু ব্যক্তি সমরে অবতীর্ণ হয় না, সেইরূপ হংস সারস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গেরা তীরে সমুপস্থিত হইয়াও জলে অবগাহন করিতেছে না। কুসুমহীন বনশ্রেণী রাত্রিকালে হিমান্ধকারে এবং দিবাভাগে নীহারে আবৃত হইয়া যেন নিদ্রায় লীন হইয়া আছে। নদীর জল বাষ্পে আচ্ছন্ন, বালুকা রাশি হিমে আর্দ্র হইয়াছে, এবং

সারসগণ কলরবে অনুমিত হইতেছে। তুষারপাত, সূর্য্যের মৃদুতা, ও শৈত্য এই সমস্ত কারণে জল শৈলাগ্রে থাকিলেও সুস্বাদু বোধ হয়। কমলদল হিমে নষ্ট হইয়া মৃণালমাত্রে অবশিষ্ট আছে, উহার কেশর ও কর্ণিকা শীর্ণ, এবং জরা-প্রভাবে পত্র সকল জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে উহার আর পূর্ব্ববৎ শোভা নাই। আর্য্য! এই সময় নন্দিগ্রামে ধর্ম্ম-পরায়ণ ভরত দুঃখে সমধিক কাতর হইয়া জ্যেষ্ঠভক্তিনিবন্ধন তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। তিনি রাজ্য মান ও বিবিধ ভোগে উপেক্ষা করিয়া, আহার সংযম পূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করেন। বোধ হয়, এখন তিনিও স্নানার্থ প্রকৃতিবর্গে পরি-বৃত হইয়া সরযূতে গমন করিতেছেন। ভরত অত্যন্ত সুখী ও সুকুমার, জানি না, এই রাত্রিশেষে হিমে নিপীড়িত হইয়া কি প্রকারে সরযূতে অবগাহন করিতেছেন। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ সত্যনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় মধুরভাষী ও সুন্দর; তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত, বর্ণ শ্যামল ও উদর সূক্ষ্ম; তিনি লজ্জা-ক্রমে কখন নিষিদ্ধ আচরণ করেন না। সেই পদ্মপলাশ-লোচন ভোগসুখ তুচ্ছ করিয়া সর্ব্বাংশে আপনাকে আশ্রয় করিয়াছেন। আপনি বনবাসী হইলেও তিনি তাপসের আচার অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার অনুকরণ করিতেছেন। আর্য্য! এইরূপ কার্য্যে স্বর্গ যে তাঁহার হস্তগত হইবে ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। প্রবাদ আছে যে, মনুষ্য মাতৃস্বভা-বের অনুসরণ করিয়া থাকে, তিনি ইহার অন্যথা করিলেন। হায়! দশরথ যাঁহার স্বামী, সুশীল ভরত যাঁহার পুত্র, সেই কৈকেয়ী কিরূপে তাদৃশ ক্রূরদর্শিনী হইলেন!

ধর্ম্মপরায়ণ লক্ষ্মণ স্নেহভরে এইরূপ কহিতেছিলেন, এই অবসরে রাম কৈকেয়ীর অপবাদ সহিতে না পারিয়া কহিলেন, বৎস ! তুমি ইক্ষ্বাকুনাথ ভরতের ঐ কথা কও। মাতা কৈকেয়ীর নিন্দা কখনই করিও না। দেখ, আমার বুদ্ধি বনবাসে দৃঢ় ও স্থির থাকিলেও পুনরায় ভরত-স্নেহে চঞ্চল হইতেছে। তাঁহার সেই প্রিয় মধুর হৃদয়হারী অমৃততুল্য ও আহ্লাদকর কথা সততই আমার মনে পড়িতেছে। লক্ষ্মণ ! জানি না, আমি আবার কবে ভরত প্রভৃতি সকলেরই সহিত সমবেত হইব !

রাম এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ পূর্ব্বক গোদাবরীতে গিয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত স্নান করিলেন। পরে সকলে দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া উদিত সূর্য্য ও দেবগণের স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান রুদ্র যেমন নন্দী ও পার্ব্বতীর সহিত স্নানান্তে শোভা পান, ঐ সময় রামেরও সেইরূপ শোভা হইল।

সপ্তদশ সর্গ।

অনন্তর তাঁহারা গোদাবরী হইতে আশ্রমে গমন করিলেন, এবং পৌর্ব্বাহ্ণিক কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক পর্ণকুটীরে প্রবিষ্ট

হইলেন। রাম তন্মধ্যে জানকীর সহিত পরমসুখে উপবিষ্ট হইয়া চিত্রাসঙ্গত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন, এবং ঋষিগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত নানা কথার প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে এক রাক্ষসী যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইল। ঐ নিশাচরী রাবণের ভগিনী, নাম শূর্পণখা। সে তথায় আসিয়া অনঙ্গকান্তি পুণ্ডরীকলোচন মাতঙ্গগামী রাজশ্রীসম্পন্ন সুকুমার মহাবল জটাধারী ইন্দ্রোপম ইন্দীবর-শ্যাম রামকে দেখিতে পাইল, এবং দর্শনমাত্র কামে মোহিত হইল। রাম সুমুখ, সে দুর্ম্মুখী, রামের কটিদেশ সূক্ষ্ম, উহার স্থূল, রাম বিশাললোচন, সে বিরূপাক্ষী, রাম সুকেশ, তাহার কেশজাল তাম্রবৎ পিঙ্গল, রাম সুরূপ, সে বিরূপা, রাম সুস্বর, তাহার কণ্ঠস্বর অতি ভীষণ, রাম যুবা, সে বৃদ্ধা, রাম সুশীল, সে দুর্ব্বৃত্তা, রাম প্রিয়বাদী, সে প্রতিকূলভাষিণী। ঐ নিশাচরী অনঙ্গশরে মোহিত হইয়া তাঁহাকে কহিল, রাম! তোমার হস্তে শর ও শরাসন, মস্তকে জটাযুট, এক্ষণে বল, তুমি কি কারণে তাপসবেশে ভার্য্যার সহিত এই রাক্ষসাধিকৃত দেশে আসিয়াছ?

তখন রাম, সরলস্বভাব নিবন্ধন অকপটে কহিলেন, দেববিক্রম দশরথ নামে কোন এক রাজা ছিলেন, আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমার নাম রাম। লক্ষ্মণ নামে ঐ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, উনি অত্যন্তই অনুগত। এই আমার ভার্য্যা, ইহাঁর নাম জানকী। আমি পিতা মাতার আদেশের বশীভূত হইয়া ধর্ম্মোদ্দেশে বনে বাস করিতে আসিয়াছি।

এক্ষণে বল, তুমি কে? কাহার কন্যা? কাহার বংশেই বা তোমার জন্ম? তুমি চারুরূপিণী নও, বোধ হয় কোন রাক্ষসী হইবে। যাহাই হউক, তুমি এই স্থানে কি কারণে আইলে?

কামার্ত্তা শূর্পণখা কহিল, শুন, সমস্তই কহিতেছি। আমি শূর্পণখা নামে কামরূপিণী রাক্ষসী, এই বনমধ্যে সকলের মনে ত্রাস উৎপাদন পূর্ব্বক একাকী বিচরণ করিয়া থাকি। তুমি রাক্ষসরাজ রাবণের নাম শুনিয়া থাকিবে, তিনি আমার ভ্রাতা; এবং নিদ্রা যাঁহার প্রবল, সেই মহাবল কুম্ভকর্ণ, রাক্ষসদ্বেষী ধার্ম্মিক বিভীষণ, ও প্রখ্যাতবিক্রম খর ও দূষণ, ইহাঁরাও আমার ভ্রাতা। আমি স্বশক্তিতে ইহাঁদিগকে অতিক্রম করিয়াছি। রাম! তুমি সুন্দর পুরুষ, আমি তোমাকে দেখিবামাত্র কামের বশবর্ত্তিনী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমার প্রভাব অতি আশ্চর্য্য, আমি স্বেচ্ছাক্রমে অপ্রতিহতবলে সকল লোকে গমনাগমন করিয়া থাকি। এক্ষণে তুমি চির দিনের নিমিত্ত আমার ভর্ত্তা হও। অতঃপর সীতাকে লইয়া আর কি করিবে? সীতা বিকৃতা ও বিরূপা, বলিতে কি, এ কোন অংশে তোমার যোগ্য হইতেছে না। আমিই তোমার অনুরূপ, তুমি আমাকেই ভার্য্যারূপে দর্শন কর। এই মানুষী সীতা করালদর্শনা কৃশোদরী ও অসতী, আমি এখনই লক্ষণের সহিত ইহাকে ভক্ষণ করিব। তাহা হইলে তুমি কামী হইয়া, আমার সহিত গিরিশৃঙ্গ ও বন অবলোকন পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতে পারিবে।

অষ্টাদশ সর্গ।

তখন রাম সেই অনঙ্গবশবর্ত্তিনী শূর্পণখাকে পরিহাস পূর্ব্বক হাস্তমুখে মধুর বাক্যে কহিলেন, ভদ্রে! আমি দারগ্রহণ করিয়াছি, এই সীতা আমার দয়িতা, ইনি সততই আমার সন্নিহিতা আছেন; তোমার ন্যায় স্ত্রীলোকের সপত্নীর সহিত অবস্থান অত্যন্ত অসুখের হইবে। এই আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবীর লক্ষ্মণ সুশীল ও প্রিয়দর্শন, আজও ইনি অনূঢ়াবস্থায় রহিয়াছেন; দাম্পত্য সুখ যে কিরূপ, তাহার কিছুই জ্ঞাত নহেন; এক্ষণে ইহাঁর ভার্য্যালাভের ইচ্ছা হইয়াছে, তোমার যেরূপ রূপ, এই যুবা সম্পূর্ণই তাহার অনুরূপ, সন্দেহ নাই। বিশাললোচনে! এক্ষণে সূর্য্যপ্রভা যেমন সুমেরুকে গ্রহণ করে, সেইরূপ তুমি ইহাঁকে ভর্ত্তৃত্বে গ্রহণ কর, ইহাঁর ভার্য্যা হইলে তোমার সপত্নী ভয় আর কিছু-মাত্র থাকিতেছে না!

অনন্তর শূর্পণখা রামকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিল, তোমার যে প্রকার রূপ, আমিই তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, এক্ষণে আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর, তাহা হইলে তুমি আমার সহিত পরম সুখে দণ্ডকারণ্যে পরিভ্রমণ করিতে পারিবে।

তখন লক্ষ্মণ হাস্তমুখে সুসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, দেখ, আমি দাস, আমার ভার্য্যা হইয়া তুমি কি দাসীভাবে

থাকিবে ? অয়ি রক্তোৎপলবর্ণে ! আমি আর্য্য রামেরই অধীন। রাম সুসম্পন্ন, এক্ষণে তুমি ইহাঁর কনিষ্ঠা পত্নী হও, তাহা হইলে পূর্ণকাম হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিবে। ইনি এই বিরূপা অসতী করালদর্শনা কৃশোদরী বৃদ্ধাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই গ্রহণ করিবেন। কোন্ বিচক্ষণ লোক এই প্রকার শ্রেষ্ঠ রূপ পরিত্যাগ কহিয়া মানুষীতে আসক্ত হইতে পারে ?

দারুণদর্শনা শূর্পণখা পরিহাস বুঝিত না, সে লক্ষ্মণের কথা শ্রবণ পূর্ব্বক উহা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিল, এবং কামমোহে রামকে কহিতে লাগিল, তুমি এই বিরূপা অসতী ঘোরাকৃতি কৃশোদরী বৃদ্ধাকে পরিত্যাগ করিয়া আমায় সমাদর করিতেছ না। অতএব আমি আজ তোমার সমক্ষেই ইহাকে ভক্ষণ করিব, এবং সপত্নীশূন্য হইয়া পরমসুখে তোমার সহিত পরিভ্রমণ করিব। এই বলিয়া সেই অঙ্গারলোহিতবর্ণা রাক্ষসী রোষভরে মৃগনয়না জানকীর প্রতি ধাবমান হইল। বোধ হইল যেন মহা উল্কা রোহিণীর দিকে আসিতেছে। তখন মহাবল রাম সেই মৃত্যুপাশসদৃশী রাক্ষসীকে নিবারণ পূর্ব্বক কুপিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস ! তুমি আর কখন ইতর স্ত্রীলোকের সহিত পরিহাস করিও না ; দেখ, জানকী যেন কথঞ্চিৎ জীবিত রহিয়াছেন। এক্ষণে তুমি শীঘ্রই ঐ বিকৃতা উন্মত্তা অসতীকে বিরূপ করিয়া দেও।

মহাবল লক্ষ্মণ এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র ক্রোধভরে রামের সমক্ষেই খড়্গ উদ্যত করিয়া শূর্পণখার নাসা কর্ণ ছেদন

করিলেন। তখন সেই ঘোরা নিশাচরী রুধিরধারায় সিক্ত হইয়া বিস্বরে রোদন করিতে করিতে দ্রুতবেগে চলিল, এবং ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বর্ষার মেঘের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক বন-মধ্যে প্রবেশ করিল।

একোনবিংশ সর্গ।

অনন্তর শূর্পণখা জনস্থানে রাক্ষসগণবেষ্টিত ভ্রাতা খরের সন্নিহিত হইয়া গগনতল হইতে অশনির ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তখন উগ্রতেজা খর তাহাকে শোণিতসিক্ত ও ভূতলে নিপতিত দেখিয়া ক্রোধাকুলিত মনে কহিল, উত্থিত হও, কি হইয়াছে, মোহ ও ভয় পরিত্যাগ কর। তুমি এমন সুরূপা ছিলে, যথার্থত বল, তোমায় কে এইরূপ বিরূপ করিয়া দিল? কেই বা অপহেলা করিয়া সম্মুখে শয়ান কৃষ্ণসর্পকে নিরপ-রাধে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা ব্যথিত করিল? যে আজ তোমাকে পাইয়া তীক্ষ্ণ বিষ পান করিয়াছে, তাহার কণ্ঠে কালপাশ সংলগ্ন, কিন্তু সে মোহপ্রভাবে তাহা বুঝিতেছে না। তুমি বলবীর্য্যসম্পন্না ও কৃতান্তের ন্যায় ভীমদর্শনা, তুমি কামরূপিণী ও কামগামিনী; এক্ষণে বল আজ তুমি

কোথায় গমন করিয়াছিলে ? এবং কোন্ ব্যক্তিই বা তোমার এইরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছে ? দেব গন্ধর্ব্ব ভুত ও ঋষিগণের মধ্যে এমন বলবান কে আছে, যে তোমায় এই রূপে বিরূপ করিল। ত্রিলোকমধ্যে এমন আর কাহাকেই দেখি না, যে আমার অপকার করিতে পারে। যাহাই হউক, তৃষ্ণার্ত্ত সারস যেমন নীর হইতে ক্ষীর গ্রহণ করে, সেইরূপ আজ আমি প্রাণসংহারক শরে সুরগণমধ্যে সহস্রলোচন ইন্দ্রেরও প্রাণ হরণ করিব। দেবী বসুমতী শরচ্ছিন্নমর্ম্ম নিহত কোন্ লোকের সফেন উষ্ণ শোণিত পান করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। দলবদ্ধ বিহঙ্গেরা হৃষ্টমনে কাহার দেহ হইতে মাংস ছিন্নভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিবে। আমি যাহাকে আক্রমণ করিব, সেই দীনহীনকে দেবতা গন্ধর্ব্ব পিশাচ ও রাক্ষসেরাও রণে রক্ষা করিতে পারিবেন না। ভগিনি ! এক্ষণে তুমি অল্পে অল্পে সংজ্ঞা লাভ করিয়া, বল, বনমধ্যে কোন্ দুর্ব্বিনীত, বীরত্ব প্রকাশ করিয়া তোমায় পরাভব করিল ?

তখন শূর্পণখা খরের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বাষ্পাকুললোচনে কহিতে লাগিল, দণ্ডকারণ্যে দশরথের দুই পুত্র আছে। উহাদের নাম রাম ও লক্ষ্মণ। উহারা তরুণ সুরূপ সুকুমার ও মহাবল ; উহাদের নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তীর্ণ, এবং পরিধান চীর ও কৃষ্ণচর্ম্ম ; উহারা ফলমূলাহারী ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়, ও গন্ধর্ব্বরাজ সদৃশ, উহাদের অঙ্গে সুস্পষ্ট রাজচিহ্ন সকল রহিয়াছে। ঐ দুই ভ্রাতা দেবতা কি দানব, আমি তাহা কিছুই বলিতে পারি না। আমি তহাদের মধ্যে সর্ব্বালঙ্কারসম্পন্না সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তরুণী একা

রমণীকে দেখিয়াছি। উহার নিমিত্তই তাহারা অনাথা ও অসতীর তুল্য আমার এইরূপ দুরবস্থা করিয়াছে। এক্ষণে আমি রণস্থলে সেই কুটিলার এবং ঐ দুই ভ্রাতার উষ্ণ শোণিত পান করিব, এই আমার প্রথম সংকল্প, ইহা তোমাকে সম্পন্ন করিতে হইবে।

শূর্পণখা এইরূপ কহিলে, খর ক্রুদ্ধ হইয়া কৃতান্ততুল্য চতুর্দ্দশ মহাবল রাক্ষসকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল, দেখ, চীরচর্ম্মধারী সশস্ত্র দুইটি মনুষ্য এক প্রমদার সহিত এই ঘোর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তোমরা তাহাদিগকে এবং সেই দুর্ব্বৃত্তা নারীকে সংহার করিয়া প্রত্যাগমন কর। আমার এই ভগিনী আজ তাহাদের রুধির পান করিবেন, ইহাই ইহাঁর বাসনা। এক্ষণে তোমরা গিয়া স্বতেজে উহাদিগকে দলন করিয়া শীঘ্র ইহা সম্পন্ন কর। ইনি তোমাদের হস্তে ঐ দুই মনুষ্যকে নিহত দেখিয়া, পুলকিত মনে উহাদের শোণিতে পিপাসা শান্তি করিবেন।

তখন রাক্ষসগণ খরের এইরূপ আদেশ পাইয়া শূর্পণখার সহিত পবনপ্রেরিত মেঘের ন্যায় মহাবেগে তথায় গমন করিল।

বিংশতিতম সর্গ।

ঘোরা শূর্পণখা আশ্রমে গিয়া, রাক্ষসগণকে সীতার সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে দেখাইয়া দিল। উহারা দেখিল, মহাবল রাম সীতার সহিত পর্ণশালায় উপবেশন করিয়া আছেন, এবং লক্ষ্মণ তাঁহার সেবা করিতেছেন।

এদিকে রাম নিশাচরগণকে অবলোকন করিয়া, তেজস্বী লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি ক্ষণকাল সীতার সন্নিহিত থাক, যে সমস্ত রাক্ষস শূর্পণখার রক্ষার্থ আগমন করিল, আমি উহাদিগকে বিনাশ করিতেছি। লক্ষ্মণও যথাজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

অনন্তর রাম স্বর্ণখচিত শরাসনে জ্যাগুণ যোজনা করিয়া রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, আমরা দশরথতনয় রাম ও লক্ষ্মণ, সীতার সহিত এই গহন দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছি। ফলমূল আমাদের আহার, আমরা জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী ও তাপস; এক্ষণে বল, তোমরা কি কারণে আমাদের হিংসা করিতেছ? তোমরা পাষণ্ড, ঋষিগণের উপর নিরন্তর উৎপাত করিয়া থাক, আমরা তাঁহাদেরই নিয়োগে তোমাদের বিনাশার্থ শরাসনহস্তে আসিয়াছি। অতঃপর তোমরা ঐ স্থানেই সন্তুষ্ট হইয়া থাক, আর অগ্রসর হইও না; অথবা যদি একান্তই প্রাণের মমতা থাকে, এখনই প্রতিনিবৃত্ত হও।

তখন সেই বিপ্রঘাতক আরক্তলোচন ঘোররূপ রাক্ষ-

সেরা হৃষ্টমনে অদৃষ্টপরাক্রম রামকে কহিল, তুমি আমাদের অধিনায়ক মহাত্মা খরের ক্রোধোদ্রেক করিয়াছ, আজিকার যুদ্ধে তোমাকেই আমাদের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তুমি একাকী, আমরা বহুসংখ্য, সংগ্রামের কথা দূরে থাক, তোমার এমন কি শক্তি, যে, আমাদের সম্মুখেও তিষ্ঠিতে পার। আজ নিশ্চয়ই তোমায় আমাদের শূল পরিঘ ও পট্টিশাস্ত্রে প্রাণ বল ও হস্তের ধনু ত্যাগ করিতে হইবে। এই বলিয়া রাক্ষসেরা রোষাবিষ্ট হইয়া, অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক রামের অভিমুখে ধাবমান হইল, এবং তাঁহার উপর চৌদ্দটি শূল নিক্ষেপ করিল। দুর্জয় রাম স্বর্ণমণ্ডিত তাবৎসংখ্য শরে ঐ সকল শূল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া, তূণীর হইতে শিলাশাণিত ভাস্করের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন নারাচাস্ত্র গ্রহণ করিলেন, এবং রাক্ষসগণকে লক্ষ্য করিয়া ইন্দ্র যেমন বজ্র নিক্ষেপ করেন, তদ্রূপ তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিলেন। তখন ঐ সকল অস্ত্র মহাবেগে নিশাচরগণের বক্ষ ভেদ পূর্ব্বক রক্তাক্ত হইয়া বল্মীকমধ্যে উরগের ন্যায় ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। রাক্ষসেরাও প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক বিকৃত ও শোণিত-লিপ্ত হইয়া, ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে শয়ান রহিল।

তদ্দর্শনে ঈষৎ শুষ্কশোণিতা শূর্পণখা ক্রোধে অধীর হইয়া, খরের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক নির্য্যাসযুক্ত লতার ন্যায় সকাতরে পুনরায় পতিত হইল, এবং শোকার্ত্ত হইয়া বিবর্ণ-মুখে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল।

একবিংশ সর্গ।

তখন খর অনর্থসম্পাদনার্থ আগতা ভগিনী শূর্পণখাকে ভূতলে নিপতিত দেখিয়া ক্রোধে কহিতে লাগিল, আমি সেই সকল মাংসাশী মহাবীর রাক্ষসগণকে তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনের নিমিত্ত নিয়োগ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তুমি আবার কেন রোদন করিতেছ? ঐ সমস্ত নিশাচর আমার একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত অনুরক্ত; উহারা প্রতিনিয়ত আমার শুভ কামনা করিয়া থাকে, এবং প্রবল আঘাতেও উহাদিগকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না। তাহারা যে আমার আদেশানুরূপ কার্য্য করে নাই, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভব হইতেছে না; তবে তুমি কেন শোকে "হা নাথ" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছ? এবং কেনই বা ভুজঙ্গের ন্যায় ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছ? বল, শুনিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে। আমি তোমার রক্ষক, আমি বিদ্যমানে তুমি কি কারণে অনাথার ন্যায় বিলাপ করিতেছ? এক্ষণে উত্থিত হও, আর শোক করিও না।

তখন দুর্দ্ধর্ষা শূর্পণখা খরের এইরূপ সান্ত্বনা বাক্যে সজল-নয়ন মার্জনা করিয়া কহিল, আমি ছিন্ননাসা ছিন্নকর্ণা ও শোণিতপ্রবাহে সমাকীর্ণা হইয়া আইলাম, তুমিও আমাকে সান্ত্বনা করিলে। কিন্তু দেখ, আমার প্রিয়সাধন উদ্দেশে, ভীষণ রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত

শূল-পট্টিশধারী বেগবান রাক্ষসকে প্রেরণ করিয়াছিলে, তাহারা রামের মর্ম্মভেদী শরে নিহত হইয়াছে। উহা-দিগকে ক্ষণকালমধ্যে রণস্থলে নিপতিত এবং রামের এই অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া আমার অত্যন্ত ত্রাস জন্মিয়াছে। আমি ভীত উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ণ হইয়া পুনর্ব্বার তোমার শরণাপন্ন হইলাম। বলিতে কি, এক্ষণে চতুর্দ্দিকেই ভয়ের ভীম মূর্ত্তি দেখিতেছি। বিষাদ যাহার কুম্ভীর, শঙ্কা যাহার তরঙ্গ, আমি সেই বিস্তীর্ণ শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, তুমি আমাকে উদ্ধার কর। যে সকল নিশাচর আমার রক্ষার্থে গমন করিয়াছিল, রাম পদাতি হইয়াই তীক্ষ্ণ শরে তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে যদি আমার ও রাক্ষসগণের প্রতি তোমার দয়া থাকে, যদি রামের সহিত যুদ্ধ করিতে শক্তি বা তেজ থাকে, তাহা হইলে তুমি এই দণ্ডে সেই দণ্ড-কারণ্যবাসী রাক্ষসকণ্টককে বিনাশ কর। সে আমার পরম শত্রু, যদি আজ তাহাকে বধ করিতে না পার, তবে আমি নিশ্চয়ই নির্লজ্জা হইয়া তোমার সমক্ষে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আমার বোধ হয়, যে তুমি চতুরঙ্গ সৈন্য সমভি-ব্যাহারে যাইলেও রণস্থলে তাহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে না। তোমার বীরাভিমান আছে, কিন্তু তুমি বীর নও, বৃথা বীরগর্ব্ব প্রদর্শন করিয়া থাক। কুলকলঙ্ক! তুমি অবি-লম্বে এই জনস্থান হইতে বন্ধুবান্ধব লইয়া দূর হইয়া যাও। যদি ঐ দুইটি মনুষ্যকে বিনাশ করিতে না পার, তাহা হইলে তুমি নিতান্ত দুর্ব্বল ও নির্বীর্য্য, তোমার আর এ স্থলে বাস কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। বলিতে কি, অতঃপর

তোমাকে রামের তেজে আচ্ছন্ন হইয়া শীঘ্রই বিনষ্ট হইতে হইবে। দশরথের পুত্র রাম অতিশয় তেজস্বী, এবং যে আমাকে বিরূপ করিয়া দিয়াছে রামের সেই ভ্রাতা লক্ষ্মণও বলবান্।

লম্বোদরী শূর্পণখা খরের সন্নিধানে এইরূপ বিলাপ করিয়া শোকে হতজ্ঞান হইল, এবং যার পর নাই দুঃখিত হইয়া বারং বার উদরে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল।

দ্বাবিংশ সর্গ।

মহাবীর খর রাক্ষসগণমধ্যে এইরূপ অপমানিত হইয়া উগ্রবাক্যে শূর্পণখাকে কহিল, ভগিনি! তোমার এই অবমাননায় আমার অত্যন্ত ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে, ক্ষতদেশে ক্ষার জল যেমন অসহ্য হয়, সেইরূপ উহা আমার কিছুতে সহ্য হইতেছে না। রাম অল্পপ্রাণ মনুষ্য, আমি স্ববীর্য্যে উহাকে গণনাই করি না। সে যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, তন্নিবন্ধন আজ তাহাকে আমার হস্তে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। এক্ষণে তুমি চক্ষের জল সংবরণ কর, ভীত হইও না। আমি লক্ষ্মণের সহিত রামকে যমালয়ে প্রেরণ করিতেছি। সে

আমার পরশুধারায় নিহত হইলে, তুমি উহার রক্তবর্ণ উষ্ণ শোণিত পান করিবে।

অনন্তর শূর্পণখা ভ্রাতার এই কথায় চপলতা বশত আহ্লাদিত হইয়া পুনরায় উহার প্রশংসা করিতে লাগিল। তখন খর প্রথমে তিরস্কৃত পরে প্রশংসিত হইয়া, সেনাধ্যক্ষ দূষণকে কহিল, ভ্রাতঃ! যাহারা লোকহিংসা লইয়া ক্রীড়া করে, সংগ্রামে কখন পরাজিত হয় না, এবং সর্ব্বাংশেই আমার মনোমত কার্য্য করিয়া থাকে, তুমি শীঘ্র সেই নীলমেঘাকার ভীমবেগী বলগর্ব্বিত মহান্ রাক্ষস সকলকে রণসজ্জা করিতে বল। আমার শরাসন বিচিত্র অসি ও শাণিত শক্তি আনয়ন কর, এবং রথেও অশ্ব যোজনা করাইয়া দেও। আমি দুর্ব্বিনীত রামের বধ সাধনার্থ সর্ব্বাগ্রেই যাত্রা করিব।

তখন দূষণের আদেশে রথ নানাবর্ণ অশ্বে যোজিত হইয়া আনীত হইল। উহা সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, এবং সুমেরুশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত; উহার চক্র সুবর্ণময় এবং কুবর বৈদুর্য্যময়; উহা তপ্তকাঞ্চনখচিত, কিঙ্কিণীজালমণ্ডিত ও ধ্বজদণ্ডসম্পন্ন; উহার এক স্থানে খড়্গ রহিয়াছে এবং ইতস্তত সুবর্ণনির্ম্মিত মৎস, পুষ্প, বৃক্ষ, পর্ব্বত, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, ও মাঙ্গল্য পক্ষী শোভিত হইতেছে। খর ক্রোধভরে সেই মহারথে আরোহণ করিল। তদ্দর্শনে ঘোরচর্ম্মধারী ধ্বজদণ্ডশোভিত ভীমবিক্রমরাক্ষসগণ আসিয়া উহাকে বেষ্টন করিল। মহাবল খর উহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক হৃষ্টমনে কহিল, এক্ষণে তোমরা আর বিলম্ব করিও না; শীঘ্রই যুদ্ধার্থ নির্গত হও।

অনন্তর সেই চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস মুগল, মুদ্গার, পট্টিশ, শূল, সুতীক্ষ্ণ পরশু, খড়্গ, চক্র, প্রদীপ্ত তোমর, শক্তি, ঘোর পরিঘ, বৃহৎ শরাসন, গদা, ও ভীমদর্শন বজ্রাকার অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক জনস্থান হইতে ঘোররবে মহাবেগে নির্গত হইল। উহারা যুদ্ধার্থ নির্গত হইলে, খরের রথ কিয়ৎক্ষণ পরে অল্পে অল্পে চলিল। পরে সারথি তাহার আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রবলবেগে অশ্ব চালনা করিতে লাগিল। রথের ঘর্ঘর রবে দিগ্দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কৃতান্তসদৃশ মহাবীর খরও শত্রুসংহারার্থ সত্বর হইয়া, পাষাণবর্ষী মেঘের ন্যায় বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সারথিকে মহাবেগে যাইতে আদেশ করিতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশ সর্গ

ইত্যবসরে গর্দ্দভবর্ণ ঘোরতর মেঘ গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক ভীষণ রাক্ষসসৈন্যের উপর অশুভ রক্তবৃষ্টি আরম্ভ করিল। খরের সুদৃশ্য রথের বেগবান অশ্ব সকল কুসুমাকীর্ণ রাজপথে যদৃচ্ছাক্রমে পতিত হইতে লাগিল। সূর্য্যের অত্যন্ত নিকটে শ্যামবর্ণ আরক্তোপান্ত অঙ্গারচক্রাকার একটি মণ্ডল দৃষ্ট হইল। মহাকায় দারুণ গৃধ্র আসিয়া উন্নত সুবর্ণময় ধ্বজদণ্ড আক্রমণ

পূর্ব্বক উপবেশন করিল। মাংসাশী মৃগপক্ষিরা জনস্থানের প্রান্তে বিকৃতস্বরে চীৎকার, এবং অশিব শিবাগণ, দক্ষিণ দিকে ভৈরব রবে রাক্ষসদিগের অশুভ সূচনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। মদবর্ষী-মাতঙ্গসদৃশ ভীষণ মেঘে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রোমহর্ষণ ঘোর অন্ধকার বনবিভাগ আবৃত করিল। দিক বিদিক আর কিছুই দৃষ্ট হইল না। অকালে রক্তার্দ্রবসনসদৃশ সন্ধ্যা আবির্ভূত হইল। হিংস্র মৃগপক্ষি সকল খরের সম্মুখে গিয়া ঘোর রবে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। কঙ্ক ও গৃধ্রগণ চীৎকার আরম্ভ করিল। ভয়দর্শী অশুভসূচক শৃগালেরা অনলশিখা-উদ্গারক মুখ কুহর ব্যাদান করিয়া, রাক্ষসগণের অভিমুখে রুক্ষ স্বরে ডাকিতে লাগিল। পরিঘাকার ধূমকেতু সূর্য্যের সন্নিধানে দৃষ্ট হইল। সূর্য্য নিষ্প্রভ, পর্ব্বকাল ব্যতীতও রাহু গিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিল। বায়ু প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। দিবসে খদ্যোততুল্য তারকা স্খলিত হইয়া পড়িল। সরোবরে পদ্মদল শুষ্ক, মৎস্য ও জলচর পক্ষিরা লীন হইয়া রহিল। বৃক্ষ সকল ফলপুষ্পশূন্য, এবং বিনাবাতে মেঘবর্ণ ধূলিজাল উত্থিত হইল। সারিকাগণের অস্ফুট শব্দে বনস্থল আকুল হইয়া উঠিল। গভীর রবে ভয়ঙ্কর উল্কাপাত, এবং বনপর্ব্বতময়ী পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। ঐ সময় খর রথে সিংহনাদ করিতেছিল, উহার বাম হস্ত স্পন্দন, কণ্ঠস্বর অবসন্ন, নেত্র সজল, শিরঃপীড়াও উপস্থিত হইল। কিন্তু সে মোহ বশত কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইল না।

তখন খর এই রোমাঞ্চকর ব্যাপার দেখিয়া, হাস্যমুখে

রাক্ষসগণকে কহিল, এক্ষণে চারি দিকে ভীষণ উৎপাত উপস্থিত, কিন্তু বলবান যেমন স্ববীর্য্যে দুর্ব্বলকে গণনা করে না, তদ্রূপ আমি ইহা লক্ষ্যই করিতেছি না। আমি তীক্ষ্ণ শরে গগনতল হইতে তারকাপাত করিব, এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কৃতান্তকেও মৃত্যু মুখে ফেলিব। আজ বলদৃপ্ত রাম ও লক্ষ্মণকে অস্ত্রপ্রহারে সংহার না করিয়া ফিরিতেছি না। যাঁহার নিমিত্ত তাহাদের তাদৃশ বুদ্ধিবৈপরীত্য ঘটিয়াছে, আজ আমার সেই ভগিনী শূর্পণখা তাহাদিগের শোণিত পানে পূর্ণকাম হউন। আমি যুদ্ধে কখন পরাজিত হই নাই, মিথ্যা কহিতেছি না, তোমরাও বারংবার ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছ। এক্ষণে ঐ দুই মনুষ্যের কথা দূরে থাক, যিনি ঐরাবতগামী, আমি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বজ্রধর ইন্দ্রকেও রণস্থলে নিপাত করিব। তখন মৃত্যুপাশবদ্ধ রাক্ষসসৈন্য খরের এইরূপ গর্ব্বপূর্ণ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক যার পর নাই হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

ঐ সময় দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও চারণগণ তথায় বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিলেন। ইঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, গো, ব্রাহ্মণ ও লোকসম্মত মহাত্মাদিগের মঙ্গল হউক। চক্রধর বিষ্ণু যেমন অসুরগণকে জয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাম যুদ্ধে নিশাচরগণকে পরাজয় করুন। মহর্ষি এবং বিমানারোহী দেবগণ ইত্যাকার নানা প্রকার জল্পনা করত কৌতুহলপরবশ হইয়া ঐ সকল রাক্ষসসৈন্য দর্শন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে মহাবীর খর দ্রুতবেগে সৈন্যমুখ হইতে নির্গত

হইল। শ্যেনগামী, পৃথুশ্যাম, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জয়, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকামুক, মেঘমালী, মহামালী, বরাস্য, ও রুধিরাশন এই দ্বাদশ মহাবল রাক্ষস উহাকে বেষ্টন করিয়া চলিল। মহাকপাল, স্থূলাক্ষ, প্রমাথ, ও ত্রিশিরা এই চারি জন, সেনার সম্মুখে দূষণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। তখন গ্রহ সমূহ যেমন চন্দ্র ও সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া যায়, তদ্রূপ সেই দারুণ রাক্ষসসৈন্য সমরাভিলাষে মহাবেগে রাম ও লক্ষ্মণের উদ্দেশে ধাবমান হইল।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

উগ্রপরাক্রম খর আশ্রমের নিকটস্থ হইলে রাম, লক্ষ্মণের সহিত ঐ সকল ঘোর উৎপাত দেখিতে পাইলেন এবং অত্যন্ত অসুখী হইয়া রাক্ষসগণের অশুভ সম্ভাবনা করত কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ, এক্ষণে নিশাচরগণের বিনাশার্থ এই সর্ব্বসংহারক উৎপাৎ উত্থিত হইয়াছে। ঐ সকল গর্দ্দভবর্ণ মেঘ ব্যোমমধ্যে গভীর গর্জ্জন ও রুধিরধারা বর্ষণ পূর্ব্বক সঞ্চরণ করিতেছে। অরণ্যচর পক্ষী রুক্ষস্বরে চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তূণীরে আমার শরসমূহ যুদ্ধের আনন্দে প্রধূমিত এবং স্বর্ণখচিত শরাসন স্ফুরিত হইতেছে। এক্ষণে

আমাদের অভয় ও রাক্ষসগণেরই প্রাণসংশয় উপস্থিত। অতঃপর নিঃসন্দেহ একটি ঘোরতর সংগ্রাম ঘটিবে। আমার দক্ষিণ হস্ত পুনঃপুন স্পন্দিত হইতেছে, এবং তোমারও মুখ-মণ্ডল প্রভাসম্পন্ন ও সুপ্রসন্ন হইয়াছে। লক্ষ্মণ! যাহারা যুদ্ধার্থ উদ্যত হয়, তাহাদের মুখশ্রী নষ্ট হইলে আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে। ঐ শুন, নিশাচরেরা সিংহনাদ করিতেছে, এবং উহাদের ভেরীধ্বনিও শ্রুতিগোচর হইতেছে। বিপদ আশঙ্কা করিয়া অগ্রে তাহার প্রতিবিধান করা শ্রেয়ার্থী বিচক্ষণ লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব বৎস! তুমি শর কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক জানকীর সহিত তরুলতাগহন নিতান্ত দুর্গম গিরিগুহা আশ্রয় কর। আমার দিব্য, শীঘ্র যাও; তুমি আমার কথার অন্যথাচরণ করিবে, এরূপ ইচ্ছা করি না। তুমি বলবান্ ও বীর, এই সকল রাক্ষসকে যে সংহার করিতে পার, তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু আমার অভিলায যে, আমি স্বয়ংই উহাদিগকে বিনাশ করি।

তখন লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ লইয়া সীতার সহিত গিরিগুহায় প্রবেশ করিলেন। অনন্তর রাম, তাঁহার এইরূপ কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া, অগ্নিকল্প কবচ ধারণ পূর্ব্বক অন্ধকারে প্রদীপ্ত প্রবল হুতাশনের ন্যায় শোভিত হইলেন, এবং ধনু উত্তোলন ও শর গ্রহণ পূর্ব্বক টঙ্কার শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করত তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

ঐ সময় দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ চারণ ও ব্রহ্মর্ষি নামে প্রসিদ্ধ ঋষিগণ যুদ্ধদর্শনার্থী হইয়া বিমানে আরোহণ করিয়াছিলেন। উঁহারা সমবেত হইয়া কহিতে লাগিলেন, যাঁহারা লোকসম্মত

সেই সকল গো ও ব্রাহ্মণের মঙ্গল হউক। চক্রধর বিষ্ণু যেমন অসুরদিগকে জয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ রাম যুদ্ধে নিশাচরগণকে পরাজয় করুন। এই বলিয়া উহাঁরা পরস্পরের মুখাবলোকন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, ভীমকর্ম্মকারক রাক্ষসেরা চতুর্দ্দশ সহস্র, কিন্তু ধর্ম্মশীল রাম একমাত্র, জানি না যুদ্ধ কিরূপ হইবে। এই চিন্তায় তাঁহারা একান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে সকলে রামকে তেজে পূর্ণ ও রণস্থলে অবতীর্ণ দেখিয়া, ভয়ে অতিশয় ব্যথিত হইল। সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের অসামান্য রূপও দক্ষযজ্ঞনাশে প্রবৃত্ত কুপিত রুদ্রের ন্যায় হইতে লক্ষিত লাগিল।

ক্রমশঃ নিশাচরসৈন্য চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইল। ঐ সমস্ত সৈন্যের মধ্যে কেহ বীরালাপ, কেহ বা সিংহনাদ করিতেছে, কেহ স্বয়ংই শত্রুবিনাশার্থ আস্ফালন, কেহ বা কার্ম্মুক আকর্ষণ করিতেছে, কেহ মুহুর্মুহু জৃম্ভা পরিত্যাগ, কেহ বা দুন্দুভিধ্বনি করিতেছে। উহাদের তুমুল কলরবে বনস্থল পূর্ণ হইয়া গেল। অরণ্যের জীবজন্তুগণ চকিত ও ভীত হইয়া উঠিল, এবং পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, তৎক্ষণাৎ যথায় কিছুমাত্র শব্দ নাই, এইরূপ স্থানে ধাবমান হইল।

অনন্তর সাগরসম বিপুল রাক্ষসসৈন্য নানা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া, মহাবেগে রামের অভিমুখে আগমন করিল। সমরনিপুণ রাম সংগ্রামার্থ অগ্রসর হইয়া চারি দিকে দৃষ্টি প্রসারণ পূর্ব্বক দেখিলেন, খরের সৈন্যগণ উপস্থিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি ভীষণ কোদণ্ড বিস্তার ও তূণীর হইতে শর উদ্ধার

পূর্ব্বক উঁহাদের বিনাশার্থ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যুগান্তকালীন জ্বলন্ত অনলের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। বনদেবতারা তাঁহাকে তেজপ্রদীপ্ত দেখিয়া যার পর নাই ব্যথিত হইল। চতুর্দ্দিকে রাক্ষস দণ্ডায়মান, উঁহাদের দেহে অগ্নিবর্ণ বর্ম্ম ও নানা প্রকার আভরণ, হস্তে ধনু ও বিবিধ অস্ত্র, উঁহারা সূর্য্যোদয়ে সুনীল জলদের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

তখন খর পুরোবর্ত্তি বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত রামের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক উহাতে টঙ্কার প্রদান করিতেছেন। তদ্দর্শনে সে সারথিকে কহিল, তুমি রামের অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন কর। উহার আদেশমাত্র সারথি যথায় রাম একাকী, সেই দিকে রথ লইয়া চলিল। শ্যেনগামী প্রভৃতি রাক্ষসেরা খরকে দেখিতে পাইয়া, সিংহনাদ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টন করিল। ঐ সময় খর তারাগণমধ্যে উদিত মঙ্গল গ্রহের ন্যায় শোভিত হইল। অনন্তর সে সহস্র বাণে বিপুলবল রামকে নিপীড়িত করিয়া রণস্থলে বীরনাদ করিতে

লাগিল। ইত্যবসরে বহুসংখ্য রাক্ষস ক্রোধভরে দুর্জ্জয় রামের উপর নানা বিধ অস্ত্র নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল। কেহ লৌহমুদ্গার কেহ শূল কেহ প্রাস কেহ অসি এবং কেহ বা পরশু প্রহার আরম্ভ করিল। ঐ সমস্ত মেঘাকার মহাকায় মহাবল রাক্ষস গিরিশিখরতুল্য হস্তী অশ্ব ও রথে আরোহণ পূর্ব্বক ধাবমান হইল, এবং রামবধার্থ অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিল। বোধ হইল, যেন, মহামেঘ পর্ব্বতের উপর ধারাবৃষ্টি করিতেছে। তখন রাম ক্রূরদর্শন রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া, প্রদোষকালে ভূতগণবেষ্টিত ভগবান্ রুদ্রের ন্যায় শোভিত হইলেন। পরে সমুদ্র যেমন নদীপ্রবাহ রোধ করে, সেইরূপ তিনি শরনিকরে উহাদের অস্ত্র নিবারণ করিলেন। বজ্রের আঘাতে মহাশৈল কখন বিচলিত হয় না, রাম উহাদের অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও ব্যথিত হইলেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শরবিদ্ধ ও শোণিতসিক্ত হইয়া গেল। তিনি সন্ধ্যাকালে সিন্দূর বর্ণ মেঘে আবৃত সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। রাম একমাত্র, কিন্তু বহুসংখ্য রাক্ষসে বেষ্টিত হইয়াছেন, তদ্দর্শনে দেবতা গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণ যার পর নাই বিষণ্ণ হইলেন।

অনন্তর রাম ধনু মণ্ডলাকার করিয়া, অবলীলাক্রমে শর ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল দুর্নিবার দুর্ব্বিষহ ও কালপাশতুল্য শর শরাসন হইতে বিনির্ম্মুক্ত এবং রাক্ষসগণের দেহ ভেদ পূর্ব্বক রক্তাক্ত হইয়া, নভোমণ্ডলে জ্বলন্ত অনলপ্রভায় শোভা পাইতে লাগিল। বহুসংখ্য রাক্ষস বিনষ্ট হইল। মহাবীর রাম অসংখ্য বাণে অনেকের ধনু, ধ্বজাগ্র,

চর্ম্ম, বর্ম্ম, অলঙ্কৃত বাহু ও করিশুণ্ডাকার উরু ছেদন করি-লেন। স্বর্ণকবচ-শোভিত অশ্ব, আরোহীর সহিত হস্তী, সারথি ও রথ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। অনেক পদাতি নিহত হইল। উহারা নালীক নারাচ ও তীক্ষ্ণমুখ বিকর্ণি অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড হইয়া, ভয়ঙ্কর আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। শুষ্ক বন যেমন অগ্নিসংযোগে দগ্ধ হইতে থাকে, সেইরূপ উহারা রামের মর্ম্মভেদি শরে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। কোন কোন বীর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, উহাঁর উপর প্রাস পরশু ও শূল বৃষ্টি করিতে লাগিল। রাম শরজালে তৎসমুদায় নিরাস করিয়া, উহাদিগের প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। উহারা ছিন্নচর্ম্ম ছিন্নশরাসন ও ছিন্নমস্তক হইয়া, বিহঙ্গের পক্ষপবন-ভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় সমরাঙ্গণে পতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে অবশিষ্ট রাক্ষসেরা শরাহত ও অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া, খরের শরণাপন্ন হইবার নিমিত্ত ধাবমান হইল। ইত্যবসরে দূষণ উহাদিগকে আশ্বাস দিয়া কুপিত কৃতান্তের ন্যায় কার্ম্মুক হস্তে রোষভরে রামের অভিমুখে চলিল। রণ পরাঙ্মুখ রাক্ষসেরা উহার আশ্রয়ে নির্ভয় হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল, এবং সাল তাল ও শিলা গ্রহণ পুর্ব্বক দ্রুতবেগে রামের নিকট গমন করিল। উভয় পক্ষে পুনর্ব্বার রোমহর্ষণ অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল। নিশাচরেরা ক্রুদ্ধ হইয়া, চতুর্দ্দিক হইতে শূল মুদ্গর পাশ বৃক্ষ প্রস্তর ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন শরসমাচ্ছন্ন রাম সমন্তাৎ রাক্ষসে আবৃত দেখিয়া, ভীষণ বীরনাদ পরিত্যাগ পুর্ব্বক প্রদীপ্ত গন্ধর্ব্ব অস্ত্র যোজনা করিলেন। তাঁহার শরাসন হইতে অসংখ্য শর নির্গত হইতে

লাগিল। দশ দিক শরসমূহে পূর্ণ হইয়া গেল। তখন শর-নিপীড়িত নিশাচরগণ রাম যে কখন শর গ্রহণ ও কখনই বা মোচন করিতেছেন, ইহার কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিল না, কেবল দেখিল, তিনি অনবরত শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে শরান্ধকারে সূর্য্যের সহিত আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রাম কেবলই বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরা সমকালে নিহত ও সমকালে পতিত হইয়া পৃথিবীকে আবৃত করিয়া ফেলিল। কেহ বিনষ্ট হইয়াছে, কেহ ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে, কাহার প্রাণ কণ্ঠাগত, কেহ ছিন্ন, কেহ ভিন্ন ও কেহ বা বিদীর্ণ, বহুসংখ্য এইরূপই দৃষ্ট হইতে লাগিল। রণভূমি উষ্ণীষশোভিত মস্তক, অঙ্গদসমলঙ্কৃত বাহু, উরু, নানা প্রকার অলঙ্কার, হস্তী, অশ্ব, রথ, চামর, ছত্র, বিবিধ ধ্বজ ও শূল পট্টিশ প্রভৃতি বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্রে আচ্ছন্ন হইয়া অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিল। তখন অবশিষ্ট রাক্ষসেরা অনেককে এইরূপে নিহত দেখিয়া, রামের অভিমুখে অগ্রসর হইতে আর সাহসী হইল না।

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

অনন্তর দূষণ সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইল দেখিয়া, পাঁচ সহস্র নিশাচরকে যুদ্ধার্থ নিয়োগ করিল। ঐ সকল রাক্ষস একান্ত

দুর্দ্ধর্ষ ও ভীমবেগ, উহাদিগকে রণস্থল হইতে কখন পরাঙ্মুখ হইতে হয় না। উহারা দূষণের আদেশমাত্র চতুর্দ্দিক হইতে রামের উপর শূল পট্টিশ বৃক্ষ অসি শিলা ও শর অনবরত নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রাম নিমীলিতনেত্র বৃষের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া, সুতীক্ষ্ণ বাণে ঐ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র প্রতিরোধ করিলেন। পরে তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্ত ও তেজে প্রদীপ্ত হইয়া, সমস্ত নির্ম্মূল করিবার আগ্রহে দূষণ ও সৈন্য-গণের উপর চতুর্দ্দিক হইতে শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। শত্রুনাশন দূষণও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, বজ্রানুরূপ বাণে উঁহার শরজাল নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তদ্দর্শনে রাম যার পর নাই কুপিত হইয়া, ক্ষুর দ্বারা শরাসন, চার শরে চার অশ্ব, ও অর্দ্ধচন্দ্রাস্ত্রে সারথির মস্তক ছেদন করিয়া, তিন শরে উহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন দূষণ রোমহর্ষণ এক পরিঘ গ্রহণ করিল। উহা স্বর্ণপট্টবেষ্টিত তীক্ষ্ণ-লৌহ-শঙ্কুপূর্ণ ও শত্রু-বসা-সংসিক্ত। উহা দেখিতে গিরিশৃঙ্গ ও ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় বোধ হয়। ঐ মহাবীর সুর-সৈন্য-বিমর্দ্দন পর-তোরণ-বিদারণ বজ্রবৎ কঠোর পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক রামের দিকে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে রাম দুইটি শর সন্ধান করিয়া, আভরণসহ উহার দুই ভুজদণ্ড ছেদন করি-লেন। প্রকাণ্ড পরিঘ দূষণের করভ্রষ্ট হইয়া ইন্দ্রধ্বজবৎ ভূতলে পতিত হইল। দূষণও ছিন্ন ও বিকীর্ণহস্তে তৎক্ষণাৎ ভগ্নদশন হস্তীর ন্যায় ধরাসনে শয়ন করিল।

ইত্যবসরে মহর্ষিমণ্ডলী রামকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবল মহাকপাল বৃহৎ স্থূল, স্থূলাক্ষ

পট্টিশ, ও প্রমাথী পরশু গ্রহণ পূর্ব্বক, সমবেত হইয়া, ক্রোধভরে রামের অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর রাম ঐ সমস্ত আসন্নমৃত্যু সেনাপতিকে দেখিবামাত্র তীক্ষ্ণ শরে অভ্যাগত অতিথিবৎ গ্রহণ করিলেন। পরে মহাকপালের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক অসংখ্য শরে প্রমাথীকে চূর্ণ ও স্থূলাক্ষের স্থূল নেত্র পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। স্থূলাক্ষ নিহত হইয়া, শাখাসংকুল অত্যুচ্চ বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তখন রামও কুপিত হইয়া, অবিলম্বে দূষণের পাঁচ সহস্র সৈন্য পাঁচ সহস্র বাণে বিনাশ করিলেন।

তখন খর সসৈন্য দূষণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, মহাবল সেনাপতিগণকে কহিল, দেখ, মহাবীর দূষণ ক্ষুদ্রমনুষ্য রামের সহিত যুদ্ধ করিয়া, পাঁচ সহস্র সৈন্যসহ রণস্থলে শয়ান রহিয়াছে। এক্ষণে তোমরা বিবিধ অস্ত্র দ্বারা ঐ রামকে বিনাশ কর। এই বলিয়া সে ক্রোধে অধীর হইয়া, উঁহার প্রতি ধাবমান হইল। অনন্তর শ্যেনগামী, পৃথুগ্রীব, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জ্জয়, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকার্মুক, হেমমালী, মহামালী, সর্পাস্য, ও রুধিরাসন এই দ্বাদশ প্রবলপরাক্রম সেনাপতি সসৈন্যে শরবর্ষণ পূর্ব্বক দ্রুতপদে রামের অভিমুখে চলিল। রাম স্বর্ণখচিত হীরকশোভিত শরে খরের ঐ সৈন্যাবশেষ বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বজ্র যেমন বৃক্ষ নষ্ট করে, তদ্রূপ তাঁহার সধূমবহ্নিসদৃশ শর সৈন্যক্ষয় আরম্ভ করিল। রাম শতসংখ্য রাক্ষসকে শত, এবং সহস্র সংখ্যকে সহস্র কর্ণি দ্বারা সংহার করিতে লাগিলেন। তাহারাও ছিন্নবর্ম্ম ছিন্নাভরণ ও ছিন্নশরাসন হইয়া, শোণিত-

লিপ্তদেহে ধরাসনে শয়ন করিল। ঐ সকল রাক্ষস মুক্তকেশে পতিত হইলে, রণস্থল কুশাস্তীর্ণ যজ্ঞবেদির ন্যায় লক্ষিত হইল, এবং উহাদিগের মাংসশোণিতের কর্দ্দমে ঐ ঘোর দণ্ড-কারণ্যও নরকের ন্যায় হইয়া উঠিল। এইরূপে মনুষ্য রাম একাকী পদাতি হইয়া, দুষ্করকর্ম্মকারী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস নির্ম্মূল করিলেন। যত গুলি বীর তথায় সমবেত হইয়াছিল, তন্মধ্যে খর ও ত্রিশিরা অবশিষ্ট রহিল। আর আর সমস্ত দুঃসহবীর্য্য রাক্ষস বিনষ্ট হইয়া গেল।

সপ্তবিংশ সর্গ।

অনন্তর খর ধর্ম্মযুদ্ধে সৈন্য ক্ষয় হইল দেখিয়া, রথে আরোহণ পূর্ব্বক রামের অভিমুখে উদ্যতবজ্র ইন্দ্রের ন্যায় ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে সেনাপতি ত্রিশিরা উহার সন্নিহিত হইয়া কহিল, রাক্ষসনাথ! আমি মহাবীর, তুমি সমরসাহসে ক্ষান্ত হইয়া, আমাকে যুদ্ধে নিয়োগ কর। আমিই রামকে বিনাশ করিব; অস্ত্রস্পর্শ পূর্ব্বক তোমার নিকট শপথ করি-তেছি, রাক্ষসগণের বধ্য রামকে নিশ্চয়ই রণশায়ী করিব। আজ হয় আমার হস্তে রামের, নয় তাহার হস্তে আমার মৃত্যু হইবে। এক্ষণে তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধসাক্ষী

হইয়া থাক। যদি রাম নিহত হয়, মহা আহ্লাদে জনস্থানে যাইবে, আর যদি আমি বিনষ্ট হই, সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত উহার সম্মুখীন হইবে।

নিশাচর ত্রিশিরা মৃত্যুলোভে এইরূপ প্রার্থনা করিলে, খর কহিলেন, তবে তুমিই যুদ্ধে যাও। উহার আদেশমাত্র ঐ বীর, অশ্বসংযুক্ত উজ্জ্বল রথে আরোহণ করিয়া, ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতবৎ ধাবমান হইল, এবং রামের উপর জলবর্ষী নীরদের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন শর বর্ষণ পূর্ব্বক জলার্দ্র দুন্দুভির শব্দাকার বীরনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তৎকালে রামও উহার প্রতি অনবরত শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সিংহ ও কুঞ্জর-সদৃশ ঐ দুই মহাবল মহাবীরের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ত্রিশিরা রামের ললাট লক্ষ্য করিয়া তিনটি শরা-ঘাত করিল। তখন তেজস্বী রাম কুপিত হইয়া কহিলেন, অহো! মহাবীর রাক্ষসের এই বল! আমার ললাট যেন কুসুমকোমল শরে আহত হইল! যাহাই হউক, অতঃ-পর তুমিও আমার শরবেগ সহ্য কর। এই বলিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, ভুজঙ্গসদৃশ চৌদ্দটি শরে উহার বক্ষ বিদ্ধ করি-লেন। পরে সন্নতপর্ব্ব চার শরে চারিটি অশ্ব এবং আট বাণে সারথিকে নষ্ট করিয়া, এক বাণে উহার উন্নত ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ত্রিশিরা তদ্দণ্ডে রথ হইতে অবতীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছিল, এই অবকাশে রাম উহাকে বাণে অনবরত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ত্রিশিরা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তখন রাম রোষাবিষ্ট হইয়া তিন

তৎক্ষণাৎ সধূম শোণিত উদ্গার করিতে করিতে রণস্থলে নিপতিত হইল। এইরূপে ত্রিশিরা বিনষ্ট হইলে খরের মূলবলসংক্রান্ত হতাবশিষ্ট সৈন্য, রণে ভঙ্গ দিয়া, ব্যাধভীত মৃগের ন্যায় দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। তৎকালে উহারা আর তথায় তিষ্ঠিতে পারিল না।

অষ্টবিংশ সর্গ।

অনন্তর খর, দূষণ ও ত্রিশিরার বিনাশে একান্ত বিমনা হইল, এবং রাম একাকী মহাবল রাক্ষসবল প্রায় উন্মূলন করিয়াছেন দেখিয়া, অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিল। উহাঁর বিক্রম অবলোকনে তাহার ত্রাসও জন্মিল। তখন নমুচি যেমন ইন্দ্রকে এবং রাহু যেমন চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া যায়, তদ্রূপ ঐ মহাবীর, রামের অভিমুখে ধাবমান হইল, এবং মহাবেগে শরাসন আকর্ষণ করিয়া শোণিতপায়ী ক্রোধদৃপ্ত-উরগতুল্য নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সে পুনঃপুনঃ জ্যা-গুণে টঙ্কার প্রদান এবং শিক্ষাগুণে অস্ত্র সন্ধান ও অস্ত্র-ক্ষেপণের বৈচিত্র প্রদর্শন করিয়া, সমরে বিচরণ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ উহার শরে দিক বিদিক সমুদায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রামও দীপ্তস্ফুলিঙ্গ অগ্নির ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ

বাণে নভোমণ্ডল যেন মেঘাবৃত করিয়া ফেলিলেন। উভয়ের শরজাল সূর্য্যকে রোধ করিল। উভয়েরই চেষ্টা পরস্পরকে বিনাশ করিতে হইবে। ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। আরোহী যেমন বৃহৎ হস্তীকে অঙ্কুশ আঘাত করে, তদ্রূপ খর রামের প্রতি নালীক, নারাচ, ও তীক্ষ্ণ বিকর্ণি প্রহার করিতে লাগিল। সে শরাসনহস্তে রথোপরি অবস্থান করিতেছিল, তদ্দর্শনে সকলে তাহাকে যেন পাশধারী কৃতান্ত জ্ঞান করিতে লাগিল। ঐ সময় রাম সমগ্র রাক্ষসসৈন্য বিনাশনিবন্ধন পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, তথাচ খর উঁহাকে পরাক্রান্ত বলিয়া বোধ করিল। কিন্তু যাদৃশ সিংহ সামান্য মৃগ দেখিয়া ভীত হয় না, তদ্রূপ রাম সেই সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত এবং সিংহের ন্যায় মন্থরগামী খরকে দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত হইলেন না।

ক্রমশঃ খর অনলপ্রবেশার্থী পতঙ্গের ন্যায় রামের সন্নিহিত হইল, এবং ক্ষিপ্রহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক মুষ্টিগ্রহণস্থানে উঁহার শর ও শরাসন ছেদন করিল। পরে ক্রোধভরে বজ্রতুল্য সাতটি বাণে কবচসন্ধি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, শরনিকরে তাঁহাকে পীড়ন পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল।

তখন রামের দেহ হইতে উজ্জ্বল বর্ম্ম স্খলিত হইয়া পড়িল, এবং তিনি শরবিদ্ধ ও অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া, জ্বলন্ত অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে তিনি অগস্ত্যপ্রদত্ত গভীরনাদী বৈষ্ণব ধনু সজ্জিত করিয়া, ঐ নিশাচরের প্রতি ধাবমান হইলেন, এবং স্বর্ণপুঙ্খ সন্নতপর্ব্ব শর সন্ধান করিয়া, ক্রোধভরে উঁহার ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

সুবর্ণনির্ম্মিত সুদর্শন ধ্বজ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িল। বোধ হইল যেন, সুরগণের আদেশে সূর্য্যদেব অধোগামী হইলেন। তদ্দর্শনে খর ক্রুদ্ধ হইয়া, চার বাণে রামের বক্ষ বিদ্ধ করিল। মহাবীর রামও ক্ষত বিক্ষত ও শোণিতাক্ত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং ছয়টি শর যোজনা ও উহাকে লক্ষ্য করিয়া এক শরে মস্তক, দুই শরে বাহু, ও তিন অর্দ্ধচন্দ্রাকার শরে উহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। পরে ভাস্করের ন্যায় প্রখর ত্রয়োদশ শাণিত নারাচ গ্রহণ করিয়া, একটি দ্বারা উহার রথের যুগ, চারিটি দ্বারা বিচিত্র অশ্ব, একটি দ্বারা সারথির মস্তক, তিনটি দ্বারা রথের ত্রিবেণু, দুইটি দ্বারা অক্ষ, এবং একটি দ্বারা ধনুর্ব্বাণ ছেদন করিয়া, অবলীলাক্রমে আর একটি দ্বারা উহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন খর ছিন্নধনু রথশূন্য হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া, গদা ধারণ ও রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইল। এই অবসরে বিমানস্থ দেবতা ও মহর্ষিরাও হৃষ্টমনে কৃতাঞ্জলিপুটে রামের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একোনত্রিংশ সর্গ।

তখন রাম খরকে রথশূন্য ও গদাহস্তে ভূতলে অবতীর্ণ দেখিয়া, মৃদু কথা কঠোরতার সহিত কহিলেন, খর! তুই

এই হস্ত্যশ্বপূর্ণ সৈন্যের আধিপত্যে থাকিয়া যে দারুণ কর্ম্ম করিলি, ইহা অত্যন্ত ঘৃণিত। যে ব্যক্তি লোকের ক্লেশদায়ক নিষ্ঠুর ও পাপাচার, ত্রিলোকের অধীশ্বর হইলেও তাহার প্রাণ ধারণ সহজ হয় না। যাহার কার্য্য সর্ব্ববিরুদ্ধ, সেই নৃশংসকে সকলে সম্মুখস্থ দুষ্ট সর্পবৎ নষ্ট করিয়া থাকে। শিলা উদরস্থ হইলে যেরূপ রক্তপুচ্ছিকার মৃত্যু হয়, সেইরূপ যে, লোভক্রমে পাপে লিপ্ত হইয়া, আসক্তিদোষে তাহা বুঝিতে পারে না, লোকে হৃষ্ট হইয়া তাহার নিপাত দর্শন করে। খর! দণ্ডকারণ্যের ধর্ম্মশীল তাপসগণকে বিনাশ করিয়া তোর কি ফল হইতেছে? যে ব্যক্তি ঘৃণিত ক্রূর ও পামর, ঐশ্বর্য্য হইলেও শীর্ণমূল বৃক্ষের ন্যায় শীঘ্রই তাহার অধঃপতন হইয়া থাকে। ফলত পাপের অনিষ্টকর ফল বৃক্ষের ঋতুকালীন পুষ্পের ন্যায় সময়ক্রমে অবশ্য উৎপন্ন হয়। বিষমিশ্রিত অন্ন আহার করিলে যেমন তৎক্ষণাৎ তাহার প্রভাব দেখা যায়, পাপাচরণ করিলে তদ্রূপই হইয়া থাকে। রাক্ষস! এক্ষণে আমি রাজার আদেশে পাষণ্ডদিগের দণ্ডবিধানার্থ এস্থানে আসিয়াছি। অদ্য আমার এই স্বর্ণখচিত শর প্রক্ষিপ্ত হইয়া, তোর দেহ বিদারণ পূর্ব্বক বল্মীক মধ্যে উরগের ন্যায় পতিত হইবে। তুই এই অরণ্যে যে সকল ধর্ম্মশীল ঋষিকে ভক্ষণ করিয়াছিস্, আজ সসৈন্যে নিহত হইয়া তাঁদেরই অনুগমন করিবি। আজ তাঁহারাই আবার বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক তোর নরকবাস দর্শন করিবেন। এক্ষণে তুই যথেচ্ছ প্রহার কর্, যেমন ইচ্ছা চেষ্টা কর্, আজ আমি তোর মস্তক তাল ফলের ন্যায় নিশ্চয়ই ভূতলে ফেলিব।

অনন্তর খর এই কথা শুনিয়া, রোষারুণলোচনে হাসিতে হাসিতে কহিল, রাম! তুই সামান্য রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া, কি জন্য অকারণ আত্মপ্রশংসা করিতেছিস্? যাহার বলবীর্য্য আছে, সে স্বতেজে গর্ব্বিত হইয়া, কখন নিজের গৌরব করে না। তোর ন্যায় নীচ নিকৃষ্ট পাপিষ্ঠ ক্ষত্রিয়েরাই নিরর্থক শ্লাঘা করিয়া থাকে। মৃত্যু-তুল্য যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে কোন্ বীর কৌলীন্য প্রকাশ পূর্ব্বক আপনার গুণগরিমা করিতে পারে? ফলত তুষাগ্নির উত্তাপে স্বর্ণপ্রতিরূপ পিত্তলের যেমন মালিন্য লক্ষিত হয়, সেইরূপ আত্মশ্লাঘায় কেবল তোর লঘুতাই দৃষ্ট হইতেছে। রাম! আমি যে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক ধাতু-রঞ্জিত অটল অচলতুল্য দণ্ডায়মান আছি, ইহা কি তুই দেখিতেছিস্ না? আমি পাশধারী কৃতান্তের ন্যায় তোকে ও ত্রিলোকের সকল লোককেও এই গদায় উৎসন্ন করিতে পারি। এক্ষণে আমার বিস্তর বলিবার আছে, কিন্তু আর বলিতেছি না, সূর্য্য অস্ত যাইবেন, সুতরাং যুদ্ধে-রই সম্পূর্ণ বিঘ্ন ঘটিতে পারে। তুই চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে বধ করিয়াছিস্, আজ নিশ্চয়ই তোরে নষ্ট করিয়া তাদের স্ত্রীপুত্রের নেত্রজল মুছাইয়া দিব।

এই বলিয়া খর ক্রোধভরে প্রদীপ্তবজ্রতুল্য স্বর্ণবলয়বেষ্টিত গদা রামের প্রতি নিক্ষেপ করিল। খরের করপ্রক্ষিপ্ত প্রকাণ্ড গদা স্বতেজে বৃক্ষ গুল্ম সমুদায় ভস্মসাৎ করত ক্রমশঃ নিকটস্থ হইতে লাগিল। রাম ঐ কালপাশসদৃশ গদা আগমন করিতেছে দেখিয়া, নভোমণ্ডলে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

গদাও তৎক্ষণাৎ মন্ত্রৌষধিবলে নির্ব্বীর্য্য ভুজঙ্গীর ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গেল।

ত্রিংশ সর্গ।

তখন ধর্ম্মবৎসল রাম হাস্য করিয়া কহিলেন, খর! এই ত তুই সমস্ত বলই দেখাইলি। এক্ষণে বুঝিলাম, তোর শক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প, তুই এতক্ষণ কেবল বৃথা আস্ফালন করিতেছিলি। ঐ দেখ্, তোর গদা আমার শরে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তুই অতি বাচাল। তোর বিশ্বাস ছিল, যে উহা দ্বারা শত্রুনাশ হইবে, এক্ষণে তাহা দূর হইল। তুই কহিয়াছিলি, যে মৃত বীরগণের আত্মীয় স্বজনের নেত্রজল মার্জ্জনা করিয়া দিবি, তোর সে কথাও মিথ্যা হইয়া গেল। তুই অতিশয় নীচ ক্ষুদ্রাশয় ও দুশ্চরিত্র। গরুড় যেমন অমৃত হরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আজ আমি তোর প্রাণ অপহরণ করিব। অদ্য তুই আমার শরে ছিন্নকণ্ঠ হইলে পৃথিবী তোর বুদ্বুদযুক্ত রক্তপান করিবেন। অদ্য তোরে ধূলিলুণ্ঠিতদেহে বিক্ষিপ্তহস্তে, যেমন অসুলভা কামিনীকে, সেইরূপ অবনীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক শয়ন করিতে হইবে। তুই ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলে, এই জনস্থানে নিরাশ্রয় ঋষিগণ নির্ব্বিঘ্নে

অবস্থান ও নির্ভয়ে বিচরণ করিবেন। আজ বিকটদর্শন রাক্ষসীগণ নিতান্ত ভীত হইয়া, বাষ্পার্দ্রবদনে দীনমনে পলায়ন করিবে, এবং তুই যাহাদের পতি সেই দুষ্কুলোৎপন্না পত্নীরাও আজ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া শোকে মোহিত হইবে। রে নৃশংস! ব্রাহ্মণকণ্টক! কেবল তোরই জন্য মুনিগণ এতদিন সভয়ে হোম করিতেছিলেন।

তখন খর রামের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক রোষকর্কশস্বরে ভৎর্সনা করিয়া কহিল; রাম! কারণ সত্তে তোর হৃদয়ে ভয় নাই। তুই অত্যন্ত গর্ব্বিত, এই জন্য মৃত্যুকাল আসন্ন হইলেও বাচ্যাবাচ্য জ্ঞানশূন্য হইতেছিস্। যাহার আয়ুঃ শেষ হইয়া আইসে, বুদ্ধির দুর্ব্বলতা বশত সে আর কার্য্যাকার্য্য বিচার করিতে পারে না। এই বলিয়া খর উহাঁকে প্রহার করিবার নিমিত্ত ভ্রুকুটী বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, এবং অদূরে এক বৃহৎ সাল বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া, ওষ্ঠ দংশন পূর্ব্বক উহা উৎপাটন করিয়া লইল। পরে সে সিংহনাদ করিয়া বাহুবলে উহা উত্তোলন ও রামের প্রতি মহাবেগে ক্ষেপণ পূর্ব্বক কহিল, দেখ্, তুই এইবারে নিশ্চয়ই মরিলি। তখন মহাবীর রাম শরনিকরে বৃক্ষ ছেদন করিয়া খরের বিনাশার্থ ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল, এবং রোষে নেত্রপ্রান্ত শোণরাগে আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি অবিশ্রান্ত শরক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। খরের শরক্ষত দেহরন্ধ্র হইতে প্রস্রবণের ন্যায় সফেন শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে প্রহারবেগে একান্ত বিহ্বল হইয়া উঠিল, এবং রুধিরগন্ধে

উন্মত্ত হইয়া দ্রুতবেগে রামের দিকে ধাবমান হইল। রাম উঁহাকে রক্তাক্তদেহে মহাক্রোধে আগমন করিতে দেখিয়া, সত্বরে দুই তিন পদ অপসৃত হইলেন, এবং উহার বিনাশার্থ ইন্দ্রপ্রদত্ত ব্রহ্মাস্ত্রসদৃশ অগ্নিতুল্য এক শর নিক্ষেপ করিলেন। উহা নির্ম্মুক্ত হইবামাত্র মহাবেগে খরের বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। খরও শরাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া, শ্বেতারণ্যে রুদ্রের নেত্র-জ্যোতিতে ভস্মীভূত অন্ধকাসুরের ন্যায়, বজ্রাহত বৃত্রের ন্যায়, ফেননিহত নমুচির ন্যায় এবং অশনিচ্ছিন্ন বলের ন্যায় ভূতলে পড়িল।

তদ্দর্শনে চারণসহ সুরগণ বিস্মিত হইয়া, দুন্দুভিধ্বনি ও রামের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেরই মনে হর্ষ উপস্থিত হইল। কহিতে লাগিলেন, রাম অল্পক্ষণে যুদ্ধে খরদূষণ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে সংহার করি-লেন। ইঁহার কার্য্য অতি অদ্ভুত! ইঁহার বলবীর্য্য অতি বিচিত্র! বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহার কি স্থৈর্য্যই লক্ষিত হইল। এই বলিয়া উঁহারা বিমানযোগে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর অগস্ত্যাদি ঋষি ও রাজর্ষিগণ পুলকিতমনে রামকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া কহিলেন, বৎস! সুররাজ ইন্দ্র এই নিমিত্ত পবিত্র শরভঙ্গাশ্রমে আসিয়াছিলেন, এবং এই কারণেই মুনিগণ আশ্রমদর্শনপ্রসঙ্গে তোমায় এই স্থানে আনিয়া-ছিলেন। এক্ষণে তোমা হইতে তাহা সুসিদ্ধ হইল। অতঃ-পর আমরা দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মাচরণ করিব। এই বলিয়া উঁহারাও তথা হইতে গমন করিলেন।

পরে বীর লক্ষ্মণ জানকীর সহিত গিরিদুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং মহা আহ্লাদে রামকে গিয়া অভিবাদন করিলেন। রাম জয়শ্রীলাভে সবিশেষ সমাদৃত হইয়া উহাঁদের সহিত আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন চন্দ্রাননা জানকী দেখিলেন, রাক্ষসকুল নির্ম্মূল হইয়াছে, ও মুনিগণের সুখদ রামও কুশলী আছেন। তদ্দর্শনে তাঁহার মন পুলকে পূর্ণ হইল এবং তিনি পুনঃপুন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশ সর্গ।

ঐ যুদ্ধে অকম্পন নামে একটিমাত্র রাক্ষস অবশিষ্ট ছিল, সে জনস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাবণকে কহিল, রাজন্! জনস্থানের রাক্ষসেরা নিহত এবং খরও যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে, আমিই কেবল বহু কষ্টে এখানে আইলাম।

রাবণ অকম্পনের মুখে এই কথা শ্রবণমাত্র ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া স্বতেজে সমস্ত দগ্ধ করতই যেন কহিতে লাগিল, অকম্পন! মৃত্যুলোভে কে ভীষণ জনস্থান নষ্ট করিল? সংসার হইতে কাহার বাস উঠিয়া গেল। আমি মৃত্যুরও মৃত্যু, আমার অপকার করিয়া ইন্দ্র, কুবের, যম ও বিষ্ণুও

সুখী হইতে পারে না। আমি ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিকে দগ্ধ ও কৃতান্তকে সংহার করিতে পারি, স্ববেগে বায়ুর বেগ প্রতি-রোধ এবং স্বতেজে চন্দ্রসূর্য্যকেও ভস্মসাৎ করিতে পারি।

তখন অকম্পন ভয়স্খলিত বাক্যে কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণের নিকট অভয় প্রার্থনা করিল, এবং অভয় প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বস্ত-চিত্তে কহিল, মহারাজ! দশরথের পুত্র রাম নামে এক বীর আছে। সে শ্যামবর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও যুবা। উহার স্কন্ধদেশ উন্নত এবং বাহুযুগল সুবৃত্ত ও দীর্ঘ। উহার বলবিক্রমের তুলনা নাই। সেই রামই জনস্থানে খর ও দূষণকে বিনাশ করিয়াছে।

রাবণ এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ভুজঙ্গের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, অকম্পন! রাম কি ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত জনস্থানে আসিয়াছে?

অকম্পন কহিল, রাক্ষসরাজ! রাম ধনুর্দ্ধারদিগের অগ্র-গণ্য দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন ও মহাশূর। লক্ষ্মণ নামে উহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছে। সে উহারই ন্যায় বলবান্। তাহার নেত্র প্রান্ত আরক্ত, মুখশ্রী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, এবং কণ্ঠস্বর দুন্দুভিবৎ গভীর। শ্রীমান রাম ঐ লক্ষ্মণের সহিত বায়ুবহ্নিসংযোগের ন্যায় মিলিত আছে। সে রাজগণেরও রাজা। উহার সহিত যে সুরগণ আইসে নাই, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। উহার শর প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র যেন পঞ্চমুখ সর্প হইয়া রাক্ষসগণকে গ্রাস করে। রাক্ষসেরা ভয়ে যে দিকে যায়, সেই দিকেই যেন উহাকে সম্মুখে দেখে। ফলত কেবল ঐ বীরই আপনার জনস্থানকে নষ্ট করিয়াছে।

তখন রাবণ কহিল, অকম্পন! আমি ঐ রাম ও লক্ষ্মণের বধসাধনের নিমিত্ত এখনই জনস্থানে যাত্রা করিব। শুনিয়া অকম্পন কহিল, রাজন্! আমি রামের বল বীর্য্য ও কার্য্য যেরূপ, কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ মহাবীর কুপিত হইলে, কাহার সাধ্য যে, বিক্রমে উঁহাকে যুদ্ধে নিরস্ত করিয়া রাখে। সে শরজালে জলপূর্ণ নদীর স্রোত প্রতিকূলে আনিতে পারে। আকাশ গ্রহতারাশূন্য এবং রসাতলগামিনী পৃথিবীকে উদ্ধার করিতে পারে। সমুদ্রের বেগ নিবারণ, বেলাভূমি ভেদ করিয়া জলপ্লাবন, বায়ুর গতিরোধ, এবং লোক ক্ষয় করিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টিও করিতে পারে। যেমন পাপীর স্বর্গ আয়ত্ত করা সুকঠিন, সেইরূপ আপনি সমস্ত রাক্ষসের সহিত প্রবৃত্ত হইলেও উঁহাকে কখন পরাস্ত করিতে পারিবেন না। সে সুরাসুরগণের অবধ্য, কিন্তু আমি উঁহার বিনাশের এক উপায় কহিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ করুন। সীতা নামে উঁহার এক সুরূপা পত্নী আছে। সে সর্ব্বালঙ্কারসম্পন্না ও পূর্ণযৌবনা। তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব দর্শন করিলে বিস্মিত হইতে হয়। সে একটি স্ত্রীরত্ন। মনুষ্যের কথা কি, দেবী গন্ধর্ব্বী অপ্সরা ও পন্নগীও তাহার অনুরূপ নহে। আপনি বনমধ্যে কোনরূপে রামকে মোহিত করিয়া ঐ সীতাকে অপহরণ করুন। স্ত্রীবিয়োগ উপস্থিত হইলে সে কখনই প্রাণ ধারণ করিতে পারিবে না।

তখন রাবণ এই কথা সঙ্গত বোধ করিল, এবং কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, অকম্পন! আমি এই প্রাতেই একাকী কেবল সারথিকে লইয়া তথায় যাইব, এবং সীতাকে

মহাহর্ষে লঙ্কা নগরীতে লইয়া আসিব। এই বলিয়া ঐ বীর গর্দ্দভবাহন উজ্জ্বল রথে আরোহণ পূর্ব্বক দিক সকল উদ্ভাসিত করিয়া চলিল। জলদে চন্দ্র যেমন শোভিত হন, তৎকালে ঐ রথ আকাশপথে সেইরূপই শোভা পাইতে লাগিল। অদূরে তাড়কাতনয় মারীচের আশ্রম। রাবণ বহুদূর অতিক্রম করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তখন মারীচ স্বয়ং পাদ্য ও আসন দ্বারা উহাকে অর্চ্চনা করিয়া অমানুষসুলভ ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল, রাজন্! নিশাচরদিগের কুশল ত? তুমি যখন একাকী এত সত্বর আইলে, ইহাতেই আমার মনে সংশয় হইতেছে।

তখন রাবণ কহিল, মারীচ! রাম যুদ্ধে রক্ষকের সহিত জনস্থানের অবধ্য রাক্ষসগণকে নষ্ট করিয়াছে। এক্ষণে আমি উহার ভার্য্যাকে অপহরণ করিব, তুমি তদ্বিষয়ে আমার সহায়তা কর।

মারীচ রাবণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল, রাক্ষসরাজ! বল, কোন্ মিত্ররূপী শত্রু তোমার নিকট সীতার কথা উল্লেখ করিল? বোধ হয় তুমি কাহারও অবমাননা করিয়াছিলে, সেই তোমার এইরূপ দুর্বুদ্ধি ঘটাইতেছে। এক্ষণে সীতাকে হরণ করিয়া আনিতে কে তোমায় পরামর্শ দিল? রাক্ষসকুলের শৃঙ্গচ্ছেদে কাহারই বা ইচ্ছা হইল? যে এই বিষয়ে তোমাকে উৎসাহিত করিতেছে, সে তোমার পরম শত্রু, সন্দেহ নাই। সে তোমাকে দিয়া সর্পের মুখ হইতে দন্ত উৎপাটনের চেষ্টা করিতেছে। বল, কে এইরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া তোমায় কুপথে প্রবর্ত্তিত করিল। তুমি

সুখে শয়ান ছিলে, কেই বা তোমার মস্তকে আঘাত করিল। দেখ, রাম উন্মত্ত হস্তী, বিশুদ্ধ বংশ উহার শুণ্ড, তেজ মদ-বারি, এবং বাহুদ্বয় দন্ত; এক্ষণে যুদ্ধ করা দূরে থাক, তুমি উহাকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ নও। রাম মহাবল সিংহ, রণক্ষেত্রে সঞ্চরণ উহার অঙ্গসন্ধি ও কেশর, রণচতুর রাক্ষস-মৃগ সংহার করা উহার কার্য্য, শাণিত অসি দশন এবং শরই অঙ্গ; সে এক্ষণে নিদ্রিত আছে, তাহাকে জাগরিত করা তোমার উচিত হইতেছে না। রাম বিস্তীর্ণ সমুদ্র; কোদণ্ড উহার কুম্ভীর, ভুজবেগ পঙ্ক, তুমুল যুদ্ধ জল, এবং বাণই তরঙ্গ; রাজন্! ঐ সমুদ্রের মুখে পতিত হওয়া তোমার শ্রেয় নহে। এক্ষণে প্রসন্ন হও, এবং শীঘ্র লঙ্কায় গমন কর। তুমি আপনার পত্নীগণকে লইয়া সুখে থাক, এবং রামও অরণ্যে সীতার সহিত সুখী হউন।

তখন রাবণ মারীচের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া তথা হইতে লঙ্কায় প্রস্থান করিল।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

এদিকে শূর্পণখা দেখিল, রাম একাকী উগ্রকর্ম্মকুশল চতুর্দ্দশ সহস্র নিশাচরকে বিনাশ করিলেন, খর দূষণ ও

ত্রিশিরাও নিহত হইল ; দেখিয়া ঐ মেঘসদৃশী রাক্ষসী শোকা-বেগে চীৎকার করিতে লাগিল, এবং রামের এই দুষ্কর কার্য্য নিরীক্ষণে একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রাবণরক্ষিত লঙ্কায় গমন করিল। তথায় গিয়া দেখিল, রাক্ষসাধিনাথ রাবণ বিমানে প্রভাপ্রদীপ্ত উৎকৃষ্ট স্বর্ণাসনে স্বর্ণবেদিগত জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় বিরাজ করিতেছে, এবং সুররাজ ইন্দ্রের নিকট যেমন সুরগণ উপবিষ্ট থাকেন, তদ্রূপ মন্ত্রিবর্গ উহার সম্মুখে উপ-বেশন করিয়া আছে। ঐ মহাবীর ব্যাদিতবদন কৃতান্তের ন্যায় ঘোরদর্শন। উহার হস্ত বিংশতি, মস্তক দশ, মুখ বৃহৎ, ও বক্ষ বিশাল। উহার অঙ্গে সমস্ত রাজচিহ্ন, কান্তি স্নিগ্ধ বৈদুর্য্যের ন্যায় শ্যামল, ও দন্তগুলি শুভ্র ; সে স্বর্ণকুণ্ডলে ভুষিত হইয়া, সুদৃশ্য পরিচ্ছদে শোভিত হইতেছে। দেবতা গন্ধর্ব্ব ভুত ও ঋষিগণও উহাকে কখন পরাজয় করিতে পারেন নাই। সুরাসুর যুদ্ধে ইন্দ্রের বজ্র, বিষ্ণুর চক্র ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের প্রহার-চিহ্ন উহার দেহে দীপ্যমান রহি-য়াছে, এবং নাগরাজ ঐরাবত যে দন্তাঘাত করিয়াছিল, বক্ষে তাহারও রেখা লক্ষিত হইতেছে। ঐ বীর অতি-যব-গৃহ হইতে মন্ত্রপূত পবিত্র সোমরস বল পুর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকে। অটল সমুদ্র বিলোড়ন, পর্ব্বতশিখর উৎপাটন, এবং দেবগণকেও মর্দ্দন করে। সে পরদারাপহারী ধর্ম্মনাশক ও যজ্ঞবিঘাতক। ঐ মহাবীর ভোগবতী নগরীতে ভুজগরাজ বাসুকিকে পরাস্ত করিয়া, তক্ষকের প্রিয়পত্নীকে হরণ করিয়াছিল। কৈলাস পর্ব্বতে যক্ষাধিপতি কুবেরকে জয় করিয়া, কামগামী পুষ্পক রথ আনয়ন করিয়াছিল ; এবং

ক্রোধভরে দিব্য চৈত্ররথ কানন, উহার মধ্যবর্ত্তী সরোবর ও নন্দন বন নষ্ট করিয়া, নভোমণ্ডলে উদয়োন্মুখ চন্দ্র সূর্য্যেরও গতিরোধ করিয়াছিল। ঐ বিজয়ী পূর্ব্বে বনমধ্যে দশ সহস্র বৎসর তপঃসাধন করিয়া, ভগবান ব্রহ্মাকে আপনার দশ মস্তক উপহার প্রদান করে, এবং ব্রহ্মারই বরপ্রভাবে মনুষ্য-ব্যতীত দেব দানব গন্ধর্ব্ব পিশাচ পক্ষী ও সর্প হইতে মৃত্যুভয় শূন্য হয়। উহার গলদেশে দিব্য মাল্য লম্বিত হইতেছে, আকার পর্ব্বতের ন্যায় সুদীর্ঘ, নেত্র বিস্তীর্ণ ও তেজপ্রদীপ্ত। সে বেদবিদ্বেষী সর্ব্বলোকভয়াবহ ক্রূর কর্কশ ও নির্দ্দয়। ভয়বিহ্বলা রাক্ষসী শূর্পণখা সেই সহোদর রাবণকে দেখিতে পাইল।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর শূর্পণখা অমাত্যগণের সমক্ষে মহাক্রোধে কঠোর-ভাবে কহিল, রাবণ! তুমি স্বেচ্ছাচারী ও কামোন্মত্ত, এক্ষণে যে ঘোরতর ভয় উপস্থিত, তাহা বুঝিতে হয়, কিন্তু বুঝিতেছ না। যে রাজা লুব্ধ ও ইন্দ্রিয়াসক্ত, প্রজারা শ্মশানাগ্নিবৎ কদাচ তাহার সমাদর করে না। যে রাজা উচিত সময়ে স্বয়ং কার্য্যসাধন না করে, সে, রাজ্য ও কার্য্যের সহিত নষ্ট

হইয়া যায়। যে রাজা দূত নিয়োগ করে নাই, যথাকালে প্রজাদিগকে দর্শন দেয় না, এবং একান্তই অস্বাধীন, হস্তী যেমন নদীগর্ভস্থ পঙ্ককে পরিহার করে, তদ্রূপ লোকে তাহাকে দূর হইতে ত্যাগ করিয়া থাকে। যে রাজা মন্ত্রিহস্তগত রাজ্যের তত্ত্বাবধান না করে, সমুদ্রমগ্ন পর্ব্বতের ন্যায় তাহার আর উন্নতি দৃষ্টি হয় না। রাবণ! তুমি চপল, অধিকার-মধ্যে কুত্রাপি তোমার দূত নাই, এক্ষণে সুধীর দেব দানব ও গন্ধর্ব্বের সহিত বিরোধাচরণ পূর্ব্বক কিরূপে রাজা হইবে। তুমি বালকস্বভাব ও নির্ব্বোধ, জ্ঞাতব্য কি আছে তাহাও জান না, সুতরাং কিরূপে রাজা হইবে। যাহার দূত ধনাগার ও নীতি অন্যের অধীন, সেই রাজা সামান্য লোকের সদৃশ, সন্দেহ নাই। নৃপতি দূরস্থ অনর্থ দূত দ্বারা জ্ঞাত হন, এই জন্য লোকে তাঁহাকে দূরদর্শী বলিয়া থাকে। বোধ হয়, তোমার মন্ত্রিগণ সামান্য, এবং কোথাও দূত নাই; এই জন্য জনস্থান যে উচ্ছিন্ন হইল, তাহা জানিতেছ না। রাম একাকী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস এবং খর ও দূষণকে সংহার করিয়াছে। ঋষিগণকে অভয় দান ও দণ্ডকারণ্যের মঙ্গল বিধান করিয়াছে। এক্ষণে রাজ্যমধ্যে এই যে ভয় উপস্থিত, তুমি তাহা বুঝিতেছ না, ইহাতেই তোমাকে অত্যন্ত লুব্ধ অসাবধান ও পরাধীন বোধ হইতেছে। যে রাজা উগ্রস্বভাব অল্পদাতা প্রমত্ত গর্ব্বিত ও শঠ, বিপদেও প্রজারা তাহার সাহায্য করে না। যে রাজা ক্রুদ্ধ আত্মাভিমানী ও সকলের অগ্রাহ্য, বিপদ কালে সমস্ত আত্মীয় স্বজনও তাহাকে বিনাশ করিয়া থাকে। উহারা তাহার কোন কার্য্য করে না, এবং

ভয় প্রদর্শন করিলেও ভীত হয় না। ঐ রাজা শীঘ্র রাজ্য-ভ্রষ্ট দরিদ্র ও তৃণতুল্য হইয়া থাকে। শুষ্ক কাষ্ঠ লোষ্ট ও ধূলিতেও বরং কোন না কোন কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, কিন্তু রাজা রাজ্যচ্যুত হইলে তদ্দ্বারা আর কিছুই হইতে পারে না। যেমন পরিহিত বস্ত্র ও দলিত মাল্য অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে সেইরূপ যে রাজা অধিকারভ্রষ্ট হয়, সে সুযোগ্য হইলেও অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি সাবধান ধর্ম্মশীল কৃতজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয়, এবং রাজ্যের কিছুই যাঁহার অজ্ঞাতে থাকে না, তাঁহার পতন কোন মতে সম্ভব নহে। যে রাজা চক্ষে নিদ্রিত, কিন্তু নীতিনেত্রে সজাগ রহিয়াছেন, যাঁহার ক্রোধ ও প্রসন্নতার ফল সকলে দেখিতে পায়, তাঁহার কুত্রাপি অনাদর নাই। রাবণ! তুমি এই রাক্ষসগণের হত্যাকাণ্ডের কিছুই জান না, ইহাতে বোধ হয়, যে তুমি নিতান্তই নির্ব্বোধ এবং ঐ সকল গুণও তোমার নাই। তুমি কাহাকে দৃক্‌পাত কর না, দেশকাল বুঝ না, এবং গুণদোষ নির্ণয়েও সম্পূর্ণ অপটু, সুতরাং তোমার রাজ্যনাশ অচিরাৎই ঘটিবে।

অতুল ধনের অধিপতি গর্ব্বিত রাবণ শূর্পণখার মুখে স্বদোষের এই সমস্ত কথা শুনিয়া চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইল।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর রাবণ রোষভরে শূর্পণখাকে জিজ্ঞাসিল, শোভনে! রাম কে? উহার বিক্রম কেমন? আকার কি প্রকার? কি কারণে দুর্গম দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছে? যে অস্ত্রে রাক্ষসেরা নিহত হইল, তাহা কিরূপ? এবং কেই বা তোমাকে বিরূপ করিয়া দিল?

তখন শূর্পণখা কুপিত হইয়া কহিতে লাগিল, রাবণ! রাম কন্দর্পের ন্যায় সুন্দর, উহার বাহু দীর্ঘ, চক্ষু বিস্তীর্ণ, এবং পরিধেয় বল্কল ও মৃগচর্ম্ম। সে ইন্দ্রধনুতুল্য স্বর্ণবলয়-জড়িত কোদণ্ড আকৃষ্ট করিয়া উগ্রবিষ সর্পের ন্যায় নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া থাকে। সে রণস্থলে কখন্ শর গ্রহণ, কখন্ শর মোচন, এবং কখনই বা ধনু আকর্ষণ করে, কিছুই দৃষ্ট হয় না; ইন্দ্র যেমন শিলাবৃষ্টি দ্বারা শস্য নাশ করেন, তদ্রূপ কেবল সৈন্যই বিনাশ করিতেছে, ইহাই নেত্রগোচর হইয়া থাকে। ঐ মহাবীর একাকী পদাতিভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, তিন দণ্ডের মধ্যে খর দূষণ ও ভীমবল চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে সংহার করিয়াছে। ঋষিগণকে অভয় দান এবং দণ্ডকারণ্যের শুভসাধন করিয়াছে। স্ত্রীবধে পাছে পাপ স্পর্শে, এই জন্য আমাকেই কেবল বিরূপ করিয়া পরিত্যাগ করিল।

রাবণ! লক্ষ্মণ নামে উহার এক ভ্রাতা আছে। সে উহার ন্যায় বলবান। সে তেজস্বী জয়শীল ও বুদ্ধিমান।

সে উহার একান্ত ভক্ত ও অত্যন্ত অনুরক্ত। সে যেন উহার দক্ষিণ হস্ত, ও দ্বিতীয় প্রাণ। ঐ রামের এক প্রিয় পত্নীও সমভিব্যাহারে আছে। সে স্বামীর হিতকর কার্য্যে সততই রত। তাহার নেত্র আকর্ণ আয়ত, মুখ পূর্ণচন্দ্রসদৃশ এবং বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের স্যায়। সে সুনাসা ও সুরূপা। উহার কেশ সুচিক্কণ, নখ কিঞ্চিৎ রক্তিম ও উন্নত, কটিদেশ ক্ষীণ, নিতম্ব নিবিড় এবং স্তনদ্বয় স্থূল ও উচ্চ। সে বনশ্রীর ন্যায়, এবং সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় তথায় বিরাজ করিতেছে। দেবী গন্ধর্ব্বী কিন্নরী ও যক্ষীও তাহার সদৃশ নহে। অধিক কি, ঐরূপ নারী আমি পৃথিবীতে আর কখন দেখি নাই। সে যাহার ভার্য্যা হইবে, সে প্রফুল্লমনে যাহাকে আলিঙ্গন করিবে, ঐ ভাগ্যবান সকল লোকে ইন্দ্র অপেক্ষাও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকিবে। রাবণ! সেই সুশীলা তোমারই যোগ্য, এবং তুমিও উহার উপযুক্ত। আমি তোমারই জন্য, উহাকে আনিবার উদ্‌যোগে ছিলাম, কিন্তু ক্রূর লক্ষ্মণ আমার নাসা কর্ণ ছেদন করিল। বলিতে কি, আজ ঐ সীতাকে দেখিলেই তোমার মন বিচলিত হইবে। এক্ষণে যদি উহাকে স্ত্রীভাবে লইতে ইচ্ছা হয়, তবে শীঘ্রই জয়ার্থ দক্ষিণ পদ অগ্রসর করিয়া দেও। যাহা কহিলাম, যদি ইহা সঙ্গত বোধ করিয়া থাক, এখনই অশঙ্কোচে ইহাতে প্রবৃত্ত হও। রাম ও লক্ষ্মণ একান্ত অসক্ত, ও নিতান্ত নিরুপায়, তুমি ইহা স্থির বুঝিয়া সীতাগ্রহণে যত্ন কর। আমি তোমার নিকট খর দূষণ এবং জনস্থানস্থ সমস্ত রাক্ষসেরই বিনাশের কথা উল্লেখ করিলাম; শুনিয়া, যাহা উচিত বোধ হয়, তাহারই অনুষ্ঠান কর।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর রাবণ শূর্পণখার এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত ইতিকর্ত্তব্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইল, এবং এই বিষয়ের দোষ গুণ সম্যক্ বিচার করিয়া, উহাদের মত গ্রহণ পূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে যানশালায় প্রবেশ করিল। তথায় গিয়া সারথিকে কহিল, সূত! তুমি এক্ষণে রথ যোজনা কর। সারথি এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ উহার অভিলষিত উৎকৃষ্ট রথযান আনয়ন করিল। উহা স্বর্ণময় ও রত্নখচিত। উহাতে স্বর্ণভূষণশোভিত পিশাচবদন গর্দ্দভ যোজিত হইয়াছে। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ মনোরথগামী রথে আরোহণ পূর্ব্বক জলদগম্ভীররবে সমুদ্রের অভিমুখে চলিল। উহার মস্তকে শ্বেত ছত্র, উভয় পার্শ্বে শ্বেত চামর, সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার। ঐ বীর সুদৃশ্য পরিচ্ছদে অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে। সে সুরগণের পরম শত্রু ও ঋষিঘাতক। উহার মস্তক দশ, হস্ত বিংশতি, এবং বর্ণ বৈদুর্য্য মণির ন্যায় শ্যামল। সে গমনকালে দশ শৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় লক্ষিত হইল, এবং বিদ্যুৎ যাহাতে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে এবং বকশ্রেণী যাহার অনুসরণ করিতেছে, এইরূপ মেঘের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ রাবণ সমুদ্রের উপকূলে উপনীত হইল। দেখিল, তথায় শৈলরাজি বিস্তৃত আছে, এবং স্নিগ্ধসলিল স্বচ্ছ সরোবর, ও বেদিমণ্ডিত সুপ্রশস্ত আশ্রম সকল রহিয়াছে।

কোথাও কদলী ও নারিকেল, কোথাও বা সাল তাল ও তমাল প্রভৃতি ফলপুষ্পপূর্ণ বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। ঐ স্থানে সর্প ও পক্ষী সকল আশ্রয় লইয়াছে। গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ বিচরণ করিতেছে। নিস্পৃহ সিদ্ধ, চারণ, বৈখানস, বালখিল্য, আজ, মাষ, ও মরীচিপ ঋষিগণ তপঃসাধনে প্রবৃত্ত আছেন। এবং ক্রীড়াচতুরা অপ্সরা ও সুরূপা দেবরমণীগণ দিব্য আভরণ ও দিব্য মাল্য ধারণ পূর্ব্বক বিহার করিতেছেন। উহা অমৃতাশী দেবাসুরগণের আবাস, সততই সাগরতরঙ্গে শীতল হইয়া আছে। তথায় বৈদুর্য্যশিলা সুপ্রচুর, হংস সারস ও মণ্ডূকেরা নিরন্তর কলরব করিতেছে, এবং যাঁহারা তপোবলে দিব্য লোক অধিকার করেন, তাঁহাদিগের পাণ্ডুবর্ণ পুষ্পমাল্যশোভিত গীতবাদ্যে ধ্বনিত কামগামী বিমান শোভমান হইতেছে। উহার কোথাও নির্যাসরসের উপাদান চন্দন, কোথাও ঘ্রাণতৃপ্তিকর উৎকৃষ্ট অগুরু, কোথাও সুগন্ধফল তক্কোল বৃক্ষ, কোথাও তমালপুষ্প ও মরীচের গুল্ম, কোথাও শুষ্কপ্রায় মুক্তাসমূহ, কোথাও সুদৃশ্য শঙ্খস্তূপ, এবং প্রবাল, কোথাও স্বর্ণ ও রৌপ্যের পর্ব্বত, কোথাও নির্ম্মল রমণীয় প্রস্রবণ, এবং কোথাও বা হস্ত্যশ্বরথসমাকীর্ণ ধনধান্যপূর্ণ স্ত্রীরত্নসম্পন্ন নগর।

রাক্ষসরাজ রাবণ সমুদ্রের উপকূলে সুখস্পর্শ সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবন ও এই সমস্ত অবলোকন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এক সুনীল বট বৃক্ষ দেখিতে পাইল। উহার মূলে মুনিগণ তপস্যা করিতেছেন। শাখা সকল চতুর্দ্দিকে শত যোজন বিস্তৃত। মহাবল গরুড় মহাকায় হস্তী ও

কচ্ছপকে গ্রহণ করিয়া, ভক্ষণার্থ ঐ বৃক্ষের অন্যতর শাখায় উপবেশন করিয়াছিল। সে উপবিষ্ট হইবামাত্র তাহার দেহভরে শাখা ভগ্ন হইয়া যায়। উহার নিম্নে বৈখানস, বালখিল্য, মরীচিপ, আজ, ও ধূম্র নামক ঋষিগণ অবস্থান করিতেছিলেন। গরুড় উহাঁদের প্রতি একান্ত কৃপাবিষ্ট হইয়া, এক পদে ঐ শত-যোজন দীর্ঘ ভগ্ন শাখা ও গজ কচ্ছপ গ্রহণ পূর্ব্বক বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল। কিয়দ্দূর যাইয়া ঐ দুইটি জন্তুকে ভক্ষণ এবং শাখা দ্বারা নিষাদ দেশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইল। তৎকালে এই আহ্লাদে তাহার বল দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সে অমৃত হরণের নিমিত্ত একান্ত অভিলাষী হইল, এবং ইন্দ্রভবন হইতে লৌহজাল ছিন্ন ভিন্ন ও রত্নগৃহ ভেদ করিয়া, সুরক্ষিত অমৃত হরণ করিল। রাবণ সমুদ্র-কূলে গিয়া সেই সুভদ্র নামা বট বৃক্ষ দেখিতে পাইল।

অনন্তর সে সাগর পার হইয়া নিভৃত স্থানে এক পবিত্র রমণীয় আশ্রম দর্শন করিল। তথায় কৃষ্ণাজিনধারী জটা-যূটশোভিত মিতাহারী মারীচ বাস করিতেছিল। রাবণ উপ-স্থিত হইবামাত্র সে পাদ্যাদি দ্বারা উহাকে অর্চ্চনা করিল, এবং দেবভোগ্য ভক্ষ্যভোজ্য প্রদান করিয়া, যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিল, রাজন্! লঙ্কা নগরীর সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত? তুমি কি উদ্দেশ করিয়া পুনর্ব্বার এস্থানে আগমন করিলে?

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

রাবণ কহিল, মারীচ! আমি বিপদস্থ হইয়াছি; বিপদে তুমিই আমার একমাত্র সহায়। এক্ষণে যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, কহিতেছি শ্রবণ কর। তুমি জনস্থান জান; তথায় আমার ভ্রাতা খর দূষণ, ভগিনী শূর্পনখা ও মাংসাশী ত্রিশিরা বাস করিত, এবং আমার আদেশানুসারে সমরোৎসাহী আর আর নিশাচরও উঁহাদের সমভিব্যাহারে ছিল। উঁহারা মহাবীর খরের মতানুবর্ত্তী ও ভীমকর্ম্মপরায়ণ; উঁহাদের সংখ্যা চতুর্দ্দশ সহস্র। ঐ সকল রাক্ষস অরণ্যে ধর্ম্মচারী ঋষিগণের উপর সতত অত্যাচার করিত। এক্ষণে উঁহারা বর্ম্ম ধারণ ও অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক রামের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ঐ মনুষ্য উঁহাদিগকে কোন কঠোর কথা না কহিয়া ক্রোধভরে কেবলই শর ত্যাগ করে, এবং পদাতি হইয়াই সকলকে সংহার করিয়াছে। সে খরকে নিহত, দূষণকে বিনষ্ট, এবং ত্রিশিরাকে রণশায়ী করিয়া, দণ্ডকারণ্য ভয়শূন্য করিয়াছে। মারীচ! পিতা রুষ্টমনে যাহাকে সস্ত্রীক নির্ব্বাসিত করিল, সেই ক্ষীণ-প্রাণ ক্ষত্রিয়াধম হইতে সমস্ত রাক্ষসসৈন্য নির্ম্মূল হইয়া গেল। সে দুঃশীল কর্কশ উগ্রস্বভাব ও লুব্ধ। তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্ম নাই, এবং সে সততই অন্যের অহিতাচরণ করিয়া থাকে। ঐ মূর্খ বৈরব্যতীত অরণ্যে কেবল বল প্রয়োগ পূর্ব্বক আমার ভগিনীর নাশা কর্ণ ছেদন করিয়া দিয়াছে।

এক্ষণে আমি নিশ্চয়ই উহার পত্নী দেবকন্যারূপিণী সীতাকে স্ববিক্রমে জনস্থান হইতে আনিব, তুমি এই কার্য্যে আমায় সাহায্য কর। বীর! কুম্ভকর্ণাদি ভ্রাতৃগণের সহিত তুমি আমার পার্শ্ববর্ত্তী থাকিলে, আমি দেবগণকেও গণনা করি না। তুমি সুসমর্থ, এক্ষণে তুমিই আমার সহায় হও। বলে যুদ্ধে দর্পে ও উপায় নির্ণয়ে তোমার তুল্য আর কেহ নাই। তুমি মহাবল ও মায়াবী। তাত! এই কারণে আমি তোমার নিকট আইলাম। এক্ষণে আমার জন্য তোমার যাহা করিতে হইবে. তাহাও শুন। তুমি রামের আশ্রমে গমন পূর্ব্বক রজতবিন্দুখচিত হিরণ্ময় হরিণ হইয়া সীতার সম্মুখে সঞ্চরণ কর; সীতা তোমায় দেখিলে নিশ্চয়ই তোমাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত রাম লক্ষ্মণকে অনুরোধ করিবে। পরে ঐ দুই জন এই কার্য্যপ্রসঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হইলে, আমি ঐ শূন্য স্থান হইতে অবাধে রাহু যেমন চন্দ্রপ্রভাকে হরণ করে, সেইরূপ পরম সুখে সীতাকে হরণ করিয়া আনিব। অনন্তর রাম সীতার বিরহে যার পর নাই কৃশ হইয়া যাইবে; আমিও কৃতকার্য্য হইয়া, অক্লেশে উহাকে বিনাশ করিব।

রাবণের এই কথা শুনিবামাত্র মারীচের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল, এবং সে যৎপরোনাস্তি ভীত দুঃখিত ও মৃতকল্প হইয়া, নীরস ওষ্ঠ লেহন করত নির্নিমেষলোচনে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর মারীচ অধিকতর বিষণ্ণ হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার ও রাবণের শুভসঙ্কল্পে কহিতে লাগিল, রাজন্! নিরবচ্ছিন্ন প্রিয় কথা বলে, এরূপ লোকের অভাব নাই, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। দেখ, তুমি অতিশয় চপল, কুত্রাপি তোমার চর নাই, এই কারণে ইন্দ্রসদৃশ বরুণপ্রভাব মহাবল রামকে জানিতেছ না। যদি তিনি ক্রোধে আকুল হইয়া রাক্ষসকুল বিনাশ না করেন, তাহা হইলেই আমাদিগের মঙ্গল। সীতা তোমার প্রাণান্ত করিবার নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং তাঁহারই জন্য শীঘ্র ঘোরতর সঙ্কট উপস্থিত হইবে। তুমি অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ও দুর্বৃত্ত; লঙ্কা নগরী তোমার আধিপত্যে সকলেরই সহিত ছারখার হইয়া যাইবে। যে নৃপতি তোমার ন্যায় দুঃশীল উচ্ছৃঙ্খল ও পামর, সেই দুর্ম্মতি রাজ্য এবং আত্মীয় স্বজনের সহিত আপনাকেও নষ্ট করিয়া থাকে। বৎস! রাম পিতার অযত্নে পরিত্যক্ত হন নাই, এবং তাঁহাকে লুব্ধ অশ্রদ্ধেয় উগ্র-স্বভাব ও ক্ষত্রিয়ের অধমও বোধ করিও না। তিনি ধার্ম্মিক এবং সকলের হিতকারী। তিনি দশরথকে কৈকেয়ীর কুহকে বঞ্চিত দেখিয়া, তাঁহার সত্য পালনার্থ বনে আসিয়াছেন। তিনি কেবল উহাঁদেরই প্রিয় কামনায় রাজ্য ও ভোগ তুচ্ছ করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। রাবণ! রাম কর্কশ নহেন, মূর্খ নহেন, এবং অজিতেন্দ্রিয় নহেন।

তাঁহাতে মিথ্যার প্রসঙ্গও শুনি নাই। সুতরাং তাঁহার প্রতি ঐরূপ কথা প্রয়োগ করা তোমার উচিত হইতেছে না। তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, সুশীল ও সত্যনিষ্ঠ। ইন্দ্র যেমন সুরগণের রাজা, সেইরূপ তিনি সকলেরই রাজা। এক্ষণে তুমি কোন্ সাহসে তাঁহার সীতাকে বল পূর্ব্বক লইতে চাও? সীতা আপনার পাতিব্রত্যবলে রক্ষিত হইতেছেন। সূর্য্যপ্রভাকে হরণ করা যেমন অসাধ্য, রামের হস্ত হইতে তাঁহাকে আচ্ছিন্ন করিয়া লওয়াও সেইরূপ। রাবণ! শরাসন ও অসি যাঁহার কাষ্ঠ, শরজাল যাঁহার প্রবল শিখা, সেই দীপ্যমান রামরূপ অগ্নিমধ্যে সহসা প্রবেশ করিও না। তুমি রাজ্য, সুখ ও অভীষ্ট প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া, সেই কালস্বরূপ রামের নিকট যাইও না। সীতা যাঁহার, তাঁহার তেজের আর পরিসীমা নাই। রাম সীতার রক্ষক, তুমি সীতাকে কখনই হরণ করিতে পারিবে না। সীতা রামের প্রাণ হইতেও প্রিয়; তুমি ঐ অনলশিখার ন্যায় তেজঃসম্পন্না পতিপরায়ণাকে কোন মতে পরাভব করিতে পারিবে না। এই বিষয়ে বৃথা যত্ন করিয়া কি হইবে? নিশ্চয় কহিতেছি, রামকে রণস্থলে দেখিবামাত্রই তোমার আয়ুঃ শেষ হইয়া আসিবে। এক্ষণে অধিক আর কি বলিব, জীবন সুখ ও রাজ্য এই তিনই দুর্লভ। অতঃপর তুমি বিভীষণ প্রভৃতি ধর্ম্মশীল মন্ত্রিগণের সহিত এই উপস্থিত বিষয়ের মন্ত্রণা কর। এই কার্য্যের দোষ গুণ ও বলাবল নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হও, এবং আপনার ও রামের বিক্রম যথার্থত বিচার করিয়া, যাহাতে তোমার হিত হয়, তাহাই কর। রাজন্! আমার বোধ

হয়, রামের সহিত যুদ্ধ করা তোমার সঙ্গত হইতেছে না। এক্ষণে যাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে, আমি পুনরায় তাহাও কহিতেছি, শুন।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

এক সময়ে আমি সহস্র হস্তীর বলে পৃথিবী পর্য্যটন করিতাম। আমার দেহ পর্ব্বতাকার, বর্ণ মেঘের ন্যায় নীল, কর্ণে কনককুণ্ডল এবং মস্তকে কিরীট। আমি পরিঘ গ্রহণ ও লোকের মনে ত্রাসোৎপাদন পূর্ব্বক ঋষিমাংস ভক্ষণ করত দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতাম। অনন্তর একদা ধর্ম্ম-পরায়ণ মহর্ষি বিশ্বামিত্র আমার ভয়ে রাজা দশরথের নিকট গিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি মারীচ হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়াছি, এক্ষণে এই রাম সমাহিত হইয়া যজ্ঞকালে আমায় রক্ষা করুন।

ধর্ম্মশীল দশরথ এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, দেখুন, রামের বয়স প্রায় ষোড়শ বর্ষ, আজিও ইহাঁর অস্ত্রে সম্যক শিক্ষা হয় নাই। ব্রহ্মন্! আমার যথেষ্ট সৈন্য আছে, তাহারা আমার সমভিব্যাহারে যাইবে; আমি স্বয়ংই চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত গিয়া সেই রাক্ষসকে, যেরূপে বলেন, বিনাশ করিব।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! তোমার কার্য্য ত্রিলোকে প্রচার আছে, তুমি অমরগণকেও সমরে রক্ষা করিয়াছিলে, কিন্তু রাম ভিন্ন সেই রাক্ষসের পক্ষে আর কোন সৈন্যই পর্য্যাপ্ত হইতেছে না। তোমার সৈন্য সুপ্রচুর আছে, তাহা এখানেই থাক্। এই তেজস্বী, বালক হইলেও রাক্ষসনিগ্রহে সমর্থ হইবেন। আমি এক্ষণে ইহাঁকেই লইয়া যাইব, তোমার মঙ্গল হউক।

এই বলিয়া বিশ্বামিত্র ঐ রাজকুমারকে লইয়া হৃষ্টমনে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। রাম শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে যজ্ঞদীক্ষিত বিশ্বামিত্রকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রামের তখনও শ্মশ্রুজাল উদ্ভিন্ন হয় নাই। তিনি সুন্দর, শ্যামকলেবর, বালক, ও শুভদর্শন। তিনি ব্রহ্মচর্য্যের অবস্থায় ছিলেন। তাঁহার কেশ কাকপক্ষে চিহ্নিত, গলে হেমহার লম্বিত হইতেছিল। তিনি আপনার উজ্জ্বল তেজে দণ্ডকারণ্য শোভিত করিয়া উদিত বাল-চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন।

অনন্তর আমি ব্রহ্মদত্ত বরে গর্ব্বিত হইয়া বিশ্বামিত্রের আশ্রমে গমন করিলাম। রাম দেখিলেন, আমি অস্ত্র উদ্যত করিয়া সহসাই প্রবিষ্ট হইলাম। তদ্দর্শনে তিনি বিশেষ ব্যগ্র না হইয়া ধনুতে জ্যা যোজনা করিলেন। আমি মোহ বশত উহাঁকে বালক জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া, দ্রুতপদে বিশ্বামিত্রের বেদির অভিমুখে ধাবমান হইলাম। ইত্যবসরে রাম আমায় লক্ষ্য করিয়া এক শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন। আমি ঐ বাণের আঘাতে হতজ্ঞান হইয়া, শতযোজন সমুদ্রে

গিয়া পড়িলাম। তৎকালে রামের বিনাশ করিবার সঙ্কল্প না থাকাতেই আমার প্রাণ রক্ষা হইল, কিন্তু তিনি শরবেগে আমাকে গভীর সাগরজলে লইয়া ফেলিয়াছিলেন। অনন্তর আমি বহুক্ষণের পর চৈতন্য লাভ করিয়া লঙ্কায় প্রতিগমন করি। রাজন্! এইরূপে আমিই কেবল রামের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই, কিন্তু তিনি বয়সে বালক ও অস্ত্রে অপটু হইলেও আমার আর আর সহচরকে বিনাশ করেন। এক্ষণে আমি নিবারণ করি, তুমি তাঁহার সহিত বৈরাচরণ করিও না, ইহাতে নিশ্চয়ই বিপদস্থ হইয়া নষ্ট হইবে, ক্রীড়াসক্ত সমাজ-বিহারী উৎসবদর্শক রাক্ষসগণকে অকারণ সন্তপ্ত করিবে, এবং সীতার জন্য নিবিড়-প্রাসাদ-শোভিত রত্নখচিত লঙ্কাকে ছারখার হইতে দেখিবে। শুদ্ধসত্ব লোকেরা পাপ না করিলেও পাপীর সংশ্রবে সর্পহ্রদে মৎস্যের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়। অতঃপর তুমি স্বদোষেই সুগন্ধিচন্দনলিপ্ত উজ্জ্বলবেশ রাক্ষসগণকে নিহত ও ভূতলে পতিত দেখিবে; হতাবশেষ বহুসংখ্য নিশাচর নিরাশ্রয় হইয়া, কাহারও স্ত্রী সঙ্গে কেহ বা একাকী, দশ দিকে ধাবমান হইতেছে, দেখিতে পাইবে; লঙ্কাকেও শরজালসমাকীর্ণ অনলশিখাপূর্ণ ও ভস্মীভূত দেখিবে। রাজন্! পরস্ত্রী হরণ অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। তোমার অন্তঃপুরে সহস্র সহস্র রমণী আছে, তুমি তাহাদিগকে লইয়া সন্তুষ্ট থাক, এবং রাক্ষসকুল রক্ষা কর। মানোন্নতি রাজ্য অভীষ্ট প্রাণ সুরূপা স্ত্রী ও মিত্রবর্গ এই সকল যদি বহুকাল ভোগ করিতে চাও, কদাচ রামের সহিত বিরোধাচরণ করিও না। আমি তোমার বন্ধু, তোমায়

বারংবার নিবারণ করিতেছি, যদি আমার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া, বল পুর্ব্বক সীতার অবমাননা কর, তবে নিশ্চয়ই রামের শরে হতবীর্য্য হইয়া সবান্ধবে কালগ্রস্ত হইবে।

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

রাজন্! আমি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞকালীন যুদ্ধে কথঞ্চিৎ রামের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম, সম্প্রতি আবার যে গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাও শুন। আমি প্রাণ-সঙ্কটেও কিছুমাত্র পরিদেবনা না করিয়া, একদা মৃগরূপী দুইটি রাক্ষসের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার জিহ্বা প্রদীপ্ত, দশন বৃহৎ, শৃঙ্গ সুতীক্ষ্ণ ও আহার ঋষিমাংস। আমি এইরূপ ভীষণ মৃগরূপ ধারণ পুর্ব্বক, অগ্নিহোত্র তীর্থ ও চৈত্য স্থানে মহাবিক্রমে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, এবং তাপসগণকে বধ করিয়া, উহাদের রক্ত মাংস ভোজন করত ধর্ম্মকর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিতে লাগিলাম। আমার মূর্ত্তি একান্ত ক্রূর, আমি শোণিতপানে অত্যন্ত উন্মত্ত, তৎ-কালে বনের আর আর জন্তু আমাকে দেখিয়া যার পর নাই ভীত হইয়া উঠিল।

অনন্তর আমি পর্য্যটনপ্রসঙ্গে ধর্ম্মচারী তাপস মিতাহারী রামকে আর্য্যা সীতাকে এবং মহাবল লক্ষ্মণকে দেখিলাম।

রামকে দেখিবামাত্র আমার মনে পূর্ব্ববৈর ও পূর্ব্বপ্রহার স্মরণ হইল। তখন আমি কিছুমাত্র বিচার না করিয়া উহাঁকে তাপসবোধে বিনাশার্থ মহাক্রোধে ধাবমান হইলাম।

ইত্যবসরে রাম ধনু আকর্ষণ পূর্ব্বক তিনটি শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সকল বজ্রসংকাশ ভীষণ শোণিত-পায়ী শর মিলিত হইয়া বায়ুবেগে আগমন করিতে লাগিল। আমি রামের বিক্রম জানিতাম, এবং পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ শঙ্কিত ছিলাম, এক্ষণে গূঢ় অপকারার্থী হইয়া তথা হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলাম। আমি অপসৃত হইবামাত্র ঐ দুইটি রাক্ষস বিনষ্ট হইয়া গেল। রাজন্! তৎকালে এই রূপেই ঐ শরপাত হইতে মুক্ত হইয়া, কথঞ্চিৎ প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম; পরে যোগী তাপস হইয়া, এই স্থানে একান্ত-মনে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া আছি। বলিতে কি, আমি তদবধি প্রতি বৃক্ষেই চীরবসন শরাসনধারী রামকে পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় দেখিতে পাই। ভীত হইয়া সতত যেন সহস্র সহস্র রামকে প্রত্যক্ষ করি, এবং সমস্ত অরণ্যই যেন আমার রামময় বোধ হয়। আমি স্বপ্নযোগে উহাঁকে দেখিবা-মাত্র অচেতনে চমকিত হইয়া উঠি। যেখানে কিছু নাই সেখানে তাঁহাকেই দেখি; এবং রত্ন ও রথ প্রভৃতি রকারাদি নামেও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ফলত রামের প্রভাব আমার কিছুমাত্র অবিদিত নাই, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার কর্ম্ম নয়। তিনি মনে করিলে, বলি বা নমুচিকেও সংহার করিতে পারেন। এক্ষণে তুমি তাঁহার সঙ্গে সংগ্রাম কর, বা নাই কর, যদি আমায় জীবিত দেখিতে চাও, আমার

সমক্ষে তাঁহার আর কোন প্রসঙ্গ করিও না। এই জীবলোকে অনেক ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধু ছিলেন, তাঁহারা অন্যের অপরাধে সপরিবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছেন। অতঃপর আমিও কি অপরের দোষে ঐরূপ হইব? রাক্ষসরাজ! তুমি যা পার কর, আমি কখনই তোমার অনুগমন করিব না। রাম অতিশয় তেজস্বী মহাসত্ত্ব ও মহাবল, তিনি নিশ্চয়ই রাক্ষসলোক উচ্ছিন্ন করিবেন। ভাল, এক্ষণে তুমিই বল দেখি, শূর্পণখার জন্য খর রামের নিকট সমরার্থী হইয়া যায়, তিনিও তাহাকে বিনাশ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার আর বিশেষ অপরাধ কি? রাজন্! আমি তোমার পরম হিতৈষী মিত্র, যদি তুমি আমার কথা না শুন, তবে আজিই তোমায় রামের শরে সবান্ধবে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে।

চত্বারিংশ সর্গ।

তখন মুমূর্ষু যেমন ঔষধ ভক্ষণ করে না, সেইরূপ আসন্নমৃত্যু রাবণ মারীচের এই যুক্তিসম্মত কথা গ্রহণ করিল না, এবং অসঙ্গত ও কঠোর বাক্যে তাহাকে কহিতে লাগিল, দুষ্কুলজাত! তুমি আমাকে অতি অনুচিত কথা কহিতেছ। ঊষর ক্ষেত্রে পতিত বীজের ন্যায় তোমার বাক্য নিতান্তই

নিষ্ফল। তুমি ইহা দ্বারা সেই নরাধম মূর্খের প্রতিপক্ষতা হইতে কোন মতে আমায় নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। যে স্ত্রীলোকের তুচ্ছ কথায় পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব ও রাজ্য সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া, এক কালে বনে আসিয়াছে, আমি সেই খরনাশক রামের প্রাণসমা সীতাকে তোমার সমক্ষেই হরণ করিয়া আনিব। রাক্ষস! ইহাই আমার সঙ্কল্প, এখন ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবাসুর আইলেও আমায় ক্ষান্ত করিতে পারিবে না। কোন কার্য্যসংশয় উপস্থিত হইলে, যদি তোমায় তৎসংক্রান্ত দোষ গুণ উপায় অপায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতাম, তাহা হইলে তুমি আমায় ঐরূপ কহিতে পারিতে। যে মন্ত্রী শ্রেয়ার্থী ও বিজ্ঞ, কোন বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি প্রভুর নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রত্যুত্তর করিবেন, এবং যাহা প্রভুর অনুকূল ও শুভজনক, বিনীতবাক্যে রাজ-নীতিনির্ণীত প্রণালী অনুসারে তাহাই কহিবেন। দেখ, যে রাজা সম্মানার্থী, তিনি স্বমতবিরোধী অসম্মানের কথা হিতকর হইলেও উপেক্ষা করিয়া থাকেন। রাজা, অগ্নি ইন্দ্র চন্দ্র যম ও বরুণ এই পঞ্চ দেবতার রূপ ধারণ করেন, এই কারণে উগ্রতা বিক্রম দয়া নিগ্রহ ও প্রসন্নতা এই সমস্ত গুণসদ্ভাব তাঁহাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং সকল অবস্থা-তেই রাজাকে পূজা ও সম্মান করা কর্ত্তব্য। মারীচ! আমি অভ্যাগত, কিন্তু তুমি রাজধর্ম্ম সবিশেষ না জানিয়া, দুর্ব্বুদ্ধি ও মোহ বশত আমাকে এইরূপ কঠোর কথা কহিতেছ। আমি তোমাকে সঙ্কল্পিত কার্য্যের গুণ দোষ এবং নিজের ইষ্টানিষ্টের কথাও জিজ্ঞাসা করি নাই, তুমি আমাকে সাহায্য

কর" কেবল ইহাই কহিয়াছিলাম, অতএব আমার প্রতি ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার পক্ষে যার পর নাই বিসদৃশ হইয়াছে। যাহাই হউক, তুমি অতঃপর আমার এই কার্য্যে সহায়তা কর, এবং যাহা তোমায় করিতে হইবে, এক্ষণে তাহাও কহিতেছি শুন। তুমি রজতবিন্দুচিত্রিত হিরণ্ময় হরিণ হইয়া, রামের আশ্রমে সীতার সম্মুখে সঞ্চরণ কর, এবং সীতাকে প্রলোভন প্রদর্শন পুর্ব্বক যথায় ইচ্ছা চলিয়া যাও। অনন্তর সীতা তোমাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইবে, এবং শীঘ্র তোমায় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত রামকে অনুরোধ করিবে। পরে রাম এই প্রসঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হইলে, তুমি বহু দূরে গিয়া, উঁহারই অনুরূপ স্বরে হা সীতে হা লক্ষ্মণ এই বলিয়া চীৎকার করিও। লক্ষ্মণ উহা শ্রবণ করিয়া, সীতার নির্ব্বন্ধে এবং ভ্রাতৃস্নেহে, যে দিকে রাম, সসম্ভ্রমে তদভিমুখে যাইবে। উঁহারা উভয়ে এইরূপে আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, আমি পরম সুখে ইন্দ্র যেমন শচীকে, সেইরূপ সীতাকে আনয়ন করিব। মারীচ! আজ তোমাকে রাজ্যের অর্দ্ধাংশ দিতেছি, তুমি এই কার্য্যটি সম্পন্ন করিয়া, যথায় ইচ্ছা গমন করিও। এক্ষণে চল, আমিও সরথে দণ্ডকারণ্যে তোমায় অনুসরণ করিব, এবং রামকে বঞ্চনা ও যুদ্ধব্যতীত সীতা লাভ করিয়া, পরে তোমারই সহিত লঙ্কায় যাইব। এক্ষণে যদি তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা না কর, তবে অদ্যই আমি তোমাকে বিনাশ করিব। অতঃপর মরণ-ভয়েও তোমায় অবশ্য এই কার্য্য করিতে হইবে। যে ব্যক্তি রাজার প্রতি-কূল হয়, তাহার কখন সুযশ নাই। এক্ষণে অধিক আর

কি বলিব, আমার সহিত বিরোধ করিলে, নিশ্চয়ই তোমার প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইবে; তুমি ইহা স্থির জানিয়া, যাহা শ্রেয় বোধ হয়, তাহাই কর।

একচত্বারিংশ সর্গ।

রাবণ রাজার অনুরূপ এইরূপ আজ্ঞা করিলে, মারীচ অশঙ্কুচিতচিত্তে কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিল, রাক্ষস! কোন্ পামর তোমাকে পুত্র অমাত্য ও রাজ্যের সহিত উৎসন্ন হইতে পরামর্শ দিল? কোন্ দুরাচার তোমার সুখ দর্শনে অসুখী হইল? কোন্ নির্ব্বোধ তোমাকে উপায়চ্ছলে মৃত্যুদ্বার প্রদর্শন করিল? এবং কোন্ ক্ষুদ্রাশয়ই বা তোমায় এইরূপে প্রস্তুত করিয়া রাখিল? তুমি স্বকৃত উপায়ে নিপাত হইবে, ইহাই তাহার সংকল্প। তোমার বিপক্ষেরা অপেক্ষাকৃত হীনবল, তুমি প্রবল কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও বিনষ্ট হও, তাহারা নিশ্চয়ই এইরূপ ইচ্ছা করিতেছে। রাজন্! যে সকল মন্ত্রী তোমাকে বিপথগামী দেখিয়া নিবারণ করিতেছে না, তাহারা বধ্য, কিন্তু তুমি কি কারণে তাহাদিগকে বধ করিতেছ না? রাজা স্বেচ্ছাচারী হইয়া, অসৎ পথে পদার্পণ করিলে, সৎস্বভাব সচিবেরা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন,

কিন্তু তোমাতে ইহার অন্যথা দেখিতেছি। তাঁহারা রাজ-প্রসাদে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও যশ সমস্তই প্রাপ্ত হন; তাঁহার মতি-চ্ছন্ন ঘটিলে এই সকল বিফল হইয়া যায় এবং অন্যান্য লোকে-রও বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে। ফলত রাজা, ধর্ম্ম ও যশের নিদান, সুতরাং সকল কালে তাঁহাকে সাবধান করা আবশ্যক। যে রাজা উগ্রস্বভাব দুর্ব্বিনীত ও প্রতিকূল, তিনি কখনই রাজ্য পালন করিতে পারেন না। যিনি অসৎ উপায়-প্রবর্ত্তক মন্ত্রির সাহায্যে কার্য্য পর্য্যালোচনা করেন, তিনি উহার সহিত বিষম স্থলে অধীর সারথিসহ রথের ন্যায় শীঘ্র বিনষ্ট হন। যাঁহারা প্রকৃত ধার্ম্মিক ও সাধু, এমন অনেকেই ইহ লোকে অন্যের অপরাধে সপরিবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছেন। যে রাজা উগ্রদণ্ড ও প্রতিকূল, তাঁহার অধীনস্থ প্রজারা শৃগালরক্ষিত মৃগের ন্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে। রাবণ! তুমি ক্রূর নির্ব্বোধ ও ইন্দ্রিয়াসক্ত, তুমি যে সকল রাক্ষসের রাজা, তাহারা নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে। এক্ষণে যদিচ আমি অকস্মাৎ রামের হস্তে প্রাণত্যাগ করি, তাহাতে আমার কিছুমাত্র পরিতাপ নাই, কিন্তু তুমি যে অচিরাৎ সসৈন্যে উৎসন্ন হইবে, ইহাই আমার দুঃখ। সেই মহাবীর আমাকে বিনাশ করিয়া, শীঘ্র তোমাকে সংহার করিবেন। তাঁহার হস্তে যে আমার মৃত্যু হইবে, ইহাতে আমি কৃতার্থ হইব। তুমি নিশ্চয় জানিও যে, তাঁহার দর্শনমাত্র আমায় নষ্ট হইতে হইবে, এবং তুমিও সীতাকে হরণ করিয়া সবান্ধবে মৃত্যুমুখ নিরীক্ষণ করিবে। অথবা যদি তুমি আমার সহিত আশ্রম হইতে জানকীকে আনিতে পার, তাহা হইলে তুমি

স্ববংশে থাকিবে না, আমি উৎসন্ন হইব, এবং লঙ্কাও ছার খার হইবে। রাবণ! আমি তোমার হিতৈষী সুহৃৎ, আমি তোমাকে বারংবার নিবারণ করিতেছি, কিন্তু আমার কথা তোমার সহ্য হইতেছে না; মৃত্যু যাহাকে লক্ষ্য করে, সুহৃদ্দের বাক্য তাহার অসহ্য হইয়া উঠে, সন্দেহ নাই।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

মারীচ লঙ্কাধিপতি রাবণকে কঠোর বাক্যে এইরূপ ভৎর্সনা করিয়া, তাহার ভয়ে দুঃখিতমনে পুনরায় কহিল, রাবণ! চল, তবে আমরা গমন করি। সেই শরশরাসনধারী রাম যদি আমাকে পুনর্ব্বার দেখেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণে মরিব। কেহ বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার হস্ত হইতে জীবিতাবস্থায় মুক্ত হইতে পারে না। অতঃপর তুমিও যমদণ্ডে বিনষ্ট হইবে, রাম তোমার পক্ষে তৎস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছেন। তুমি দুরাত্মা, আমি তোমার কি করিব, তুমি কুশলে থাক, আমি চলিলাম।

রাবণ মারীচের এই বাক্যশ্রবণ করিয়া, যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল, এবং উহাকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিল, তাত! তুমি আমারই অভিপ্রায়ানুরূপ এই পৌরুষের কথা

কহিলে। এখন তোমায় মারীচ বোধ হইল, এতক্ষণ তুমি যেন অন্য কোন রাক্ষস ছিলে। অতঃপর তুমি আমার সহিত এই বিমানগামী রত্নখচিত গর্দ্দভবাহন রথে আরোহণ কর। তুমি সীতাকে প্রলোভন দেখাইয়া, পরে যথায় ইচ্ছা যাইও। ঐ সুযোগে আমিও নির্জ্জন পাইয়া, বল পূর্ব্বক তাহাকে আনিব।

অনন্তর রাবণ ও মারীচ বিমানাকার রথে আরোহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে আশ্রম হইতে যাত্রা করিল, এবং গ্রাম নগর নদী ও পর্ব্বত সকল দর্শন করত দণ্ডকারণ্যে উত্তীর্ণ হইল। পরে রাবণ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, মারীচের কর ধারণ পূর্ব্বক কহিল, তাত! ঐ রামের আশ্রমপদ কদলীপরিবৃত দৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণে আমরা যে কারণে আগমন করিলাম, তুমি অবিলম্বে তাহার অনুষ্ঠান কর।

তখন মারীচ ক্ষণমধ্যে এক মনোহর মৃগ হইল। উহার শৃঙ্গ উৎকৃষ্ট রত্নের ন্যায়, কর্ণ ইন্দ্রনীল ও উৎপলের ন্যায়, এবং মুখ রক্তপদ্ম ও নীলপদ্মের ন্যায়। উহার গ্রীবাদেশ কিঞ্চিৎ উন্নত, উদর নীলকান্ততুল্য, পার্শ্বভাগ মধূক পুষ্পসদৃশ, বর্ণ পদ্মপরাগের অনুরূপ, স্নিগ্ধ ও সুন্দর; খুর বৈদুর্য্যাকার, জঙ্ঘা সূক্ষ্ম, সর্ব্বাঙ্গ রৌপ্যবিন্দুতে চিত্রিত ও নানা ধাতুতে রঞ্জিত, সন্ধিবন্ধ অত্যন্ত নিবিড় এবং পুচ্ছ ইন্দ্রায়ুধতুল্য ও ঊর্দ্ধে শোভিত। তৎকালে উহার এই অপূর্ব্ব রূপে রমণীয় বন ও রামের আশ্রম উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অনন্তর সে সীতাকে লোভ প্রদর্শনের নিমিত্ত, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল, এবং কখন তৃণ কখন বা পত্র ভক্ষণ

করত, কদলীবাটিকায় প্রবেশ করিল। পরে কর্ণিকার বনে গিয়া জানকীর দৃষ্টিপথে পড়িবার ইচ্ছায় মৃদুপদে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। সে একবার যাইতেছে, আবার আসিতেছে, কিয়ৎক্ষণ দ্রুতবেগে গেল, আবার ফিরিল, কখন ক্রীড়ায় মত্ত, কখন উপবিষ্ট, কখন রামের আশ্রমদ্বারে গিয়া মৃগযূথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়, আবার এক দল মৃগের অনুগত হইয়া আইসে। এই রূপে সে জানকীর প্রতীক্ষায় লম্ফ প্রদান পুর্ব্বক নানা রূপে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অরণ্যের অন্যান্য মৃগেরা উহার দর্শনমাত্র নিকটস্থ হইয়া, দেহ আঘ্রাণ পুর্ব্বক দশ দিকে ধাবমান হইল। মারীচ মৃগবধে সুপটু, কিন্তু তৎকালে স্বভাব গোপনে রাখিবার জন্য সংস্পর্শেও উহাদিগকে ভক্ষণ করিল না।

এদিকে মদিরেক্ষণা জানকী পুষ্পচয়নে ব্যগ্র হইয়া, কর্ণিকার অশোক ও আম্র বৃক্ষের সন্নিহিত হইলেন, এবং পুষ্পচয়নপ্রসঙ্গে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ঐ মুক্তামণিখচিত রত্নময় মৃগ তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল। তিনি সেই অদৃষ্টপুর্ব্ব মায়াময় মৃগকে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে সস্নেহে দেখিতে লাগিলেন। মৃগও রামপ্রণয়িণীকে দর্শন করিয়া, বনবিভাগ অলোকিত করত ভ্রমণ করিতে লাগিল।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

স্বর্ণবর্ণা জানকী ঐ অদ্ভুত মৃগ দর্শন করিয়া, হৃষ্টমনে রামকে আহ্বান করিলেন, আর্য্যপুত্র! তুমি শীঘ্র লক্ষ্মণকে লইয়া এখানে আইস। তিনি এক একবার উহাঁকে আহ্বান করেন, আবার ঐ মৃগটি দেখিতে থাকেন। রাম আহূত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণের সহিত তথায় আগমন ও মৃগকে দর্শন করিলেন। তখন লক্ষ্মণ সংশয়াক্রান্ত হইয়া কহিলেন, আর্য্য! আমার বোধ হয়, মারীচই এই মৃগ হইয়াছে। যে সমস্ত রাজা মৃগয়াবিহারার্থ পুলকিতমনে অরণ্যে আইসেন, ঐ দুরাত্মা এইরূপ মৃগরূপ ধারণ করিয়া, তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকে। মারীচ অতিশয় মায়াবী, এক্ষণে মায়াবলেই রমণীয় মৃগ হইয়াছে। জগতে এই প্রকার রত্নময় মৃগ থাকা অসম্ভব, ইহা যে রাক্ষসী মায়া, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় হইতেছে না।

জানকী বঞ্চনাবলে হতজ্ঞান হইয়া আছেন, লক্ষ্মণ এইরূপ কহিতেছেন শুনিয়া, তিনি তাঁহাকে নিবারণ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে রামকে কহিলেন, আর্য্যপুত্র! ঐ সুন্দর মৃগ আমার মনোহরণ করিয়াছে; এক্ষণে তুমি ঐটিকে আনয়ন কর, আমরা উহাকে লইয়া ক্রীড়া করিব। আমাদের এই আশ্রমে বহুসংখ্য মৃগ চমর সৃমর ভল্লুক বানর ও কিন্নর পরিভ্রমণ করিয়া থাকে; তাহারা দেখিতে সুন্দর বটে, কিন্তু তেজ শান্তভাব ও দীপ্তিতে এইটি যেমন, এইরূপ আর কাহাকেও দেখি নাই।

ঐ নানাবর্ণচিত্রিত শশাঙ্ক শোভন রত্নময় মৃগ আমার নিকট বনবিভাগ আলোকিত করিয়া স্বয়ং শোভিত হইতেছে। আহা উহার কি রূপ! কি শোভা! কেমন কণ্ঠস্বর! ঐ অপূর্ব্ব মৃগ যেন আমার মনকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে। যদি তুমি উহা জীবন্ত ধরিয়া আনিতে পার, অত্যন্ত বিস্ময়ের হইবে। আমাদের বনবাসকাল অতিক্রান্ত হইলে, আমরা পুনর্ব্বার রাজ্য লাভ করিব; তৎকালে এই মৃগ অন্তঃপুরে আমাদিগের এক শোভার দ্রব্য হইয়া থাকিবে; এবং ভরত, তুমি, শ্বশ্রূগণ ও আমি, আমাদের সকলকেই যার পর নাই বিস্মিত করিবে। যদি মৃগ জীবিত থাকিতে তোমার হস্তগত না হয়, তাহা হইলেও উহার রমণীয় চর্ম্ম আমাদের ব্যবহারে আসিতে পারে। আমি তৃণময় আসনে ঐ স্বর্ণের চর্ম্ম আস্তীর্ণ করিয়া উপবিষ্ট হইব। স্বার্থের অভিসন্ধি করিয়া স্বামীকে নিয়োগ করা স্ত্রীলোকের নিতান্ত অসদৃশ, কিন্তু বলিতে কি, ঐ জন্তুর দেহ দেখিয়া আমি অত্যন্তই বিস্মিত হইয়াছি।

অনন্তর রাম জানকীর এই বাক্য শ্রবণ এবং অরুণবর্ণ নক্ষত্রপথচিত্রিত মৃগকে দর্শন পূর্ব্বক বিস্ময়াবেশে মনের উল্লাসে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! দেখ, সীতার মৃগলাভের স্পৃহা কি প্রবল হইয়াছে। আজ এই মৃগ অসামান্য রূপের জন্য আমার হস্তে বিনষ্ট হইবে। পৃথিবীর কথা দূরে থাক, চৈত্ররথ কাননেও ইহার অনুরূপ একটি নাই। ইহার দেহে স্বর্ণবিন্দুখচিত অনুলোম ও বিলোম রোমরাজি কেমন শোভা পাইতেছে! মুখবিকাশকালে অনলশিখাতুল্য উজ্জ্বল জিহ্বা

মেঘ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় কেমন নিঃসৃত হইতেছে! ইহার আস্যদেশ ইন্দ্রনীলময় পানপাত্রের ন্যায় সুন্দর, এবং উদর শঙ্খ ও মুক্তার ন্যায় মনোহর। জানি না, এই নিরুপম মৃগকে নয়নগোচর করিলে কাহার মন প্রলোভিত না হয়? এই স্বর্ণপ্রভ রত্নময় দিব্য রূপ দর্শনে কে না বিস্মিত হইয়া উঠে? বৎস! ভূপালগণ মাংসের জন্য হউক, বা বিহারার্থই হউক, বনে গিয়া মৃগ বধ করেন, এবং ঐ প্রসঙ্গে মণিরত্নাদি ধনও সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মলোকগত জীবের সঙ্কল্পমাত্রসিদ্ধ ভোগ্য পদার্থের ন্যায় এই কোশবর্দ্ধন বন্য ধন যে, অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, তাহার আর সন্দেহ নাই। দেখ, অর্থলুব্ধেরা অর্থমূলক যে কার্য্যের উদ্দেশে অবিচারিত চিত্তে প্রবৃত্ত হন, অর্থশাস্ত্রজ্ঞেরা তাহাকেই অর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এক্ষণে জানকী এই মৃগের উৎকৃষ্ট স্বর্ণময় চর্ম্মে আমার সহিত উপবেশনে অভিলাষ করিয়াছেন। বোধ হয়, কদলী * ও প্রিয়কের* এবং ছাগ ও মেষের চর্ম্ম স্পর্শগুণে ইহার অনুরূপ হইবে না। পৃথিবীর এই সুন্দর মৃগ এবং নক্ষত্ররূপ গগনচারী মৃগ এই উভয়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বৎস! তুমি ইহাকে রাক্ষসী মায়া বলিয়া অনুমান করিতেছ, যদি বাস্তব তাহাই হয়, তথাচ ইহাকে বধ করা আমার কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে এই নৃশংস মারীচ অরণ্যে বিচরণ করত মহর্ষিগণকে বিনাশ করিয়াছে, এবং যে সকল রাজা মৃগয়ায় আইসেন, তাঁহারাও ইহার হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন, সুতরাং ইহাকে বধ করা আমার কর্ত্তব্য

* মৃগ বিশেষ

হইতেছে। পূর্ব্বে এই দণ্ডকারণ্যে বাতাপি উদরস্থ হইয়া ব্রাহ্মণগণকে বিনাশ করিত। বহু দিবসের পর সে একদা তেজস্বী অগস্ত্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া, আপনার মাংস আহার করাইয়াছিল। অনন্তর মহর্ষি শ্রাদ্ধান্তে উঁহাকে স্বরূপ আবিষ্কারে ইচ্ছুক দেখিয়া, হাস্যমুখে এইরূপ কহেন, বাতাপে! তুমি এই জীবলোকে পাপের বিচার না করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে স্বতেজে পরাভব করিয়াছ, আজ সেই অপরাধে তোমাকে আমার উদরে জীর্ণ হইতে হইল। লক্ষ্মণ! আমি ধর্ম্মশীল ও জিতেন্দ্রিয়, দুরাত্মা মারীচ আমাকেও যখন অতিক্রম করিবার চেষ্টায় আছে, তখন বাতাপির ন্যায় ইহাকেও মৃত্যু দর্শন করিতে হইবে। এক্ষণে তুমি বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক সাবধানে সীতাকে রক্ষা কর। ইহাঁকে রক্ষা করাই আমাদিগের মুখ্য কার্য্য হইতেছে। যদি এই মৃগ মারীচ হয়, বিনাশ করিব, আর যদি বস্তুতই মৃগ হয়, লইয়া আসিব। দেখ, সীতার মৃগচর্ম্ম লাভের স্পৃহা কি প্রবল হইয়াছে। বলিতে কি, আজ এই চর্ম্মপ্রধান মৃগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। এক্ষণে যাবৎ আমি এক শরে উঁহাকে সংহার না করিতেছি, তাবৎ তুমি আশ্রমমধ্যে সীতার সহিত সাবধানে থাকিও। আমি ইহাকে হনন ও ইহার চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই আসিব। লক্ষ্মণ! মহাবল জটায়ু বুদ্ধিমান ও সুদক্ষ, তুমি ইহাঁর সহিত সতর্ক ও সর্ব্বত্র শঙ্কিত হইয়া সীতাকে রক্ষা কর।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

মহাবীর রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ আদেশ করিয়া, স্বর্ণমুষ্টি-সম্পন্ন খড়্গ ধারণ করিলেন, এবং স্থলত্রয়ে আনত বীরভূষণ শরাসন গ্রহণ ও দুই তূণীর বন্ধন করিয়া চলিলেন। তখন ঐ হিরণ্ময় হরিণ উহাঁকে আসিতে দেখিয়া ভয়ে লুক্কায়িত হইল, পরক্ষণে আবার দর্শন দিল; রাম, যেখানে মৃগ সেই দিকে দ্রুতপদে যাইতে লাগিলেন, এবং দেখিলেন যেন সে সম্মুখে রূপের ছটায় জ্বলিতেছে। ঐ সময় মৃগ এক এক বার রামকে দেখে, আবার ধাবমান হয়। কখন সে শরপাত পথ অতিক্রম করে, এবং কখন বা যেন হস্তগত হইল, এই ভাবে লোভ দেখাইতে থাকে। ক্রমশঃ তাহার আত্মনাশের শঙ্কা প্রবল হইল, মনও উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল, এবং যেন সে আকাশেই মহাবেগে যাইতে লাগিল। সে একবার দৃষ্ট আবার অদৃষ্ট হয়; মুহূর্ত্তমধ্যে দর্শন দিল, পুনরায় দূরে গিয়া প্রকাশ হইল। এইরূপে সে ছিন্নভিন্ন মেঘে আচ্ছন্ন শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় লক্ষিত হইল এবং ক্রমশঃ আশ্রম হইতে রামকে বহুদূরে লইয়া গেল।

তখন মৃগলোলুপ রাম এই ব্যাপার দর্শনে মুগ্ধ ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং নিতান্ত শ্রান্ত ও একান্ত ক্লান্ত হইয়া, এক তৃণাচ্ছন্ন স্থানে ছায়া আশ্রয় পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ঐ হরিণ অন্যান্য মৃগে পরিবৃত হইয়া, দূর হইতে আবার দৃষ্ট হইল। রামও তাহাকে ধরিবার

নিমিত্ত পুনরায় ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে মৃগ অতিশয় ভীত হইয়া, তৎক্ষণাৎ লুক্কায়িত হইল, এবং পুনর্ব্বার অতিদূরে এক বৃক্ষের অন্তরাল হইতে দেখা দিল। পরে রাম উহার বিনাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া, ক্রোধভরে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রদীপ্ত এক ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন, এবং উহা শরাসনে সুদৃঢ় সন্ধান ও মহাবেগে আকর্ষণ পূর্ব্বক, পরিত্যাগ করিলেন। জ্বলন্ত সর্পের ন্যায় নিতান্ত ভীষণ বজ্রসদৃশ ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যক্ত হইবামাত্র, মৃগরূপী মারীচের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল। মারীচ প্রহারবেগে তালবৃক্ষপ্রমাণ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক, আর্ত্তস্বরে ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার প্রাণ নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া আসিল, এবং সে মৃত্যুকালে সেই কৃত্রিম মৃগদেহ বিসর্জ্জন করিল। অনন্তর রাবণের বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক ভাবিল, এক্ষণে সীতা কোন্ উপায়ে লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিবেন, এবং কিরূপেই বা রাবণ নির্জ্জন পাইয়া সীতাকে লইয়া যাইবে। তখন রাবণের নির্দ্দিষ্ট উপায়ই তাহার সঙ্গত বোধ হইল, এবং সে রামের অনুরূপ স্বরে, হা সীতে হা লক্ষ্মণ বলিয়া চীৎকার করিল। তাহার মৃগরূপ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, এবং সে বিকট রাক্ষসমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তখন রাম তাহাকে মর্ম্মে আহত ও শোণিতলিপ্ত দেহে ভূতলে বিলুণ্ঠিত দেখিয়া লক্ষ্মণের কথা ভাবিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ পূর্ব্বেই কহিয়াছিলেন, যে ইহা রাক্ষসী মায়া, বস্তুত এক্ষণে তাহাই হইল; আমি মারীচকেই বিনাশ করিলাম। যাহাই হউক, এই রাক্ষস তারস্বরে, হা সীতে হা লক্ষ্মণ বলিয়া দেহত্যাগ করিল, না জানি, জানকী এই শব্দ শুনিয়া কি হইবেন!

এবং লক্ষ্মণেরই বা কি দশা ঘটিবে! এই ভাবিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মন অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া গেল এবং যার পর নাই ভয় উপস্থিত হইল।

অনন্তর তিনি অন্য মৃগ বধ করিয়া, তাহার মাংস গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বরে আশ্রমের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

এদিকে জানকী অরণ্যে রামের অনুরূপ আর্ত্তরব শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! যাও, জান আর্য্যপুত্রের কি দুর্ঘটনা হইল। তিনি কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন, আমি সুস্পষ্ট সেই শব্দ শ্রবণ করিলাম। আমার প্রাণ আকুল হইতেছে, এবং মনও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে তুমি গিয়া তাঁহাকে রক্ষা কর। তিনি সিংহসমাক্রান্ত বৃষের ন্যায় রাক্ষসগণের হস্তগত হইয়া আশ্রয় চাহিতেছেন, তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকট ধাবমান হও।

অনন্তর লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞা স্মরণে গমনে কিছুতেই অভিলাষী হইলেন না। তখন জানকী নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, দেখ, তুমি এইরূপ অবস্থাতেও রামের সন্নিহিত হইলে না, তুমি এক জন তাঁহার মিত্ররূপী শক্র। তুমি আমাকে পাইবার জন্য তাঁহার মৃত্যু কামনা করিতেছ।

আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যে তুমি কেবল আমারই লোভে তাঁহার নিকট গমন করিলে না। তোমার ভ্রাতৃস্নেহ কিছুমাত্র নাই, তাঁহার বিপদ তোমার অভীষ্ট হইতেছে। এই কারণে তুমি তাঁহার অদর্শনেও বিশ্বস্তমনে রহিয়াছ। এক্ষণে তুমি যাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া এই স্থানে আসিয়াছ, তাঁহার প্রাণসংশয় ঘটিলে আমার বাঁচিয়া আর কি হইবে!

জানকী চকিত মৃগীর ন্যায় শোকাক্রান্তমনে বাষ্পাকুল-লোচনে এইরূপ কহিলে, লক্ষ্মণ প্রবোধ বচনে সান্ত্বনা করত কহিতে লাগিলেন, দেবি! দেব দানব গন্ধর্ব্ব রাক্ষস ও সর্পেরাও তোমার ভর্ত্তাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে। সেই ইন্দ্রতুল্য রামের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে, ত্রিলোকমধ্যে এমন আর কাহাকেও দেখি না। তিনি সকলের অবধ্য, সুতরাং আমার প্রতি ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করা, তোমার উচিত হইতেছে না। এক্ষণে রাম এস্থানে নাই, সুতরাং তোমাকে বনমধ্যে একাকী রাখিয়া যাওয়া সঙ্গত নহে। দেখ, রামের বল অতিবলবানেরাও প্রতিহত করিতে পারে না। ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং ত্রিলোকের লোক একত্র হইলেও তাঁহার বিক্রমে পরাস্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হও, সন্তাপ দূর কর। রাম সেই রত্নমৃগ বিনাশ করিয়া শীঘ্রই আসিবেন। তুমি যাহা শুনিলে, ইহা তাঁহার স্বর নয়, এবং আর কোন দৈববাণীও নহে, ইহা সেই দুরাত্মা মারীচেরই মায়া। দেবি! মহাত্মা রাম তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তোমায় একাকী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমি কিছুতেই সাহস করি না। দেখ, জনস্থানের

উচ্ছেদসাধন ও খরের নিধন এতন্নিবন্ধন রাক্ষসগণের সহিত আমাদিগের বৈর উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে সেই সকল হিংসাবিহারী পামর আমাদের মোহ উৎপাদনার্থ বনমধ্যে বিবিধরূপ কথা কহিয়া থাকে। সুতরাং তুমি কিছুই চিন্তা করিও না।

তখন জানকী রোষারুণনেত্রে কঠোর বাক্যে কহিলেন, নৃশংস! কুলাধম! তুই অতি কুকার্য্য করিতেছিস্; বোধ হয়, রামের বিপদ তোর বিশেষ প্রীতিকর হইবে, তন্নিমিত্ত তুই তাঁহার সঙ্কট দেখিয়া ঐরূপ কহিতেছিস্। তোর দ্বারা যে পাপ অনুষ্ঠিত হইবে, ইহা নিতান্ত বিচিত্র নহে; তুই কপট ক্রূর ও জ্ঞাতিশত্রু। দুষ্ট! এক্ষণে তুই, ভরতের নিয়োগে বা স্বয়ং প্রচ্ছন্নভাবেই হউক, আমার জন্য একাকী রামের অনুসরণ করিতেছিস্। কিন্তু তোদের মনোরথ কখন সফল হইবার নহে। আমি সেই কমললোচন নীলোৎপল শ্যাম রামকে উপভোগ করিয়া, কিরূপে অন্যকে প্রার্থনা করিব। এক্ষণে তোর সমক্ষে আমায় প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। নিশ্চয় কহিতেছি, আমি রাম বিনা ক্ষণকালও এই পৃথিবীতে আর জীবিত থাকিব না।

সুশীল লক্ষ্মণ, জানকীর এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য্যে! তুমি আমার পরম দেবতা; তোমার বাক্যে প্রত্যুত্তর করি, আমার এরূপ ক্ষমতা নাই। অনুচিত কথা প্রয়োগ করা, স্ত্রীলোকের পক্ষে নিতান্ত বিস্ময়ের নহে; উঁহাদের স্বভাব যে এইরূপ, ইহা সর্ব্বত্র প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। উঁহারা অত্যন্ত চপল ধর্ম্মত্যাগী ও ক্রূর,

এবং উহাদের প্রভাবেই গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। যাহা হউক, তোমার এই কঠোর কথা কিছুতে আমার সহ্য হই-তেছে না। উহা কর্ণমধ্যে তপ্ত নারাচাস্ত্রের ন্যায় একান্ত ক্লেশকর হইতেছে। বনদেবতারা সাক্ষী, আমি তোমায় ন্যায্যই কহিতে ছিলাম, কিন্তু তুমি আমার প্রতি যার পর নাই কটূক্তি করিলে। দেবি! তুমি যখন আমাকে এইরূপ আশঙ্কা করিতেছ, তোমায় ধিক্। মৃত্যু একান্তই তোমার সন্নিহিত হইয়াছে। আমি জ্যেষ্ঠের নিয়োগ পালন করিতে-ছিলাম, তুমি কেবল স্ত্রীসুলভ দুষ্ট স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া আমায় ঐরূপ কহিলে। তোমার মঙ্গল হউক, যথায় রাম, আমি সেই স্থানে চলিলাম। যেরূপ ঘোর নিমিত্ত-সকল প্রাদুর্ভূত হইতেছে, ইহাতে বস্তুতই আমার মনে নানা আশঙ্কা হয়; এক্ষণে বনদেবতারা তোমাকে রক্ষা করুন, আমি রামের সহিত প্রত্যাগমন করিয়া আবার যেন তোমার দর্শন পাই।

তখন জানকী সজলনয়নে কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমি রাম বিনা গোদাবরীর জলে বা অনলে প্রবেশ করিব, উদ্বন্ধনে বা তীক্ষ্ণ বিষপানে বিনষ্ট হইব, অথবা উচ্চ স্থল হইতে দেহপাত করিব; কিন্তু রাম ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখনই স্পর্শ করিব না। জানকী এইরূপ কহিয়া রোদন করিতে করিতে দুঃখ-ভরে উদরে আঘাত করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ একান্ত বিমনা হইয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জানকী তৎকালে উহাঁকে আর কিছুই কহিলেন না। অনন্তর লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে

অভিবাদন পুর্ব্বক তাঁহার প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করত তথা হইতে কুপিতমনে রামের নিকট প্রস্থান করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ

ইত্যবসরে রাবণ পরিব্রাজকের রূপ ধারণ পুর্ব্বক শীঘ্র জানকীর নিকট উপস্থিত হইল। উহার পরিধান শ্লক্ষ্ণ কাষায় বসন, মস্তকে শিখা, বামস্কন্ধে যষ্টি ও কমণ্ডলু, হস্তে ছত্র ও চরণে পাদুকা। সে এইরূপ ভিক্ষুকরূপ ধারণ পুর্ব্বক, গাঢ় অন্ধকার যেমন সুর্য্যচন্দ্রশূন্যা সন্ধ্যার, তদ্রূপ সেই রামলক্ষ্মণ-বিরহিতা সীতার সন্নিহিত হইল, এবং কেতু গ্রহ যেমন শশাঙ্ক-হীনা রোহিণীকে, তদ্রূপ আশ্রমমধ্যে গিয়া উহাঁকে দর্শন করিল। ঐ দুরাত্মা নিষ্ঠুর লোহিতনেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেছে! দেখিয়া জনস্থানের বৃক্ষশ্রেণী অমনি নিস্পন্দ হইল, বায়ুর গতিরোধ হইয়া গেল, এবং গোদাবরী বেগবতী হইলেও ভয়ে মন্দবেগে চলিল।

অনন্তর রাবণ রামের অপকারার্থী হইয়া, তৃণাচ্ছন্ন কুপের ন্যায় ভব্য ভিক্ষুকরূপে শনি যেমন চিত্রার, তদ্রূপ ভর্ত্তৃ-শোকার্ত্তা সীতার সন্নিহিত হইল, এবং উহাঁকে নিরীক্ষণ পুর্ব্বক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তৎকালে সীতা দীনমনে

সজলনয়নে পর্ণশালায় উপবেশন করিয়াছিলেন ; তাঁহার লোচন পদ্মপলাশের ন্যায় বিস্তীর্ণ, বদন পূর্ণ শশধরের ন্যায় সুন্দর, এবং ওষ্ঠ বিম্ব ফলের ন্যায় মনোহর। তিনি পীতবর্ণ কৌশেয় বসন ধারণ করিয়া, সরোজশূন্যা দেবী কমলার ন্যায় প্রভাপুঞ্জে শোভমান হইতেছিলেন। রাবণ উহাঁকে দেখিয়া কামে মোহিত হইল, এবং বেদোচ্চারণ পুর্ব্বক, তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বিনীতবাক্যে কহিতে লাগিল, হেমবর্ণে! তুমি পদ্মমাল্যধারিণী পদ্মিনীর ন্যায় বিরাজ করিতেছ। বোধ হয়, তুমি হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি, ভাগ্য-লক্ষ্মী, অপ্সরা, অষ্টসিদ্ধি বা স্বৈরচারিণী রতি হইবে। তোমার দন্ত সকল সম চিক্কণ পাণ্ডুবর্ণ ও সূক্ষ্মাগ্র ; নেত্র নির্ম্মল, তারকা কৃষ্ণ ও অপাঙ্গ আরক্ত ; তোমার নিতম্ব মাংসল ও বিশাল ; উরু করিশুণ্ডাকার এবং স্তনদ্বয় উচ্চ সংশ্লিষ্ট বর্ত্তুল কমনীয় ও তালপ্রমাণ, উহার মুখ উন্নত ও স্থুল, উহা উৎকৃষ্ট রত্নে অলঙ্কৃত এবং যেন আলিঙ্গনার্থ উদ্যত রহিয়াছে। অয়ি চারুহাসিনি! নদী যেমন প্রবাহবেগে কুলকে, সেইরূপ তুমি আমার মনকে হরণ করিতেছ তোমার কেশ কৃষ্ণ ও কটিদেশ সূক্ষ্ম, বলিতে কি, দেবী গন্ধর্ব্বী যক্ষী ও কিন্নরীও তোমার অনুরূপ নহে ; ফলত আমি তোমার তুল্য নারী পৃথিবীতে আর কখন দেখি নাই। তোমার এই উৎকৃষ্ট রূপ, সুকুমারতা, বয়স ও নির্জ্জন-বাস আমার মন একান্ত উন্মত্ত করিতেছে। এক্ষণে চল, এখানে থাকা কোনও মতে তোমার উচিত হইতেছে না। ইহা কামরূপী ভীষণ রাক্ষসগণের বাসস্থান। রমণীয় প্রাসাদ, সমৃদ্ধ নগর ও

সুবাসিত উপবনে বিহার করাই তোমার যোগ্য। সুন্দরি! তোমার কণ্ঠের মাল্য তোমার অঙ্গের গন্ধ, তোমার পরিধেয় বস্ত্র, এবং তোমার স্বামীকেও আমার সর্ব্বোত্তম বোধ হইতেছে। তুমি রুদ্র মরুৎ বা বসুগণের কি কেহ হইবে? তুমি যে দেবতা, ইহা বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে। এই অরণ্যে দেব গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ আগমন করেন না, ইহা রাক্ষসগণের বাসভূমি, তুমি কিরূপে এখানে আইলে? এই বনে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বানর ও কঙ্ক সকল নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে, দেখিয়া তোমার মনে কি ভয় হইতেছে না? তুমি একাকী রহিয়াছ, ভীষণ মত্ত হস্তী-সকল হইতে কি তোমার ত্রাস জন্মিতেছে না? এক্ষণে বল, তুমি কে? কাহার? এবং কোথা হইতে এবং কি নিমিত্তই বা এই রাক্ষসপূর্ণ ঘোর দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতেছ?

তখন জানকী ব্রাহ্মণবেশে রাবণকে আগমন করিতে দেখিয়া যথোচিত অতিথি-সৎকার করিলেন এবং উহাকে পাদ্য ও আসন প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! অন্ন প্রস্তুত। ঐ সময় তিনি সেই রক্তবসনশোভিত কমণ্ডলুধারী সৌম্যদর্শন রাবণকে কিছুতে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; প্রত্যুত নানা চিহ্নে ব্রাহ্মণ অনুমান করিয়া, উহাকে ব্রাহ্মণবৎ নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন, বিপ্র! এই আসন উপবেশন করুন, এই পাদোদক গ্রহণ করুন, এবং এই সকল বন্য দ্রব্য আপনার জন্য সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া ভোজন করুন।

অনন্তর রাবণ আত্মনাশের জন্য বল পূর্ব্বক সীতা হরণের

সংকল্প করিল। তখন সীতা মৃগগ্রহণার্থ নির্গত রাম ও লক্ষ্মণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তিনি দৃষ্টিপ্রসারণ পূর্ব্বক কেবল শ্যামল বনই দেখিতে লাগিলেন, উঁহাদের আর কোন উদ্দেশই পাইলেন না।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর পরিব্রাজকরূপী রাবণ জানকীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। জানকী মনে করিলেন, ইনি অতিথি ব্রাহ্মণ, যদি আত্মপরিচয় না দেই, এখনই অভিসম্পাত করিবেন; তিনি এই ভাবিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি মিথিলাধিপতি মহাত্মা জনকের কন্যা, রামের সহধর্ম্মিণী, নাম সীতা। আমি বিবাহের পর স্বামিগৃহে দিব্য সুখসম্ভোগে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহন করি। পরে ত্রয়োদশ বৎসরে মহারাজ মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রামকে রাজ্য দিবার সংকল্প করেন। অভিষেকের সামগ্রীও সংগ্রহ হইল। এই অবসরে আর্য্যা কৈকেয়ী সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজাকে অঙ্গীকার করাইয়া, রামের নির্ব্বাসন ও ভরতকে রাজ্যে স্থাপন এই দুইটি বর প্রার্থনা করিলেন, এবং কহিলেন, রাজন্! আজ আমি পান

ভোজন ও শয়ন করিব না; যদি রামকে অভিষেক কর, তবে এই পর্য্যন্তই আমার প্রাণান্ত হইল।

কৈকেয়ী এইরূপ কহিলে, রাজা দশরথ তাঁহাকে ভোগ-সাধন প্রচুর ধন দিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু তিনি তৎকালে তাঁহার বাক্যে কোনও মতে সম্মত হইলেন না। তখন রামের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি, এবং আমার অষ্টাদশ। রাম সত্যনিষ্ঠ সুশীল ও পবিত্র; তিনি সকলেরই হিতাচরণ করিয়া থাকেন। কামুক রাজা কৈকেয়ীর প্রিয় কামনায় তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিলেন না। রাম অভিষেকের নিমিত্ত পিতার সন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন, কৈকেয়ী খর বাক্যে তাঁহাকে এইরূপ কহিলেন, শুন, তোমার পিতা আমায় আজ্ঞা করিয়াছেন, "আমি ভরতকে নিষ্কণ্টক রাজ্য দান করিব, এবং রামকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাস দিব।" রাম! এক্ষণে অরণ্যে যাও, এবং পিতৃ-সত্য পালন কর।

রাম এই বাক্য শ্রবণমাত্র অকুতোভয়ে সম্মত হইলেন, এবং ঐ ব্রতশীল তদনুযায়ী কার্য্যও করিলেন। তিনি দান করিবেন, কিন্তু প্রতিগ্রহে সম্পূর্ণ বিমুখ, এবং সত্যই কহিবেন, কিন্তু মিথ্যায় একান্ত পরাঙ্মুখ। ফলত তিনি এই রূপই ব্রত অবলম্বন করিয়া আছেন। মহাবীর লক্ষ্মণ উঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ঐ ব্রতধারী, আমাদের উভয়ের বনগমন দর্শনে ব্রহ্মচারী হইয়া, সশরাসনে অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি উঁহার সমরসহায়। ব্রহ্মন্! রাম জটাযুট ধারণ পূর্ব্বক মুনিবেশে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা

কৈকেয়ীর জন্য রাজ্যচ্যুত হইয়া, স্বতেজে নিবিড় বনে বিচরণ করিতেছি। তুমি ক্ষণকাল বিশ্রাম কর, এস্থানে অবশ্য বাস করিতে পাইবে। আমার স্বামী নানা প্রকার পশু হনন ও পশুমাংস গ্রহণ পূর্ব্বক শীঘ্র আসিবেন। বিপ্র! অতঃপর তুমিও আপনার নাম ও গোত্রের যথার্থ পরিচয় দেও, এবং কি কারণে একাকী দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ করিতেছ, তাহাও বল।

সীতা এইরূপ জিজ্ঞাসিলে রাবণ দারুণ বাক্যে কহিল, জানকি! যাহার প্রতাপে দেবাসুরমনুষ্য শঙ্কিত হয়, আমি সেই রাক্ষসাধিপতি রাবণ। তুমি স্বর্ণবর্ণা ও কৌশেয়বসনা, তোমায় দেখিয়া স্বীয় ভার্য্যাতে আর প্রীতি অনুভব করিতে পারি না। আমি নানা স্থান হইতে বহুসংখ্য সুরূপা রমণী আহরণ করিয়াছি, এক্ষণে তুমি তৎসমুদায়ের মধ্যে প্রধান মহিষী হও। লঙ্কা নামে আমার এক বৃহৎ নগরী আছে, উহা সমুদ্রে পরিবেষ্টিত এবং পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত। যদি তুমি আমার ভার্য্যা হও, তাহা হইলে ঐ লঙ্কার উপবনে আমারই সহিত পরিভ্রমণ করিবে; সুবেশা পঞ্চ সহস্র দাসী তোমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবে, এবং এই বনবাসে আর ইচ্ছাও হইবে না।

তখন সীতা কুপিতা হইয়া, রাবণকে সবিশেষ অনাদর পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, যিনি হিমাচলের ন্যায় স্থির, এবং সাগরের ন্যায় গম্ভীর, সেই দেবরাজতুল্য রাম যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব। যিনি বট বৃক্ষের ন্যায় সকলের আশ্রয়, যিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ কীর্ত্তিমান ও সুলক্ষণ, সেই মহাত্মা যথায়,

আমি সেই স্থানে যাইব। যাঁহার বাহুযুগল সুদীর্ঘ, বক্ষঃস্থল বিশাল, ও মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কমনীয়; যিনি সিংহতুল্য পরাক্রান্ত ও সিংহবৎ মন্থরগামী; সেই মনুষ্যপ্রধান যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব। রাক্ষস! তুই শৃগাল হইয়া, দুর্লভা সিংহীকে অভিলাষ করিতেছিস্? যেমন সূর্য্যের প্রভাকে স্পর্শ করা যায় না, সেইরূপ তুই আমাকে স্পর্শও করিতে পারিবি না। রে নীচ! যখন রামের প্রিয়পত্নীতে তোর স্পৃহা জন্মিয়াছে, তখন তুই নিশ্চয়ই স্বচক্ষে বহুসংখ্য স্বর্ণবৃক্ষ দেখিতেছিস্*। তুই মৃগশত্রু ক্ষুধাতুর সিংহ ও সর্পের মুখ হইতে দন্ত উৎপাটনের ইচ্ছা করিতেছিস্? তুই হস্তে মন্দর গিরিকে ধারণ এবং কালকূট পান করিয়া সুমঙ্গলে গমন সংকল্প করিয়াছিস্? সূচীমুখে চক্ষু মার্জ্জন এবং জিহ্বা দ্বারা ক্ষুর লেহন অভিলাষ করিতেছিস্। কণ্ঠে শিলাবন্ধন পূর্ব্বক সমুদ্র সন্তরণ, চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রহণ, প্রজ্বলিত অগ্নিকে বস্ত্রে বন্ধন, এবং লৌহময় শূলের মধ্য দিয়া সঞ্চরণ করিবার বাসনা করিতেছিস্। দেখ্, সিংহ ও শৃগালের যে অন্তর, ক্ষুদ্র নদী ও সমুদ্রের যে অন্তর, অমৃত ও কাঞ্জিকের যে অন্তর, সুবর্ণ ও লৌহের যে অন্তর, চন্দন ও পঙ্কের যে অন্তর, হস্তী ও বিড়ালের যে অন্তর, কাক ও গরুড়ের যে অন্তর, মদ্গু ও ময়ূরের যে অন্তর এবং হংস ও গৃধ্রের যে অন্তর, তোর ও রামের সেইরূপই জানিবি। ঐ ইন্দ্রপ্রভাব ধনুর্ব্বাণধারী রাম বিদ্যমানে যদিও তুই আমাকে লইয়া যাস্, তাহা হইলে আমি ঘৃত ভোজনে মক্ষিকার ন্যায় নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইব।

* মৃত্যুলক্ষণ।

সরলা সীতা রাবণকে এই প্রকার ক্লেশের কথা কহিয়া বায়ুবেগে কদলীতরুর ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ

তখন কৃতান্ততুল্য রাবণ, এই বাক্য শ্রবণে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, ললাটে ভ্রুকুটী বিস্তার পুর্ব্বক সীতার মনে ত্রাসোৎপাদনের নিমিত্ত কহিতে লাগিল, জানকি! আমি কুবেরের সাপত্ন ভ্রাতা, নাম প্রবল-প্রতাপ রাবণ। লোকে মৃত্যুকে যেমন ভয় করে, তদ্রূপ দেবতা গন্ধর্ব্ব পিশাচ পক্ষী ও সর্প সকল আমার ভয়ে পলায়ন করিয়া থাকে। এক সময়ে কোন কারণে কুবেরের সহিত আমার দ্বন্দ্ব যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ঐ যুদ্ধে আমি রোষপরবশ হইয়া, স্ববীর্য্যে উহাকে পরাজয় করি। তদবধি সে আমার ভয়ে সুসমৃদ্ধ লঙ্কা পুরী পরিহার পুর্ব্বক গিরিবর কৈলাসে গিয়া বাস করিতেছে। পুষ্পক নামে উহার এক কামগামী বিমান ছিল, আমি ভুজবলে তাহাও আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছি! অতঃপর সেই বিমানে আরোহণ পুর্ব্বক নভোমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকি। জানকি! যখন আমি রোষাবিষ্ট হই, তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ আমার

মুখ দেখিয়াই ভয়ে পলায়ন করেন। আমি যথায় অবস্থান করি, তথায় বায়ু শঙ্কিত হইয়া প্রবাহিত হন, সূর্য্য আকাশে শীতল মূর্ত্তি ধারণ করেন, বৃক্ষের পত্র আর কম্পিত হয় না, এবং নদী সকলও স্তম্ভিত হইয়া থাকে। সমুদ্রপারে ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় লঙ্কা নামে আমার এক পুরী আছে। উহা ভীষণ রাক্ষসে পরিপূর্ণ, এবং ধবল প্রাকারে পরিবেষ্টিত। উহার পুরদ্বার বৈদুর্য্যময় এবং কক্ষ্যা সকল স্বর্ণরচিত। উহাতে হস্তী অশ্ব ও রথ প্রচুর পরিমাণে আছে, এবং নিরন্তর তূর্য্যধ্বনি হইতেছে। উহার উদ্যান রমণীয় এবং অভীষ্টফলপূর্ণ বৃক্ষে শোভিত। সীতে! আমার সহিত সেই লঙ্কা নগরীতে বাস করিলে, মানুষী সহচরীদিগের কথা তোমার স্মরণ হইবে না, এবং দিব্য ও পার্থিব ভোগ উপভোগ করিলে, অল্পায়ু মনুষ্য রামকে আর মনেও আসিবে না। দেখ, রাজা দশরথ প্রিয় পুত্রকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া, দুর্ব্বল জ্যেষ্ঠকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি সেই রাজ্যভ্রষ্ট নির্ব্বোধ তাপসকে লইয়া আর কি করিবে। আমি রাক্ষসনাথ, আমাকে রক্ষা কর; আমি স্বয়ং উপস্থিত, আমাকে কামনা কর। আমি কামশরে একান্ত নিপীড়িত হইতেছি, আমাকে প্রত্যাখ্যান করা তোমার উচিত নহে। উর্ব্বশী যেমন পুরূরবাকে পদাঘাত করিয়া অনুতাপ করিয়াছিল, আমায় নিরাশ করিলে, তোমায় সেইরূপই করিতে হইবে। জানকি! মনুষ্য রাম সংগ্রামে আমার এক অঙ্গুলীর বলও সহিতে পারে না, আমি তোমার ভাগ্যক্রমেই উপস্থিত হইয়াছি, তুমি আমাকে কামনা কর।

সীতা এই কথা শুনিবামাত্র রোষারুণনেত্রে কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাক্ষস! তুই সকল দেবতার পূজ্য কুবেরকে ভ্রাতৃত্বে নির্দ্দেশ করিয়া, কিরূপে অসৎ আচরণে প্রবৃত্ত হইতেছিস্। তুই অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত ও কর্কশ; তুই যাহাদের রাজা, সেই সমস্ত রাক্ষস নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। সুররাজ ইন্দ্রের নিরূপমরূপা শচীকে হরণ করিয়া বহুকাল জীবিত থাকা সম্ভব, কিন্তু দেখ্, আমি রামের পত্নী, আমাকে হরণ করিলে কখনই কুশলে থাকিতে পারিবি না। তুই অমৃত পানে অমর হইলেও এই কার্য্যে কিছুতে নিস্তার পাইবি না।

একোনপঞ্চাশ সর্গ

অনন্তর মহাপ্রতাপ রাবণ হস্তে হস্ত নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিল, এবং তৎকালোচিত বাক্যে সীতাকে পুনরায় কহিল, সুন্দরি! তুমি উন্মত্তা, বোধ হয়, আমার বল পৌরুষ তোমার শ্রুতিগোচর হয় নাই। আমি আকাশে থাকিয়া বাহুদ্বয়ে পৃথিবীকে বহন করিব, সমুদ্র পান এবং রণস্থলে কৃতান্তকে হনন করিব, তীক্ষ্ণ শরে সূর্য্যকে ছেদ এবং ভূতলকেও ভেদ করিব। তুমি কামবেগে ও সৌন্দর্য্যগর্ব্বে

উন্মত্তা হইয়া আছ, আমি কামরূপী, এক্ষণে একবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

এই বলিতে বলিতে রাবণের অগ্নিপ্রভ শ্যামরেখালাঞ্ছিত নেত্র ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। সে তদ্দণ্ডে সৌম্য পরিব্রাজকরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃতান্ততুল্য প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহার বর্ণ মেঘের ন্যায় নীল, মস্তক দশ, এবং হস্ত বিংশতি। সে রক্তাম্বর পরিধান করিয়াছে, এবং স্বর্ণালঙ্কারে শোভা পাইতেছে। রাবণ এইরূপ ভীষণ রাক্ষসরূপ ধারণ পূর্ব্বক রোষকষায়িতলোচনে জানকীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক তথায় দাঁড়াইয়া রহিল।

অনন্তর ঐ দুর্ব্বৃত্ত, সূর্য্যপ্রভার ন্যায় প্রদীপ্তা কৃষ্ণকেশী সীতাকে কহিল, ভদ্রে! যদি তুমি ত্রিলোকবিখ্যাত পতিলাভ করিতে চাও, তবে আমাকে আশ্রয় কর, আমি সর্ব্বাংশে তোমার অনুরূপ হইতেছি। তুমি চিরজীবন আমাকে ভজনা কর, আমি তোমার সবিশেষ শ্লাঘার হইব। আমা হইতে কদাচ তোমার কোনরূপ অপকার হইবে না। তুমি মনুষ্য রামের মমতা দূর করিয়া, আমাতেই অনুরক্ত হও। অয়ি পণ্ডিতমানিনি! যে নির্ব্বোধ, স্ত্রীলোকের কথায় আত্মীয় স্বজন ও রাজ্য বিসর্জ্জন দিয়া, এই হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যে আসিয়াছে, তুমি কোন্ গুণে সেই নষ্টসঙ্কল্প অল্পায়ু রামের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছ?

কামোন্মত্ত দুষ্টস্বভাব রাবণ এই বলিয়া, বুধ যেমন গগনে রোহিণীকে আক্রমণ করে, সেইরূপ ঐ প্রিয়বাদিনী সীতাকে গিয়া গ্রহণ করিল। সে বাম হস্তে উঁহার কেশ এবং দক্ষিণ

হস্তে উরুযুগল ধারণ করিল। বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা ঐ গিরিশৃঙ্গসঙ্কাশ মৃত্যুসদৃশ তীক্ষ্ণদশন রাবণকে দর্শন পূর্ব্বক ভয়ে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেন।

অনন্তর এক মায়াময় স্বর্ণরথ খর-বাহিত হইয়া ঘর্ঘর রবে তথায় উপনীত হইল। রাবণ সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া ঘোর ও কঠোর স্বরে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক ঐ রথে আরোহণ করিল। সীতা অতিমাত্র কাতর হইয়া, দূর অরণ্যগত রামকে উচ্চস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন, এবং রাবণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ভুজঙ্গীর ন্যায় বারংবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কামোন্মত্ত রাবণ একান্ত অসম্মতা হইলেও উহাঁকে লইয়া সহসা আকাশপথে উত্থিত হইল।

অনন্তর সীতা উন্মত্তার ন্যায় শোকাতুরার ন্যায় উদ্ভ্রান্ত-মনে কহিতে লাগিলেন, হা গুরুবৎসল লক্ষ্মণ! কামরূপী রাক্ষস আমাকে লইয়া যায়, তুমি জানিতে পারিলে না। হা রাম! ধর্ম্মের জন্য সুখ ঐশ্বর্য্য সমস্তই ত্যাগ করিয়াছ, রাক্ষস বল পূর্ব্বক আমাকে লইয়া যায়, তুমি দেখিতে পাইলে না। বীর! তুমি দুর্ব্বৃত্তদিগের শিক্ষক, এই দুরাত্মাকে কেন শাসন করিতেছ না? দুষ্কর্ম্মের ফল সদ্যই ফলে না, শস্য সুপক্ক হইতে যেমন সময় অপেক্ষা করে, ইহাও সেইরূপ। রাবণ! তুই মৃত্যুমোহে মুগ্ধ হইয়া এই কুকার্য্য করিলি! এক্ষণে রামের হস্তে প্রাণান্তকর ঘোরতর বিপদ দর্শন কর্। হা! ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী রামের ধর্ম্মপত্নীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়! অতঃপর কৈকেয়ী স্বজনের সহিত পূর্ণকাম হইলেন।

এক্ষণে জনস্থান এবং পুষ্পিত কর্ণিকার সকলকে সম্ভাষণ করি, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। হংসকুলকোলাহলপূর্ণা গোদাবরীকে বন্দনা করি, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে, তুমি শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। নানা বৃক্ষশোভিত অরণ্যের দেবতাদিগকে অভিবাদন করি, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। এই স্থানে যে কোন জীবজন্তু আছে, সকলেরই শরণাপন্ন হইতেছি, রাবণ তোমার প্রাণাধিকা প্রেয়সী সীতাকে হরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। হা যদি যমও লইয়া যান, যদি ইহ লোক হইতেও অন্তরিত হই, সেই মহাবীর জানিতে পারিলে, নিজবিক্রমে নিশ্চয়ই আমায় আনিবেন।

সীতা নিতান্ত কাতর হইয়া, করুণবচনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, এই অবসরে বৃক্ষের উপর বিহগরাজ জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন। তিনি উহাঁর দর্শনমাত্র দীন বাক্যে সভয়ে কহিলেন, আর্য্য জটায়ু! দেখ, এই দুরাত্মা রাক্ষস আমাকে অনাথার ন্যায় লইয়া যায়। এই দুর্ম্মতি অত্যন্ত ক্রূর বলবান্ ও গর্ব্বিত; বিশেষত ইহার হস্তে অস্ত্র শস্ত্র রহিয়াছে। ইহাকে নিবারণ করা তোমার কর্ম্ম নয়। এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণ যাহাতে এই বৃত্তান্ত সম্যক জানিতে পারেন, তুমি তাহাই করিও।

পঞ্চাশ সর্গ।

তৎকালে জটায়ু নিদ্রিত ছিলেন, এই শব্দ শ্রবণ করিবা-মাত্র রাবণকে দেখিতে পাইলেন, এবং জানকীকেও দর্শন-করিলেন। তখন ঐ গিরিশৃঙ্গাকার প্রখরতুণ্ড বিহঙ্গ বৃক্ষ হইতে কহিতে লাগিলেন, রাবণ! আমি সত্যসংকল্প, ধর্ম্ম-নিষ্ঠ ও মহাবল। আমি পক্ষিগণের রাজা; নাম জটায়ু। ভ্রাতঃ! এক্ষণে আমার সমক্ষে এইরূপ গর্হিতাচরণ করা তোমার উচিত হইতেছে না। দাশরথি রাম সকলের অধি-পতি, এবং সকলেরই হিতকারী; তিনি ইন্দ্র ও বরুণতুল্য। তুমি যাঁহাকে হরণ করিবার বাসনা করিয়াছ, ইনি সেই রামেরই সহধর্ম্মিণী, নাম যশস্বিনী সীতা। রাবণ! পরস্ত্রী-স্পর্শ ধর্ম্মপরায়ণ রাজার কর্ত্তব্য নহে; বিশেষত রাজপত্নীকে সর্ব্বপ্রযত্নেই রক্ষা করা উচিত। অতএব তুমি এক্ষণে এই পরস্ত্রীসংক্রান্ত নিকৃষ্ট বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। নিজের ন্যায় অন্যের স্ত্রীকেও পরপুরুষস্পর্শ হইতে দূরে রাখিতে হইবে। অন্যে যে কার্য্যের নিন্দা করিতে পারে, বিচক্ষণ লোক তাহার অনুষ্ঠান করিবেন না। দেখ, শিষ্ট প্রজারা রাজার দৃষ্টান্তেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ ধর্ম্ম অর্থ ও কাম সাধন করিয়া থাকে। রাজা উত্তম পদার্থের আধার; তিনি সকলের ধর্ম্ম ও কাম; পুণ্য বা পাপ তাঁহা হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু রাক্ষসরাজ! তুমি পাপস্বভাব ও চপল; পাপীর দেবযান বিমান লাভের ন্যায় জানি না, ঐশ্বর্য্য কিরূপে তোমার

হস্তগত হইল? স্বভাব দূর করা অত্যন্ত দুষ্কর, সুতরাং অসতের গৃহে রাজশ্রী চিরকাল কখনই তিষ্ঠিতে পারে না। রাবণ! বীর রাম তোমার গ্রামে বা নগরে কোনরূপ অপরাধ করেন নাই, এখন তুমি কেন তাঁহার অপকার করিতেছ? দেখ, জনস্থানে খর শূর্পণখার জন্য অগ্রে গর্হিত ব্যবহার করে, সেই হেতু রামও তাহাকে সংহার করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি যাঁহার পত্নীকে লইয়া যাইতেছ, যথার্থই বল, ইহাতে তাঁহার কি ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে? যাহাই হউক, তুমি অবিলম্বে রামের সীতাকে পরিত্যাগ কর। বজ্রাস্ত্র যেমন বৃত্রাসুরকে দগ্ধ করিয়াছিল, ঐ মহাবীর অনলকল্প ঘোর চক্ষে সেইরূপ যেন তোমায় দগ্ধ না করেন। তুমি বস্ত্রপ্রান্তে তীক্ষ্ণবিষ ভুজঙ্গকে বন্ধন করিয়াছ, কিন্তু বুঝিতেছ না; গলে কালপাশ সংলগ্ন করিয়াছ, কিন্তু দেখিতেছ না। যাহাতে অবসন্ন হইতে না হয়, এইরূপ ভার বহন করা উচিত; যাহা নির্ব্বিঘ্নে জীর্ণ হইয়া থাকে, এইরূপ অন্ন ভোজন করাই কর্ত্তব্য; কিন্তু যাহাতে ধর্ম্ম কীর্ত্তি ও যশ কিছুই নাই, কেবল শারীরিক ক্লেশ স্বীকারমাত্র ফল, এইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কোনমতেই শ্রেয়স্কর নহে।

রাবণ! আমি বহুকাল পৈতৃক পক্ষিরাজ্য শাসন করিতেছি, আমার বয়ঃক্রম ষষ্টি সহস্র বৎসর, আমি বৃদ্ধ, তুই যুবা, তোর হস্তে শর শরাসন, সর্ব্বাঙ্গে বর্ম্ম, এবং তুই রথোপরি অবস্থান করিতেছিস্, তথাচ আমার সমক্ষে জানকীকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে যাইতে পারিবি না। যেমন ন্যায়মূলক হেতুবাদ সনাতনী বেদশ্রুতিকে অন্যথা করিতে পারে না,

সেইরূপ তুইও আমার নিকট হইতে সীতাকে বল পূর্ব্বক লইয়া যাইতে পারিবি না। দুর্ব্বৃত্ত! এক্ষণে ক্ষণেক অপেক্ষা কর্, বীর হোস্ ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ। নিশ্চয় কহিতেছি, তুই খরেরই ন্যায় সমরে শয়ন করিবি। যিনি বারংবার দানব-দল দলন করিয়াছেন, সেই চীরধারী রাম তোরে অচিরাৎই বধ করিবেন। আমি আর বিশেষ কি করিব? ঐ দুই রাজকুমার দূর বনে গমন করিয়াছেন; নীচ! তুই তাঁহা-দিগকে দেখিলেই ভয়ে পলায়ন করিবি। যাহাই হউক, অতঃপর আমি থাকিতে রামের প্রিয়মহিষী কমললোচনা জানকীকে হরণ করা তোর সহজ হইবে না। আমি প্রাণ-পণেও সেই মহাত্মা রামের এবং রাজা দশরথের প্রিয়কার্য্য সাধন করিব। এক্ষণে তুই মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা কর্, দেখ্, বৃন্ত হইতে যেমন ফল পাতিত করে, সেইরূপ রথ হইতে তোরে পাতিত করিব। আমার যেমন সামর্থ্য, আজ তুই তদনুরূপই যুদ্ধাতিথ্য লাভ করিবি।

একপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর স্বর্ণকুণ্ডলধারী রাবণ এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধে অধীর হইয়া, লোহিতলোচনে জটায়ুর নিকট

দ্রুতবেগে গমন করিল। তখন নভোমণ্ডলে দুইটি মেঘ বায়ু-প্রেরিত হইয়া যেমন পরস্পর মিলিত হয়, সেইরূপ ঐ উভয়ে সমবেত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন, দুই সপক্ষ মাল্যবান পর্ব্বত রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছে। তখন রাবণ জটায়ুকে লক্ষ্য করিয়া, নালীক নারাচ ও সুতীক্ষ্ণ বিকর্ণি বর্ষণ আরম্ভ করিল। জটায়ু তন্নিক্ষিপ্ত অস্ত্র শস্ত্র অনায়াসে সহ্য করিলেন, এবং প্রখর নখ ও চরণ দ্বারা উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাবণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, জটায়ুর বধকামনায় মৃত্যুদণ্ডসদৃশ অতিভীষণ সরলগামী দশটি শর গ্রহণ এবং তৎসমুদায় আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক মহাবেগে উহাকে বিদ্ধ করিল। তখন জানকী সজলনয়নে রথে অবস্থান করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে জটায়ু অতিশয় কাতর হইয়া, রাবণের অস্ত্রজাল গণনা না করিয়াই উহার দিকে ধাবমান হইলেন, এবং চরণপ্রহারে উহার মুক্তামণিখচিত শর ও ধনু ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর রাবণ ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিল, এবং অন্য এক ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক অনবরত শরত্যাগে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহাবল জটায়ু উহার শরে আচ্ছন্ন হইয়া, কুলায়স্থিত পক্ষীর ন্যায় শোভিত হইলেন, এবং পক্ষপবনে ঐ সমস্ত শর দূরে নিক্ষেপ করিয়া, পদাঘাতে উহার অগ্নিকল্প প্রদীপ্ত শরাসন দ্বিখণ্ড করিলেন। পরে পক্ষপবনে তাহাও অপসারিত করিয়া, স্বর্ণজালজড়িত পিশাচমুখ অনিলবেগ খরের সহিত ত্রিবেণুসম্পন্ন অনলবৎ উজ্জ্বল মণিসোপানমণ্ডিত কামগামী রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে পূর্ণচন্দ্রাকার

ছত্র ও চামর ছিন্ন ভিন্ন এবং বহনে নিযোজিত রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করিয়া, তুণ্ডের আঘাতে সারথির মস্তক খণ্ড খণ্ড করিলেন। রাবণের ধনু নাই, রথ গিয়াছে, অশ্ব ও সারথিও নষ্ট হইয়াছে; সে কটিতটে জানকীকে গ্রহণ করিয়া, ভূতলে অবতীর্ণ হইল। তখন এই ব্যাপার দর্শনে অরণ্যবাসিরা সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক জটায়ুর যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিল।

পরে রাবণ জটায়ুকে জরানিবন্ধন একান্ত ক্লান্ত হইতে দেখিয়া, অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিল, এবং পুনর্ব্বার সীতাকে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্থিত হইল। উহার যুদ্ধ করিবার উপকরণ নষ্ট হইয়াছে, কেবল খড়্গমাত্র অবশিষ্ট। তখন সে সীতাকে লইয়া পুলকিতমনে যাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে জটায়ু উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, এবং উহাকে অবরোধ করিয়া কহিলেন, রে নির্ব্বোধ! যাঁহার শর বজ্রবৎ সুদৃঢ়, তুই রাক্ষসকুল ক্ষয় করিবার জন্য তাঁহারই ভার্য্যা হরণ করিতেছিস্? তৃষ্ণার্ত্ত যেমন জল পান করে, সেইরূপ তুই সপরিজনে এই বিষপান করিতেছিস্? যে মূর্খ কর্ম্মফল অনুধাবন করিতে পারে না, সে তোরই ন্যায় শীঘ্র বিনষ্ট হয়। তুই কালপাশে বদ্ধ হইয়াছিস্, এক্ষণে আর কোথায় গিয়া মুক্ত হইবি? আমিষ খণ্ডের সহিত বড়িশ ভক্ষণ করিয়া মৎস্য কি পলাইতে পারে? দেখ্, রাম ও লক্ষ্মণ অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ, তাঁহারা এই আশ্রমপদের পরাভব কোনও মতে সহিবেন না। তুই অত্যন্ত ভীরু, এক্ষণে যেরূপ গর্হিত কার্য্য করিলি, ইহা চৌর্য্য, এই প্রকার পথ কখন বীরের সমুচিত হইতে পারে না। এক্ষণে তুই মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর্, যদি বীর হোস্, ত যুদ্ধে

প্রবৃত্ত হ। নিশ্চয় কহিতেছি, তুই খরেরই ন্যায় নিহত হইয়া ধরাশয্যা আশ্রয় করিবি। যাহার মৃত্যু আসন্ন হয়, সে যেরূপ অধর্ম্ম করিয়া থাকে, তুই আত্মনাশের জন্য সেইরূপ কর্ম্মই করিতেছিস্? দুর্ব্বৃত্ত! যে কার্য্যের পাপই ফল, বল্, কে তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে, স্বয়ং ত্রিলোকীনাথ স্বয়ংভূও তদ্বিষয়ে সাহসী হইতে পারেন না।

জটায়ু এই বলিয়া সহসা রাবণের পৃষ্ঠদেশে পতিত হইলেন এবং যন্তা যেমন দুষ্ট হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া তাহাকে অঙ্কুশাঘাত করে, সেইরূপ তিনিও ঐ মহাবলকে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রখর নখ দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি কখন উহার পৃষ্ঠে তুণ্ড সন্নিবেশ, কখন বা কেশ উৎপাটনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন রাবণ যার পর নাই ক্লিষ্ট হইল, ক্রোধে উহার ওষ্ঠ স্পন্দিত, এবং সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। পরে সে বামাঙ্কে জানকীকে গ্রহণ পূর্ব্বক মহাক্রোধে জটায়ুকে তল প্রহার করিল। জটায়ু তাহা সহ্য করিয়া, তুণ্ডের আঘাতে উহার বাম ভাগের দশ হস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হস্ত ছিন্ন হইবামাত্র বল্মীক হইতে বিষজ্বালাকরাল উরগের ন্যায় তৎক্ষণাৎ তৎসমুদায় প্রাদুর্ভূত হইল। তখন রাবণ সীতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাক্রোধে জটায়ুকে মুষ্টিপ্রহার ও পদাঘাত আরম্ভ করিল। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। জটায়ু রামের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাবণ সহসা খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক উহাঁর পক্ষ পদ ও পার্শ্ব খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। মহাবীর জটায়ুও অবিলম্বে মৃতকল্প হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

অনন্তর জটায়ু রুধিরলিপ্তদেহে ধরাশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া, জানকী দুঃখিতমনে ধাবমান হইলেন, এবং স্বজনের কোনরূপ বিপদ ঘটিলে লোকে যেমন তাহার সন্নিহিত হয়, তিনি সেই রূপে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন রাবণও ঐ নীলমেঘাকার পাণ্ডুরবক্ষ পক্ষীকে প্রশান্ত দাবানলের ন্যায় নিপতিত দেখিয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর ঐ চন্দ্রমুখী সীতা রাক্ষসবলমর্দ্দিত গৃধ্ররাজ জটায়ুকে আলিঙ্গন পুর্ব্বক সজলনয়নে দুঃখিতমনে কহিতে লাগিলেন, হা! অঙ্গস্পন্দন, স্বপ্নদর্শন, পশুপক্ষির স্বর শ্রবণ, এবং উহাদের গতি নিরীক্ষণ, এই সকল নিমিত্ত মনুষ্যের সুখ দুঃখে অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। রাম! আমার জন্য মৃগপক্ষিগণ অশুভ পথে ধাবমান হইতেছে, এক্ষণে তোমার যে ঘোরতর বিপদ উপস্থিত, তুমি তাহার কিছুই জানিতেছ না। এই বিহগরাজ জটায়ু কৃপা করিয়া, আমায় রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমার অদৃষ্টদোষে নিহত হইয়া ভূতলে পতিত রহিয়াছেন।

তৎকালে সীতা ভীতমনে নিকটস্থকে যেরূপে বলিতে হয়, সেই প্রকারে কহিতে লাগিলেন, হা রাম! হা লক্ষ্মণ! আজ আমাকে রক্ষা কর। ঐ সময় তাঁহার মাল্য ম্লান হইয়া গিয়াছে, এবং তিনি অনাথার ন্যায় বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। তখন রাবণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইল। সীতা গিয়া সহসা একটি বৃক্ষকে লতার ন্যায় আলিঙ্গন করিলেন। রাবণ "ত্যাগ কর ত্যাগ কর" বারংবার এই বলিতে বলিতে উহাঁর নিকটস্থ হইল। জানকী "হা রাম! হা রাম! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ঐ দুর্ব্বৃত্তও আত্মনাশের নিমিত্ত উহাঁর কেশমুষ্টি গ্রহণ করিল।

এই ব্যাপার উপস্থিত হইবামাত্র চরাচর বিশ্বে নানা প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল। গাঢ়তর অন্ধকারে সমুদায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বায়ু নিশ্চল, সূর্য্য প্রভাশূন্য হইলেন। পিতামহ ব্রহ্মা দিব্যচক্ষে জানকীর পরাভব দর্শন করিয়া কহিলেন, এক্ষণে বুঝি আমরা কৃতকার্য্য হইলাম। তৎকালে দণ্ডকারণ্যের মহর্ষিগণ রাবণবধ যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত অনুধাবন পূর্ব্বক সন্তোষ লাভ করিলেন, কিন্তু স্বচক্ষে সীতার কেশগ্রহ প্রত্যক্ষ করিয়া, যার পর নাই বিষণ্ণ হইলেন।

সীতা হা রাম! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া অনবরত রোদন করিতেছেন, রাবণ উহাঁকে গ্রহণ পূর্ব্বক আকাশপথে উত্থিত হইল। তখন ঐ স্বর্ণবর্ণা পীতবসনা, নভোমণ্ডলে বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। উহাঁর বস্ত্র উড্ডীন হওয়াতে রাবণ অগ্নিপ্রদীপ্ত পর্ব্বতবৎ নিরীক্ষিত হইল। ঐ সময়

সীতার সৌরভযুক্ত রক্তোৎপলের পত্র সকল রাবণের গাত্রে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, এবং উঁহার স্বর্ণপ্রভ বস্ত্র উদ্ধূত হওয়াতে সে সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘের ন্যায় লক্ষিত হইল। হা! সীতার বিমল বদন রাবণের অঙ্কদেশে; উহা মৃণালশূন্য পদ্মের ন্যায় নিতান্তই শ্রীহীন, গাঢ় মেঘ ভেদ করিয়া চন্দ্র উদিত হইলে যেরূপ দেখায়, উহা সেই রূপই দৃষ্ট হইতেছে। সীতার মুখ অকলঙ্ক, উহা হইতে পদ্মগর্ভের আভা নির্গত হইতেছে, ললাট সুদৃশ্য, কেশের প্রান্তভাগ সুন্দর, নাসিকা মনোহর, দশন নির্ম্মল ও উজ্জ্বল, ওষ্ঠ রক্তবর্ণ এবং নেত্র বিশাল। ঐ মুখ হইতে জলধারা বিগলিত এবং তাহা মার্জ্জিত হইতেছে। উহা রাম বিনা রমণীয় দিবাচন্দ্রের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া গেল। রাবণ নীলবর্ণ, জানকী স্বর্ণবর্ণা, তিনি করিকণ্ঠাবলম্বিনী স্বর্ণকাঞ্চীর ন্যায় এবং মেঘে সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার ভূষণশব্দে রাবণ গর্জ্জনশীল নির্ম্মল নীলমেঘের ন্যায় লক্ষিত হইল। তাঁহার মস্তকস্থ পুষ্প সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া বায়ুবেগে পুনরায় রাবণের দেহ স্পর্শ করিল। তখন নির্ম্মল নক্ষত্রসমূহে সুমেরু যেমন শোভিত হয়, ঐ সকল পুষ্পদ্বারা রাবণও সেইরূপ শোভিত হইল।

পরে সীতার চরণ হইতে বিদ্যুততুল্য রত্নখচিত নূপুর স্খলিত হইয়া পড়িল। অগ্নিবর্ণ আভরণ সকল আকাশ হইতে তারকার ন্যায় ঝন ঝন শব্দে ইতস্তত নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। চন্দ্রকান্তি রত্নহার বক্ষঃস্থল হইতে স্খলিত হইয়া, গগনচ্যুত জাহ্নবীর ন্যায় শোভা পাইল। বৃক্ষ সকল উপরিস্থ

বায়ুর সংযোগে শাখাপল্লব কম্পিত করিয়া পক্ষিগণের কোলাহলচ্ছলে যেন অভয় দান করিতে লাগিল। সরোবরে পদ্ম শ্রীহীন, মৎস্যাদি জলচর সকল সচকিত; উহা যেন মূর্চ্ছাপন্ন সখীসম সীতাকে উদ্দেশ করিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। সিংহ ব্যাঘ্র মৃগ ও পক্ষিগণ চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া সীতার ছায়া গ্রহণ পূর্ব্বক রোষভরে ধাবমান হইল। পর্ব্বত সকল প্রস্রবণরূপ অশ্রুমুখে শৃঙ্গরূপ বাহু উত্তোলন করিয়া যেন আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সূর্য্য নিষ্প্রভ দীন ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেলেন। রাবণ রামের সীতাকে হরণ করিতেছে, আর ধর্ম্ম নাই, সত্য লোপ হইল, সরলতা ও দয়ার নামও রহিল না, সকলে দলবদ্ধ হইয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিল। মৃগশিশুগণ আতঙ্কে দীনমুখে রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। বনদেবতারা ভয়-নিষ্প্রভনয়নে এক একবার দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কম্পিত হইতে লাগিলেন।

তখন জানকী নিম্নে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তাঁহার কেশপ্রান্ত দোলায়িত হইতেছে, সুরচিত তিলক বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, চক্ষের জল অনর্গল বহিতেছে, তিনি রাম ও লক্ষ্মণের অদর্শনে বিবর্ণ এবং ভয়ে একান্ত নিপীড়িত। দুর্বৃত্ত রাবণ আত্মনাশের নিমিত্ত আকাশপথে তাঁহাকে লইয়া চলিল।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর সীতা রাবণকে আকাশপথে যাইতে দেখিয়া, ভীত ও উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং রোষ ও রোদননিবন্ধন আরক্তলোচন হইয়া করুণবচনে কহিলেন, নীচ! তুই আমাকে একাকী পাইয়া অপহরণ পূর্ব্বক যে পলাইতেছিস্, ইহাতে কি তোর লজ্জা হইতেছে না? দুষ্ট! তুই এই সংকল্পে কেবল আতঙ্কবশত মায়াবলে মৃগরূপ ধারণ করিয়া, আমার পতিকে দূরে লইয়া গিয়াছিস্। পরে যিনি আমায় রক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন, আমার শ্বশুরের সখা বিহঙ্গরাজ জটায়ুকেও বিনাশ করিলি। তোর বলবীর্য্য অতি আশ্চর্য্য, তুই পুণ্যশ্লোক, কিন্তু দুঃখের এই যে, যুদ্ধে আমায় জয় করিতে পারিলি না। রক্ষক অসত্ত্বে পরস্ত্রী অপহরণ অত্যন্ত গর্হিত, এইরূপ কার্য্যে তোর কি লজ্জা হইতেছে না? তুই বীরাভিমানী, এক্ষণে সকলেই তোর এই পাপজনক কুৎসিত কর্ম্ম ঘোষণা করিবে। ইতিপূর্ব্বে তুই যাহা কহিয়াছিলি, সেই বীরত্বে ধিক্; এবং তোর এই কুলকলঙ্কজনক চরিত্রেও ধিক্। তুই যখন আমায় এইরূপে হরণ করিয়া ধাবমান হইতেছিস্, তখন আমি আর কি করিব; তুই ক্ষণকাল অপেক্ষা কর্, জীবন থাকিতে যাইতে পারিবি না। সেই দুই রাজকুমারের চক্ষে পড়িলে, সসৈন্যেও তোর নিস্তার নাই। পক্ষী অরণ্যে প্রজ্বলিত অগ্নির স্পর্শ যেমন সহিতে পারে না, সেইরূপ

উহাঁদের শরস্পর্শ তোর কিছুতেই সহিবে না। এক্ষণে যদি তুই ভাল বুঝিস্, ত আমায় পরিত্যাগ কর, অন্যথা আমার স্বামী রুষ্ট হইয়া, নিশ্চয় তোরে বিনাশ করিবেন। তুই যে অভিপ্রায়ে আমাকে বলপুর্ব্বক লইয়া যাইতেছিস্, তাহা অত্যন্ত জঘন্য, তোর সেই মনোরথ কোনক্রমে সফল হইবে না। আমি শত্রুর বশবর্ত্তিনী হইয়া, দেবপ্রভাব স্বামির অদর্শনে বড় অধিক দিন বাঁচিব না। রাক্ষস! এক্ষণে তুই আপনার কি শ্রেয় বুঝিতেছিস্ না। মনুষ্য মৃত্যুকালে যেমন সকলই বিপরীত করে, তুই সেইরূপই করিতেছিস্; কিন্তু মুমূর্ষুর যাহা পথ্য, তোর তাহাতে অভিরুচি নাই। তুই যখন ভয়ের কারণ সত্ত্বে নির্ভয়, তখন তোর কণ্ঠে কালপাশ সংলগ্ন হইয়াছে। তোরে নিশ্চয়ই স্বর্ণবৃক্ষ ও শোণিতবাহিনী ঘোরা বৈতরণী নদী দর্শন করিতে হইবে; স্বর্ণের পুষ্প, বৈদুর্য্যের পল্লব ও লৌহকণ্টকে পুর্ণ সুতীক্ষ্ণ শাল্মলী বৃক্ষ এবং ভীষণ খড়্গাপত্রের বনও দেখিতে হইবে। যেমন বিষ পানে লোকের প্রাণ নাশ হয়, সেইরূপ তুই সেই মহাত্মা রামের এইরূপ অপ্রিয় কার্য্য করিয়া, শীঘ্রই বিনষ্ট হইবি। তুই দুর্নিবার কালপাশে বদ্ধ হইয়াছিস্, এক্ষণে আর কোথায় গিয়া সুখী হইবি? যিনি একাকী নিমেষমধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই সর্ব্বাস্ত্রবিৎ মহাবল প্রিয়পত্নীহরণ অপরাধে তোরে তীক্ষ্ণশরে বধ করিবেন।

সীতা রাবণের ক্রোড়গত হইয়া, এইরূপ ও অন্যান্যরূপ কঠোর কথায় তাহাকে ভর্ৎসনা করিলেন, এবং ভয় ও শোকে অভিভুত হইয়া, করুণভাবে বিলাপ করিতে

লাগিলেন। তৎকালে দুরাত্মা রাবণও কম্পিতদেহে ঐ অধীর ও কাতর তরুণীকে লইয়া আকাশপথে যাইতে লাগিল।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ

তখন জানকী রক্ষক আর কাহাকেই না দেখিয়া, গিরি-শিখরে পাঁচটী বানরকে নিরীক্ষণকরিলেন। তিনি ঐ বানর-গণকে দর্শন করিয়া, উঁহারা রামকে বলিবে এই প্রত্যাশায়, উঁহাদের মধ্যে কনকবর্ণ কৌশের বস্ত্র, উত্তরীয় ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার সকল নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু রাবণ গমনত্বরা-নিবন্ধন ইহার কিছুই জানিতে পারিল না। এদিকে বসন ভূষণ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র পিঙ্গলনেত্র বানরেরা নির্নিমেষ নয়নে বিশাললোচনা সীতাকে রোরুদ্যমানা দেখিতে লাগিল।

ক্রমশঃ রাবণ সীতাকে লইয়া, পম্পা নদী অতিক্রম পূর্ব্বক লঙ্কানগরীর অভিমুখে চলিল। সে যেন তীক্ষ্নদন্ত মহাবিষ ভুজঙ্গীকে এবং আপনার মৃত্যুরূপিণীকে ক্রোড়ে লইয়া পুল-কিতমনে যাইতে লাগিল। অনন্তর ঐ দুর্ব্বৃত্ত, শরাসনচ্যুত শরের ন্যায় অতিশীঘ্র নদী পর্ব্বত ও সরোবর সকল উল্লঙ্ঘন করিল, এবং তিমিনক্রপূর্ণ সমুদ্রের সমীপবর্ত্তী হইল। তৎ-কালে সমুদ্রের তরঙ্গ যেন মনঃক্ষোভে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল,

এবং মৎস্য ও সর্প সকল রুদ্ধ হইয়া রহিল। সিদ্ধ ও চারণগণ গগনে পরস্পর কহিতে লাগিলেন, বুঝি, এই পর্য্যন্তই রাবণের সমস্ত অবসান হইয়া গেল।

তখন রাবণ সীতার সহিত মহানগরী লঙ্কায় প্রবেশ করিল। উহার পথ সকল সুপ্রশস্ত ও সুবিভক্ত, এবং দ্বার-দেশ বহুজনাকীর্ণ। রাবণ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তঃপুরে গমন করিল, এবং ময়দানব যেমন আসুরী মায়াকে, সেইরূপ শোকবিহ্বলা সীতাকে রক্ষা করিল। সে তথায় সীতাকে রাখিয়া, ঘোরদর্শন রাক্ষসীগণকে কহিল, আমার আদেশ ব্যতীত, কি স্ত্রী কি পুরুষ, কেহই যেন সীতাকে দেখিতে না পায়। মণি মুক্তা সুবর্ণ বস্ত্রালঙ্কার যে যে বস্তুতে ইহাঁর ইচ্ছা হইবে, আমি কহিতেছি, তোমরা ইহাঁকে তাহাই দিবে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারেই হউক, কেহ ইহাঁকে কোনরূপ অপ্রিয় কহিলে, আমি নিশ্চয় তাহার প্রাণ দণ্ড করিব।

মহাপ্রতাপ রাবণ রাক্ষসীগণকে এইরূপ অনুজ্ঞা দিয়া, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইল, এবং অতঃপর কর্ত্তব্য কি, চিন্তা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে আট জন মাংসাশী মহা-বল রাক্ষস উহার নেত্রপথে পতিত হইল। বরগর্ব্বিত রাবণ উহাদিগকে দর্শন করিয়া, উহাদের বীরত্বের যথেষ্ট প্রশংসা করত কহিল, দেখ, পূর্ব্বে যে স্থানে মহাবীর খর অবস্থান করিত, তোমরা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া শীঘ্র সেই শূন্য জনস্থানে যাও, এবং বলপৌরুষ আশ্রয় পূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে বাস কর। আমি তথায় বহুসংখ্য রাক্ষসসৈন্য রাখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা খরদূষণের সহিত রামের শরে সমরে দেহ ত্যাগ

করিয়াছে। ঐ অবধি আমি অভূতপূর্ব্ব ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়াছি। রামের সহিত আমার দারুণ শত্রুভাব উপস্থিত। অতঃপর তাহাকে নির্যাতন করিব; আমি তাহাকে সংহার না করিয়া নিদ্রিত হইতেছি না। অর্থ হস্ত-গত হইলে দরিদ্র যেমন সুখী হয়, উহার বিনাশে আমি সেই-রূপই সুখী হইব। এক্ষণে তোমরা গিয়া রামের প্রকৃত সংবাদ আমার গোচর করিও। সকলে সাবধানে যাও, এবং উহাকে বধ করিবার জন্য চেষ্টা কর। আমি অনেক বার যুদ্ধে তোমাদের বল বীর্য্যের পরিচয় পাইয়াছি, এক্ষণে এই নিমিত্তই তোমাদিগকে তথায় প্রেরণ করিলাম।

অনন্তর ঐ আট জন রাক্ষস রাবণের এই সুপ্রিয় গুরুতর আজ্ঞা শ্রবণ ও তাহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে লঙ্কা হইতে জনস্থানাভিমুখে যাত্রা করিল। রাবণও জানকীকে গৃহে স্থাপন এবং রামের সহিত বৈর উৎপাদন করিয়া, মোহাবেশে যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

দুর্বৃত্ত রাবণ, ঐ সমস্ত ঘোররূপ মহাবল রাক্ষসকে জন-স্থানে নিয়োগ করিয়া, বুদ্ধিবৈপরীত্য বশত আপনাকে

কৃতকার্য্য বোধ করিল, এবং নিরন্তর জানকী-চিন্তায় কাম-শরে একান্ত নিপীড়িত হইয়া, তাঁহার সন্দর্শনার্থ সত্বর গৃহ-প্রবেশ করিল। সে ঐ সুরম্য গৃহে গিয়া দেখিল, বিবশা সীতা রাক্ষসীমধ্যে শোকভরে কাতর হইয়া, দীনমনে অব-নতমুখে মৃদুমন্দ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। তৎকালে তিনি সমুদ্রগর্ভে বায়ুবেগে নিমগ্নপ্রায় তরণীর ন্যায় এবং মৃগযূথপরিভ্রষ্ট কুক্কুরপরিবৃত্ত মৃগীর ন্যায় নিতান্তই শোচ-নীয় হইয়াছেন। রাবণ তাঁহার সন্নিহিত হইয়া, অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বল পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার গৃহশ্রী দেখাইতে লাগিল। ঐ গৃহ হর্ম্ম্য ও প্রাসাদে নিবিড় এবং বিবিধ রত্নে পরিপূর্ণ, উহাতে হীরক ও বৈদুর্য্যখচিত গজদন্ত, সুবর্ণ স্ফটিক ও রজতের রমণীয় স্তম্ভ সকল শোভিত হইতেছে। গবাক্ষ সকল গজদন্তময় রৌপ্যনির্ম্মিত সুদৃশ্য ও স্বর্ণজালে জড়িত। ভূভাগ সুধা-ধবল এবং দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী সকল পুষ্পে আকীর্ণ; উহাতে বহুসংখ্য স্ত্রীলোক এবং নানা বিধ পক্ষী বাস করিতেছে। দুরাত্মা রাবণ সীতা সমভিব্যাহারে দুন্দুভিনাদী স্বর্ণময় বিচিত্র সোপান-পথ দিয়া, ঐ দেবভবন-তুল্য গৃহে আরোহণ করিল, এবং উহাঁকে সমস্ত দেখাইতে লাগিল।

অনন্তর সে উহাঁর মনে লোভ উৎপাদনের নিমিত্ত কহিল, জানকি! আমি বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত বত্রিশ কোটি রাক্ষ-সের অধিনায়ক। উহাদের এক একটীর এক এক সহস্র আমার কার্য্যে অগ্রসর হইয়া থাকে। প্রিয়ে! তুমি আমার প্রাণা ধিক, এবং আমার এই রাজ্য ও জীবন তোমারই

অধীন। এক্ষণে অনুনয় করি, আমার পত্নী হও। আমার যে সমস্ত উৎকৃষ্ট রমণী আছে, তুমি সকলেরই অধীশ্বরী হইয়া থাকিবে। জানকি! অন্যমত করিও না, কথা রক্ষা কর। আমি অনঙ্গতাপে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, তুমি প্রসন্ন হও। দেখ, এই শতযোজন লঙ্কা সমুদ্রে বেষ্টিত, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও অসুরেরাও ইহার ত্রিসীমায় আগমন করিতে পারেন না, এবং আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও ঋষি-মধ্যেও এমন আর কাহাকে দেখি না। সুন্দরি! রাম মনুষ্য অতি দীন, নিস্তেজ ও রাজ্যভ্রষ্ট, সে পাদচারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, তুমি তাহাকে লইয়া আর কি করিবে, আমাকে কামনা কর, আমিই তোমার সর্ব্বাংশে উপযুক্ত। দেখ যৌবন চিরস্থায়ী নহে, তুমি আমার সহিত সুখভোগে প্রবৃত্ত হও, এবং রামকে দেখিবার ইচ্ছা এককালে দূর কর। মনে মনেও রামের এস্থানে আগমন করিতে সাহস হইবে না। আকাশে প্রবলবেগ বায়ুকে পাশে বন্ধন এবং প্রদীপ্ত অনলের নির্ম্মল শিখা ধারণ উভয়ই অসম্ভব। জানকি! আমি স্বয়ং তোমাকে রক্ষা করিতেছি, আজ ভুজবলে তোমায় লইয়া যায়, ত্রিলোকে এমন আর কাহাকেই দেখি না। এক্ষণে তুমি এই বিস্তীর্ণ লঙ্কারাজ্য পালন কর; আমি তোমার দাস হইয়া থাকিব, দেবগণ এবং এই চরাচর জগতের সকলেই তোমার সেবক হইবে। তুমি স্নানজলে আর্দ্র এবং শ্রান্তি-পরিহারে পরিতুষ্ট হইয়া বিহারে প্রবৃত্ত হও। তোমার যে পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ ছিল, বনবাসে তাহা ক্ষয় হইয়াছে, এবং তুমি যা কিছু পুণ্য সংগ্রহ করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহারই এই

ফল উপস্থিত। এই স্থানে নানা প্রকার মাল্য গন্ধ ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার আছে, আইস, আমরা উভয়ে তদ্দ্বারা বেশ রচনা করি। আমার ভ্রাতা কুবেরের পুষ্পক নামে এক রথ ছিল, উহা বৃহৎ ও রমণীয়; এবং মনের ন্যায় দ্রুতগামী ও সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল। আমি স্ববিক্রমে উহা অধিকার করিয়াছি, এক্ষণে তুমি উহাতে আরোহণ এবং আমার সহিত যেমন ইচ্ছা বিচরণ কর। প্রিয়ে! তোমার মুখ নির্ম্মল পদ্ম-সদৃশ ও প্রিয়দর্শন, বলিতে কি, উহা শোকপ্রভাবে যার পর নাই মলিন হইয়া গিয়াছে।

রাবণ এইরূপ কহিবামাত্র জানকী বস্ত্রান্তে রমণীয় বদন আচ্ছাদন পূর্ব্বক মন্দ মন্দ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তায় দীন, শোকে অসুস্থ এবং ধ্যানে নিমগ্ন। তদ্দর্শনে রাবণ তাঁহাকে কহিল, সীতে! ধর্ম্মলোপবিহিত লজ্জায় আর কি হইবে? আমরা উভয়ে যে প্রীতিসূত্রে বদ্ধ হইব, ইহা ধর্ম্মবহির্ভূত নহে। এক্ষণে তোমার চরণে ধরি, প্রসন্ন হও; আমি তোমারই বশম্বদ ভৃত্য; আমি অনঙ্গতাপে সন্তপ্ত হইয়া যাহা কহিলাম, ইহা যেন বিফল না হয়। দেখ, রাবণ কখনই কোন রমণীর চরণ স্পর্শ করে না।

লঙ্কাধিপতি, সীতাকে এইরূপ কহিয়া মৃত্যুমোহে ইনি আমারই বলিয়া অনুমান করিতে লাগিল।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর শোকাকুলা সীতা উভয়ের অন্তরালে একটি তৃণ স্থাপন পূর্ব্বক নির্ভয়ে কহিলেন, রাক্ষস! দশরথ নামে এক সুবিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অটল সেতু। ধর্ম্মশীল রাম তাঁহারই পুত্র। ঐ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজকুমার আমার দেবতা ও পতি। তিনি সত্যপরায়ণ ত্রিলোকপ্রথিত ও সুপ্রসিদ্ধ, তাঁহার নেত্র বিস্তীর্ণ এবং বাহু আজানুলম্বিত। এক্ষণে সেই মহাবীর লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া তোরে বিনাশ করিবেন। যদি তুই তাঁহার নিকট বীর্য্যমদে আমায় পরাভব করিতিস্, তাহা হইলে তোরে জনস্থানে খরের ন্যায় নিশ্চয়ই রণশায়ী হইতে হইত। তুই যে সকল ঘোররূপ রাক্ষসের কথা উল্লেখ করিলি, উহারা বিহগরাজ গরুড়ের নিকট ভুজঙ্গের ন্যায় রামের সমক্ষে নির্ব্বিষ হইবে। তাঁহার স্বর্ণখচিত শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র তরঙ্গবেগ যেমন জাহ্নবীর কূলকে তদ্রূপ তোকে অধঃপাতে দিবে। যদিও তুই সমস্ত দেবাসুরের অবধ্য হইয়াছিস্, তথাচ রামের সহিত বৈরাচরণ করিয়া আজ কিছুতে নিস্তার পাইবি না। সেই মহাবীর নিশ্চয় তোর প্রাণান্ত করিবেন। যূপগত পশুর ন্যায় তোর জীবন একান্তই দুর্লভ। রাম ক্রোধপ্রদীপ্ত চক্ষে নিরীক্ষণ করিলে, তুই রুদ্রের নেত্রজ্যোতিতে অনঙ্গের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইবি। যিনি আকাশ হইতে চন্দ্রকে নিপাত

করিতে পারেন, এবং সমুদ্র শোষণেও সমর্থ হন, তিনিই এই স্থান হইতে সীতাকে উদ্ধার করিবেন। নীচ! তুই হতশ্রী হতবীর্য্য ও নির্জ্জীব হইয়াছিস্, তোর বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে; অতঃপর তোরই জন্য লঙ্কা বিধবা হইবে। তুই আমাকে পতিপার্শ্ব হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়াছিস্, তোর এই পাপকর্ম্মের ফল কখন ভাল হইবে না। তেজস্বী রাম, লক্ষ্মণের সহিত নির্ভয়ে বিক্রমে নির্ভর করিয়া সেই শূন্য দণ্ডকারণ্যে রহিয়াছেন। তিনিই শাণিত শরে তোর দেহ হইতে বলদর্প দূর করিবেন। যখন কালবশে মৃত্যু সন্নিহিত হয়, তখন লোকে সকল কার্য্যে অসাবধান হইয়া উঠে। রাক্ষস! তোর অদৃষ্টে সেই কালই উপস্থিত, তুই আমার অবমাননা করিয়া সবংশে ধ্বংস হইবি। যজ্ঞমধ্যস্থ স্রুক্‌ভাণ্ড-ভূষিত মন্ত্রপূত বেদি কখন চণ্ডাল স্পর্শ করিতে পারে না। আমি ধর্ম্মশীল রামের পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নী, তুই পাপী হইয়া কখনই আমায় স্পর্শ করিতে পারবি না। যে হংসী রাজহংসের সহিত পদ্মবনে নিয়ত বিহার করিয়া থাকে, সে তৃণ-মধ্যস্থ জলবায়সকে কিরূপে দেখিবে? এক্ষণে এই দেহ অসাড় হইয়াছে, তুই বধ বা বন্ধন কর্, আমি ইহা আর রক্ষা করিব না, এবং জগতে অসতী অপবাদও রাখিতে পারিব না। সীতা ক্রোধভরে এইরূপ কঠোর কথা কহিয়া নীরব হইলেন।

অনন্তর রাবণ এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ এবং উহাঁকে ভয় প্রদর্শন করিয়া কহিল, সীতে! শুন, আমি আর দ্বাদশ মাস প্রতীক্ষা করিব; যদি তুমি এত দিনে আমার প্রতি অনুকূল না হও, তবে পাচকেরা তোমায় প্রাতর্ভোজনের

জন্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে। রাবণ সীতার প্রতি এইরূপ কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিয়া, ক্রোধভরে রক্তমাংসাশী বিরূপ ঘোরদর্শন রাক্ষসীদিগকে কহিল, রাক্ষসীগণ! এক্ষণে তোমরা শীঘ্রই ইহার দর্প চূর্ণ কর। তখন রাবণের আদেশ-মাত্র উহারা কৃতাঞ্জলি হইয়া জানকীকে বেষ্টন করিল। অনন্তর ঐ মহাবীর পদভরে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতই যেন এক পদ সঞ্চরণ করিয়া কহিল, রাক্ষসীগণ! এক্ষণে তোমরা সীতাকে লইয়া অশোক বনে সতত বেষ্টন পূর্ব্বক গোপনে রক্ষা কর, এবং কখন ঘোরতর গর্জ্জন ও কখন বা সান্ত্ববাক্যে বন্য করিণীর ন্যায় ইহাঁকে ক্রমশঃ বশে আনিবার চেষ্টা পাও।

রাক্ষসীরা রাবণের এইরূপ আজ্ঞা পাইয়া, জানকীকে লইয়া অশোক বনে গমন করিল। ঐ স্থানে ফলপুষ্পপূর্ণ বহুল কল্পবৃক্ষ রহিয়াছে, এবং উন্মত্ত বিহঙ্গেরা নিরন্তর কোলাহল করিতেছে। জানকী রাক্ষসীগণের বশবর্ত্তিনী হইয়া, ব্যাঘ্রীমধ্যে হরিণীর ন্যায় কালযাপন করিতে লাগি-লেন, এবং পাশবদ্ধ মৃগীর ন্যায় যার পর নাই অসুখী হই-লেন। ঐ সময় ঘোরচক্ষু রাক্ষসীরা তাঁহাকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল,এবং তিনিও ভয়শোকে বিহ্বল হইয়া, রাম ও লক্ষ্মণের চিন্তায় অচেতন হইয়া পড়িলেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

এদিকে রাম মৃগরূপী মারীচকে সংহার করিয়া, সীতাকে দেখিবার জন্য আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। ঐ সময় শৃগালগণ রুক্ষস্বরে উহাঁর পশ্চাদ্ভাগে চীৎকার করিতে লাগিল। রাম, ঐ দারুণ রোমহর্ষণ রবে অতিশয় শঙ্কিত হইয়া মনে করিলেন, যখন এই শৃগালেরা বিরাব করিতেছে, তখন নিঃসন্দেহ কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে। বোধ হয়, নিশাচরগণ জানকীকে ভক্ষণ করিয়াছে? দুর্ব্বৃত্ত মারীচ আমার অনিষ্ট চেষ্টায় আমারই কণ্ঠস্বর অনুকরণ পুর্ব্বক মায়ামৃগরূপে চীৎকার করিয়াছিল। যদি ঐ শব্দ লক্ষ্মণের কর্ণগোচর হইয়া থাকে, তবে তিনি সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে আসিবেন, কিম্বা সীতাই অবিলম্বে তাঁহাকে আমার নিকট প্রেরণ করিবেন। যাহাই হউক, সীতাকে বধ করা রাক্ষসগণের প্রাণগত ইচ্ছা। এই নিমিত্ত মারীচ স্বর্ণের মৃগ হইয়া আমাকে দূরে আনিয়াছে, এবং শরপ্রহারমাত্র রাক্ষস হইয়া, হা লক্ষ্মণ! মরিলাম এই বলিয়া, চীৎকার করিয়াছে। যে পর্য্যন্ত জনস্থানে যুদ্ধ ঘটনা হয়, তদবধি রাক্ষসদিগের সহিত আমার শক্রতা উপস্থিত। এক্ষণে আমরা আশ্রম হইতে আসিয়াছি, ঘোরতর দুর্নিমিত্তও দেখিতেছি, জানি না, অতঃপর সীতা কুশলে আছেন কি না।

রাম শৃগালরব শুনিয়া যার পর নাই চিন্তিত হইলেন, এবং মারীচ মৃগরূপে তাঁহাকে বহুদূর আনিয়াছে দেখিয়া,

সভয়ে দীনমনে শীঘ্র আশ্রমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তৎকালে মৃগ ও পক্ষিগণ তাঁহার সন্নিহিত হইল, এবং তাঁহার বামভাগে থাকিয়া ঘোররবে বিরাব করিতে লাগিল। ইত্যবসরে লক্ষ্মণ নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিলেন, রাম দূরে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে লক্ষ্মণ তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। উভয়ে বিষণ্ণ এবং উভয়েই দুঃখিত রাম তাঁহাকে সেই রাক্ষসপূর্ণ নির্জ্জন অরণ্যে সীতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপস্থিত দেখিয়া ভর্ৎসনা করিলেন, এবং তাঁহার বাম হস্ত ধারণ করিয়া, কাতরতার সহিত মধুর স্বরে কঠোরভাবে কহিলেন, লক্ষ্মণ! জানকীকে রাখিয়া আগমন করা তোমার অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে। না জানি, এক্ষণে কি দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে। চতুর্দ্দিকে যখন নানা প্রকার দুর্নিমিত্ত দেখিতেছি, তখন নিঃসন্দেহ সীতা অপহৃত হইয়াছেন, কিংবা অরণ্যচারী রাক্ষসেরা তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে। দেখ, পূর্ব্ব দিকে মৃগ ও পক্ষিগণ ঘোরস্বরে চীৎকার করিতেছে, অতঃপর জানকী যে কুশলে আছেন, ইহা কোনও মতে আমার বিশ্বাস হয় না। মারীচ মৃগরূপে আমায় প্রলোভিত করিয়া বহুদূরে আইল, আমি বিশেষ পরিশ্রমে কথঞ্চিত তাহাকে বিনাশ করিলাম, সেও মৃত্যুকালে রাক্ষস হইল। তথাচ আমার মন বিষণ্ণ এবং একান্তই অপ্রসন্ন। বামচক্ষু স্পন্দন হইতেছে, বোধ হয়, যেন সীতা নাই; হয় কেহ তাঁহাকে হরণ করিয়াছে, নয় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, কিম্বা তিনি পথে পথে ভ্রমিতেছেন।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ রাম, লক্ষ্মণকে দীন ও সন্তোষহীন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! যিনি দণ্ডকারণ্যে আমার অনুসরণ করিয়াছেন, তুমি যাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এস্থানে আগমন করিলে, সেই জানকী এক্ষণে কোথায়? আমি রাজ্যচ্যুত হইয়া, দীনমনে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি, আমার সেই দুঃখসহচরী জানকী এক্ষণে কোথায়? আমি যাঁহাকে চক্ষের অন্তরালে রাখিয়া, এক পলকও প্রাণ ধারণ করিতে পারি না, আমার সেই জীবনসহায় জানকী এক্ষণে কোথায়? বৎস! জানকী সুরকন্যারূপিণী ক্ষীণমধ্যা ও হেমবর্ণা, আমি তাঁহাকে ভিন্ন পৃথিবীর আধিপত্য কি ইন্দ্রত্ব কিছুই চাহি না। এক্ষণে যথার্থ বল, আমার সেই প্রাণাধিকা কি জীবিত নাই? আমার এই বনবাস-ব্রত ত বিফল হইবে না? হা! জানকীর নিমিত্ত আমার মৃত্যু হইলে, এবং তুমি একাকী প্রতিগমন করিলে, কৈকেয়ী পুত্রের রাজ্যলাভে সিদ্ধসংকল্প ও সুখী হইবেন এবং মৃতবৎসা তপস্বিনী কৌশল্যাও বিনয়ের সহিত তাঁহার সেবা করিবেন। লক্ষ্মণ! যদি সেই সুশীলা জানকী জীবিত থাকেন, তবে আমি পুনরায় আশ্রমে যাইব, যদি তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে আমিও প্রাণত্যাগ করিব। তিনি আমাকে উপস্থিত দেখিয়া, হাস্যমুখে বাক্যালাপ না করিলেও আমি প্রাণে

মরিব। বল, তিনি কি জীবিত আছেন? না তোমার অসাবধানতায় রাক্ষসেরা তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে? হা! জানকী অতি তরুণী ও সুকুমারী, ক্লেশ তাঁহার সহ্য হয় না; এক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই আমার বিয়োগে, যার পর নাই বিমনা হইয়া, শোক করিতেছেন। বৎস! কুটিল মারীচ, হা লক্ষ্মণ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করাতে তোমারও মনে কি ভয় জন্মিল? বোধ হয়, জানকী আমার অনুরূপ ঐ স্বর শুনিয়া, শঙ্কিতমনে তোমায় প্রেরণ করিয়া থাকিবেন, তন্নিবন্ধন তুমিও শীঘ্র আমার দর্শনার্থ উপনীত হইলে। যাহাই হউক, সীতাকে বনে পরিত্যাগ করিয়া আসা তোমার কর্ত্তব্য হয় নাই। তুমি এই কার্য্যে নৃশংস রাক্ষসগণকে অপকার করিতে অবসর দিয়াছ। ঐ ঘোরা মাংসাশীরা খরের নিধনে অত্যন্ত দুঃখিত রহিয়াছে, এক্ষণে তাহারাই যে সীতাকে সংহার করিবে, ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ হইতেছে না। বীর! আমি অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছি, এখন আর কি করিব, বোধ হয়, ভাগ্যে এইরূপই নির্দ্দিষ্ট ছিল।

রাম এই প্রকারে সীতাসংক্রান্ত চিন্তায় অতিমাত্র কাতর হইয়া, অনুজ লক্ষ্মণকে ভর্ৎসনা করত দ্রুতপদে জনস্থানে যাইতে লাগিলেন। ক্ষুৎপিপাসা ও পরিশ্রমে তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল, তিনি অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন এবং ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর রাম দুঃখাবেগে পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! আমি যখন তোমাকে বিশ্বাস করিয়া বনমধ্যে জানকীকে রখিয়া আইলাম, তখন তুমি কি জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এস্থানে আগমন করিলে? আমি দূর হইতে তোমায় সীতাশূন্য একাকী আসিতে দেখিয়া, অত্যন্ত ভীত ও ব্যথিত হইয়াছি। আমার বামনেত্র ও বামবাহু স্পন্দিত এবং হৃদয় নিরন্তর কম্পিত হইতেছে।

তখন লক্ষ্মণ শোকাকুল রামকে দুঃখিতমনে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! আমি আপন ইচ্ছায় সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসি নাই। তিনি কঠোর বাক্যে আমায় প্রেরণ করিলেন, তজ্জন্যই আমি আপনার নিকট আগমন করিলাম। আপনি "হা লক্ষ্মণ! রক্ষা কর" এই কথা মুক্ত-স্বরে সুস্পষ্ট কহিয়াছিলেন; উহা জানকীর শ্রুতিগোচর হয়। তিনি সেই আর্ত্তস্বর শুনিয়া সজলনয়নে ভীতমনে কেবল আপনারই স্নেহে বারংবার আমাকে নির্গত হইবার নিমিত্ত ত্বরা দিতে লাগিলেন। তখন আমিও তাঁহার প্রত্যয় হইতে পারে, এইরূপ বাক্যে কহিলাম, দেবী আর্য্যের মনে ভয় জন্মাইয়া দেয়, এইরূপ রাক্ষস আমি দেখিতেছি না। এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হও, এই কণ্ঠস্বর আর্য্যের নহে, বোধ হয়, আর কাহারও হইবে। যিনি সুরগণকেও রক্ষা করিতে পারেন, "পরিত্রাণ কর" এই ঘৃণিত নীচ বাক্য তিনি কিরূপে

বলিবেন ? কেহ কোনও কারণে তাঁহার অনুরূপ স্বরে এইরূপ কহিয়াছে। এক্ষণে তুমি সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় দুঃখিত হইও না, উৎকণ্ঠা দূর কর, শান্ত হও। তাঁহাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারে, ত্রিলোকে এইরূপ লোক জন্মে নাই, জন্মিবেও না। তিনি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অজেয়।

অনন্তর জানকী মোহবশত রোদন করিতে করিতে নিদারুণ বাক্যে কহিলেন, দুষ্ট ! রাম বিনষ্ট হইলে তুই আমায় পাইবি, মনে মনে এই পাপ অভিসন্ধি করিয়াছিস্, কিন্তু তোর এই সংকল্প সিদ্ধ হইবে না। তুই নিশ্চয়ই ভরতের সঙ্কেতে রামের অনুসরণ করিতেছিস্, এই জন্য তাঁহার আর্ত্তস্বর শুনিয়াও সন্নিহিত হইলি না। তুই প্রচ্ছন্নচারী শত্রু, এক্ষণে আমারই নিমিত্ত তাঁহার ছিদ্রান্বেষণে ফিরিতেছিস্। আর্য্য ! জানকী এইরূপ কহিবামাত্র আমার অতিশয় ক্রোধ জন্মিল, নেত্র আরক্ত হইয়া উঠিল এবং ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। তখন আমিও বিলম্ব না করিয়া, আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

রাম, লক্ষ্মণের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সন্তপ্তমনে কহিলেন, বৎস ! তুমি সীতা ব্যতীত এস্থানে আগমন করিয়া অতিশয় কুকর্ম্ম করিলে। আমি রাক্ষসগণকে নিবারণ করিতে পারি, ইহা জানিলেও জানকীর ক্রোধবাক্যে নির্গত হওয়া তোমার উচিত হয় নাই। ইহাতে আমি অত্যন্তই অসন্তুষ্ট হইলাম। দেখ, সীতার নিয়োগে ক্রুদ্ধ হইয়া আমার আদেশ লঙ্ঘন করা তোমার সম্পূর্ণই নীতিবিরুদ্ধ হইয়াছে। লক্ষ্মণ ! যে আমাকে মায়ামৃগরূপে আশ্রম হইতে দূরে

আনিল, এখন সেই রাক্ষস আমার শরাঘাতে ভূতলে শয়ান। আমি শরাসনে শর সন্ধান ও ঈষৎ আকর্ষণ করিয়া প্রহার করিলাম, সে তৎক্ষণাৎ মৃগদেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কেয়ূরধারী রাক্ষস হইল, এবং আমার স্বর অনুকরণ করিয়া কাতর বাক্যে সুস্পষ্ট চীৎকার করিল। বৎস! এক্ষণে ঐ শব্দেই তুমি জানকীকে পরিত্যাগ করিয়া এস্থানে আসিয়াছ।

ষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর পথমধ্যে রামের বাম নেত্র স্ফুরিত সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত এবং পদস্খলন হইতে লাগিল। তিনি এই সমস্ত দুর্লক্ষণ দেখিয়া, লক্ষ্মণকে বারংবার সীতার কুশল জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে দর্শন করিবার আশয়ে একান্ত উৎসুক হইয়া দ্রুতগমনে চলিলেন। তাঁহার আশ্রমপদ অদূরে। তিনি লক্ষ্মণের সহিত উপস্থিত হইয়া, উহার সমীপদেশ শূন্য দেখিলেন, এবং উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সীতার বিহার-স্থানে গমন ও পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া, যার পর নাই ব্যথিত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। অনন্তর তিনি উদ্বিগ্নমনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ এবং হস্তপদ ক্ষেপণে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে হেমন্তে পদ্মশ্রীবিরহিত সরোবরের ন্যায় পর্ণকুটীর সীতাশূন্য রহিয়াছে; বৃক্ষ সকল যেন রোদন করি-তেছে, পুষ্প সমুদায় ম্লান এবং মৃগ ও পক্ষিগণ মৌন; আশ্রম

একান্তই হতশ্রী ও বিপর্য্যস্ত, বনদেবতারা তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। এবং কুশ ও চর্ম্ম বিকীর্ণ ও কাশনির্ম্মিত কট চারিদিকে প্রক্ষিপ্ত। তখন রাম কুটীর শূন্য দর্শন করিয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা! জানকীকে কি কেহ হরণ করিল, না তাঁহার মৃত্যু হইল; তিনি কি অন্তর্ধান করিলেন, না তাঁহার রুধিরে কেহ তৃপ্তি লাভ করিল; তিনি কি কোথাও প্রচ্ছন্ন আছেন, না বনে গিয়াছেন; তিনি কি ফল পুষ্প চয়নের জন্য নির্গত, না জল আনয়নের নিমিত্ত নদী বা সরোবরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অনন্তর রাম শোকে আরক্তনেত্র ও উন্মত্ত হইয়া, যত্ন সহকারে সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি জানকীর দর্শন পাইলেন না। তখন তিনি দুঃখে অতিমাত্র কাতর হইয়া, বিলাপ ও পরিতাপ পূর্ব্বক বৃক্ষ পর্ব্বত এবং নদ নদী সমস্ত পর্য্যটন করত এইরূপ জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, কদম্ব! আমার প্রেয়সী তোমায় অতিশয় প্রীতি করেন, এক্ষণে যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত বল। বিল্ব! যাঁহার স্তনযুগল শ্রীফলের তুল্য, সর্ব্বাঙ্গ নবপল্লববৎ কোমল, এবং পরিধান পীত কৌশেয় বস্ত্র, যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত বল। করবীর! তুমি কৃশাঙ্গী জানকীর অত্যন্ত স্নেহের হইতেছ, এক্ষণে তিনি জীবিত আছেন কি না, বল। মরুবক! তুমি লতাসংকুল পল্লবাকীর্ণ ও পুষ্পপূর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছ, জানকীর উরুদ্বয় তোমারই ত্বকের ন্যায় সুদৃশ্য, এক্ষণে তিনি কোথায়, তুমি তাহা অবশ্যই জান। তিলক! তুমি বৃক্ষপ্রধান, ভ্রমরেরা তোমার চতুর্দ্দিকে গান করিতেছে,

তুমি জানকীর অত্যন্ত আদরের বস্তু, এক্ষণে তিনি কোথায়, তুমি তাহা অবশ্যই জান। অশোক! শোকনাশক! আমি শোকভরে হতচেতন হইয়া আছি, এক্ষণে তুমি জানকীকে দেখাইয়া আমার শোক নষ্ট কর। তাল! প্রেয়সীর স্তন-যুগল সুপক্ক তাল ফলের তুল্য, যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত কৃপা করিয়া বল। জম্বু! যদি তুমি সেই স্বর্ণবর্ণা সীতাকে জান, তবে নির্ভয়ে বল। কর্ণিকার! তুমি কুসু-মিত হইয়া অত্যন্ত শোভিত হইতেছ, সুশীলা জানকী তোমাতে একান্ত অনুরক্ত, এক্ষণে যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত বল।

রাম এইরূপে চূত পনস দাড়িম কদম্ব মহাসাল কুরর বকুল চন্দন ও কেতক প্রভৃতি বৃক্ষের নিকট সীতার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। ঐ সময় অরণ্যমধ্যে তাঁহাকে ভ্রান্ত ও উন্মত্তবৎ বোধ হইল। অনন্তর তিনি বন্যজন্তুগণকে সম্বো-ধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মৃগ! তুমি মৃগনয়না জানকীকে অবশ্যই জান, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি মৃগীগণের সঙ্গে আছেন? মাতঙ্গ! বোধ হয়, করিকরজঘনা জানকী তোমার পরিচিত, এক্ষণে যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত বল! ব্যাঘ্র! আমার প্রিয়তমার মুখ চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন, এক্ষণে যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত অস-ঙ্কোচে বল, তোমার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। কমললোচনে! তুমি কি কারণে ধাবমান হইতেছ, এই যে তোমাকে দেখিতে পাইলাম; তুমি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে কেন আমার বাক্যে উত্তর দিতেছ না। দাঁড়াও, এক্ষণে একান্তই নির্দ্দয় হইয়াছ,

তুমি ত পূর্ব্বে এইরূপ পরিহাস করিতে না, তবে কি জন্য আমাকে উপেক্ষা কর। প্রিয়ে! আমি তোমাকে পীতবর্ণ পট্টবসনে চিনিয়াছি, তুমি দ্রুতপদে যাইতেছ, তাহাও দেখিয়াছি, তোমার অন্তরে যদি স্নেহসঞ্চার থাকে, তবে থাক, আর যাইও না। না, ইনি চারুহাসিনী জানকী নহেন, মাংসাশী রাক্ষসগণ আমার সমক্ষে নিশ্চয়ই তাঁহার অঙ্গ বিভাগ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়াছে; নচেৎ এইরূপ ক্লেশে তিনি আমাকে কখন উপেক্ষা করিতেন না। হা! জানকীর নাসিকা কি সুদৃশ্য, দন্ত কি সুন্দর, এবং ওষ্ঠই বা কি মনোহর। তাঁহার সেই কুণ্ডলশোভিত পূর্ণচন্দ্রপ্রতিম মুখ খানি রাক্ষসের গ্রাসে হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। তিনি আর্ত্তরব করিতে লাগিলেন, আর নিশাচরেরা তাঁহার চন্দ্রবর্ণ স্বর্ণহারের যোগ্য কোমল গ্রীবা ভক্ষণ করিল। তাঁহার পল্লবমৃদু অলঙ্কৃত হস্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং অগ্রভাগে কম্পিত হইতে লাগিল, আর উহারা তাহা ভক্ষণ করিল। হা! আমি রাক্ষসগণেরই জন্য তরুণী সীতাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলাম। তিনি স্বজন সত্ত্বেও যেন সঙ্গিহীনা ছিলেন। লক্ষ্মণ! তুমি কি আমার প্রেয়সীকে কোথাও দেখিয়াছ? হা প্রিয়ে! হা সীতে! তুমি কোথায় গমন করিলে?

রাম, সীতার অন্বেষণপ্রসঙ্গে বনে বনে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। তিনি কোথাও বেগে উত্থিত, কোথাও স্বতেজে ঘূর্ণ্যমান হইলেন এবং কোথাও বা একান্তই উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি এইরূপ অবিশ্রান্তে বন পর্ব্বত নদী ও প্রস্রবণ সকল মহাবেগে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু

ইহাতেও তাঁহার আশা নিবৃত্তি হইল না। তিনি সীতার অনুসন্ধানার্থ পুনরায় গাঢ়তর পরিশ্রম আরম্ভ করিলেন।

একষষ্টিতম সর্গ।

রাম অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও জানকীর দর্শন পাইলেন না। তখন তিনি বাহুদ্বয় উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক হাহাকার করিয়া লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, ভাই! সীতা কোথায়?৷ কোন্ দিকে গমন করিলেন? কে তাঁহাকে হরণ এবং কেই বা ভক্ষণ করিল? প্রিয়ে! তুমি যদি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে আমাকে পরিহাস করিবার ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে ক্ষান্ত হও, আমি একান্ত দুঃখিত হইয়াছি, শীঘ্রই আমার নিকট আইস। তুমি যে সকল সরল মৃগশিশুর সহিত ক্রীড়া করিতে, ঐ তাহারা তোমার বিরহে সজলনয়নে চিন্তা করিতেছে। ভাই! আমার জানকী নাই, আমি আর বাঁচিব না। পিতা পরলোকে নিশ্চয়ই আমাকে সীতাহরণ-শোকে বিনষ্ট দেখিবেন, এবং কহিবেন আমি প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া, তোমায় বনবাস দিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হইতে, কি নিমিত্ত এস্থানে আমার নিকট আগমন করিলে? লক্ষ্মণ! এই অপরাধে পিতা এই স্বেচ্ছাচার মিথ্যা-বাদী ও নীচকে নিশ্চয়ই ধিক্কার করিবেন। জানকি! আমি তোমারই অধীন অতিদীন শোকাকুল ও হতাশ; কীর্ত্তি

যেমন কপটকে, সেইরূপ তুমি আমাকে ফেলিয়া কোথায় যাও ? প্রিয়ে! ত্যাগ করিও না। ত্যাগ করিলে আমি নিশ্চয়ই মরিব। রাম সীতার দর্শনকামনায় বারংবার এই-রূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালে তিনি আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

তখন লক্ষ্মণ বহুল পঙ্কে নিমগ্ন হস্তীর তুল্য রামকে শোকে অতিশয় অবসন্ন দেখিয়া, শুভসঙ্কল্পে কহিতে লাগিলেন, ধীর! বিষণ্ণ হইবেন না, আসুন অতঃপর দুই জনে যত্ন করি। ঐ অদূরে কন্দরশোভিত গিরিবর, অরণ্য পর্য্যটন জানকীর একান্তই প্রিয়, এক্ষণে বোধ হয়, তিনি বনে গিয়াছেন; কুসুমিত সরোবর বা মৎস্যবহুল বেতসসংকুল নদীতে গমন করিয়াছেন; কিম্বা আমরা কি প্রকার অনুসন্ধান করি, ইহা জানিবার আশয়ে ভয় প্রদর্শনের জন্য কোথাও প্রচ্ছন্ন রহি-য়াছেন। আর্য্য! শোক করিবেন না, এক্ষণে অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই। যদি মত হয়, ত সমস্ত বনই দেখি।

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণের সহিত সীতার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শৈল কানন সরিৎ সরোবর এবং ঐ পর্ব্বতের শিলা ও শিখর সমস্তই দেখিলেন, কিন্তু কোথাও সীতার সাক্ষাৎকার পাইলেন না। তখন রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আমি এই পর্ব্বতে জানকীর দর্শন পাইলাম না। লক্ষ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখিতমনে কহিলেন, আর্য্য! মহাবল বিষ্ণু যেমন বলীকে বন্ধন পূর্ব্বক পৃথিবী অধিকার করেন, তদ্রূপ আপনিও এই দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতে করিতে জানকীকে প্রাপ্ত হইবেন।

তখন রাম দুঃখিতমনে দীনবচনে কহিলেন, বৎস! বন, প্রফুল্লসরোজ সরোবর এবং এই শৈলের কন্দর ও নির্ঝর সমস্তই ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু কোথাও প্রাণাধিক জানকীকে পাইলাম না।

অনন্তর রাম কৃশ দীন ও শোকাকুল হইয়া, বিলাপ করিতে করিতে, মুহূর্ত্তকাল বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া গেল, এবং বুদ্ধিভ্রংশ হইল। তখন তিনি দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদ বাক্যে "হা প্রিয়ে" কেবল এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বিনীত লক্ষ্মণ কাতর হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে ঐ স্বজনবৎসলকে নানা প্রকারে প্রবোধ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু রাম তাঁহার বাক্যে অনাদর করিলেন, এবং সীতাকে দেখিতে না পাইয়া, অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

কমললোচন রাম শোকে হতজ্ঞান এবং অনঙ্গশরে নিপীড়িত হইলেন। তিনি ভ্রান্তিক্রমে জানকীকে যেন দেখিতে পাইলেন এবং বাষ্পকণ্ঠে কথঞ্চিৎ এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! কুসুমে তোমার বিশেষ অনুরাগ, তুমি আমার শোকউদ্দীপন করিবার নিমিত্ত অশোকশাখায় আবৃত

হইয়া আছ। তোমার উরুযুগল কদলীকাণ্ডসদৃশ, উহা কদলীতে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছ বটে, কিন্তু কিছুতে গোপন করিতে পারিলে না, আমি সুস্পষ্টই উহা দেখিতে পাইলাম। জানকি! তুমি কৌতুকচ্ছলে কর্ণিকার বনে লুকাইয়াছ, কিন্তু একের উপহাস অন্যের প্রাণনাশ, এক্ষণে ক্ষান্ত হও, ইহা আশ্রমের ধর্ম্ম নহে। তুমি যে কৌতুকপ্রিয়, আমি তাহা বিলক্ষণ বুঝিলাম। বিশাললোচনে! আইস, তোমার এই পর্ণকুটীর শূন্য রহিয়াছে।

লক্ষ্মণ! বোধ হয়, রাক্ষসেরা জানকীকে হরণ বা ভক্ষণ করিয়াছে, নচেৎ তিনি আমাকে এইরূপ কাতর দেখিয়া, কখন উপেক্ষা করিতেন না। এই মৃগযূথই আমার অনুমান সজলনয়নে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। জানকি! সাধ্বি! কোথায় গমন করিলে? হা! আজ কৈকেয়ীর মনোরথ পূর্ণ হইল। আমি সীতার সহিত নির্গত হইয়াছিলাম, এক্ষণে সীতাব্যতীত কি প্রকারে শূন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিব। বৎস! অতঃপর লোকে আমাকে নির্দ্দয় ও নির্বীর্য্য বোধ করিবে। আমার যে কিছুমাত্র বীরত্ব নাই, জানকীর বিনাশে তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইল। এক্ষণে বনবাস হইতে প্রতিগমন করিলে, রাজা জনক আমায় কুশল জিজ্ঞাসিতে আসিবেন, তৎকালে আমি কিরূপে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তিনি আমার সীতাকে না দেখিলে, নিশ্চয়ই তাঁহার বিনাশশোকে বিমোহিত হইবেন। হা! পিতাই ধন্য, তাঁহাকে আর এ যন্ত্রণা সহিতে হইল না। ভাই! বল, এক্ষণে আমি সেই ভরতরক্ষিত অযোধ্যায় কিরূপে যাইব। সীতাব্যতীত স্বর্গও আমার

পক্ষে শূন্য বোধ হইবে। আমি সীতাকে না পাইলে, আর কোনক্রমে প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। অতঃপর তুমি আমাকে এই অরণ্যে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রতিগমন কর। গিয়া ভরতকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক আমার কথায় বলিও, রাম অনুজ্ঞা দিয়াছেন, তুমি স্বচ্ছন্দে রাজ্য পালন কর। বৎস! তুমি ভরতকে এই কথা বলিয়া, কৈকেয়ী সুমিত্রা ও কৌশল্যাকে আমার আদেশে ক্রমান্বয়ে অভিবাদন করিও। আমার আজ্ঞা পালনে তোমার অমনোযোগ নাই, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে আমার জননীকে রক্ষা করিও এবং আমার ও জানকীর বিনাশবৃত্তান্ত তাঁহার সমক্ষে সবিস্তরে কহিও।

রাম এইরূপে বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, লক্ষ্মণ অত্যন্ত কাতর হইলেন। তাঁহার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল, এবং মনও একান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

রাম শোক ও মোহে নিপীড়িত এবং বিষাদে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। তিনি দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে অধিকতর বিষণ্ণ করিয়া, দীনমনে সজলনয়নে তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বৎস! বোধ হয়, আমার তুল্য কুকর্ম্মী পৃথিবীতে আর নাই। দেখ, শোকের

পর শোক অবিচ্ছেদে আমার হৃদয় ও মন বিদীর্ণ করিতেছে। পূর্ব্বে আমি অনেক বার ইচ্ছামত পাপ করিয়াছি, আজ তাহারই বিপাক উপস্থিত, এবং তজ্জন্যই আমাকে দুঃখপরম্পরা ভোগ করিতে হইতেছে। আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছি, স্বজন-বিয়োগ, জননীবিরহ ও পিতার মৃত্যু ভাগ্যে সমস্তই ঘটিয়াছে; এক্ষণে তৎসমুদায় মনোমধ্যে আবির্ভূত হইয়া, আমার এই শোকবেগ পূর্ণ করিয়া দিতেছে। ভাই! বনে আসিয়া সকল দুঃখই শরীরে জুড়াইয়াছিলাম, কিন্তু জানকী-বিচ্ছেদে কাষ্ঠে অগ্নিসংযোগবৎ আজ আবার সেই গুলি হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল। হা! রাক্ষসেরা যখন জানকীরে হরণ করে, তখন সেই কলকণ্ঠা ভীত হইয়া আকাশপথে নিরবচ্ছিন্ন অস্পষ্টস্বরে না জানি কতই রোদন করিয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তুল স্তনযুগল সতত রমণীয় হরিচন্দনরাগে রঞ্জিত থাকিত, এক্ষণে বোধ হয়, তাহা শোণিতপঙ্কে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দেখ, আমার এখনও মৃত্যু হইল না। যে মুখে কুটিল-কেশভার শোভা পাইত এবং মৃদু কোমল ও সুস্পষ্ট কথা নির্গত হইত, এক্ষণে তাহা রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় একান্ত হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। হা! বোধ হয়, শোণিতলোলুপ রাক্ষসেরা সেই পতিপ্রাণার হারশোভিত গ্রীবা নির্জ্জনে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রুধির পান করিয়া থাকিবে। আমি আশ্রমে ছিলাম না, ইত্যবসরে উহারা তাঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক আকর্ষণ করে, আর সেই আকর্ণলোচনা দীনা কুররীর ন্যায় আর্ত্তরব করিয়া থাকিবেন। বৎস! তাঁহার স্বভাব অতি উদার, পূর্ব্বে তিনি এই শিলাতলে আমার পার্শ্বে বসিয়া, মধুর হাস্যে তোমার

কথা কতই কহিতেন। এক্ষণে আইস, আমরা উভয়ে তাঁহার অনুসন্ধান করি, আমার বোধ হয়, তিনি এই সরিদ্বরা গোদাবরীতে গমন করিয়াছেন। এই নদী তাঁহার একান্তই প্রিয়। কিম্বা সেই পদ্মপলাশনয়না পদ্ম আনয়নার্থ কোন সরোবরে গিয়াছেন, অথবা এই বিহঙ্গসংকুল পুষ্পিত বনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; না, অসম্ভব, তিনি ভয়ে একাকী কখন কোথাও যাইবেন না। সূর্য্য! তুমি লোকের কার্য্যাকার্য্য সমস্তই জান, তুমি সত্য মিথ্যার সাক্ষী; এক্ষণে বল, আমার প্রিয়তমা জানকী কোথায় গিয়াছেন? বায়ু! তুমি নিরন্তর ত্রিলোকের বৃত্তান্ত বিদিত হইতেছ, এক্ষণে বল, সেই কুল-পালিনীর কি মৃত্যু হইল? কি কেহ তাঁহাকে হরণ করিল? না তুমি তাঁহাকে কোন পথে দেখিয়াছ?

তখন ন্যায়পর তেজস্বী লক্ষ্মণ রামকে শোকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া প্রবোধ বাক্যে কহিলেন, আর্য্য! আপনি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করুন এবং জানকীর অন্বেষণার্থ সবিশেষ উৎসাহী হউন। দেখুন, উৎসাহশীল লোক অতি দুষ্কর কার্য্যেও অবসন্ন হন না।

রাম প্রবলপৌরুষ লক্ষ্মণের এই কাতর বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার ধৈর্য্যলোপ হইল এবং তিনি যার পর নাই দুঃখিত হইলেন।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর রাম দীনবচনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি শীঘ্র গোদাবরীতে গিয়া জান, জানকী পদ্ম আনিবার জন্য তথায় গিয়াছেন কি না?

লক্ষ্মণ এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র ত্বরিতপদে পুনরায় তীর্থপূর্ণ সুরম্য গোদাবরীতে গমন করিলেন, এবং উহার সর্ব্বত্র অনুসন্ধান পূর্ব্বক অবিলম্বে রামের নিকট আসিয়া কহিলেন, আর্য্য! আমি সীতাকে গোদাবরীর কোন তীর্থেই দেখিলাম না, ডাকিলাম, উত্তর পাইলাম না, জানি না, এক্ষণে সেই ক্লেশনাশিনী কোথায় গিয়াছেন।

অনন্তর রাম অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া, স্বয়ংই গোদাবরীতে গমন করিলেন এবং জানকীর কথা তথাকার সকলকেই জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন; কিন্তু ঐ নদী এবং অন্যান্য প্রাণী, বধ্য রাবণ যে সীতা হরণ করিয়াছে, তাহা উহাঁর নিকট প্রকাশ করিতে সাহসী হইল না। তখন রাম শোকাকুল হইয়া, ঐ নদীকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিলেন, জীবজন্তুগণও উহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু গোদাবরী কোন মতে কিছুই কহিল না। তৎকালে দুরাত্মা রাবণের রূপ ও কর্ম্ম চিন্তা করিয়া, তাহার মনে অতিশয় ভয় জন্মিল, তন্নিবন্ধন সে কিছুই কহিল না।

তখন রাম হতাশ হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই গোদাবরী সীতাসংক্রান্ত কোন কথাই কহিল না। এক্ষণে

আমি রাজা জনকের সন্নিধানে গিয়া কি বলিব, এবং জানকীকে হারাইয়া জননীকেই বা কিরূপে অপ্রিয় কথা শুনাইব। লক্ষ্মণ! আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনের ফলমূলে প্রাণ রক্ষা করিতেছি, এ সময় জানকীই আমার শোক দূর করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি কোথায় গমন করিলেন? আমি জ্ঞাতিহীন, সীতারও আর দর্শন নাই, অতঃপর নিদ্রাবিরহে রজনী নিশ্চয়ই আমার পক্ষে অতি দীর্ঘ বোধ হইবে। বৎস! যদি সীতা লাভের কোন সম্ভাবনা থাকে, তবে এখন মন্দাকিনী জনস্থান এবং এই প্রস্র-বণ শৈল সমস্তই পর্য্যটন করি। ঐ দেখ, মৃগেরা বারংবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে, উহাদের আকার ইঙ্গিতে অনুমান হয়, যেন উহারা আমাকে কোন কথা কহিবে।

অনন্তর রাম ঐ সমস্ত মৃগকে লক্ষ করিয়া বাষ্পগদ্গদ-বাক্যে জিজ্ঞাসিলেন, মৃগগণ! জানকী কোথায়? মৃগেরা এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিল, এবং দক্ষিণাভিমুখী হইয়া, আকাশ প্রদর্শন ও সীতাকে যে পথে লইয়া গিয়াছে, তথায় গমনাগমন পূর্ব্বক রামকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন লক্ষ্মণ মৃগেরা যে নিমিত্ত পথ ও আকাশ দেখাইয়া দিতেছে এবং যে নিমিত্ত নিনাদ ছাড়িয়া ধাবমান হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি উহাদের বাক্যস্থানীয় ইঙ্গিত সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া রামকে কহিলেন, দেব! আপনি জানকীর কথা জিজ্ঞাসিলে, মৃগেরা সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দক্ষিণ দিক ও তদভিমুখী পথ দেখা-ইয়া দিতেছে; ভাল, আসুন, আমরা ঐ দিকেই যাই। হয় ত, এবারে আমরা জানকীর কোন চিহ্ন বা তাঁহাকেই পাইব।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের এই বাক্যে সম্মত হইলেন এবং তাঁহারই সমভিব্যাহারে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করত দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। উহাঁরা জানকীসংক্রান্ত কথার প্রসঙ্গ করিয়া গমন করিতেছেন, ইত্যবসরে দেখিলেন, পথের একস্থলে অনেকগুলি পুষ্প পতিত আছে। তদ্দর্শনে মহাবীর রাম লক্ষ্মণকে দুঃখিতবাক্যে কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমি কাননে জানকীকে যে সকল পুষ্প দিয়াছিলাম, তিনি কবরীতে যাহা বন্ধন করিয়াছিলেন, চিনিয়াছি, এই গুলি সেই পুষ্প। বোধ হয়, বায়ু সুর্য্য ও যশস্বিনী পৃথিবী আমার উপকারার্থ এই সমস্ত রক্ষা করিতেছেন।

রাম লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া প্রস্রবণকে জিজ্ঞাসিলেন, পর্ব্বত! আমি জানকীশূন্য হইয়াছি, তুমি কি এই সুরম্য কাননে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীকে দেখিয়াছ? পরে সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাকে কহিলেন, তুই সেই স্বর্ণবর্ণা হেমাঙ্গীরে দেখাইয়া দে, নচেৎ আমি তোর শৃঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করিব। তৎকালে প্রস্রবণ যেন সীতাকে দেখাইয়াও দেখাইল না। তখন রাম পুনর্ব্বার কহিলেন, পর্ব্বত! তুই এখনই আমার শরাগ্নিতে ছার খার হইবি। তোর বৃক্ষ পল্লব ও তৃণ কিছুই থাকিবে না, এবং সর্ব্বাংশে লোকের অসেব্য হইয়া রহিবি। তিনি প্রস্রবণকে এই বলিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আজ যদি এই নদী সেই চন্দ্রাননার কথা না বলে, তবে ইহাকেও শুষ্ক করিয়া ফেলিব।

রাম নেত্রজ্যোতিতে সমস্ত দগ্ধ করিবার সঙ্কল্পেই যেন

রোষভরে লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে রাক্ষসের বিস্তীর্ণ পদচিহ্নপরম্পরা দেখিতে পাইলেন। সীতা নিশাচর কর্তৃক অনুসৃত ও ভীত হইয়া, রামের কামনায় ইতস্তত ধাবমান হইয়াছিলেন, তাঁহার পদচিহ্নও দেখিলেন, এবং ভগ্ন ধনু তূণীর ও চূর্ণ রথও প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি এই সমস্ত দেখিয়া, ব্যস্তসমস্ত চিত্তে লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, জানকীর অলঙ্কারসংক্রান্ত স্বর্ণবিন্দু ও কণ্ঠের বিচিত্র মাল্য রহিয়াছে, এবং কনকবর্ণ শোণিতে ধরাতলও আচ্ছন্ন আছে। বোধ হয়, কামরূপী রাক্ষসেরা তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। এই স্থানে দুইটি নিশাচর তাঁহার জন্য বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল। ঐ দেখ, মুক্তাখচিত মণিমণ্ডিত রমণীয় ধনু ভগ্ন ও পতিত আছে; এই তরুণসূর্য্যপ্রকাশ বৈদুর্য্যগুটিকাযুক্ত কাঞ্চন কবচ ছিন্ন ভিন্ন এবং ঐ শতশলাকাসম্পন্ন মাল্যসমলঙ্কৃত ভগ্নদণ্ড ছত্র রহিয়াছে। এই সমস্ত হেমবর্ম্মজড়িত পিশাচমুখ ভীমমূর্ত্তি বৃহৎ খর নিহত হইয়াছে; এই দীপ্ত পাবকতুল্য উজ্জ্বল সমরধ্বজ; ঐ সাংগ্রামিক রথ ভগ্ন হইয়া বিপরীতভাবে পতিত আছে; এই সুদীর্ঘফলক কনকশোভী ভীষণ শর; ঐ শরপূর্ণ তূণীর, এবং এই সারথিও বল্গা ও কষা হস্তে শয়ান রহিয়াছে। বৎস! এ সকল কাহার? রাক্ষস না দেবতার? যে পদচিহ্ন দেখিলাম, উহা পুরুষের, নিশ্চয়ই কোন নিশাচরের হইবে। ঐ ক্রূরহৃদয় পামরগণের সহিত আমার স্বাজাতিক ও আত্যন্তিকই শত্রুতা হইয়াছিল। এক্ষণে উহারা হয় জানকীরে অপহরণ, নয় ভক্ষণ করিয়াছে। হা! ধর্ম্ম এই মহারণ্যে

সীতাকে রক্ষা করিলেন না এবং দেবগণও আমার শুভচিন্তায় বিমুখ হইলেন !

বৎস ! যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন, যিনি দয়াশীল ও বীর, লোকে মোহবশত তাঁহাকেও অবজ্ঞা করিতে পারে। আমি মৃদুস্বভাব কৃপাপরতন্ত্র লোকহিতার্থী ও নির্দোষ, অতঃপর সুরগণ নিশ্চয় আমাকে নির্বীর্য্য বোধ করিবেন। আমার যে সকল গুণ আছে, ভাগ্যক্রমে সে গুলিও দোষে পরিণত হইল। এক্ষণে প্রলয়ের সূর্য্য যেমন জ্যোৎস্না লুপ্ত করিয়া উদিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ আমার তেজ, গুণ সমুদায় ধ্বংস করিয়া প্রকাশ হইবে। আজ যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব পিশাচ কিন্নর ও মনুষ্যেরা সুখী হইতে পারিবে না। আজ আমি নভোমণ্ডল শরপূর্ণ করিয়া, ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোককে নিশ্চেষ্ট করিব ; গ্রহগণের গতিরোধ ও চন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিব ; সূর্য্য ও অগ্নির জ্যোতি নষ্ট করিয়া, সমুদায় ঘোর অন্ধকারে আবৃত করিব ; গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ ও জলাশয় শুষ্ক করিয়া ফেলিব ; তরু লতা গুল্ম ছিন্ন ভিন্ন ও মহাসমুদ্রকেও এককালে নির্ম্মূল করিব। বৎস ! যদি দেবগণ পূর্ব্ববৎ কুশলিনী সীতাকে আমায় অর্পণ না করেন, তিনি হৃত বা মৃতই হউন, যদি এখন তাঁহাকে না দেন, তবে আমি সমস্ত সংসারই ছার খার করিব। এই মুহূর্ত্তেই সকলে আমার বলবীর্য্যের পরিচয় পাইবে। গগনতলে আর কেহই সঞ্চরণ করিতে পারিবে না ; জগৎ আকুল হইয়া মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিবে ; এবং সুরগণও আমার সুদূরগামী শরসমূহের বল প্রত্যক্ষ করিবেন। লক্ষ্মণ ! এইরূপে আমার ক্রোধে ত্রিলোক উৎসন্ন হইলে উহাঁরা

দৈত্য পিশাচ ও রাক্ষসের সহিত নষ্ট হইবেন এবং আমার দুর্নিবার শরে উঁহাদের সকলেরই লোক খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িবে।

মহাবীর রাম এই বলিয়া, কটিতটে বল্কল ও চর্ম্ম পরিবেষ্টন পূর্ব্বক জটাভার বন্ধন করিলেন। তাঁহার নেত্র ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল এবং ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। তখন ত্রিপুরবিনাশ কালে রুদ্রের মূর্ত্তি যেমন শোভা পাইয়াছিল, তাঁহার মূর্ত্তি তদ্রূপই সুশোভিত হইল। অনন্তর তিনি লক্ষ্মণের হস্ত হইতে শরাসন গ্রহণ ও সুদৃঢ় মুষ্টি দ্বারা ধারণ করিয়া, উহাতে ভুজঙ্গভীষণ প্রদীপ্ত শর সন্ধান করিলেন এবং যুগান্তকালীন অনলের স্থায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! আমি রোষাবিষ্ট হইয়াছি, জরা মৃত্যু কাল ও দৈবকে যেমন কেহই নিবারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ আমাকেও আজ কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

রাম প্রলয়াগ্নির ন্যায় লোকক্ষয়ে উদ্যত হইয়া, সগুণ শরাসন নিরীক্ষণ করিতেছেন, এবং পুনঃপুন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন। তাঁহার মূর্ত্তি যুগান্তে বিশ্বদহনার্থী ভগবান রুদ্রের ন্যায় অতিশয় ভীষণ হইয়াছে। পূর্ব্বে লক্ষ্মণ তাঁহার

এই প্রকার ভাব কখন দর্শন করেন নাই। তিনি উহাঁকে ক্রোধে আকুল দেখিয়া, শুষ্কমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য্য! আপনি অগ্রে মৃদুস্বভাব দুশ্চেষ্টাশূন্য ও সকলের শ্রেয়ার্থী ছিলেন, এক্ষণে রোষবশে প্রকৃতি বিসর্জ্জন করা ভবাদৃশ লোকের উচিত হইতেছে না। যেমন চন্দ্রের শ্রী, সূর্য্যের প্রভা, বায়ুর গতি ও পৃথিবীর ক্ষমা আছে, সেইরূপ আপনার উৎকৃষ্ট যশ নিয়তই রহিয়াছে। অতএব একের অপরাধে লোক নষ্ট করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে না। ঐ একখানি সুসজ্জিত সাংগ্রামিক রথ পতিত দেখিতেছি। জানিতেছি উহা কে কি জন্য ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। এই স্থানটিও অশ্বখুরে ক্ষত বিক্ষত ও শোণিতবিন্দুতে সিক্ত, দেখিলে বোধ হয়, যেন এখানে ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। এই যুদ্ধ এক জন রথীর, দুই জনের হইতে পারে না। আর এই স্থানে বহু সৈন্যের পদচিহ্নও দেখিতেছি না। সুতরাং এক জনের অপরাধে বিশ্ব সংহার করা আপনার উচিত নহে। শান্তস্বভাব ভূপালগণ দোষানুরূপই দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। আর্য্য! আপনি নিয়তকাল লোকের গতি ও আশ্রয় হইয়া আছেন, এক্ষণে কোন্ ব্যক্তি আপনার স্ত্রীবিনাশ সৎ বিবেচনা করিবে। যেমন ঋত্বিকেরা যজমানের অনিষ্ট করিতে পারেন না, তদ্রূপ নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র এবং দেব দানব ও গন্ধর্ব্বেরাও আপনার অপ্রিয় আচরণ করিতে সমর্থ হইবেন না। এক্ষণে আপনি ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক আমার ও ঋষিগণের সহিত সেই ভার্য্যাপহারী শত্রুর অনুসন্ধান করুন। যাবৎ তাহার দর্শন না পাইতেছি, তাবৎ আমরা সাবধানে সমুদ্র, পর্ব্বত, বন,

ভীষণ গুহা, বিবিধ সরোবর এবং দেবলোক ও গন্ধর্ব্বলোক অন্বেষণ করিব। যদি সুরগণ শান্তভাবে আপনার পত্নী প্রদান না করেন, তবে আপনি যেরূপ বিবেচনা হয়, করিবেন। যদি আপনি সদ্ব্যবহার, সন্ধি, বিনয় ও নীতিবলে জানকীরে না পান, তবে স্বর্ণপুঙ্খ বজ্রসার শরজালে সমস্তই উৎসন্ন করিবেন।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

রাম শোকাকুল ও বিমোহিত, ক্ষীণ ও বিমনা হইয়া, অনাথের ন্যায় বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ তাঁহার চরণ গ্রহণ ও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! যেমন দেবগণ অমৃত লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহীপাল দশরথ অনেক তপস্যা ও যাগ যজ্ঞে আপনাকে পাইয়াছেন। আমি ভরতের নিকট শুনিয়াছি, তিনি আপনার গুণে বদ্ধ হইয়া, আপনারই বিরহে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে এই যে দুঃখ উপস্থিত, আপনিও যদি ইহাতে কাতর হন, তবে সহিষ্ণুতা কি সামান্য অসার লোকে সম্ভবপর হইবে? অতঃপর আশ্বস্ত হউন, বিপদ কাহার না ঘটিয়া থাকে। ইহা অগ্নিবৎ স্পর্শ করে, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই তিরোহিত হয়। ফলত শরীরী জীবের পক্ষে ইহা যে একটি নৈসর্গিক ঘটনা, তাহা অবশ্যই স্বীকার

করিতে হইবে। দেখুন, রাজা যযাতি স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহার অধোগতি হইল। আমাদের কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠের এক শত পুত্র জন্মে, কিন্তু এক দিবসে আবার নষ্ট হইয়া গেল। যিনি জগতের মাতা ও সকলের পূজনীয়, সেই পৃথিবী সময়ে সময়ে কম্পিত হন এবং যাঁহারা সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, বিশ্বের চক্ষু ও সকলের আশ্রয়, সেই মহাবল চন্দ্র সূর্য্যও রাহুগ্রস্ত হইয়া থাকেন। ফলত কি মহৎ জীব কি দেবতা সকলকে বিপদ সহ্য করিতে হয়। শুনা যায় যে, ইন্দ্রাদি সুরগণও সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। অতএব আপনি আর ব্যাকুল হইবেন না। যদি জানকীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, যদি কেহ তাঁহাকে বিনাশও করিয়া থাকে, তথাচ আপনি সামান্য লোকের ন্যায় শোক করিবেন না। যাঁহারা আপনার তুল্য সর্ব্বদর্শী এবং যাঁহারা অকাতরে তত্ত্ব নির্ণয় করেন, তাঁহারা অতি বিপদেও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকেন। অতএব আপনি বুদ্ধিবলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করুন। ধীমান মহাত্মারা শুভাশুভ সমস্তই অবগত হন। যাহার গুণ দোষ অপ্রত্যক্ষ, যাহার ফলঅনির্ণেয়, সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয় না। বীর! পূর্ব্বে আপনিই আমাকে অনেক বার এইরূপ কহিয়াছেন। এক্ষণে আপনাকে আর কে উপদেশ দিবে, সাক্ষাৎ বৃহস্পতিও সমর্থ হন না। আপনার বুদ্ধির ইয়ত্তা করা দেবগণের অসাধ্য। আপনার যে জ্ঞান শোকে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, আমি কেবল তাহারই উদ্বোধন করিতেছি। আপনি লৌকিক ও অলৌকিক এই উভয় প্রকার শক্তি অধিকার করিতেছেন,

এক্ষণে তাহা আলোচনা করিয়া শত্রুবধে যত্নবান হউন। সর্ব্বসংহার আবশ্যক কি ; যে প্রকৃত বৈরী, তাহাকেই নষ্ট করুন।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

সারগ্রাহী রাম লক্ষ্মণের যুক্তিসঙ্গত বাক্যে সম্মত হইলেন, এবং প্রবৃদ্ধ ক্রোধ সংবরণ করিয়া, বিচিত্র শরাসনে শরীর-ভার অর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস ! এক্ষণে আমরা কি করিব, কোথায় যাইব, এবং কোন্ উপায়েই বা এই স্থানে জানকীর দর্শন পাইব, চিন্তা কর।

লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য ! এইটি জনস্থান, বহু রাক্ষসে পরিপূর্ণ ও বৃক্ষলতায় সমাকীর্ণ। এস্থানে গিরিদুর্গ, বিদীর্ণ পাষাণ ও মৃগসংকুল ভীষণ গুহা দৃষ্ট হইতেছে, এবং কিন্নর ও গন্ধর্ব্বেরাও বাস করিতেছেন। এক্ষণে আমরা এই সমস্ত স্থান বিশেষ যত্নে অনুসন্ধান করি। দেখুন, বিপদ উপস্থিত হইলে, ভবাদৃশ বুদ্ধিমান বায়ুবেগে অচলের ন্যায় অটলই থাকেন।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত ঐ সমস্ত বনে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, এক স্থলে গিরিশৃঙ্গাকার জটায়ু রুধিরে লিপ্ত হইয়া পতিত আছেন। তদ্দর্শনে তিনি লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস ! এই দুরাত্মা আমার জানকীরে

ভক্ষণ করিয়াছে। এ নিশ্চয়ই রাক্ষস, পক্ষিরূপে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছে এবং আকর্ণলোচনা সীতাকে ভক্ষণ পূর্ব্বক এই স্থানে সুখে রহিয়াছে। এক্ষণে আমি সরলগামী সুতীক্ষ্ণ শরে ইহারে সংহার করিব।

এই বলিয়া রাম, কোদণ্ডে ক্ষুরধার শর সন্ধান পূর্ব্বক ক্রোধভরে সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবী কম্পিত করতই যেন উহার দর্শনার্থ গমন করিলেন। তিনি নিকটস্থ হইলে, জটায়ু সফেন শোণিত উদ্গার পূর্ব্বক দীনবচনে কহিতে লাগিলেন, আয়ুষ্মন্! তুমি এই মহারণ্যে মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায় যাঁহার অন্বেষণ করিতেছ, মহাবল রাবণ আমার প্রাণের সহিত সেই দেবীকে হরণ করিয়াছে। তিনি অরক্ষিত ছিলেন, এই অবসরে ঐ দুর্বৃত্ত আসিয়া তাঁহাকে বল পূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে, আমি দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া তাঁহার রক্ষার্থ নিকটস্থ হইলাম এবং রাবণকেও ভূতলে ফেলিয়া দিলাম। রাম! এই তাহার ধনু ও শর ভাঙ্গিয়াছি, ঐ সাংগ্রামিক রথ ও ছত্র চূর্ণ করিয়া রাখিয়াছি, এবং এই সারথিকে পক্ষাঘাতে নিহত করিয়াছি। আমি যখন যুদ্ধে একান্তই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, তখন সে আমার পক্ষচ্ছেদন পূর্ব্বক সীতাকে গ্রহণ করিয়া আকাশ পথে প্রস্থান করিল। বৎস! রাক্ষস একবার আমাকে প্রহার করিয়াছে, তুমি আর আমাকে মারিও না।

রাম বিহগরাজ জটায়ুর মুখে সীতাসংক্রান্ত প্রিয় সংবাদ পাইয়া দ্বিগুণ সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন, এবং শরাসন বিসর্জ্জন ও অবশদেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইলেন। তখন লক্ষ্মণও একাকী লতাকণ্টক-

সংকুল পথের একপার্শ্বে পড়িয়া, ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে রাম অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সুধীর হইলেও কহিতে লাগিলেন, বৎস! রাজ্যনাশ, বনবাস, সীতাবিয়োগ, ও জটায়ুর মৃত্যু, ভাগ্যে সমস্তই ঘটিল। বলিতে কি, আমার ঈদৃশী অলক্ষ্মী সগ্নিকেও দগ্ধ করিতে পারে। যদি আজ আমি পূর্ণ সমুদ্রেও প্রবেশ করি, ঐ অলক্ষ্মী প্রভাবে তাহাও শুষ্ক হইবে। হা! যখন আমি এইরূপ বিপদজালে জড়িত ইহয়াছি, তখন আমা অপেক্ষা হতভাগ্য বুঝি এই জগতে আর নাই। বৎস! এক্ষণে আমারই ভাগ্য-দোষে এই পিতৃবয়স্ক জটায়ুরও মৃত্যু হইল।

এই বলিয়া রাম, পিতৃনির্ব্বিশেষ স্নেহে ঐ ছিন্নপক্ষ শোণিতলিপ্ত জটায়ুর সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক আমার প্রাণসমা জানকী কোথায় আছেন মুক্তকণ্ঠে এই বলিয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

অষ্টষষ্টতম সর্গ।

অনন্তর রাম লোকবৎসল লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! এই বিহগরাজ আমারই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, যুদ্ধে রাক্ষস-হস্তে নিহত হইলেন। ইঁহার স্বর ক্ষীণ হইয়াছে, দেহে প্রাণ অল্প-মাত্রই অবশিষ্ট আছে এবং ইনি বিকল দৃষ্টিতে দর্শন করিতে-ছেন। জটায়ু! যদি আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার শক্তি থাকে, ত বল, কিরূপে তোমার এই দশা ঘটিল? আমি রাবণের

কি অপকার করিয়াছিলাম, কি কারণেই বা সে জানকীরে হরণ করিল ? জানকী কি কহিলেন ? তাঁহার শশাঙ্কসুন্দর মনোহর মুখখানিই বা কিরূপ ছিল ? রাবণের বল কিরূপ ? আকার কি প্রকার ? সে কি করে ? এবং কোথায়ই বা বাস করিয়া থাকে ?

তখন ধর্ম্মশীল জটায়ু রামকে অনাথবৎ এইরূপ জিজ্ঞাসিতে দেখিয়া অস্ফুটবাক্যে কহিলেন, বৎস ! দুরাত্মা রাবণ মায়াবলে বাত্যা ও দুর্দ্দিন সংঘটিত করিয়া, আকাশপথে জানকীকে লইয়া গেল। আমি যুদ্ধে নিতান্তই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, ঐ সময় সে আমার পক্ষ ছেদন পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিল। রাম ! আমার প্রাণ কণ্ঠগত হইয়াছে, দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত হইতেছে, এবং আমি উশীরকৃতকেশ স্বর্ণবৃক্ষ দর্শন করিতেছি। বৎস ! দুর্ব্বৃত্ত রাবণ যে মুহূর্ত্তে জানকীকে হরণ করে, উহার নাম বিন্দ। উহার প্রভাবে নষ্ট ধন শীঘ্র অধিকারীর হস্তগত হয়, এবং শত্রু বড়িশগ্রাহী মৎস্যের ন্যায় অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। কিন্তু তৎকালে রাবণ ইহার কিছুই বুঝিতে পারে নাই। অতএব বৎস ! জানকীর জন্য দুঃখিত হইও না। তুমি যুদ্ধে শত্রু সংহার করিয়া শীঘ্রই তাঁহারে পাইবে !

মৃতকল্প জটায়ু বিমোহিত না হইয়া এইরূপ কহিতেছিলেন, ইত্যবসরে সহসা তাঁহার মুখ হইতে মাংসের সহিত অনবরত শোণিত উদ্গার হইতে লাগিল। বিশ্রবার পুত্র, কুবেরের ভ্রাতা—কথা শেষ না হইতেই কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। রাম কৃতাঞ্জলিপুটে 'বল বল' এই বাক্যে ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন।

দুর্লভ প্রাণ তৎক্ষণাৎ জটায়ুর দেহ পরিত্যাগ করিল, মস্তক ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, চরণ কম্পিত হইতে লাগিল এবং তিনি অঙ্গ প্রসারণ পুর্ব্বক শয়ন করিলেন।

তাম্রলোচন পর্ব্বতাকার জটায়ুর মৃত্যু হইলে, রাম যার পর নাই দুঃখিত হইয়া, করুণবাক্যে লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! যিনি বহুকাল এই রাক্ষসনিবাস দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়াছিলেন, আজ তিনিই দেহত্যাগ করিলেন। যাঁহার বয়স বহু বৎসর, যিনি সতত উৎসাহী ছিলেন, আজ তিনিই মৃতদেহে শয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ! কাল একান্তই দুর্নিবার; আমার এই উপকারী জটায়ু জানকীর রক্ষাবিধানার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, প্রবলপরাক্রম রাবণ ইহাঁকে বিনষ্ট করিল। এক্ষণে এই বিহঙ্গ কেবল আমারই জন্য বিস্তীর্ণ পৈতৃক পক্ষিরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহপাত করিলেন! বৎস! সকল জাতিতে অধিক কি, পক্ষিশ্রেণীতেও ধর্ম্মচারী সাধুদিগকে শূর ও শরণাগতবৎসল দেখা যায়। এক্ষণে এই জটায়ুর বিনাশে যেমন আমার ক্লেশ হইতেছে, সীতাহরণে তাদৃশ হয় নাই। ইনি শ্রীমান রাজা দশরথেরই ন্যায় আমার মাননীয় ও পুজ্য। ভাই! এক্ষণে কাষ্ঠভার আহরণ কর, যিনি আমার জন্য বিনষ্ট হইলেন, আমি স্বয়ং অগ্নি উৎপাদন পুর্ব্বক তাঁহাকে দগ্ধ করিব। তাত জটায়ু! যাজ্ঞিকের যে গতি, আহিতাগ্নির যে গতি, অপরাঙ্মুখ যোদ্ধার যে গতি, এবং ভূমিদাতার যে গতি, আমি অনুজ্ঞা দিতেছি, তুমি অবিলম্বে তাহা অধিকার কর। মহাবল! এক্ষণে স্বয়ং তোমার অগ্নিসংস্কার করিতেছি, তুমি এখনই সমস্ত উৎকৃষ্ট লোকে

যাও। এই বলিয়া, রাম স্বজনবৎ জটায়ুকে জ্বলন্ত চিতায় আরোপণ পূর্ব্বক দাহ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি লক্ষ্মণের সহিত বনপ্রবেশ করিয়া, স্থূল মৃগসকল সংহার পূর্ব্বক তৃণময় আস্তরণে উহাঁর পিণ্ডদান করিলেন, এবং ঐ সমস্ত মৃগের মাংস উদ্ধার ও তদ্দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া, তৃণশ্যামল রমণীয় ভূভাগে পক্ষিদিগকে ভোজন করাইলেন। পরে ব্রাহ্মণেরা প্রেতোদ্দেশে যে মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন, জটায়ুর নিমিত্ত সেই স্বর্গসাধন মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন, এবং লক্ষ্মণের সহিত গোদাবরীতে স্নান করিয়া, শাস্ত্রদৃষ্ট বিধি অনুসারে উহাঁর তর্পণও করিলেন। জটায়ু অতি দুষ্কর ও যশস্কর কার্য্য করিয়া, রাক্ষসহস্তে নিহত হইয়াছিলেন, এক্ষণে ঋষিকল্প রাম অগ্নিসংস্কার করাতে অতি পবিত্র গতি অধিকার করিলেন।

একোনসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ শর শরাসন ও অসি গ্রহণ পূর্ব্বক জানকীর অন্বেষণার্থ নৈর্ঋত দিকে যাত্রা করিলেন, এবং দক্ষিণাভিমুখী হইয়া, এক জনসঞ্চারশূন্য পথে অবতীর্ণ হই-লেন। ঐ স্থান তরুলতা গুল্মে আচ্ছন্ন, গহন ও ঘোরদর্শন। উহাঁরা দ্রুতপদে সেই ভীষণ পথ অতিক্রম করিলেন, এবং জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ গমন পূর্ব্বক দুর্গম ক্রৌঞ্চারণ্যে

প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ অরণ্য নিবিড় মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, এবং বিবিধ পুষ্প ও মৃগপক্ষিগণে পরিপূর্ণ। বোধ হয় যেন, উহা হর্ষে সম্যক বিকসিত হইয়া আছে। উহাঁরা তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া, জানকীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহার শোকে একান্তই দুর্ব্বল হইয়া, ইতস্তত বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পরে ঐ ক্রৌঞ্চারণ্য হইতে পুর্ব্বাস্য তিন ক্রোশ গিয়া, পথমধ্যে ভীষণ মতঙ্গাশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। ঐ স্থানে বৃক্ষ সকল নিবিড়ভাবে আছে, এবং হিংস্র মৃগ ও পক্ষিগণ নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে। তথায় পাতালবৎ গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি গিরিগহ্বরও দৃষ্ট হইল। উহাঁরা সেই গহ্বরের সন্নিহিত হইয়া, অদূরে বিকটদর্শন বিকৃতবদন এক রাক্ষসীকে দেখিতে পাইলেন। উহার আকার দীর্ঘ উদর লম্ববান কেশ আলুলিত দন্ত তীক্ষ্ণ ও ত্বক একান্তই কর্কশ। উহার দর্শনমাত্র ক্ষীণপ্রাণ দুর্ব্বলেরা অতিমাত্র ভীত হইয়া থাকে। ঐ ঘৃণিত নিশাচরী ভীষণ মৃগ ভক্ষণ করিতে করিতে উহাঁদের নিকটস্থ হইল, এবং অগ্রবর্ত্তী লক্ষ্মণকে, আইস, উভয়ে বিহার করি, এই বলিয়া গ্রহণ ও আলিঙ্গন করিল। কহিল আমার নাম অয়োমুখী। তুমি আমার প্রিয়তম পতি, আমিও তোমার রত্নাদিবৎ লাভের হইলাম। নাথ! এক্ষণে তুমি আমার সহিত চিরজীবন গিরিদুর্গ ও নদীতীরে সুখে ক্রীড়া করিবে।

বীর লক্ষ্মণ রাক্ষসীর এই বাক্যে অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং খড়্গ উত্তোলন পুর্ব্বক উহার নাসা কর্ণ ও স্তন ছেদন করিলেন। তখন ঐ ঘোরা নিশাচরী বিকৃতস্বরে

চীৎকার করিতে লাগিল এবং দ্রুতপদে স্বস্থানে পলায়ন করিল।

অনন্তর উহাঁরা তথা হইতে মহাসাহসে চলিলেন এবং গতিপ্রসঙ্গে এক নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন। তখন সত্যবাদী সুশীল লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে তেজস্বী রামকে কহিলেন, আর্য্য! আমার অতিশয় বাহুস্পন্দন হইতেছে, মন যেন উদ্বিগ্ন, এবং আমি প্রায়ই দুর্লক্ষণ দেখিতেছি। এক্ষণে সাবধান, আমার কথা অগ্রাহ্য করিবেন না। কুলক্ষণ দৃষ্টে এখনই ভয় সম্ভাবনা করিতেছি। কিন্তু ঐ দারুণ বঞ্জুলক পক্ষী ঘোরতর চীৎকার করিতেছে, ইহাতেই বোধ হয়, যুদ্ধে জয়শ্রী আমাদেরই হইবে।

উহাঁরা এইরূপে সীতার অন্বেষণ করিতেছেন, ইত্যবসরে একটি ভয়ঙ্কর শব্দ উৎপন্ন হইল। ঐ শব্দে সমুদায় বন যেন এককালে ভগ্ন ও পূর্ণ হইয়া গেল। বোধ হইল, যেন, অরণ্য প্রদেশ বায়ুমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়াছে। তখন রাম তৎক্ষণাৎ খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে উহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড রাক্ষস। উহার বক্ষ বিস্তৃত, মস্তক ও গ্রীবা নাই, উদরে মুখ এবং ললাটে একটীমাত্র চক্ষু। চক্ষের পক্ষ্মগুলি বৃহৎ, উহা পিঙ্গল স্থূল ঘোর ও দীর্ঘ; উহা অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিতেছে এবং সমস্তই দেখিতেছে। ঐ মেঘবর্ণ ক্রোশপ্রমাণ রাক্ষসের দংষ্ট্রা বিকট এবং জিহ্বা লোল; সর্ব্বাঙ্গ তীক্ষ্ণ রোমে ব্যাপ্ত এবং পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ; হস্ত এক যোজন ও ভীষণ। সে মেঘবৎ গর্জ্জন পূর্ব্বক উহা অনবরত বিক্ষেপ করিতেছে;

কখন ভয়ঙ্কর সিংহ ভল্লুক মৃগ ও পক্ষি ভক্ষণ, কখন যুথপতিগণকে আকর্ষণ এবং কখন বা দূরে নিক্ষেপ করিতেছে। তখন ঐ মহাবল রাক্ষস রাম লক্ষ্মণকে দেখিয়া, উহাঁদের পথ আবরণ করিয়া রহিল। তৎকালে উহাঁরাও কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া উহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাক্ষস বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক উহাঁদিগকে বলে পীড়ন করিয়া ধরিল। ঐ দুই মহাবীরের হস্তে সুদৃঢ় অসি ও শরাসন; উহাঁরা বেগে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তৎকালে রাম ধৈর্য্যবলে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না, কিন্তু লক্ষ্মণ অল্পবয়স্ক ও অধীর বলিয়া, অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং যার পর নাই বিষণ্ণ হইয়া, রামকে কহিতে লাগিলেন, বীর! দেখুন, আমি রাক্ষসের হস্তে অতিশয় বিবশ হইয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে আপনি আমাকে উপহারস্বরূপ অর্পণ করিয়া সুখে পলায়ন করুন। বোধ হইতেছে, আপনি অচিরাৎ জানকীরে পাইবেন। পরে পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ এবং রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া, এক একবার আমায় স্মরণ করিবেন। রাম কহিলেন, বীর! অকারণ ভীত হইও না। তোমার সদৃশ লোক বিপদে কদাচ অভিভূত হন না।

তখন ঐ ক্রূর কবন্ধ উহাঁদিগকে জিজ্ঞাসিল, তোমরা কে? তোমরা ধনুর্ব্বাণ ও খড়্গে তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছ এবং তোমাদের স্কন্ধ বৃষস্কন্ধেরই ন্যায় উন্নত। বল, এস্থানে কি প্রয়োজন? তোমরা এই ভীষণ প্রদেশে আসিয়াছ এবং দৈবগত্যা আমারও চক্ষে পড়িয়াছ। আমি ক্ষুধার্ত্ত, সুতরাং আজ আর তোমাদের কিছুতেই নিস্তার নাই।

রাম দুর্ব্বৃত্ত কবন্ধের এই কথা শুনিয়া ভীত লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আমরা কষ্টের পর দারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছি, কিন্তু এক্ষণে জানকীকে না পাইয়াই এই আবার প্রাণসঙ্কটে পড়িলাম। দৈবের বল একান্ত দুর্নিবার, উহার অসাধ্য কিছু নাই। দেখ, আমরাও দুঃখে অভিভূত হইলাম। যাঁহারা অস্ত্রবিৎ ও বীর, যুদ্ধে তাঁহারাও বালুময় সেতুর ন্যায় অবসন্ন হইয়া থাকেন। প্রবলপ্রতাপ রাম লক্ষ্মণকে এই বলিয়া, স্বয়ং সাহস অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

সপ্ততিতম সর্গ।

তখন কবন্ধ বাহুপাশবেষ্টিত রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি পাত পূর্ব্বক কহিল, ক্ষত্রিয়কুমার! তোমরা আমাকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া কি দণ্ডায়মান রহিয়াছ? রে নির্ব্বোধ! আজ দৈব আমার আহারার্থই তোমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

অনন্তর ভীত লক্ষ্মণ বিক্রম প্রকাশে কৃতসংকল্প হইয়া, বীরোচিত বাক্যে রামকে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! এই নীচ রাক্ষস আমাদিগকে শীঘ্রই গ্রহণ করিবে। আসুন, এক্ষণে আমরা বিলম্ব না করিয়া, খড়্গাঘাতে ইহার দুই প্রকাণ্ড বাহু ছেদন করিয়া ফেলি। দেখিতেছি, এই ভীষণ নিশাচরের বাহুবলই বল; এ, সমস্ত লোক পরাস্ত করিয়াই যেন আমাদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। যে

অস্ত্রপ্রয়োগে অসমর্থ, যজ্ঞার্থোপনীত পশুবৎ তাহাকে বধ করা ক্ষত্রিয়ের একান্ত গর্হিত, সুতরাং এক্ষণে] এই রাক্ষসকে এককালে নষ্ট করা আমাদিগের উচিত হইতেছে না।

কবন্ধ উহাঁদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পুর্ব্বক অত্যন্ত কুপিত হইল এবং ভীষণ আস্য বিস্তার পুর্ব্বক উহাঁদিগকে ভক্ষণ করিবার উপক্রম করিল। ঐ সময় দেশকালজ্ঞ রাম উহার দক্ষিণে ও লক্ষ্মণ বামে ছিলেন। উহাঁরা পুলকিত মনে খড়্গ দ্বারা মহাবেগে উহার দুই হস্ত ছেদন করিলেন। কবন্ধ মেঘবৎ গম্ভীর রবে দিগন্ত পৃথিবী ও আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া, শোণিতলিপ্ত দেহে পতিত হইল এবং নিতান্ত দুঃখিত হইয়া উহাঁদিগকে জিজ্ঞাসিল বীর! তোমরা কে? তখন লক্ষ্মণ কহিলেন, রাক্ষস! ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয়, রাম; আমি ইহাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, লক্ষ্মণ। মাতা রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত সম্পাদন পুর্ব্বক ইহাঁকে বনবাস দিয়াছেন। তন্নিবন্ধন এই দেবপ্রভাব, পত্নী ও আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া, বনে বনে বিচরণ করিতেছেন। ইনি নির্জ্জনবাস আশ্রয় করিয়াছিলেন, ইত্যবসরে এক রাক্ষস আসিয়া, ইহাঁর ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়াছে। নিশাচর! আমরা তাঁহারই অন্বেষণ-প্রসঙ্গে এস্থানে আসিয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কে? তোমার প্রদীপ্ত মুখ বক্ষে নিহিত এবং জঙ্ঘাও ভগ্ন। বল, তুমি কি জন্য কবন্ধবৎ ভ্রমণ করিতেছ?

তখন কবন্ধ ইন্দ্রের বাক্য স্মরণ করিল এবং অতিমাত্র প্রীত হইয়া স্বাগত প্রশ্ন পুর্ব্বক কহিল, বীর! আমি ভাগ্যবলে আজ তোমাদের দর্শন পাইলাম এবং ভাগ্যবলেই আমার

আজ বাহু ছিন্ন হইল। এক্ষণে আমি নিজের অবিনয়ে রূপকে যেরূপ বিকৃত করিয়াছি, কহিতেছি, শ্রবণ কর।

একসপ্ততিতম সর্গ।

রাম! যেমন ইন্দ্র চন্দ্র ও সূর্য্যের রূপ, পূর্ব্বে আমারও ঐরূপ ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ ও অচিন্তনীয় রূপ ছিল। কিন্তু আমি ভীম রাক্ষস মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ইতস্তত বনবাসী ঋষিগণকে ভয় প্রদর্শন করিতাম। একদা স্থূলশিরা নামে এক মুনি বন্য ফল মূল আহরণ করিতেছিলেন, তৎকালে আমি ঐ মূর্ত্তিতে গিয়া তাঁহার সেই গুলি কাড়িয়া লই। তদ্দর্শনে তিনি অত্যন্ত কুপিত হইয়া আমাকে এই বলিয়া অভিশাপ দেন, দুর্ব্বৃত্ত! তোর আকার এই রূপই ঘৃণিত ও ক্রূর হইয়া থাক।

অনন্তর আমি অপরাধকৃত শাপের শান্তি জন্য বারংবার প্রার্থনা করিলে, মহর্ষি আমাকে এইরূপ কহিলেন, যখন রাম তোমার বাহু ছেদন পূর্ব্বক নির্জ্জন বনে তোমাকে দগ্ধ করিবেন, তখনই তুমি স্বীয় রমণীয় মূর্ত্তি অধিকার করিবে। লক্ষ্মণ! আমি শ্রী নামক দানবের পুত্র, আমার নাম দনু। এক্ষণে তোমরা আমার যে আকার নিরীক্ষণ করিতেছ, ইহা সংগ্রামে ইন্দ্রের শাপপ্রভাবে ঘটিয়াছে। আমি এক সময়ে অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম। তদ্দর্শনে পিতামহ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া, আমাকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করেন। তন্নিবন্ধন

আমি অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিলাম। মনে করিলাম, আমার ত দীর্ঘ আয়ু লাভ হইল, অতঃপর ইন্দ্র আর আমার কি করিবেন। আমি এই চিন্তা করিয়া উহাঁকে যুদ্ধে আক্রমণ করিলাম। ইন্দ্রও শতধার বজ্রে আমার উরু ও মস্তক শরীরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। আমি বিস্তর অনুনয় করিতে লাগিলাম, তজ্জন্য তিনি আমায় বধ করিলেন না, কহিলেন, ব্রহ্মা যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার অন্যথা না হোক্। তখন আমি কহিলাম, আপনি বজ্রদ্বারা আমার উরু ও মস্তক ভাঙ্গিয়া দিলেন, অতঃপর আমি অনাহারে দীর্ঘকাল কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব।

অনন্তর ইন্দ্র আমার যোজনপ্রমাণ দুই হস্ত ও উদরে তীক্ষ্ণদর্শন মুখ সংযোজিত করিয়া দিলেন। এক্ষণে আমি এই স্থানে প্রকাণ্ড বাহু দ্বারা সিংহ ব্যাঘ্র ও মৃগ প্রভৃতি বনচারী জীবজন্তুগণকে চতুর্দ্দিক হইতে আহরণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া থাকি। তৎকালে ইন্দ্র এরূপও কহিয়াছিলেন, যখন রাম ও লক্ষ্মণ রণস্থলে তোমার বাহু ছেদন করিবেন, তখনই তুমি স্বর্গ লাভ করিতে পারিবে।

তাত! এখন আমি এই দেহে এই বনমধ্যে যাহা দেখি, তাহাই গ্রহণ করা সৎ বিবেচনা করিয়া থাকি। ভাবিয়াছি, রাম এক সময়ে অবশ্যই আমার হস্তে আসিবেন এবং আমার এই শরীরও নষ্ট করিবেন। বীর! তুমি সেই রাম, তোমার কুশল হউক। তপোধন স্থূলশিরা আমায় কহিয়াছিলেন যে, রাম ব্যতীত আর কেহই তোমাকে বধ করিতে পারিবে না; বস্তুত তাহাই সত্য হইল। এক্ষণে তুমি আমার অগ্নিসংস্কার

কর, আমি তোমাকে সদ্বুদ্ধি দিব, এবং সহকারী মিত্রও প্রদর্শন করিব।

অনন্তর ধর্ম্মশীল রাম দনুর এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ভ্রাতৃ-সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, কবন্ধ! আমি লক্ষ্মণের সহিত জন-স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম, ঐ অবকাশে রাবণ অক্লেশে আমার পত্নী যশস্বিনী সীতাকে হরণ করিয়াছে। অমি ঐ দুরাত্মার কেবল নামটি জানি, তদ্ভিন্ন তাহার রূপ বয়স নিবাস ও প্রভাব কিছুই জানি না। দেখ, আমরা পরোপকারে দীক্ষিত, কিন্তু নিরাশ্রয় ও কাতর হইয়া এইরূপে পর্য্যটন করিতেছি, এক্ষণে তুমি আমাদিগের প্রতি যথোচিত কৃপা কর। বীর! আমরা এই স্থানে বিস্তীর্ণ গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া, করিশুণ্ডভগ্ন শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক তোমায় দগ্ধ করিব। বল, কোন্ ব্যক্তি কোথায় সীতাকে লইয়া গেল? যদি তুমি যথার্থই জান, তবে আমার শুভসাধন কর।

তখন বচনচতুর দনু বক্তা রামকে কহিল, রাজকুমার! আমি জানকীকে জানি না, আমার আর সে দিব্য জ্ঞান নাই। প্রামি দাহান্তে পূর্ব্বরূপ অধিকার করিব এবং যে তাঁহার বৃত্তান্ত বিদিত আছে, তাহাও বলিব। শাপবলে আমার জ্ঞান নষ্ট হইয়াছে। আমি নিজের দোষেই এই ঘৃণিত রূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং দেহ দগ্ধ না হইলে, কোন্ মহাবীর্য্য রাক্ষস তোমার ভার্য্যাপহারী, তাহা জানিতে পারিব না। অতএব যাবৎ সূর্য্য শ্রান্তবাহনে অস্ত না যাই-তেছেন, এই অবসরে তুমি আমায় বিবরে নিক্ষেপ করিয়া, বিধিপূর্ব্বক দগ্ধ কর। পরে যিনি সেই রাক্ষসের পরিচয়

জানেন, আমি তাঁহার উল্লেখ করিব। রাম! তুমি তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিও। তিনি ন্যায়পর, উপস্থিত বিষয়ে তাঁহা হইতে অবশ্যই তোমার সাহায্য হইবে। ত্রিলোকে তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই নাই। তিনি এক সময় কোন কারণ বশত সমস্ত লোকই পর্য্যটন করিয়াছিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর পর্ব্বতোপরি একটি গর্ত্তে চিতা প্রস্তুত হইল। মহাবীর লক্ষ্মণ জ্বলন্ত উল্কা দ্বারা চিতা প্রদীপ্ত করিয়া দিলে, উহা চতুর্দ্দিকে জ্বলিয়া উঠিল এবং ঐ মেদপূর্ণ কবন্ধের ঘৃত-পিণ্ডতুল্য প্রকাণ্ড দেহ মৃদুমন্দরূপে দগ্ধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ঐ মহাবল কবন্ধ পুলকিতমনে সহসা চিতা হইতে বিধূম বহ্নির ন্যায় উত্থিত হইল। উহার পরিধান নির্ম্মল বস্ত্র, গলে উৎকৃষ্ট মাল্য এবং সর্ব্বাঙ্গে দিব্য অলঙ্কার। সে হংস-যোজিত উজ্জ্বল রথে আরোহণ পূর্ব্বক প্রভাপুঞ্জে দশ দিক শোভিত করিল এবং অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া রামকে কহিতে লাগিল, রাম! তুমি যেরূপে সীতাকে প্রাপ্ত হইবে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। জীবলোকে সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি ছয়টি মাত্র কার্য্য সাধনের উপায় আছে; উহা আশ্রয় করিয়া সকল বিষয়েরই বিচার হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দুঃস্থ, দুঃস্থের সংসর্গ করা তাহার কর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি লক্ষ্মণের সহিত দুর্দশাপন্ন ও

হীন হইয়াছ, এই জন্য ভার্য্যাহরণরূপ বিপদও সহিতেছ। সুতরাং এসময়ে কোন বিপন্ন লোকের সহিত বন্ধুত্ব কর, তদ্ভিন্ন আমি ভাবিয়াও তোমরা কার্য্যসিদ্ধির উপায় দেখিতেছি না।

রাম! সুগ্রীব নামে কোন এক মহাবীর বানর আছেন। তিনি ঋক্ষরাজের ক্ষেত্রজ ও সূর্য্যের ঔরস পুত্র। ইন্দ্রতনয় বালি উহাঁর ভ্রাতা। ঐ বালি রাজ্যের জন্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে দূরীভূত করিয়াছেন। এক্ষণে সুগ্রীব পম্পার উপকূলবর্ত্তি ঋষ্যমূক পর্ব্বতে চারিটি বানরের সহিত বাস করিতেছেন। তিনি বিনীত বুদ্ধিমান দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সুধীর ও দক্ষ। তাঁহার কান্তি অপরিচ্ছিন্ন। এক্ষণে সেই সুগ্রীবই সীতার অন্বেষণে তোমার সহায় ও মিত্র হইবেন। তুমি আর শোকাকুল হইও না। কাল একান্তই দুর্নিবার; যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্যই ঘটিবে। অতএব, বীর! তুমি আজ সত্বর এস্থান হইতে যাও। গিয়া অনিষ্ট পরিহারার্থ অগ্নি সাক্ষী করিয়া, অবিলম্বে সেই কপীশ্বরের সহিত মিত্রতা কর। বানর বলিয়া তাঁহাকে অনাদর করিও না। তিনি কৃতজ্ঞ কামরূপী ও সহায়ার্থী। তোমা হইতে তাঁহার সাহায্য হইবে; না হইলেও তিনি তোমার কার্য্যে উদাসীন থাকিবেন না। বালির সহিত সুগ্রীবের বিলক্ষণ শত্রুতা। তিনি উহারই ভয়ে ভীত হইয়া পম্পাতটে পর্য্যটন করিতেছেন।

রাম! এক্ষণে তুমি গিয়া অগ্নিসমক্ষে অস্ত্র স্থাপন পূর্ব্বক শীঘ্র সত্যবন্ধনে সেই বনচরের সহিত মিত্রতা কর। তিনি বহু দর্শনবলে রাক্ষসস্থান সমস্তই জ্ঞাত আছেন। ত্রিলোকে

তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই। যাবৎ সূর্য্য উত্তাপ দান করেন, ততদূর পর্য্যন্ত তিনি বানরগণের সহিত নদী পর্ব্বত গিরিদুর্গ ও গহ্বরে সীতার অনুসন্ধান করিবেন। সীতা তোমার বিরহে রাবণের গৃহে অত্যন্তই শোকাকুল হইয়া আছেন, তিনি তাঁহার অন্বেষণ করিবেন এবং এই উপলক্ষে বৃহৎ বৃহৎ বানরগণকেও চতুর্দ্দিকে পাঠাইবেন। জানকী সুমেরুশিখরে বা পাতালতলেই থাকুন, ঐ কপীশ্বর রাক্ষস বিনাশ করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার তোমার হস্তে সমর্পণ করিবেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

কবন্ধ রামকে সীতার অন্বেষণোপায় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, রাম! যথায় জম্বু, পিয়াল, পনস, বট, তিন্দুক, অশ্বত্থ, কর্ণিকার, ও আম্র প্রভৃতি পুষ্পশোভিত মনোহর বৃক্ষ পশ্চিম দিক্ আশ্রয় করিয়া আছে, সেই স্থানে যাইবার এই এক উৎকৃষ্ট পথ। ঐ পথে ধব, নাগকেশর, তিলক, নক্তমাল, নীল অশোক, কদম্ব, কুসুমিত করবীর, অগ্নিমুখ্য, রক্তচন্দন ও মন্দার বৃক্ষ রহিয়াছে। তোমরা ঐ সমস্ত বৃক্ষে আরোহণ বা বেগে উহাদের শাখা ভূমিতে আনত করিয়া, অমৃততুল্য ফল ভক্ষণ পূর্ব্বক যাইও। পরে ঐ বন অতিক্রম করিয়া নন্দনসদৃশ অন্য বনে প্রবেশ করিও। যেমন কুবেরোদ্যান চৈত্ররথে তদ্রূপ ঐ বনে ঋতু সকল সর্ব্বকাল

বিরাজ করিতেছে। বৃক্ষ সমূহ মেঘ ও পর্ব্বতের ন্যায় ঘনীভূত, শাখা প্রশাখায় শোভিত এবং ফলভরে সততই অবনত। লক্ষ্মণ ঐ সমস্ত বৃক্ষে আরোহণ বা উহাদের শাখা ভূমিতে আনত করিয়া তোমায় অমৃতাস্বাদ ফল প্রদান করিবেন। তোমরা এইরূপে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বত বন হইতে বন পর্য্যটন পূর্ব্বক পম্পা নদীতে উপস্থিত হইবে। ঐ নদী কর্করশূন্য বালুকাকীর্ণ অপিচ্ছিল ও শৈবলবিহীন। উহার সোপান গুলি সমান, উহাতে রক্ত ও শ্বেত পদ্ম সকল শোভা পাইতেছে, এবং হংস মণ্ডূক ক্রৌঞ্চ ও কুররগণ মধুর স্বরে কোলাহল করিতেছে। ঐ সকল বিহঙ্গ, বধ কাহাকে বলে, জানে না এবং মনুষ্য দেখিলেও ভীত হয় না। তোমরা গিয়া, পম্পানিবাসী ঘৃতপিণ্ডাকার স্থূল পক্ষিগণকে ভক্ষণ করিবে। ঐ সরোবরে কণ্টকাকীর্ণ পুষ্ট ও উৎকৃষ্ট রোহিত এবং চক্রতুণ্ড মৎস্য আছে। তোমার ভক্ত লক্ষ্মণ শরাঘাতে সেই গুলি সংহার করিবেন এবং ত্বক ও পক্ষ ছেদন পূর্ব্বক শূল্যপক্ক করিয়া, তোমায় আনিয়া দিবেন। পম্পার জল স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ পদ্মগন্ধি নির্ম্মল সুখসেব্য শীতল ও পথ্য; তুমি মৎস্য ভক্ষণ করিলে, লক্ষ্মণ পানার্থ পদ্মদলে সেই জল আনয়ন করিবেন। ঐ স্থানে গিরিগহ্বরশায়ী বনচারী বৃহৎ বৃহৎ বরাহ জললোভে উপস্থিত হয় এবং পিপাসা শান্তি করিয়া, বৃষের ন্যায় চীৎকার করিয়া থাকে। লক্ষ্মণ সায়াহ্নে বিচরণকালে তোমায় তৎসমুদায় প্রদর্শন করিবেন। রাম! তুমি পুষ্পপূর্ণ বৃক্ষ ও পম্পার নির্ম্মল জল দেখিয়া নিশ্চয়ই বীতশোক হইবে। ঐ স্থানে তিলক ও নক্তমাল বৃক্ষ কুসুমিত এবং শ্বেত ও রক্ত

পদ্ম বিকসিত রহিয়াছে। ঐ পুষ্প গ্রহণ করে, তথায় এমন কেহ নাই এবং উহা কখন ম্লান বা শীর্ণও হয় না। ঐ বনে মতঙ্গশিষ্যগণের বাসস্থান ছিল। তাঁহারা গুরুর জন্য প্রতিনিয়ত বন্য ফল মূল আহরণ করিতেন। তৎকালে বহনশ্রমে তাঁহাদের দেহ হইতে যে ঘর্ম্মবিন্দু অজস্র ভূতলে পড়িত, উহাঁদের তপোবলে তাহাই পুষ্পরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে বহুদিন অতীত হইল, তাঁহারা লোকান্তরে গিয়াছেন, কিন্তু আজিও তথায় শবরী নামে একটি তাপসী বাস করিতেছেন। ঐ ধর্ম্মপরায়ণা চিরজীবিনী উহাঁদের পরিচারিকা ছিলেন। তুমি সকলের পূজ্য ও দেবপ্রভাব, অতঃপর শবরী তোমায় দর্শন করিয়া স্বর্গারোহণ করিবেন।

রাম! তুমি ঐ পম্পা নদীর পশ্চিম তীর ধরিয়া, মহর্ষি মতঙ্গের তপোবন পাইবে। উহা অতি রমণীয় ও অনির্ব্বচনীয়। মহর্ষির প্রভাবে মাতঙ্গেরা তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। যে বনে ঐ আশ্রম, এক্ষণে তাহা মতঙ্গবন বলিয়াই প্রসিদ্ধ। তুমি সেই দেবারণ্যসদৃশ পক্ষিসমাকীর্ণ বনে গিয়া অত্যন্তই সুখী হইবে। ঐ পম্পার অদূরে ঋষ্যমূক পর্ব্বত। তথায় নানা প্রকার পুষ্পিত বৃক্ষ আছে। শিশু সর্পে সমাকীর্ণ বলিয়া উহাতে কেহ আরোহণ করিতে পারে না। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা ঐ পর্ব্বত নির্ম্মাণ করেন। উহার দানশক্তি অতি চমৎকার। কেহ উহার শিখরে শয়ান থাকিয়া স্বপ্নযোগে যত ধন পায়, জাগ্রদবস্থায় তত গুলি অধিকার করিয়া থাকে। যদি কোন দুরাচার উহাতে আরোহণ করে, সে নিদ্রিত হইলে রাক্ষসেরা সেই স্থানেই

তাহাকে লইয়া প্রহার করিয়া থাকে। মতঙ্গবনের যে সকল শিশু হস্তী পম্পায় বিহার করে, তাহাদের তুমুল কলরব ঐ পর্ব্বত হইতে শ্রুতিগোচর হয়। তথায় কৃষ্ণকায় দীর্ঘাকার মাতঙ্গ রক্তবর্ণ মদধারায় সিক্ত হইয়া, দলে দলে ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সঞ্চরণ করিতেছে এবং পম্পার সুগন্ধি সুখস্পর্শ নির্ম্মল রমণীয় সলিল পান করিয়া অরণ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। ঐ স্থানে ভল্লুক ব্যাঘ্র এবং নীলকান্তপ্রভ শান্তস্বভাব অচপল রুরু আছে, তুমি তাহাদিগকে দেখিয়া শোকশূন্য হইবে। সেই পর্ব্বতে শিলাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ এক গুহাও রহিয়াছে, তন্মধ্যে প্রবেশ করা নিতান্ত দুষ্কর। উহার সম্মুখে কমনীয় একটি হ্রদ দেখিতে পাইবে। হ্রদের জল শীতল এবং উহার তীরদেশে বৃক্ষ সকল ফলপুষ্পে শোভিত হইতেছে। রাম! ধর্ম্মশীল সুগ্রীব বানরগণের সহিত ঐ গুহামধ্যে বাস করেন এবং কখন কখন শৈলশৃঙ্গেও অবস্থিতি করিয়া থাকেন।

সূর্য্যপ্রভ মাল্যধারী কবন্ধ উহাঁদিগকে এইরূপ কহিয়া গগনতলে শোভা পাইতে লাগিল। তখন রাম ও লক্ষ্মণ গমনের উপক্রম করিয়া, উহাকে কহিলেন, তুমি দিব্য লোকে প্রস্থান কর। মহাভাগ কবন্ধও কহিল, তোমরাও তবে সকার্য্যসাধনোদ্দেশে যাও।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

তখন রাম ও লক্ষ্মণ সুগ্রীব দর্শনার্থ কবন্ধনির্দ্দিষ্ট পথ আশ্রয় করিলেন এবং পর্ব্বতোপরি স্বাদুফলপূর্ণ বৃক্ষ সকল দেখিতে দেখিতে পম্পার অভিমুখে পশ্চিমাস্য হইয়া যাইতে লাগিলেন। দিবা অবসান হইয়া আসিল। উহাঁরা পর্ব্বত-পৃষ্ঠে রাত্রি যাপন করিলেন, এবং প্রাতে পম্পার পশ্চিম তটে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাপসী শবরীর আশ্রম, বহু বৃক্ষে পরিবৃত ও রমণীয়। উহাঁরা তাহা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক শবরীর নিকটস্থ হইলেন। তখন ঐ সিদ্ধা উহাঁদিগকে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ কৃতাঞ্জলিপুটে গাত্রোত্থান করিলেন এবং উহাঁদিগকে প্রণাম করিয়া বিধানানুসারে পাদ্য ও আচমনীয় দিলেন।

অনন্তর রাম ঐ ধর্ম্মচারিণীকে কহিলেন, অয়ি চারু-ভাষিণি! তুমি ত তপোবিঘ্ন জয় করিয়াছ? তপস্যা ত বর্দ্ধিত হইতেছে? ক্রোধ ত বশীভূত করিয়াছ? আহার সংযম কিরূপ? মনের সুখ কি প্রকার? নিয়ম ত পালিত হইয়া থাকে? এবং গুরুসেবাও ত সফল হইয়াছে।

তখন সিদ্ধসম্মত বৃদ্ধ শবরী সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, রাম! অদ্য তোমায় দেখিয়াই আমার তপস্যা সফল, জন্ম সার্থক এবং গুরুসেবাও ফলবতী হইল। অদ্য তোমার পূজা করিয়া আমার স্বর্গ হইবে। তুমি যখন সৌম্য দৃষ্টিতে

আমায় পবিত্র করিলে, তখন আমি তোমার কৃপায় অক্ষয় লোক লাভ করিব। আমি যে সকল তাপসের পরিচারণা করিতাম, তুমি চিত্রকুটে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহারা এই আশ্রমপদ হইতে দিব্য বিমানে স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। ঐ ধার্ম্মিকেরা প্রস্থানকালে আমাকে কহিয়াছিলেন, রাম তোমার এই পুণ্যাশ্রমে আসিবেন।. তুমি তাঁহাকে ও লক্ষ্মণকে যথোচিত আতিথ্য করিও। তাঁহাকে দেখিলে, তোমার উৎকৃষ্ট অক্ষয় লোক লাভ হইবে। রাম! আমি মুনিগণের এই কথা শুনিয়া তোমার জন্য পম্পাতীর হইতে বন্য ফল মূল আহরণ করিয়াছি।

তখন ধর্ম্মশীল রাম ত্রিকালজ্ঞা শবরীকে কহিলেন, তাপসি! আমি দনুর মুখে তাপসগণের মাহাত্ম্য শুনিয়াছি। এক্ষণে যদি তোমার মত হয়, তবে স্বচক্ষে তাহা দেখিবারও ইচ্ছা করি।

অনন্তর শবরী কহিলেন, রাম! এই দেখ, মৃগপক্ষিপূর্ণ নিবিড়মেঘাকার মতঙ্গবন। এই স্থানে শুদ্ধসত্ত্ব মহর্ষিগণ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক জ্বলন্ত অনলে পবিত্র দেহপঞ্জর আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। এই প্রত্যকৃস্থলী নাম্নী বেদী; ইহাতে সেই সমস্ত পূজনীয় গুরুদেব শ্রমকম্পিত করে পুষ্পোপহার প্রদান করিতেন। দেখ, তাঁহাদের তপোবলে আজিও এই অতুলপ্রভা বেদী শ্রীসৌন্দর্য্যে চতুর্দ্দিক শোভিত করিতেছে। তাঁহারা উপবাসজনিত আলস্যে পর্য্যটন করিতে পারিতেন না, ঐ দেখ, এই নিমিত্ত সপ্ত সমুদ্র স্মৃতিমাত্র এই স্থানে আসিয়াছেন। তাঁহারা স্নানান্তে বল্কল সকল বৃক্ষে রাখিতেন,

আজিও সেগুলি শুষ্ক হইতেছে না। উহাঁরা পদ্মাদি পুষ্প দ্বারা দেবপূজা করিয়াছিলেন, এখনও সে সকল ম্লান হয় নাই। রাম! এই ত তুমি সমস্ত বনই দেখিলে, যাহা শুনিবার, তাহাও শুনিলে, এক্ষণে আজ্ঞা কর, আমি দেহ ত্যাগ করিব। যাহাঁদের এই আশ্রম, আমি যাহাঁদের পরিচর্য্যা করিতাম, এক্ষণে তাঁহাদিগেরই সন্নি-হিত হইব।

রাম শবরীর এই ধর্ম্মসঙ্গত কথা শুনিয়া, যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন, কহিলেন আশ্চর্য্য!—ভদ্রে! তুমি আমাকে সমুচিত পূজা করিয়াছ, এক্ষণে যথায় ইচ্ছা সুখে প্রস্থান কর।

তখন চীরচর্ম্মধারিণী জটিলা শবরী রামের অনুজ্ঞাক্রমে অগ্নিকুণ্ডে দেহ আহুতি প্রদান করিলেন। উহাঁর জ্যোতি প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উহাঁর সর্ব্বাঙ্গে দিব্য অলঙ্কার, দিব্য মাল্য ও দিব্য গন্ধ; তিনি উৎকৃষ্ট বসনে যার পর নাই প্রিয়দর্শন হইলেন এবং বিদ্যুতের ন্যায় ঐ স্থান আলোকিত করিতে লাগিলেন। পরে যথায় পুণ্যশীল মহ-র্ষিরা বিহার করিতেছেন, তিনি সমাধিবলে সেই পবিত্র লোকে গমন করিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

শবরী তপোবলে স্বর্গারোহণ করিলে, রাম মহর্ষিগণের প্রভাব চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং হিতকারী ভক্তিপ্রবণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই আশ্রমে বহুসংখ্য বিশ্বস্ত মৃগ ও ব্যাঘ্র আছে, নানা প্রকার পক্ষী কোলাহল করিতেছে, এবং বিবিধ অদ্ভুত পদার্থও রহিয়াছে। আমি স্বচক্ষে ইহা দেখিলাম, সপ্তসমুদ্রতীর্থে স্নান এবং বিধানানুসারে পিতৃগণের তর্পণও করিলাম। এক্ষণে আমার অশুভ নষ্ট হইয়া গেল, এবং তন্নিবন্ধন মনও পুলকিত হইল। অতঃপর আইস, আমরা প্রিয়দর্শনা পম্পাতে যাই। পম্পার অদূরে ঋষ্যমূক পর্ব্বত। তথায় সূর্য্যতনয় সুগ্রীব বালির ভয়ে চারিটি বানরের সহিত বাস করিয়া আছেন। জানকীর অনুসন্ধান তাঁহারই আয়ত্ত। চল, এক্ষণে শীঘ্র যাই, গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি।

লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! আমারও মন পম্পাদর্শনে একান্ত উৎসুক হইয়াছে। চলুন, আমরা অবিলম্বেই এস্থান হইতে যাত্রা করি।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত ঐ আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং যে স্থানে অত্যুচ্চ পুষ্পিত বৃক্ষ সকল রহিয়াছে, কোযষ্টি, অর্জ্জুন, শতপত্র ও কীচক প্রভৃতি পক্ষি সকল কোলাহল করিতেছে, সেই বিস্তীর্ণ বন ও বিবিধ সরোবর

দেখিতে দেখিতে, দূরপ্রবাহা পম্পার দিকে গমন করিতে লাগিলেন। মতঙ্গসর উহারই একটি প্রদেশ বিশেষ, উহাঁরা তথায় উপস্থিত হইয়া পম্পা দর্শন করিলেন। ঐ নদী অতিশয় রমণীয়, উহার স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ সলিলে কমলদল বিকসিত রহিয়াছে। সর্ব্বত্র কোমল বালুকণা, মৎস্য কচ্ছপেরা নিবিড়ভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। উহার কোন স্থান কহ্লারে তাম্রবর্ণ, কোন স্থান কুমুদে শ্বেতবর্ণ এবং কোন স্থান বা কুবলয়সমূহে নীলবর্ণ। ঐ নদী বহুবর্ণ গজাস্তরণ কম্বলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। উহার তীরে তিলক, অশোক, পুন্নাগ, বকুল ও উদ্দালক; কোথাও সুরম্য উপবন, কোথাও লতা সকল সহচরী সখীর ন্যায় বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিতেছে, কোন স্থান ময়ূররবে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, কোথাও কিন্নর, উরগ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাক্ষসেরা বিচরণ করিতেছে, এবং কোথাও বা কুসুমিত আম্র বন। রাম ঐ পম্পা নদী দর্শন করিয়া সীতাবিরহে বিলাপ করিতে লাগিলেন। কহিলেন, লক্ষ্মণ! এই পম্পা নদী তিলক, বীজপূরক, বট, লোধ্র, কুসুমিত করবীর, পুন্নাগ, মালতী, কুন্দ, বঞ্জুল, অশোক, সপ্তপর্ণ, কেতক ও অতিমুক্ত প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতা সমূহে, অলঙ্কৃত প্রমদার ন্যায় শোভিত হইতেছে। কবন্ধ যাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, ইহারই তীরে সেই ধাতুরঞ্জিত ঋষ্যমূক পর্ব্বত। মহাত্মা ঋক্ষরাজের পুত্র মহাবীর সুগ্রীব ঐ পর্ব্বতে বাস করিয়া আছেন। বৎস! এক্ষণে তুমিই তাঁহার নিকট গমন কর।

রাম লক্ষ্মণকে এই বলিযা পুনর্ব্বার কহিলেন, হা! জানি না, জানকী আমার বিরহে কিরূপে জীবিত থাকিবেন!

কামার্ত্ত রাম সীতাসংক্রান্তমনে লক্ষণকে এই বলিয়া শোক করিতে করিতে রমণীয় পম্পা দর্শন করিতে লাগিলেন।

আরণ্যকাণ্ড সম্পূর্ণ।

রামায়ণ

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ভঞ্জ মহাশয়ের
অনুমত্যনুসারে
শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
অনুবাদিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ ভঞ্জ কর্ত্তৃক
১নং স্তানসিটার্ট রো হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।
বাল্মীকি যন্ত্র
শকাব্দা ১৮০৪।

সূচীপত্র।

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড।

পৃষ্ঠা হইতে পৃষ্ঠা

কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত।

রামায়ণ।

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

রাম লক্ষ্মণের সহিত সেই মৎস্যসংকুল পদ্মপূর্ণ পম্পায় গিয়া, ব্যাকুল মনে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ঐ নদীতে দৃষ্টিপাতমাত্র তাঁহার মনে হর্ষ জন্মিল এবং ইন্দ্রিয়বিকারও সমুপস্থিত হইল। তিনি অনঙ্গের বশবর্ত্তী হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই পম্পার জল বৈদুর্য্যের ন্যায় নির্ম্মল, ইহাতে পদ্মদল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ইহার তীরস্থ বন অত্যন্ত রমণীয়; এই বনে বৃক্ষ গুলি শাখাসমূহে সশৃঙ্গ পর্ব্বতবৎ শোভা পাইতেছে। ইহা সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ এবং মৃগ ও পক্ষিগণে আকীর্ণ। যদিও আমি সীতাহরণে ও ভরতের দুঃখস্মরণে শোকাকুল রহিয়াছি, তথাচ এই শুভদর্শনা পম্পা আমার অত্যন্তই সুন্দর বোধ হইতেছে। ঐ দেখ, নীলপীতবর্ণ

তৃণময় স্থান কি সুদৃশ্য, বৃক্ষের বিবিধ পুষ্প পতিত হওয়াতে উহা যেন চিত্র কম্বলে আস্তীর্ণ রহিয়াছে। ইতস্তত পুষ্পস্তবকশোভিত লতা, ঐ গুলি গিয়া পুষ্পভারপূর্ণ বৃক্ষের অগ্র শাখা আলিঙ্গন করিতেছে। বৎস! এক্ষণে কামোদ্দীপক বসন্ত উপস্থিত, সুখস্পর্শ বায়ু বহিতেছে; পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে এবং সর্ব্বত্রই সুগন্ধ। ঐ দেখ, মেঘ যেরূপ জল বর্ষণ করে, সেইরূপ এই পুষ্পিত বন পুষ্প বর্ষণ করিতেছে। বৃক্ষ সকল বায়ুবেগে কম্পিত হওয়াতে সুরম্য শিলাতল পুষ্পে সমাকীর্ণ হইয়াছে। অনেক পুষ্প পড়িয়াছে, অনেক পুষ্প পড়িতেছে, এবং অনেক পুষ্প বৃক্ষে রহিয়াছে, সুতরাং সর্ব্বত্র বায়ু যেন পুষ্প গুলিকে লইয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছে। শাখা সকল বিকসিত কুসুমে সমাচ্ছন্ন, বায়ু তৎসমুদায় কম্পিত করত বহিতেছে এবং ভ্রমরগণ গুণ গুণ স্বরে উহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ দেখ, উহা গিরিগুহা হইতে গম্ভীর রবে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, বোধ হয়, যেন স্বয়ং সঙ্গীত করিতেছে এবং মদমত্ত কোকিলের কণ্ঠস্বর দ্বারা বৃক্ষগুলিকে নৃত্য শিখাইতেছে। উহা চন্দনশীতল সুখস্পর্শ সুগন্ধি ও শ্রান্তিহারক। উহার বেগে বৃক্ষ সকল নীত হইয়া, শাখাসংযোগে যেন পরস্পর গ্রথিত হইয়া যাইতেছে। বন মধুগন্ধে সুবাসিত, উহাতে ভ্রমরগণ ঝঙ্কার করিতেছে। শিখরোপরি রমণীয় বৃক্ষে পুষ্পবিকাশ নিবন্ধন পর্ব্বত যেন শিরো ভূষণ বহিতেছে। কর্ণিকার সকল পুষ্পিত হইয়াছে এবং স্বর্ণালঙ্কারযুক্ত পীতাম্বর ধারী মনুষ্যের ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। বৎস! আমি জানকীবিহীন, এক্ষণে বসন্ত আমার শোক উদ্দীপন

এবং অনঙ্গও যার পর নাই সন্তপ্ত করিতেছেন। ঐ শুন, কোকিল হর্ষভরে কুহুরব করিয়া যেন আমাকে ডাকিতেছে। আমি কামার্ত্ত, ঐ সুরম্য প্রস্রবণে দাত্যূহ পক্ষী মধুর ধ্বনি করিয়া, আমাকে শোকাকুল করিয়া তুলিতেছে, । হা! পুর্ব্বে জানকী আশ্রমমধ্যে ইহারই সঙ্গীত শুনিয়া পুলকিতমনে আমাকে আহ্বান পূর্ব্বক কতই হর্ষপ্রকাশ করিতেন।

ঐ দেখ, কাননমধ্যে পক্ষী সকল বিভিন্ন স্বরে কোলাহল করিয়া চারি দিক হইতে বৃক্ষে গিয়া বসিতেছে। এই পম্পা-তীরে বিহগমিথুন স্ব স্ব জাতিতে সন্নিবিষ্ট ও হৃষ্ট হইয়া, দলে দলে ভৃঙ্গবৎ মধুর শব্দ করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে। এই সমস্ত বৃক্ষ দাত্যূহের রতিজস্ত রবে এবং পুংস্কোকিলের বিরাবে যেন স্বয়ং শব্দ করিয়া, আমার চিত্ত বিকৃত করিয়া দিতেছে। বৎস! এক্ষণে এই বসন্তরূপ অনল আমায় দগ্ধ করিতে লাগিল। অশোকস্তবক উহার অঙ্গার, ভৃঙ্গরব শব্দ এবং পল্লবই আরক্ত শিখা। লক্ষ্মণ! আমি সেই সূক্ষ্মপক্ষ্মযুক্তনয়না সুকেশী মৃদুভাষিণী সীতাকে আর দেখিতেছি না, এক্ষণে আমার জীবনে প্রয়োজন কি? এই বসন্ত সীতার অত্যন্ত প্রীতিকর। তাঁহার কামপীড়াজনিত কালবশাৎ বর্দ্ধিত শোকানল বোধ হয়, শীঘ্রই আমাকে দগ্ধ করিবে। বৎস! জানকীর আর দর্শন নাই, সুন্দর বৃক্ষ সকল চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতেছি, সুতরাং এ সময় কাম অত্যন্তই প্রবল হইল। অদৃশ্যা সীতা ও স্বেদনাশক দৃষ্ট বসন্ত, উভয়ই আমার শোক প্রদীপ্ত করিয়া তুলিল। আমি জানকীর শোক ও চিন্তায় নিপীড়িত হইতেছি, এক্ষণে আবার এই নিষ্ঠুর বাসন্তী বায়ুও আমাকে পরিতপ্ত করিল।

লক্ষ্মণ! এই সমস্ত উন্মত্ত ময়ূর ময়ূরী সহিত স্ফাটিক গবাক্ষ তুল্য পবনকম্পিত পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক ইতস্তত নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। আমি কামার্ত্ত, ইহাদিগকে দেখিয়া, আরও আমার চিত্তবিকার উপস্থিত হইতেছে। ঐ দেখ, ময়ূরী ময়ূরকে গিরিশিখরে নৃত্য করিতে দেখিয়া, মন্মথাবেগে সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেছে। ঐ ময়ূরও সুরুচির পক্ষ প্রাবৃত করিয়া, কেকারবে পরিহাস করতই যেন অনন্যমনে উহার নিকট যাইতেছে। বৎস! বোধ হয়, এই ময়ূরের বনে রাক্ষস আমার জানকীরে হরণ করিয়া আনে নাই, তজ্জন্যই ইহারা সুরম্য কাননে নৃত্য করিতেছে। যাহাই হউক, এক্ষণে সীতাব্যতীত বাস করা আমার অত্যন্ত সুকঠিন। দেখ, পক্ষিজাতিতেও অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ঐ ময়ূরী কামবশে ময়ূরের অনুসরণ করিতেছে। যদি বিশাললোচনা জানকীরে কেহ অপহরণ না করিত, তাহা হইলে তিনিও অনঙ্গের বশবর্ত্তিনী হইতেন।

লক্ষ্মণ! এই বসন্তকালে বনকুসুম আমার পক্ষে নিতান্ত নিষ্ফল হইল। বৃক্ষের যে সকল পুষ্প অত্যন্তই সুন্দর, ঐ দেখ, সেগুলি ভ্রমরগণের সহিত নিরর্থক ভূতলে পড়িতেছে। আমার কামোদ্দীপক বিহঙ্গেরা দলবদ্ধ হইয়া, হৃষ্টমনে পরস্পরকে আহ্বান পূর্ব্বকই যেন মধুর রবে কোলাহল করিতেছে। যে স্থানে পরবশা জানকী আছেন, বসন্ত যদি তথায় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও আমার ন্যায় শোক করিতে হইবে। যদিও তথায় বসন্তের প্রভাব কিছুমাত্র না থাকে, তথাচ জানকী আমার বিরহে

কিরূপে জীবিত থাকিবেন। অথবা বুঝিলাম, বসন্ত সে স্থানও অধিকার করিয়াছেন, কিন্তু শত্রু যখন জানকীকে নিপীড়িত করিতেছে, তখন তিনি আর উহাঁর কি করিবেন। আমার প্রিয়তমা জানকী শ্যামা, পদ্মপলাশলোচনা ও মৃদু-ভাষিণী, তিনি এই বসন্তকালে নিশ্চয়ই প্রাণ ত্যাগ করিবেন। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে যে, সেই সাধ্বী আমার বিরহে প্রাণ ধারণে সমর্থ হইবেন না। বলিতে কি, আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি যথার্থতই অনুরক্ত ছিলাম।

লক্ষ্মণ! আমি কেবলই জানকীরে চিন্তা করিতেছি, এখন এই কুসুমসুবাসিত শীতল বায়ু আমার যেন অগ্নিবৎ বোধ হই-তেছে। পূর্ব্বে আমি জানকী সমভিব্যাহারে যে বায়ুকে সুখ-কর বোধ করিতাম, এই বিরহদশায় তাহা অতিশয় ক্লেশকর হইতেছে। পূর্ব্বে ঐ পক্ষী আকাশে উত্থিত হইয়া মধুর রবে বিরাব করিত, কিন্তু এক্ষণে বৃক্ষোপরি উপবেশন পূর্ব্ব হৃষ্টমনে কূজন করিতেছে। সুতরাং এক সময় ইহা হইতে সীতাবিয়োগ ব্যক্ত হইয়াছিল, এখন আবার ইহারই দ্বারা সীতাসংযোগ প্রকাশিত হইতেছে। লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, পুষ্পিত বৃক্ষে বিহঙ্গগণ কোলাহল করিয়া সকলকে পুলকিত করিতেছে। এই তিলক-মঞ্জরী পবনে চালিত হইয়া, মদস্খলিতগতি নারীর ন্যায় শোভিত রহিয়াছে, এবং ভ্রমরেরা উহার নিকট সহসা ধাবমান হইতেছে। ঐ অশোক বিরহিগণের একান্তই শোকবর্দ্ধন, উহা বায়ুভরে আলোড়িত স্তবকসমূহে যেন আমাকে ভর্জ্জন করিতেছে।

বৎস! ঐ মুকুলিত আম্র, উহা অঙ্গরাগশোভিত কামার্ত্ত

অঙ্গনার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, রমণীয় অরণ্যে কিন্নরগণ ইতস্তত বিচরণ করিতেছেন। এই স্বচ্ছসলিলা পম্পা, ইহাতে চক্রবাক ও হংসেরা বিচরণ করিতেছে, মৃগ ও হস্তী সকল পিপাসার্ত্ত হইয়া আসিয়াছে, সুগন্ধি রক্তবর্ণ পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া তরুণসূর্য্যবৎ শোভিত হইতেছে এবং ইহা ভ্রমরনিক্ষিপ্ত পরাগে পূর্ণ রহিয়াছে। পম্পার শোভা অতি চমৎকার এবং ইহার তীরস্থ বনমধ্যে কোন কোন স্থান একান্তই রমণীয়। ঐ দেখ, ইহার নির্ম্মল জলে পদ্ম সকল পবনাঘাতজনিত তরঙ্গবেগে বারংবার আহত হইতেছে।

লক্ষ্মণ! আমি সেই পদ্মচক্ষু পদ্মপ্রিয় জানকীরে না দেখিয়া আর প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। অনঙ্গের কি কুটিলতা, এক্ষণে আমার জানকী নাই, তাঁহাকে যে শীঘ্র পাইব, তাহারও সম্ভাবনা দেখি না, এ সময়ে অনঙ্গেরই প্রভাবে সেই মধুরভাষিণী আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছেন। যদি এই বৃক্ষশোভী বসন্ত আমাকে অধিকতর নিপীড়িত না করিত, তাহা হইলে আমি উপস্থিত কামবিকার অনায়াসে সংবরণ করিতে পারিতাম। বৎস! সংযোগাবস্থায় যে গুলি চক্ষে রমণীয় ছিল, বিরহে সেই গুলিই কদর্য্য বোধ হইতেছে। এই সকল পদ্মপত্র সীতার নেত্রকোশ সদৃশ এবং পদ্মপরাগবাহী বৃক্ষান্তর নিঃসৃত মনোহর বায়ু সীতারই নিশ্বাসানুরূপ, সন্দেহ নাই।

লক্ষ্মণ! এই পম্পার দক্ষিণ তটে গিরিশিখরোপরি কর্ণিকার বৃক্ষ বিকসিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ পর্ব্বতে বিস্তর ধাতু আছে, এক্ষণে উহা বায়ুবেগে বিঘর্ষিত হইয়া উড্ডীন হইতেছে। ঐ সকল পার্ব্বত্য সমতল স্থান

পত্রশূন্য পুষ্পিত রমণীয় কিংশুক বৃক্ষে যেন প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই দেখ, মালতী, মল্লিকা, পদ্ম, করবীর প্রভৃতি মধুগন্ধী বৃক্ষ সকল জন্মিয়াছে এবং পম্পারই জলসেকে বর্দ্ধিত হইতেছে। ঐ কেতকী সিন্ধুবার ও কুসুমিত বাসন্তী; ঐ মাতুলিঙ্গ, পূর্ণ ও কুন্দগুল্ম; এই নক্তমাল, মধূক, স্থলবেতস ও বকুল, ঐ চম্পক, ও পুষ্পিত নাগ; ঐ পদ্মক ও নীল অশোক; ঐ গিরিপৃষ্ঠে সিংহকেসরপিঞ্জর লোধ্র; ঐ অঙ্কোল, কুরণ্ট, চূর্ণক ও পারিভদ্রক; এই চূত, পাটল ও কোবিদার; ঐ মুচুকুন্দ, অর্জ্জুন, উদ্দালক, শিরীষ, শিংশপা ও ধব; ঐ শাল্মলী, কিংশুক, রক্ত কুরবক, তিনিশ, চন্দন ও স্যন্দন; এই হিন্তাল ও তিলক। লক্ষ্মণ! এই সকল মনোহর বৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে এবং উহারা পুষ্পিত লতাজালে বেষ্টিত রহিয়াছে। ইহাদের শাখা সকল বায়ুবেগে বিক্ষিপ্ত হইতেছে এবং লতা সকল মধুপানমত্ত রমণীর ন্যায় ইঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতেছে।

বৎস! এক্ষণে বায়ু বিবিধ রসাস্বাদনে পুলকিত হইয়াই যেন, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতে এবং বন হইতে বনে প্রবাহিত হইতেছে। দেখ, কোন বৃক্ষে মধুগন্ধী পুষ্প সুপ্রচুর, কোন বৃক্ষ বা মকুলের শ্যামরাগে শোভিত হইতেছে। মধুলুব্ধ, ভ্রমরেরা এইটি মধুর এইটি সুস্বাদ এবং ইহা বিলক্ষণ প্রস্ফুটিত, এই বলিয়া পুষ্পে লীন হইতেছে এবং তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে উত্থিত হইয়া আবার অন্যত্র প্রস্থান করিতেছে। ঐ ভূমি যদৃচ্ছাক্রমে নিপতিত কুসুম সমূহ দ্বারা যেন আস্তরণে আস্তীর্ণ হইয়াছে। শৈলশিখরে নীল পীত পুষ্প পতিত হইয়া,

নানা বর্ণের শয্যা প্রস্তুত করিয়াছে। লক্ষ্মণ! দেখ, বসন্তে কি পুষ্পই জন্মিতেছে। বৃক্ষ সকল যেন পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া পুষ্প প্রসব করিতেছে। শাখা সমূহ পুষ্প-স্তবকে শোভিত, ভ্রমরগণ গুণ গুণ রবে গান করায় বোধ হইতেছে, যেন, বৃক্ষগুলিই পরস্পরকে আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ দেখ একটি হংস পম্পার স্বচ্ছ সলিলে আমার মনোবিকার বর্দ্ধিত করিয়া হংসীর সহিত বিহার করিতেছে। এই নদী কি সুদৃশ্য! জগতে ইহার যে সমস্ত মনোজ্ঞ গুণ প্রচার আছে, তাহা অলীক বোধ হয় না। এক্ষণে যদি আমি সাধ্বী সীতাকে দেখিতে পাই, যদি এই পম্পাতটে তাঁহার সহবাসে কালক্ষেপ করি, তাহা হইলে ইন্দ্রত্ব কি অযোধ্যা কিছুই চাহি না। এই রমণীয় তৃণশ্যামল প্রদেশে সীতার সহিত বিহার করিলে নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত ও নিস্পৃহ হই। বৎস! আমি কান্তা-বিরহী, এক্ষণে এই বিচিত্রপত্র বৃক্ষ সকল পুষ্পশ্রী বিস্তার পূর্ব্বক এই স্থানে যার পর নাই আমায় চিন্তাকুল ও কাতর করিতেছে।

আহা! পম্পার কি শোভা। ইহার জল অতি শীতল, সর্ব্বত্র পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছে, চক্রবাক, ক্রৌঞ্চ, হংস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গেরা কলরব করিতেছে, এবং ইহার তীরে নানা-রূপ মৃগযূথ দৃষ্ট হইতেছে। ঐ সমস্ত হর্ষোন্মত্ত পক্ষী সেই পদ্ম-লোচনা চন্দ্রমুখী শ্যামাকে স্মরণ করাইয়া আমায় অতিমাত্র চঞ্চল করিতেছে। ঐ দেখ, সুরম্য শৈলশৃঙ্গে মৃগী সহিত বহু-সংখ্য মৃগ; আমি মৃগলোচনা জানকীর বিরহে কাতর হই-য়াছি, এক্ষণে উহারা ইতস্তত বিচরণ করিয়া আমার মন

আরও ব্যথিত করিতেছে। এক্ষণে যদি আমি এই উন্মত্ত-পক্ষিসঙ্কুল শিখরোপরি সীতাকে দেখিতে পাই, তবে সুখী হইব। সেই ক্ষীণমধ্যা যদি আমার সহিত এই পম্পার বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করেন, তবেই আমি বাঁচিব। দেখ, কৃতপুণ্যেরাই এই পদ্মগন্ধী প্রফুল্লকর নির্ম্মল বায়ুর হিল্লোলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

বৎস! সেই পরবশা জানকী কিরূপে জীবিত আছেন? সত্যবাদী ধার্ম্মিক রাজা জনক তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসিলে আমি সকলের সন্নিধানে বল তাঁহাকে কি বলিয়া প্রত্যুত্তর দিব? আমি পিতৃনিদেশে বনবাসোদ্দেশে যাত্রা করিলে, যিনি কেবল ধর্ম্মের অনুরোধ রক্ষা করিয়া এই মন্দভাগ্যের অনুসরণ করিয়াছেন, জানি না, এখন তিনি কোথায়। আমি রাজ্যচ্যুত হইয়া হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম, তথাচ যিনি আমার সহচরী হইয়াছেন, এক্ষণে আমি তাঁহার বিরহে দীন হইয়া কিরূপে দেহভার বহন করিব! বৎস! জানকীর চক্ষু পদ্মশ্রী ধারণ করিতেছে, আলাপ সময়ে অস্ফুট হাস্য তাঁহার ওষ্ঠে মিশাইয়া যায়। এক্ষণে সেই সুন্দর নিষ্কলঙ্ক পদ্মগন্ধি মুখখানি না দেখিয়া আমার বুদ্ধি অবসন্ন হইতেছে। তাঁহার কথা কেমন সুস্পষ্ট, হিতকর ও মধুর! আমি আবার কবে তাহা শুনিব! সেই সাধ্বী অরণ্যবাসে ক্লেশ পাইলেও সুখী ও সন্তুষ্টের ন্যায় আমায় প্রিয়বাক্যেই সম্ভাষণ করিতেন! হা! জননী যখন জিজ্ঞাসিবেন, বধূ জানকী কোথায় এবং কি প্রকার আছেন? তখন আমি তাঁহাকে কি বলিব! ভাই লক্ষ্মণ! তুমি গৃহে যাও, গিয়া ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে

দেখ, আমি জানকী ব্যতীত এ প্রাণ আর রাখিতে পারিব না।

লক্ষ্মণ, মহাত্মা রামকে অনাথবৎ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া যুক্তি ও অর্থসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, আর্য্য, শোক সম্বরণ করুন, আপনার মঙ্গল হইবে। দেখুন, পাপ-স্পর্শ না থাকিলেও শোকার্ত্ত লোকের বুদ্ধি হ্রাস হয়। এক্ষণে বিচ্ছেদভয় মনে অঙ্কিত করিয়া প্রিয়জনের স্নেহে বিরত হউন। দীপবর্ত্তি আর্দ্র হইলেও অতিমাত্র তৈলসংযোগে দগ্ধ হইয়া থাকে। আর্য্য! যদি রাবণ পাতালে বা তদপেক্ষাও কোন নিভৃত স্থলে প্রবেশ করে, তথাচ তাহার নিস্তার নাই। অতঃপর আপনি সেই পাপিষ্ঠের বৃত্তান্ত বিদিত হইবার চেষ্টা করুন। সে, হয় জানকীকে নয় জীবনকে অবশ্যই ত্যাগ করিবে। সে যদি অসুরজননী দিতির গর্ভে সীতাকে লইয়া লুক্কায়িত হয়, তথাচ সীতা সমর্পণ না করিলে, আমি তন্মধ্যেই তাহাকে বধ করিব। আর্য্য! আপনি দীনভাব পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। অর্থ নষ্ট হইলে অযত্নে কখনই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দেখুন, উৎসাহ কার্য্যসাধনের প্রধান উপায়, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বল আর নাই। এই জীবলোকে উৎসাহীর সকল বস্তু সুলভ, কোন বিষয়েই তাঁহাকে আর বিষণ্ণ হইতে হয় না। এক্ষণে আমরা উৎসাহ-মাত্র আশ্রয় করিয়া জানকী লাভ করিব। আপনি শোক দূরে ফেলুন এবং কামুকতাও পরিত্যাগ করুন। আপনি অতি উদার ও সুশিক্ষিত, এক্ষণে ইহা কি সম্পূর্ণই বিস্মৃত হইয়াছেন?

তখন রাম, লক্ষ্মণের কথা সঙ্গত বুঝিয়া শোক ও মোহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন এবং তাঁহার সহিত উদ্বিগ্নমনে মৃদু গমনে পবনকম্পিত-বৃক্ষে পূর্ণ রমণীয় পম্পা অতিক্রম করিয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে বন প্রস্রবণ ও গুহা সকল দেখিতে লাগিলেন। রাম কিরূপে প্রবোধ লাভ করিবেন, এই চিন্তাই লক্ষ্মণের অনুক্ষণ প্রবল। তিনি নিরা-কুলমনে মত্তমাতঙ্গগমনে রামের অনুগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে নীতি ও বীরতা প্রদর্শন দ্বারা রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় গজগামী কপিরাজ, ঋষ্যমূক পর্ব্বতের সন্নিধানে সঞ্চরণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে ঐ দুই অপূর্ব্বরূপ তেজস্বী রাজকুমারকে দেখিতে পাইলেন। তিনি উহাঁদের দর্শনমাত্র অতিমাত্র ভীত নিশ্চেষ্ট ও বিষণ্ণ হইয়া রহিলেন। তখন অন্যান্য বানরেরাও শঙ্কিত হইল, এবং যাহার প্রান্তভাগ কপিকুল পূর্ণ, যাহা পুণ্যজনক সুখকর ও শরণ্য, এইরূপ এক আশ্রমে প্রবেশ করিল।

দ্বিতীয় সর্গ

সুগ্রীব অস্ত্রধারী মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া যার পর নাই শঙ্কিত হইলেন, এবং উদ্বিগ্নমনে চতুর্দ্দিক নিরী-ক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি আর কোন স্থানেই

স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মনও একান্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর তিনি ব্যাকুলচিত্তে চিন্তা এবং মন্ত্রি-গণের সহিত কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া কহিলেন, কপিগণ! বালী নিশ্চয়ই ঐ দুই ব্যক্তিকে পাঠাইয়াছে। উহারা বিশ্বাস উৎপাদনছলে চীর পরিধান করিতেছে। দেখ, এক্ষণে উহারা পর্য্যটনপ্রসঙ্গে এই দুর্গম বনমধ্যেই প্রবেশ করিল।

তখন মন্ত্রিগণ ঐ ধনুর্দ্ধারী বীরযুগলকে দেখিয়া, তথা হইতে শশব্যস্তে অন্য শিখরে প্রস্থান করিলেন এবং যূথপতি সুগ্রীবকে বেষ্টন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর অন্যান্য বলী বানর গতিবশাৎ শৈলশিখর কম্পিত এবং মৃগ মার্জ্জার ও ব্যাঘ্রগণকে শঙ্কিত করিয়া, শৈল হইতে শৈলে লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল এবং গহন বনে পুষ্পিত বৃক্ষ সকল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে বানরমন্ত্রি সকল ঋষ্যমূকে কপিবর সুগ্রীবকে বেষ্টন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতেছিলেন, তন্মধ্যে বক্তা হনুমান সুগ্রীবকে বালীর পাপাচরণে শঙ্কিত দেখিয়া কহিলেন, বীর! তুমি ভীত হইও না। ইহা ঋষ্যমূক পর্ব্বত, এখানে বালী হইতে কোনরূপ ভয় সম্ভাবনা নাই। তুমি যাহার জন্য উদ্বিগ্নমনে পলাইয়া আইলে, আমি সেই ক্রূরদর্শন নিষ্ঠুরকে দেখিতেছি না। যে দুরাচার পাপী হইতে তোমার এত ভয়, সে এ বনে আইসে নাই; সুতরাং তুমি কেন ভীত হইয়াছ বুঝিতেছি না। কপিরাজ! আশ্চর্য্য! তোমার বানরত্ব সুস্পষ্টই প্রকাশ হইতেছে। তুমি চিত্তের অস্থৈর্য্য বশত এখনও ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলে না। এক্ষণে ইঙ্গিত দ্বারা নিশ্চয় পরকীয় আশয় বুঝিয়া তদনুরূপ

ব্যবহার কর। দেখ, নির্ব্বোধ রাজা কখনই লোক শাসন করিতে পারেন না।

তখন সুগ্রীব, হনুমানের এই শ্রেয়স্কর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক হিতবচনে কহিতে লাগিলেন, মন্ত্রি! ঐ দুই শরকার্ম্মুকধারী দীর্ঘবাহু দীর্ঘনেত্র দেবকুমারতুল্য বীরকে দর্শন করিলে কাহার না ভয় হয়? আমার বোধ হইতেছে, উহারা বালীরই প্রেরিত হইবে। দেখ, রাজগণের অনেকেরই সহিত মিত্রতা থাকে, উহারা সেই সূত্রে এই স্থানে আসিয়াছে; সুতরাং উহাদিগকে সহসা বিশ্বাস করা উচিত হইতেছে না। শত্রু, যার পর নাই কপট ব্যাবহার করে, উহারা বিশ্বাসের ভাণ করিয়া অন্যকে সুযোগক্রমে বিনাশ করিয়া থাকে, অতএব উহাদের আশয় বুঝা কর্ত্তব্য। বালী সকল কার্য্যে সুপটু; বিশেষত রাজারা বঞ্চনাচতুর ও শত্রুঘাতক হইয়া থাকেন, সুতরাং ছদ্মবেশী চর নিয়োগ করিয়া তাঁহাদিগকে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। হনুমান! এক্ষণে তুমি সামান্য ভাবে গিয়া ইঙ্গিত আকার ও কথোপকথনে ঐ দুই ব্যক্তিকে জান, যদি উহাদিগকে হৃষ্টচিত্ত দেখিতে পাও, তবে সম্মুখীন হইয়া পুনঃ পুনঃ আমার প্রশংসা পূর্ব্বক আমারই অভিপ্রায় জানাইয়া উহাদিগের মনে বিশ্বাস জন্মাইবে এবং বাক্যালাপ বা আকার প্রকারে দুরভিসন্ধি কিছু বুঝিতে না পারিলে, উহারা কি কারণে বনে আসিয়াছে জিজ্ঞাসা করিবে।

অনন্তর হনুমান সুগ্রীবের এইরূপ আদেশ পাইয়া ঋষ্যমূক হইতে রাম ও লক্ষ্মণের নিকট গমন করিলেন। তিনি দুষ্টবুদ্ধিতা নিবন্ধন বানর রূপ পরিহার পূর্ব্বক ভিক্ষুরূপ ধারণ

করিলেন এবং বিনীতের ন্যায় উহাঁদিগের সন্নিহিত হইয়া, পূজা ও স্তুতিবাদ পূর্ব্বক মধুর ও কোমল বাক্যে স্বেচ্ছামত কহিতে লাগিলেন, বীর! তোমরা কে? তোমাদের বর্ণ সুকুমার ও কান্তি কমণীয়। তোমরা ব্রতপরায়ণ সুধীর তাপস এবং রাজর্ষিসদৃশ ও দেবতুল্য। এক্ষণে বল, কি জন্য এই স্থানে আসিয়াছ? তোমরা চীরধারী ও ব্রহ্মচারী; তোমাদের দেহপ্রভায় এই স্বচ্ছসলিলা নদী শোভিত হইতেছে। তোমরা বন্য জীব জন্তুগণকে একান্ত শঙ্কিত করিয়া পম্পাতীরস্থ বৃক্ষ সকল নিরীক্ষণ করিতেছ। তোমাদিগের হস্তে ইন্দ্রধনুতুল্য শত্রুনাশন শরাসন। তোমরা সিংহবৎ স্থিরভাবে দর্শন করিতেছ, এবং ক্লান্ত হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছ। তোমরা মহাবীর ও সুরূপ। তোমাদের সৌন্দর্য্যে এই পর্ব্বত শোভিত হইতেছে। তোমরা রাজ্যে বিহার করিবারই সম্পূর্ণ উপযুক্ত, বল, কি কারণে এই স্থানে আসিয়াছ? তোমাদিগের মস্তকে জটাযুট এবং নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত। তোমরা পরস্পর পরস্পরেরই অনুরূপ। তোমাদিগকে দেখিলে বোধ হয়, যেন, তোমরা দেবলোক হইতে এই স্থানে আবির্ভূত হইয়াছ। চন্দ্র ও সূর্য্যই যেন যদৃচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তোমাদের বক্ষঃস্থল বিশাল এবং স্কন্ধ সিংহস্কন্ধের ন্যায় প্রশস্ত। তোমরা দেবরূপী মনুষ্য, বিলক্ষণ উৎ[illegible]ী ও হৃষ্টপুষ্ট বৃষের ন্যায় একান্ত প্রিয়দর্শন। তোমাদিগের ভুজদণ্ড করিশুণ্ডবৎ দীর্ঘ, বর্ত্তুল ও অর্গলতুল্য; এই হস্তে অলঙ্কার ধারণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু জানি না, কি কারণে কর নাই। বোধ হয়, তোমরা এই

বিন্ধ্যমেরুশোভিত সাগরবনপূর্ণ পৃথিবীকে রক্ষা করিতে পার। তোমাদের কোদণ্ড স্বর্ণরঞ্জনে রঞ্জিত ও সুচিক্কণ, উহা সুবর্ণ-খচিত বজ্রের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। এই সকল সুদৃশ্য তূণীর প্রাণান্তকর জ্বলন্তসর্প-সদৃশ সুশাণিত ভীষণ শরে পূর্ণ রহিয়াছে। এই দুই খড়্গ স্বর্ণজড়িত ও দীর্ঘ, উহা যেন নির্ম্মোকমুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় শোভিত হইতেছে। বীর! আমি তোমাদিগকে এইরূপ কহিতেছি, কিন্তু তোমরা কি নিমিত্ত প্রত্যুত্তর দিতেছ না? দেখ, এই ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সুগ্রীব নামে কোন এক বীর বাস করিয়া থাকেন। তিনি বানরগণের অধিপতি ও ধার্ম্মিক। বালী তাঁহাকে রাজ্য হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে বলিয়া, তিনি দুঃখিতমনে সমস্ত জগৎ ভ্রমণ করিতেছেন। এক্ষণে আমি কেবল তাঁহারই নিয়োগে তোমাদিগের নিকট আগমন করিলাম। আমি পবনতনয়, জাতিতে বানর, নাম হনুমান। এক্ষণে ধর্ম্মশীল সুগ্রীব তোমাদের সহিত মৈত্রীভাব স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছেন। আমি তাঁহার মন্ত্রী। আমার গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। আমি সুগ্রীবেরই প্রিয়কামনায় ভিক্ষুরূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া ঋষ্যমূক হইতে এস্থানে আইলাম। এই বলিয়া বক্তা হনুমান মৌনাবলম্বন করিলেন।

তৃতীয় সর্গ।

অনন্তর শ্রীমান রাম হনুমানের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, পুলকিতমনে পার্শ্বস্থ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আমি কপিরাজ সুগ্রীবের অন্বেষণ করিতেছিলাম, এক্ষণে তাঁহারই এই মন্ত্রী আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। এই বানর বীর ও বক্তা, তুমি সস্নেহে মধুর বাক্যে ইঁহার সহিত আলাপ কর। ইনি যেরূপ কহিলেন, ঋক্ যজু ও সামবেদে যাঁহার প্রবেশ নাই, তিনি এরূপ বলিতে পারেন না। ইনি অনেক বার সমগ্র ব্যাকরণ শুনিয়া থাকিবেন; দেখ, বিস্তর কথা কহিলেন, কিন্তু একটিও অপশব্দ ইঁহার ওষ্ঠের বহির্গত হয় নাই এবং বলিবার সময় ইঁহার মুখ নেত্র ভ্রূ ললাট প্রভৃতি অঙ্গবিশেষে কোনরূপ দোষও লক্ষিত হইল না। ইঁহার কথা-গুলি কেমন স্বল্পাক্ষর সরল ও মধুর! উহা বক্ষ কর্ণ ও তালু হইতে মধ্যম স্বরে কেমন সুস্পষ্ট নিঃসৃত হইল! যে পদ অগ্রে প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক, ইহাতে তাহা উপেক্ষিত হয় নাই এবং ইহা প্রত্যেক পদের অর্থ হৃদ্বোধ করাইয়া বিষয়জ্ঞানে সমর্থ করিল। এই বাক্য মনঃপ্রফুল্লকর ও অদ্ভুত; অন্যের কথা দূরে থাক, ইহা অসিপ্রহারোদ্যত শত্রুরও মন প্রসন্ন করিতে পারে। যে রাজার এইরূপ দূত না থাকে, জানি না, তাঁহার কার্য্য কি প্রকারে সম্পন্ন হয়? ফলত এতাদৃশ গুণবান লোক যাঁহার উত্তরসাধক, তাঁহার সকল কার্য্যই কেবল ইঁহার বাক্যগুণে সফল হইয়া থাকে।

তখন বক্তা লক্ষ্মণ, সুগ্রীবসচিব হনুমানকে কহিলেন, বিদ্বন্! মহাত্মা সুগ্রীবের গুণ আমাদিগের অবিদিত নাই, আমরা তাঁহাকেই অনুসন্ধান করিতেছি। তুমি তাঁহার বাক্য-ক্রমে আমাদিগকে যাহা কহিলে, আমরা তাহাই করিব।

হনুমান লক্ষ্মণের এই সুনিপুণ কথা শ্রবণ এবং সুগ্রীবের জয়লাভোদ্দেশে মনঃ সমাধান পূর্ব্বক রামের সহিত তাঁহার সখ্যস্থাপনে অভিলাষী হইলেন।

চতুর্থ সর্গ।

হনুমান, রামের কার্য্য সংকল্পে আগমন-বৃত্তান্ত শ্রবণ এবং সুগ্রীবের প্রতি তাঁহার শান্তভাব দর্শন করিয়া হৃষ্টমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, রাম যখন কোন উপলক্ষ করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাহাও যখন সুগ্রীবের হস্তায়ত্ত, তখন সুগ্রী-বের রাজ্যলাভ অবশ্যই সম্ভব। হনুমান এই ভাবিয়া হৃষ্টমনে রামকে কহিলেন, বীর! তুমি কি কারণে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত হিংস্র জন্তুপূর্ণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া এই পম্পার কাননে আসিয়াছ?

তখন লক্ষ্মণ রামের আদেশে কহিতে লাগিলেন, বীর! দশরথ নামে কোন এক ধর্ম্মবৎসল মহীপাল ছিলেন। তিনি ধর্ম্মানুসারে চারি বর্ণের লোক নিয়ত প্রতিপালন করিতেন। কেহ তাঁহার দ্বেষ্টা ছিল না, তিনিও কাহাকে দ্বেষ করিতেন

না। ঐ রাজা লোকমধ্যে দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় বিরাজ করিতেন এবং প্রচুর দক্ষিণা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি নানা যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইনি তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র, নাম রাম। ইনি সকলের আশ্রয়, ইহাঁ হইতে পিতৃনির্দেশ প্রায় পূর্ণ হইল। মহারাজের পুত্রগণমধ্যে এই রামই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও গুণশ্রেষ্ঠ। ইহাঁর আকারে সমস্ত রাজচিহ্ন বিদ্যমান। ইনি রাজপদ গ্রহণ করিতে ছিলেন, এই অবসরে রাজ্যে বঞ্চিত হইয়া আমার সহিত অরণ্যে আসিয়াছেন। সায়াহ্নে রশ্মি যেমন তেজস্বী সূর্য্যের অনুসরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভার্য্যা জানকী ইহাঁর অনুগমন করিয়াছেন। আমি ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ। আমি এই কৃতজ্ঞ বহুদর্শীর গুণগ্রামে বশীভূত হইয়া, দাসত্ব স্বীকার করিয়া আছি। ইনি ভোগসুখ লাভের যোগ্য, পূজনীয় ও সকলের উপকারী। ইনি ঐশ্বর্য্যবিহীন হইয়া, বনবাসে বিচরণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে কোন এক কামরূপী রাক্ষস আমাদের অসন্নিধানে ইহাঁর পত্নী জানকীরে আশ্রম হইতে হরণ করিয়াছে। আমরা ঐ রাক্ষসের সম্পর্কে সবিশেষ কিছুই জানি না। দিতির পুত্র দানব দনু শাপপ্রভাবে রাক্ষস হইয়াছিল। সে মাত্র এই কথা কহিল, কপিরাজ সুগ্রীব অতিশয় বিচক্ষণ, সেই বীর্য্যবান তোমার ভার্য্যাপহারী রাক্ষসকে জানিবেন। দনু এই বলিয়া তেজঃপুঞ্জ কলেবরে স্বর্গারোহণ করিল।

হনুমান! এই আমি তোমাকে রামসংক্রান্ত প্রকৃত বৃত্তান্ত সমস্তই কহিলাম। এক্ষণে আমি ও রাম, আমরা দুইজনেই সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইতেছি। রাম অর্থীদিগকে প্রচুর অর্থ

দান পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট যশোলাভ করিয়াছেন। যিনি পূর্ব্বে সকলের অধিপতি ছিলেন, এক্ষণে তিনি সুগ্রীবের আশ্রয় লাভের ইচ্ছা করিতেছেন। যিনি লোকের শরণ্য ও ধর্ম্মবৎসল, জানকী যাঁহার বধূ, তাঁহারই পুত্র রাম সুগ্রীবের শরণাগত হইলেন। যে ধর্ম্মশীল অস্ত্রের প্রতিপালক ছিলেন, মদীয় গুরু সেই রাম সুগ্রীবের শরণাগত হইলেন। সমস্ত লোক যাঁহার প্রসাদে পরিতোষ পাইত, সেই রাম সুগ্রীবের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছেন। যে দশরথ পৃথিবীর গুণবান রাজগণকে সর্ব্বদা সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহারই জগদ্বিখ্যাত জ্যেষ্ঠ পুত্র সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইলেন। ইনি শোকার্ত্ত হইয়া যখন আশ্রয় লইলেন, তখন যূথপতিগণের সহিত সুগ্রীব ইহাঁর প্রতি প্রসন্ন হউন।

লক্ষ্মণ জলধারাকুল লোচনে করুণ বাক্যে এই রূপ বলিলে, বক্তা হনুমান কহিতে লাগিলেন, তোমরা বুদ্ধিমান শান্তস্বভাব ও জিতেন্দ্রিয়। সুগ্রীব তোমাদের সহিত অবশ্যই সাক্ষাৎ করিবেন। তোমরা তাঁহারই ভাগ্যক্রমে এই স্থানে আসিয়াছ। বালীর সহিত তাঁহার অত্যন্ত বিরোধ। বালী তাঁহার ভার্য্যাকে লইয়াছে এবং রাজ্যাপহরণ পূর্ব্বক দূর করিয়া দিয়াছে। সেই অবধি সুগ্রীব যার পর নাই ভীত হইয়া অরণ্যে বিচরণ করিতেছেন। এক্ষণে তিনিই বানরগণকে লইয়া সীতার অন্বেষণ কার্য্যে তোমাদের সাহায্য করিবেন। হনুমান মধুর বাক্যে এই বলিয়া পুনরায় কহিলেন, তবে চল, এক্ষণে আমরা সুগ্রীবেরই নিকট উপস্থিত হই।

তখন লক্ষ্মণ হনুমানকে যথাবিধি সৎকার করিয়া রামকে

কহিলেন, আর্য্য! এই পবন তনয় হনুমান হৃষ্ট মনে যে রূপ কহিতেছেন, ইহাতে বোধ হইল, আপনার সাহায্যে সুগ্রীবেরও কোন কার্য্য সাধিত হইবে। এক্ষণে আপনি এই স্থানে আসিয়া কৃতার্থ হইলেন। এই বীর স্পষ্টই প্রসন্ন মুখে হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, ইনি যে মিথ্যা কহিবেন, এ রূপ বোধ হইতেছে না।

অনন্তর বিচক্ষণ হনুমান রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া সুগ্রীবের নিকট গমন করিতে অভিলাষী হইলেন, এবং ভিক্ষু রূপ পরিহার ও বানর রূপ স্বীকার করিয়া উহাঁদিগকে পৃষ্ঠে গ্রহণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম সর্গ।

অনন্তর হনুমান ঋষ্যমূক হইতে মলয় পর্ব্বতে গমন করিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, কপিরাজ! এই বীর রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত আগমন করিয়াছেন। ইনি ইক্ষ্বাকু বংশীয়, রাজা দশরথের পুত্র। ইনি পিতৃনিদেশে পিতারই সত্য পালনের উদ্দেশে আসিয়াছেন। যিনি রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অগ্নির তৃপ্তি সাধন এবং ব্রাহ্মণগণকে বহু সংখ্য গো দক্ষিণা দান করিয়াছেন, যিনি সাধুতা ও সত্য দ্বারা পৃথিবী শাসন করিতেন, তাঁহারই স্ত্রীর জন্য রাম বনবাসী। এক্ষণে এই মহাত্মা, অরণ্যবাসে বিচরণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে রাবণ

ইহাঁর পত্নীকে হরণ করিয়াছে। ইনি তোমার শরণাপন্ন হইলেন। রাম ও লক্ষ্মণ দুই জনেই তোমার সহিত বন্ধুতা করিবে। ইহাঁরা অতিশয় পূজনীয়, এক্ষণে তুমি ইহাঁদিগকে গ্রহণ ও সম্মান কর।

তখন সুগ্রীব হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রিয়দর্শন রূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রীতিভরে রমকে কহিলেন, রাম! আমি হনুমানের নিকট তোমার গুণ সমস্ত প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিয়াছি। তুমি তপোনিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ; সকলের উপর তোমার বাৎসল্য আছে। আমি বানর, তুমি আমারও সহিত যে বন্ধুতা ইচ্ছা করিতেছ, এই আমার পরম লাভ, এইই আমার সম্মান। এক্ষণে আমার সহিত মৈত্রীভাব স্থাপন যদি তোমার প্রীতিকর হইয়া থাকে, তবে আমি এই বাহু প্রসারণ করিয়া দিলাম গ্রহণ কর, এবং অটল প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হও।

তখন রাম পুলকিতমনে সুগ্রীবের হস্ত গ্রহণ এবং মিত্রতা স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ঐ সময় হনুমান দুইখানি কাষ্ঠ ঘর্ষণ পূর্ব্বক অগ্নি উৎপাদন করিয়া প্রীতমনে পুষ্প দ্বারা তাহা অর্চ্চনা করত উহাঁদের মধ্যস্থলে রাখিলেন। উহাঁরা ঐ প্রদীপ্ত অনল প্রদক্ষিণ করিয়া পরস্পর প্রীতিভরে পরস্পরকে দর্শন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালে কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর সুগ্রীব হৃষ্টমনে রামকে কহিলেন, রাম! তুমি আমার প্রীতিকর বন্ধু হইলে, এক্ষণে আমাদিগের সুখ দুঃখ একই হইল। এই বলিয়া তিনি শাল বৃক্ষের এক পত্রবহুল কুসুমিত শাখা ভগ্ন করিয়া তদুপরি রামের সহিত উপবিষ্ট

হইলেন। হনুমানও লক্ষ্মণের উপবেশনার্থ প্রীতমনে এক পুষ্পিত চন্দনশাখা আনিয়া দিলেন।

অনন্তর সুগ্রীব হর্ষোৎফুল্ললোচনে কহিলেন, রাম! আমি রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়া, ভীতমনে অরণ্য পর্য্যটন করিতেছি। বালীর সহিত আমার অত্যন্ত বিরোধ। সে আমার ভার্য্যাকে গ্রহণ করিয়াছে। আমি তাহারই ভয়ে উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া এই দুর্গ আশ্রয় করিয়া আছি। অতঃপর যাহাতে আমার ভয় দূর হয়, তুমি তাহাই কর।

তখন ধর্ম্মবৎসল তেজস্বী রাম ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, কপিরাজ! উপকারই যে মিত্রতার ফল, আমি তাহা বিদিত আছি। আমি তোমার সেই ভার্য্যাপহারক বালীকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব। আমার কঙ্কপত্রশোভী সরলগ্রন্থি বজ্রসদৃশ সূর্য্যপ্রকাশ সুশাণিত অমোঘ শর মহাবেগে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় সেই দুর্বৃত্তের উপর পড়িবে। তুমি এক্ষণে নিশ্চয়ই তাহাকে নিহত ও পর্ব্বতবৎ বিক্ষিপ্ত দর্শন করিবে।

অনন্তর সুগ্রীব রামের মুখে হিতকর এইরূপ কথা শুনিয়া প্রীতমনে কহিলেন, মনুষ্যপ্রবীর! আমি তোমার প্রসাদে রাজ্য ও ভার্য্যা উভয়ই প্রাপ্ত হইব। তুমি আমার সেই শত্রু বালীকে এই রূপ করিবে যেন সে, আমার আর কোনরূপ অনিষ্ট করিতে না পারে।

তখন সুগ্রীব ও রামের প্রণয়সংঘটন হইলে, জানকীর পদ্মকলিকাকার চক্ষু বালীর পিঙ্গলবর্ণ চক্ষু এবং রাক্ষসগণের অগ্নিবৎ প্রদীপ্ত চক্ষু বামে নৃত্য করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ সর্গ।

অনন্তর সুগ্রীব প্রীত হইয়া পুনরায় কহিলেন, রাম! তুমি যে নিমিত্ত নির্জন বনে আসিয়াছ, আমার এই মন্ত্রিপ্রধান সেবক হনুমান সমুদায়ই কহিয়াছেন। তুমি লক্ষ্মণের সহিত বনবাসে কাল যাপন করিতেছিলে, এই অবসরে এক রাক্ষস তোমার ভার্য্যা জনকনন্দিনী সীতাকে হরণ করে। তুমি ও সুবোধ লক্ষ্মণ, জানকীকে একাকী রাখিয়া প্রস্থান কর, আর সেই ছিদ্রান্বেষী, জটায়ুকে বিনাশ করিয়া তাঁহাকে লইয়া যায়। রাক্ষস তোমায় স্ত্রীবিচ্ছেদ দুঃখে ফেলিয়াছে, তুমি অচিরাৎ ইহা হইতে মুক্ত হইবে; আমি তোমাকে সেই দানবহৃত দেবশ্রুতীর ন্যায় সীতা আনিয়া দিব। তিনি আকাশ বা রসাতলেই থাকুন, আমি তাঁহাকে আনয়ন পূর্ব্বক তোমায় অর্পণ করিব। জানিও আমি সত্যই কহিলাম। ইন্দ্রাদি সুরাসুর কখনই বিষাক্ত খাদ্যবৎ সীতাকে জীর্ণ করিতে পারিবেন না। বীর! শোক পরিত্যাগ কর; আমি তোমার প্রিয়তমাকে আনিব। এক্ষণে অনুমানে বুঝিতেছি, তিনিই জানকী। নিষ্ঠুর নিশাচর তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ঐ সময় সীতা, হা রাম! হা লক্ষ্মণ! এই বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, এবং রাবণের ক্রোড়ে উরগীর ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন। তিনি আমাদের পাঁচজনকে পর্ব্বতোপরি দর্শন করিয়া, উত্তরীয় ও অলঙ্কার ফেলিয়া

দিয়াছেন। আমরা সেই গুলি লইয়া গহ্বরে রাখিয়াছি। এক্ষণে সমুদায়ই আনি, দেখ তুমি চিনিতে পার কি না।

তখন রাম প্রিয়বাদী সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! শীঘ্র আন, কি জন্য বিলম্ব করিতেছ? অনন্তর সুগ্রীব তৎক্ষণাৎ রামের প্রিয়োদ্দেশে এক নিবিড় গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং উত্তরীয় ও অলঙ্কার আনয়ন পূর্ব্বক কহিলেন, এই দেখ।

তখন রাম সেই গুলি লইয়া, হিমজালে চন্দ্র যেমন আবৃত হন, তদ্রূপ নেত্রজলে আচ্ছন্ন হইলেন। তিনি সীতাস্নেহ-প্রবৃত্ত অশ্রুতে দূষিত হইয়া, অধীর ভাবে হা প্রিয়ে! "বলিয়া ভূতলে পড়িলেন এবং সেই অলঙ্কার গুলি বারংবার হৃদয়ে রাখিয়া গর্ত্তমধ্যে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তৎকালে লক্ষ্মণ উহাঁর পার্শ্বে ছিলেন, রাম তাঁহাকে নিরীক্ষণ ও অনর্গল অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ, হরণকালে জানকী ভূতলে এই উত্তরীয় ও দেহ হইতে অলঙ্কার ফেলিয়া দিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি তৃণাচ্ছন্ন ভূমির উপর এই সমস্ত নিক্ষেপ করিয়া থাকিবেন, নচেৎ এই গুলি পূর্ব্ববৎ কদাচই অবিকৃত থাকিত না।

তখন লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! আমি কেয়ুর জানি না কুণ্ডলও জানি না, প্রতিদিন প্রণাম করিতাম, এই জন্য এই দুই নূপুরকেই জানি।

অনন্তর রাম সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! বল, সেই ভীষণাকার রাক্ষস আমার প্রাণপ্রিয়া জানকীকে লইয়া কোথায় গমন করিতেছিল দেখিলে? যে আমাকে ঘোরতর বিপদে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে, সে কোথায় থাকে? অতঃপর আমি

তাহারই নিমিত্ত রাক্ষসকুল সংহার করিব। যে জানকীরে হরণ করিয়া আমার ক্রোধানল প্রদীপ্ত করিল, সে আত্ম-নাশের জন্য মৃত্যুদ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। যে বঞ্চনা করিয়া বন হইতে আমার প্রেয়সীকে হরণ করিল, সে ব্যক্তি কে? বল, আমি অচিরাৎই তাহাকে বিনাশ করিব।

সপ্তম সর্গ

তখন সুগ্রীব রামের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া গদগদকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, রাম! আমি সেই পাপ রাক্ষসের গুপ্তনিবাস কোথায়, জ্ঞাত নহি, কিন্তু তাহার বল বিক্রম এবং সেই দুস্কুলের কুল সমস্তই জানি। এক্ষণে তুমি শোক পরিত্যাগ কর; সত্যই কহিতেছি, জানকী যেরূপে তোমার হস্তগত হন, তাহাই করিব। আমি তুষ্টিকর পুরুষকার অবলম্বন পূর্ব্বক রাবণকে সগণে সংহার করিয়া, যাহাতে তুমি প্রীত হইতে পার, অচিরাৎ তাহাই করিব। এক্ষণে তুমি আর বিহ্বল হইও না, ধৈর্য্য অবলম্বন কর। এই রূপ বুদ্ধিলাঘব ভবাদৃশ লোকের শোভা পায় না। দেখ, আমিও স্ত্রীবিরহজনিত বিপদে পড়িয়াছি, কিন্তু আমি সামান্য বানর, তথাচ এইরূপে শোক করি না, এবং ধৈর্য্যও ধারণ করিতেছি। রাম! তুমি মহাত্মা বিনীত সুধীর ও মহৎ, তুমি যে প্রবোধ পাইবে, ইহার আর বৈচিত্র্য কি। তোমার

নয়ন যুগল হইতে দরদরিত ধারে অশ্রু বহিতেছে, ধৈর্য্যবলে সংবরণ কর। ধৈর্য্য সাত্ত্বিকের মর্য্যাদাস্বরূপ; ইহা ত্যাগ করিও না। যিনি সুধীর, বিপদ অর্থকষ্ট এবং প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলেও বুদ্ধিকৌশলে অবসন্ন হন না। আর যে ব্যক্তি অবিচক্ষণ এবং যে কোন কার্য্যেই বুদ্ধিচাতুর্য্য দেখাইতে পারে না, সে শোকে অবশ হইয়া, নদীপ্রবাহে ভারাক্রান্ত নৌকার ন্যায় নিমগ্ন হয়। সখে! আমি এই তোমার নিকট কৃতাঞ্জলি হইতেছি, প্রণয়ের অনুরোধে প্রসন্ন করিতেছি, তুমি পৌরুষ আশ্রয় কর, আর শোক করিও না। শোকার্ত্ত লোক অসুখী এবং তাহার তেজও নষ্ট হয়, অতএব তুমি শোক করিও না। দেখ, শোকবশে প্রাণসংশয় হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং শোককে আর প্রশ্রয় দিও না। আমি সখ্যভাবে তোমায় হিতই কহিতেছি, ইহা উপদেশ নহে। এক্ষণে তুমি সখ্যতার গৌরব রাখিয়া শোক দূর কর।

তখন রাম, বয়স্য সুগ্রীবের মধুর বচনে প্রবোধ লাভ করিয়া, বস্ত্রান্তে নেত্রজলক্লিন্ন মুখ মার্জ্জনা করিলেন, এবং প্রকৃতিস্থ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, শুভানুধ্যায়ী স্নিগ্ধ বন্ধুর যাহা অনুরূপ ও কর্ত্তব্য, তুমি তাহাই করিলে। তোমার অনুনয়ে এই আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম। এই রূপ বিপদকালে এই প্রকার মিত্রলাভ নিতান্তই দুর্ঘট। এক্ষণে জানকীর অন্বেষণ এবং সেই দুরাচার রাক্ষসের বধ সাধন এই দুইটি বিষয়ে তোমায় সবিশেষ যত্ন করিতে হইবে। অতঃপর আমিই বা তোমার কি করিব, তুমি অকপটে তাহাও বল। সখে! বর্ষার সময় সুক্ষেত্রে বীজ যেমন ফলবৎ হয়,

তদ্রূপ তোমার সকল কার্য্য অচিরাৎই সফল হইবে। আমি অভিমানবশত তোমায় যাহা কহিলাম, তাহা সত্যই বুঝিও। শপথ পূর্ব্বক কহিতেছি, আমি কখন মিথ্যা কহি নাই, কহিবও না।

তখন সুগ্রীব, রামের এই অঙ্গীকার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বানরগণের সহিত অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পরে তিনি ও রাম একান্তে উপবেশন করিয়া, উভয়ের অনুরূপ নানারূপ সুখ দুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন। তৎকালে সুগ্রীব মহানুভব রামের আশ্বাসজনক বাক্যে স্বকার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয়ই হইলেন।

অষ্টম সর্গ।

অনন্তর সুগ্রীব মহাবীর রামের বাক্যে একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, সখে! তোমার তুল্য গুণবান যখন আমার মিত্র, তখন আমি যে দেবগণেরও অনুগ্রহপাত্র হইব, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। স্বরাজ্যের কথা কি, তোমার সাহায্যপ্রভাবে দেবরাজ্যও আমার আয়ত্ত হইবে। আমি অগ্নি সমক্ষে তোমায় সখ্যভাবে লাভ করিলাম, সুতরাং এক্ষণে স্বজনেরও পূজনীয় হইতেছি। আমি যে তোমারই অনুরূপ বয়স্য, তুমি ইহা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবে, তজ্জন্য তোমার নিকট গুণগৌরব প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই।

স্বাধীন ! তোমার তুল্য সুশিক্ষিত মহতের প্রীতি প্রায়ই অটল হয়। বয়স্তেরা কহেন, স্বর্ণ, রৌপ্য, উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রভৃতি পদার্থ সকল বয়স্যগণের সাধারণ ধন। ধনী বা দরিদ্রই হউন সুখ বা দুঃখই ভোগ করুন, নির্দ্দোষ বা দোষীই থাকুন, বয়স্য বয়স্যের গতি। বন্ধুর অনির্ব্বচনীয় স্নেহ দর্শনে ধন ত্যাগ সুখ ত্যাগ বা দেশ ত্যাগও ক্লেশকর হয় না।

তখন শ্রীমান রাম ইন্দ্রপ্রভাব লক্ষ্মণের নিকট প্রিয়দর্শন সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! তুমি যাহা কহিলে, তাহা কিছুই অলীক নহে।

অনন্তর সুগ্রীব পর দিনে ঐ বীর দ্বয়কে শৈলতলে নিষণ্ণ দেখিয়া বনের সর্ব্বত্র চপলভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং অদূরে পত্রবহুল পুষ্পিত ভ্রমরশোভিত এক শাল বৃক্ষের শাখা দেখিতে পাইলেন। পরে তিনি তাহা ভগ্ন করিয়া তদুপরি রামের সহিত উপবিষ্ট হইলেন। হনুমানও এক শাল-শাখা উৎপাটন পুর্ব্বক বিনীত লক্ষ্মণকে বসাইলেন।

রাম প্রশান্ত সাগরের ন্যায় উপবেশন করিলে, সুগ্রীব অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া প্রীতিভরে হর্ষস্খলিত বাক্যে কহিলেন, সখে! বালী আমায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আমার পত্নী অপহৃত। এক্ষণে আমি অতিমাত্র ভীত হইয়া দুঃখিত মনে ঋষ্যমূকে সঞ্চরণ করিতেছি। বালী আমার পরম শত্রু, আমি তাহার ভয়ে সততই উদ্বিগ্ন আছি। তুমি ভয়নাশক, এক্ষণে এই অনাথের প্রতিও প্রসন্ন হও।

তখন ধর্ম্মবৎসল রাম ঈষৎ হাসিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! লোক উপকারে মিত্র অপকারে শত্রু হইয়া থাকে।

এক্ষণে বালী কার্য্যদোষে তোমার শত্রু হইয়াছে, অতএব আমি আজিই তাহাকে বিনাশ করিব। আমার এই স্বর্ণ-খচিত খরতেজ শর কঙ্ক পত্রে অলঙ্কৃত সুতীক্ষ্ণ সুপর্ব্ব ও বজ্র-সদৃশ। ইহা শরবনে উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি এই ক্রোধ-প্রদীপ্ত উরগবৎ শরে সেই দুরাচার বালীকে নিহত ও পর্ব্ব-তের ন্যায় বিক্ষিপ্ত দেখিবে।

তখন সেনাপতি সুগ্রীব অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং রামকে সাধুবাদ পূর্ব্বক কহিলেন, রাম! আমি শোকে আক্রান্ত হই-য়াছি; তুমি শোকার্ত্তের গতি এবং বয়স্য, এই জন্য আমি তোমার নিকট মনের বেদনা ব্যক্ত করিতেছি। তুমি অগ্নি-সাক্ষী করিয়া পাণি প্রদান পূর্ব্বক আমার মিত্র হইয়াছ; সত্য শপথে কহিতেছি, আমিও তোমায় প্রাণাধিক বোধ করিয়া থাকি। এক্ষণে আন্তরিক ক্লেশ নিয়তই আমার মনকে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল করিতেছে। তুমি সখা, এই জন্য আমি অকুণ্ঠিত-মনে তোমায় সকলই কহি।

এই মাত্র বলিয়া সুগ্রীব কাঁদিয়া ফেলিলেন। বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তৎকালে উচ্চ স্বরে আর কিছুই কহিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি নদীবেগবৎ আগত অশ্রুবেগ রামের সমক্ষে সহসা ধৈর্য্যবলে নিরোধ করিলেন এবং এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নেত্র মার্জ্জনা করত পুনরায় কহিতে লাগিলেন, সখে! মহাবীর বালী আমাকে রাজ্যচ্যুত করে এবং আমায় কঠোর কথা শুনাইয়া আবাস হইতে দূর করিয়া দেয়। ঐ দুষ্ট আমার প্রাণাধিক পত্নীকে হরণ এবং মিত্রবর্গকে কারাগারে বন্ধন করিয়াছে।

আমাকে বিনাশ করিতে তাহার অত্যন্তই যত্ন, তজ্জন্য সে অনেক বার বানর সকল প্রেরণ করিয়াছিল, আমিও উহাদিগকে বধ করি। বলিতে কি, তুমি যখন আইস, তখন তোমায় দর্শন করিয়া আমি শঙ্কাক্রমে অগ্রসর হইতে সাহসী হই নাই। দেখ, লোক অল্প ভয়েও ভীত হইয়া থাকে। এক্ষণে কেবল হনুমান প্রভৃতি বানরেরা আমার সহায়। আমি কষ্টে পড়িয়াও ইহাদের গুণে প্রাণ ধারণ করিয়া আছি। এই স্নেহার্দ্র বানরগণ সর্ব্বত্র আমায় রক্ষা করিতেছে। ইহারা, আমি যাইলে যায় এবং বসিলে বৈসে। সখে! এক্ষণে তোমায় অধিক আর কি কহিব, সংক্ষেপে এইমাত্র জানিও, যে প্রখ্যাতপৌরুষ বালীকে বধ করিলেই আমার বর্ত্তমান দুঃখ তিরোহিত হইবে। তাহার বিনাশে আমার জীবন ও সুখ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। রাম! আমি শোকার্ত্ত হইয়া শোকনাশের উপায় তোমায় কহিলাম। তুমি সুখী হও বা দুঃখে থাক, আমাকে এক্ষণে আশ্রয় দান করিতে হইবে।

রাম কহিলেন, সুগ্রীব! বালীর সহিত তোমার এইরূপ শত্রুতা জন্মিবার কারণ কি? যথার্থত শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি ইহা শ্রবণ পুর্ব্বক উভয়ের বলাবল ও কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া, যাহাতে তুমি সুখী হও করিব। তোমার অবমাননায় আমার অত্যন্ত ক্রোধ হইয়াছে এবং বর্ষাকালে জলবেগ যেমন প্রবল হয়, সেইরূপ উহা আমার হৃৎপিণ্ড স্পন্দন করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। এক্ষণে যাবৎ আমি শরাসনে জ্যা আরোপণ না করি, তাবৎ তুমি হৃষ্ট হইয়া বিশ্বস্তমনে সমস্তই বল, আমার শর মুক্ত হইবামাত্র তোমার শত্রু নষ্ট হইবে।

সুগ্রীব রামের এই কথা শুনিয়া চারিটি বানরের সহিত যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন।

নবম সর্গ।

অনন্তর সুগ্রীব শত্রুতার প্রসঙ্গ করিয়া কহিলেন, রাম! মহাবল বালী আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি পিতার একান্ত বহুমানের পাত্র ছিলেন এবং আমিও তাঁহাকে সবিশেষ গৌরব করিতাম। পরে পিতার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে, মন্ত্রিগণ জ্যেষ্ঠ বলিয়া প্রীতিভাজন বালীকেই বানর-রাজ্যের আধিপত্য প্রদান করেন। তিনি বিস্তীর্ণ পৈতৃক রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি চিরকাল দাসের ন্যায় তাঁহার পদানত ছিলাম।

মায়াবী নামে তেজস্বী এক অসুর ছিল। সে দুন্দুভি দানবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পূর্ব্বে উহার সহিত বালীর স্ত্রীসংক্রান্ত শত্রুতা সংঘটন হয়। একদা রজনীযোগে সকলে নিদ্রিত হইলে, ঐ অসুর কিষ্কিন্ধাদ্বারে আসিয়া ক্রোধভরে সিংহনাদ পূর্ব্বক বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিল। ঐ সময় বালী নিদ্রিত ছিলেন। তিনি উহার ভৈরব নাদ সহ্য করিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ মহাবেগে নির্গত হইলেন। তিনি ঐ অসুর সংহারার্থ মহারোষে নিষ্ক্রান্ত হইলে আমি প্রণত হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলাম। তাঁহার পত্নীরাও

প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু সেই মহাবল উহাঁদিগকে অপসারণ পুর্ব্বক বহির্গত হইলেন। তখন আমিও ভ্রাতৃস্নেহে উহাঁরই পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

অনন্তর মায়াবী দূর হইতে আমাদিগকে দেখিয়া ভীতমনে পলায়ন করিতে লাগিল। আমরাও দ্রুতপদে ধাবমান হইলাম। ঐ সময় চন্দ্রোদয় হইতেছিল, পথ সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ইত্যবসরে মায়াবী মহাবেগে এক বিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছন্ন দুর্গম ভূবিবরে প্রবেশ করিল। আমরাও গিয়া উহার দ্বার অবরোধ করিলাম। বালী উহাকে ঐ গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া রোষাবিষ্ট হইলেন এবং ক্ষুব্ধমনে আমাকে কহিলেন, সুগ্রীব ! তুমি এক্ষণে সাবধান হইয়া এই দ্বারে দাঁড়াইয়া থাক। আমি বিবরে প্রবেশ ও সমরে শত্রু নাশ করিব। আমি এই কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত প্রবেশের প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু তিনি দ্বারদেশে থাকিবার নিমিত্ত আমাকে পাদস্পর্শ পুর্ব্বক শপথ করাইয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর এক বৎসরেরও অধিক কাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল। আমি বিলদ্বারে দণ্ডায়মান, ভাবিলাম, বালী নিহত হইয়াছেন। স্নেহ বশত মনে অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইল এবং নানা প্রকার অনিষ্ট আশঙ্কা হইতে লাগিল। পরে বহু কাল অতীত হইলে দেখিলাম, সেই বিবর হইতে উষ্ণ রুধির নির্গত হইতেছে। তদ্দর্শনে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। তৎকালে অসুরগণের বীরনাদ আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, কিন্তু যুদ্ধপ্রবৃত্ত বালীর রব কিছুই শুনিতে পাইলাম না। তখন আমি এই সকল চিহ্নে তাঁহার মৃত্যু অবধারণ করিয়া

শৈলপ্রমাণ শিলাখণ্ড দ্বারা বিলদ্বার রোধ করিলাম এবং শোকাক্রান্তমনে তাঁহার তর্পণ করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। সখে! আমি বহুযত্নে বালীর বৃত্তান্ত গোপন করি, কিন্তু পরিশেষে মন্ত্রিগণ সমস্তই শুনিলেন এবং একমত হইয়া আমাকেই রাজা করিলেন।

অনন্তর আমি ন্যায়ানুসারে বালীর রাজ্য শাসন করিতেছি, ইত্যবসরে তিনি শত্রু সংহার করিয়া আগমন করিলেন এবং আমাকে অভিষিক্ত দেখিয়া, ক্রোধসংরক্তনেত্রে মন্ত্রিগণকে বন্ধন পূর্ব্বক কটূক্তি করিতে লাগিলেন। বলিতে কি, তৎকালে আমি তাঁহাকে বিলক্ষণ নিগ্রহ করিতে পারিতাম, কিন্তু ভ্রাতৃগৌরবে সঙ্কুচিত হইয়া আমায় নিরস্ত থাকিতে হইল। বালী শত্রুনাশ করিয়া পুর প্রবেশ করিয়াছেন, আমি সম্মানার্থ তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। কিন্তু তিনি পুলকিত মনে আমার আশীর্ব্বাদ করিলেন না। আমি তাঁহার পদে কিরীট স্পর্শ পূর্ব্বক প্রণত হইলাম, কিন্তু তিনি ক্রোধ নিবন্ধন আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন না।

দশম সর্গ

অনন্তর আমি আপনার হিতসংকল্পে কহিলাম, রাজন্! তুমি ভাগ্যক্রমে শত্রু নষ্ট করিয়া নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিত হইয়াছ।

আমি অনাথ, তুমিই আমার অধীশ্বর। আমি তোমার এই বহুশলাকাযুক্ত উদিত পূর্ণচন্দ্রাকার ছত্র ও চামর ধারণ করিতেছি, এক্ষণে গ্রহণ কর। আমি নিতান্ত কাতর হইয়া, সংবৎসর কাল সেই বিলদ্বারে দাঁড়াইয়াছিলাম, দেখিলাম, গর্ত্ত হইতে দ্বারদেশ পর্য্যন্ত শোণিত উত্থিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে আমি যৎপরোনাস্তি শোকাকুল হইলাম, এবং আমার মনও বিলক্ষণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনন্তর আমি শৈলশৃঙ্গ দ্বারা বিলদ্বার রুদ্ধ করিলাম এবং তথা হইতে পুনরায় বিষণ্নমনে কিষ্কিন্ধায় প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। পরে পৌরগণ ও মন্ত্রিবর্গ আমার দর্শন পাইয়া, ইচ্ছা না করিলেও আমাকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি ক্ষমা কর। তুমিই মাননীয় রাজা। পূর্ব্বে আমি যেমন তোমার পদানত দাস ছিলাম, এখন ও সেই রূপ আছি। তোমার অদর্শনই আমার এই নিয়োগের কারণ। এক্ষণে এই নগর, অমাত্য ও পৌরগণের সহিত নিষ্কণ্টক রহিয়াছে। তোমার রাজ্য আমার হস্তে স্থাপিত ছিল, আমি কেবল ইহা রক্ষা করিতেছিলাম। বীর! আমি প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে প্রার্থনা করিতেছি, ক্রোধ সংবরণ কর। অরাজক রাজ্যে অন্যের জিগীষা হইয়া থাকে, এই আশঙ্কাক্রমেই পৌরগণ ও মন্ত্রিবর্গ একমত হইয়া বল পূর্ব্বক আমাকে রাজা করিয়াছেন।

রাম! আমি সবিনয়ে এই রূপ কহিতেছি, ইত্যবসরে বালী আমাকে ধিক্কার পূর্ব্বক ভর্ৎসনা করিয়া নানা কথা কহিলেন এবং অভিমত মন্ত্রী ও প্রজাগণকে আনয়ন ও আমাকে আহ্বান করিয়া সুহৃৎগণমধ্যে গর্হিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন,

পৌরগণ! মন্ত্রিবর্গ! তোমরা জানই, একদা রজনীযোগে মায়াবী নামে এক অসুর যুদ্ধার্থী হইয়া ক্রোধভরে আমায় আহ্বান করিয়াছিল। আমি উহার আহ্বানে রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হই। এই দারুণ ভ্রাতাও তৎকালে আমার অনুসরণ করে। অনন্তর ঐ মহাবল মায়াবী রাত্রিকালে আমাদিগকে বহির্গত দেখিয়া ভীতমনে ধাবমান হইল। আমরাও মহাবেগে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। পরে সে এক ভীষণ প্রশস্ত গর্ত্তে প্রবেশ করিল। তখন আমি এই ক্রূরদর্শনকে কহিলাম, দেখ, শত্রুনিপাত না করিয়া কদাচই নগরে প্রতিগমন করিব না। যাবৎ এই কার্য্য সুসম্পন্ন না হইতেছে তাবৎ তুমি এই বিলদ্বারে আমার প্রতীক্ষা কর। সুগ্রীব দ্বারে থাকিল, এই বিশ্বাসে আমি ঐ দুর্গম গর্ত্তে প্রবেশ করিলাম। মায়াবীর অন্বেষণে সংবৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল, এবং সে অনুদ্দিষ্ট বলিয়াই মনে অত্যন্ত ত্রাস জন্মিল। পরে আমি তাহার দর্শন পাইলাম এবং তদ্দণ্ডেই তাহাকে সবান্ধবে নিপাত করিলাম। তখন সে ভূতলে পড়িয়া অস্ফুট শব্দ করিতে লাগিল এবং তাহার দেহরক্তে ঐ গর্ত্তও পূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর আমি ঐ পরাক্রান্ত অসুরকে অক্লেশে বিনাশ করিয়া বহির্গত হইতেছিলাম, কিন্তু গর্ত্তের দ্বার পাইলাম না, গর্ত্তের মুখ প্রচ্ছন্ন ছিল। তখন আমি সুগ্রীব সুগ্রীব রবে বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলাম, কিন্তু প্রত্যুত্তর না পাওয়াতে অত্যন্তই দুঃখিত হইলাম। পরে পুনঃ পুনঃ পদাঘাত করাতে প্রস্তর পতিত হইল। আমিও সেই পথ দিয়া

বহির্গমন পূর্ব্বক পুর প্রবেশ করিলাম। দেখ, সুগ্রীব ভ্রাতৃ-স্নেহ বিস্মৃত হইয়া রাজ্য লইবার চেষ্টা করিয়াছিল। ঐ ক্রূরই গর্ত্তমধ্যে আমায় রুদ্ধ করিয়া রাখে।

নির্লজ্জ বালী আমাকে এই বলিয়া এক বস্ত্রে নির্ব্বাসিত করিয়া দিল। সে আমার ভার্য্যা হরণ পূর্ব্বক আমাকে প্রত্যাখ্যান করিল। আমি উহার ভয়ে বনগহনা সসাগরা পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছি, এবং ভার্য্যাহরণে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়াছি। এই স্থানে বালী বিশেষ কারণেই আর আসিতে পায় না। সখে! কি জন্য আমাদের বৈর উপস্থিত হইল, এই আমি তোমায় সমস্তই কহিলাম। আমায় নিরপরাধে এই বিপদ সহ্য করিতে হইতেছে। আমি দুর্দ্দান্ত বালীর ভয়ে নিতান্তই কাতর। ভয়নাশন! এক্ষণে উহাকে হনন করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর।

তখন তেজস্বী রাম হাস্য করিয়া সুসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, সখে! আমার এই সকল অমোঘ প্রখর শর রোষে উন্মুক্ত হইয়া সেই দুর্বৃত্ত বালীর উপর পতিত হইবে। আমি যাবৎ তোমার সেই ভার্য্যাপহারক দুশ্চরিত্র পাপীকে না দেখিতেছি, তাবৎ তাহার জীবন। তুমি যে শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছ, আমি স্বদৃষ্টান্তে তাহা বুঝিতেছি। এক্ষণে আমি তোমাকে উদ্ধার করিব। তুমি অচিরাৎই রাজ্য ও ভার্য্যা প্রাপ্ত হইবে।

একাদশ সর্গ।

অনন্তর সুগ্রীব মহাত্মা রামের এই হর্ষজনক তেজোদ্দীপক বাক্য শ্রবণ পুর্ব্বক উহাঁর ভুয়সী প্রশংসা করত কহিলেন, সখে! তুমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুগান্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ শরে সমস্ত লোক দগ্ধ করিতে পার, সন্দেহ নাই। তোমার শর মর্ম্মভেদী ও প্রদীপ্ত। এক্ষণে আমি বালীর বলবীর্য্য ও পৌরুষের কথা কহিতেছি, তুমি অনন্যমনে শ্রবণ কর। বালীর শক্তি অসাধারণ। সে প্রত্যূষে পশ্চিম সাগর হইতে পুর্ব্ব সাগরে এবং দক্ষিণ সাগর হইতে উত্তর সাগরে অবিশ্রান্তে গমন করিয়া থাকে। ঐ বীর পর্ব্বতে আরোহণ পুর্ব্বক অত্যুচ্চ শিখর সকল কন্দুকবৎ মহাবেগে উর্দ্ধে উৎক্ষেপন ও পুনরায় গ্রহণ করে এবং স্বীয় বল প্রদর্শনের নিমিত্ত বনের অন্তঃসারযুক্ত বৃক্ষ সকল ভাঙ্গিয়া থাকে।

পুর্ব্বে দুন্দুভি নামে কৈলাসশিখরপ্রভ মহিষরূপী এক অসুর ছিল। সে সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিত। একদা ঐ মহাকায় বরলাভে মুগ্ধ হইয়া বীর্য্যমদে তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের নিকট গমন করিল এবং তাঁহাকে অনাদর করিয়া কহিল, তুমি আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

তখন ধর্ম্মশীল সমুদ্র গাত্রোত্থান পুর্ব্বক ঐ আসন্নমৃত্যু অসুরকে কহিলেন, বীর! আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিব না; যে সমর্থ হইবে কহিতেছি শ্রবণ কর। মহারণ্যে হিমালয় নামে নির্ঝরপুর্ণ গহ্বরশোভিত এক পর্ব্বত আছেন।

তিনি শঙ্করের শ্বশুর ও মহর্ষিগণের আশ্রয়। এক্ষণে তিনিই তোমাকে অতিমাত্র প্রীতি দান করিতে পারিবেন।

তখন দুন্দুভি মহাসাগরকে ভীত দেখিয়া প্রক্ষিপ্ত শরের ন্যায় শীঘ্র হিমালয়ের বনে উপস্থিত হইল এবং উহাঁর বৃহৎ বৃহৎ শ্বেতবর্ণ শিলা সকল ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন ধবলমেঘাকার প্রিয়দর্শন শান্তমূর্ত্তি হিমাচল স্বশিখরে উপবেশন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মবৎসল! আমি তাপসগণের আশ্রয়, যুদ্ধে সুপটু নহি। সুতরাং আমাকে ক্লেশ প্রদান করা তোমার উচিত হইতেছে না।

তখন দুন্দুভি ক্রুদ্ধ হইয়া আরক্ত চক্ষে কহিল, যদি তুমি যুদ্ধে অসমর্থ হও, অথবা আমার ভয়েই ভগ্নোৎসাহ হইয়া থাক, তবে বল, আমি যুদ্ধার্থী, এক্ষণে কে আমার সহিত সংগ্রাম করিতে পারিবে?

সুবক্তা হিমাচল কহিলেন, বীর! রমণীয় কিষ্কিন্ধা নগরীতে বালী নামে এক প্রবলপ্রতাপ বানর আছে। সে দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র। সুরপতি যেমন নমুচির সহিত, তদ্রূপ সেই রণপণ্ডিত তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবে। এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে শীঘ্র তাহার নিকট গমন কর। সে যুদ্ধবীর এবং তাহার বীর্য্য একান্তই দুঃসহ।

তখন দুন্দুভি এই কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং তীক্ষ্ণশৃঙ্গ অতিভীষণ মহিষমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, বর্ষাকালে গগণতলে জলপূর্ণ মহামেঘের ন্যায় কিষ্কিন্ধার অভিমুখে চলিল। সে উহার পুরদ্বারে উপস্থিত হইয়া ভূবিভাগ কম্পিত করত দুন্দুভির ন্যায় নিনাদ করিতে লাগিল। কখন নিকটের

বৃক্ষ ভগ্ন ও চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, কখন খুরপ্রহারে ধরাতল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল এবং কখন বা মাতঙ্গের ন্যায় সদর্পে শৃঙ্গ দ্বারা দ্বারদেশ খুঁড়িতে লাগিল। তৎকালে বালী অন্তঃ-পুরে ছিলেন। তিনি উহার বীরনাদ সহিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ তারাগণের সহিত চন্দ্রের ন্যায় স্ত্রীগণ সমভি-ব্যাহারে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বনচর বানরগণের অধীশ্বর বহির্গত হইয়া দুন্দুভিকে সু-স্পষ্ট ও পরিমিত কথায় কহিলেন, মহাবল! তুমি কি নিমিত্ত পুরদ্বার রোধ করিয়া সিংহনাদ করিতেছ? আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। এক্ষণে পলায়ন কর।

তখন দুন্দুভি এই কথা শুনিয়া রোষরক্তনেত্রে কহিতে লাগিল, বীর! তুমি স্ত্রীলোকের সমক্ষে কিছু কহিও না। অদ্য আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, পরে তোমার বল বুঝিতে পারিব। অথবা আমি আজিকার এই রাত্রে ক্রোধ সংবরণ করিয়া রাখি, সূর্য্যের উদয় কাল পর্য্যন্ত তোমার ভোগ সাধ-নের জন্য প্রতীক্ষা করিব। তুমি কপিকুলের অধিপতি, এক্ষণে তাহাদিগকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রীতির উপহারে তৃপ্ত কর, কিষ্কিন্ধা নগরীকে মনের সুখে দেখিয়া লও এবং সুহৃৎ-গণকে আমন্ত্রণ ও আত্মতুল্য কোন ব্যক্তির উপর রাজ্যভার অর্পণ কর। আমি কল্য নিশ্চয়ই তোমার দর্প চূর্ণ করিব। নিরস্ত্র, অসাবধান, কৃশ ও তোমার সদৃশ মদোন্মত্তকে বধ করিলে ভ্রূণহত্যার পাপ জন্মে, সুতরাং নিরস্ত হইলাম; তুমি সচ্ছন্দে গিয়া স্ত্রীসম্ভোগ কর।

বালী এই কথা শুনিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং তারা

প্রভৃতি স্ত্রীদিগকে বিদায় দিয়া হাস্যমুখে ঐ মুর্খকে কহিলেন, দেখ্ যদি তুই যুদ্ধে নির্ভয় হইয়া থাকিস্, তবে আর আমায় মত্ত বোধ করিস্ না ; আমার এই মত্ততা উপস্থিত যুদ্ধের বীর-পান বলিয়া অনুমান কর।

বালী এই বলিয়া, পিতৃদত্ত স্বর্ণহার কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন এবং ঐ পর্ব্বতাকার অসুরকে শৃঙ্গে গ্রহণ ও উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। দুন্দুভির কর্ণবিবর হইতে শোণিতধারা বহিতে লাগিল। উভয়েই জিগীষার বশবর্ত্তী। তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইন্দ্রবিক্রম বালী দুন্দুভিকে মুষ্টি, জানু, পদ, শিলা ও বৃক্ষ প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। দুন্দুভিও প্রতিপ্রহার করিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে হীনবল হইয়া পড়িল। তখন বালী বলবিক্রমে বর্দ্ধিত হইলেন এবং উহাকে উত্তোলন পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। দুন্দুভি চূর্ণ হইয়া গেল। উহার কর্ণ ও নাসা হইতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং সে যেমন পড়িল, অমনিই পঞ্চত্ব লাভ করিল।

অনন্তর বালী ঐ মৃত বিচেতন অসুরকে তুলিয়া, এক বেগে যোজন দূরে ফেলিয়া দিলেন। নিক্ষিপ্ত হইবার কালে উহার মুখ হইতে রক্তবিন্দু বায়ুবশাৎ মতঙ্গের আশ্রমে পতিত হইল। তদ্দর্শনে মহর্ষি সহসা ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। ভাবিলেন, এ কাহার কার্য্য ? যে দুরাত্মা আমায় শোণিতস্পর্শে দূষিত করিল, সেই দুর্বৃত্ত নির্ব্বোধ মূর্খ কে ?

মতঙ্গ এই চিন্তা করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং ভূতলে এক পর্ব্বতাকার মৃত মহিষকে পতিত দেখিতে পাইলেন। তিনি

তপোবনে উহা বানরেরই কার্য্য বুঝিয়া এই রূপ অভিসম্পাত করিলেন, যে বানরের এই কর্ম্ম, সে আমার আশ্রমে কদাচ আসিতে পাইবে না, আইলে তৎক্ষণাৎ মরিবে। যে আমার আশ্রমপদ দূষিত করিয়াছে এবং এই অসুরদেহ দ্বারা বৃক্ষ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, সেই নির্ব্বোধ, যদি আমার এই তপোবনের এক যোজনের মধ্যে আইসে, তদ্দণ্ডেই মৃত্যুমুখে পড়িবে। এই বনে তাহার যে কেহ সহচর আছে, এক্ষণে তাহাদের আর বাস করিবার আবশ্যক নাই। তাহারা যথায় ইচ্ছা প্রস্থান করুক। নচেৎ তাহাদিগকেও অভিসম্পাত করিব। আমি এই বন পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতেছি। বানরগণ ইহার ফল মূল পত্র ও অঙ্কুর সমস্তই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া থাকে। অতএব আমি আজিকার দিন ক্ষমা করিলাম, যদি কল্য কাহাকেও দেখিতে পাই, তবে সে আমার অভিশাপে বহুকাল পাষাণ হইয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই।

বানরগণ মহর্ষি মতঙ্গের এই কথা শুনিয়া বন হইতে বহির্গত হইল। তখন বালী উহাদিগকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, মতঙ্গবনের বানরগণ! তোমরা কি জন্য আমার নিকট আগমন করিলে? তোমাদের কুশল ত?

অনন্তর বানরেরা বালীর নিকট, মতঙ্গ যে কারণে অভিসম্পাত করিয়াছেন, কহিল। তখন বালী বানরগণের মুখে তাহা শ্রবণ করিয়া, অবিলম্বে মতঙ্গের নিকট গমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে শাপ শান্তির প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহর্ষি কিছুতেই প্রসন্ন হইলেন না। তিনি তাঁহাকে অনাদর পূর্ব্বক আশ্রম প্রবেশ করিলেন। তদবধি বালী

শাপপ্রভাবে ভীত ও অত্যন্ত বিহ্বল; তিনি এই ঋষ্যমূকে প্রবেশ করিতে বা ইহা দেখিতেও আর ইচ্ছা করেন না। বালীর প্রবেশাধিকার নাই জানিয়া, আমি সহচরগণের সহিত প্রফুল্লমনে এই অরণ্যে বিচরণ করিতেছি। রাম! ঐ দেখ বলদর্পে নিহত দুন্দুভির শৈলশিখরাকার কঙ্কাল সকল দেখা যায়। এই শাখা প্রশাখাযুক্ত সুদীর্ঘ সাতটি তাল বৃক্ষ। মহাবল বালী সমকালেই ইহাদিগকে কম্পিত করিয়া পত্রশূন্য করিতে পারেন। সখে! এই আমি তাঁহার অসাধারণ বল বীর্য্যের পরিচয় দিলাম। এক্ষণে তুমি কিরূপে যুদ্ধে তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারিবে, বল।

তখন লক্ষ্মণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সুগ্রীব! কি হইলে তোমার বালিবধে বিশ্বাস হইবে? সুগ্রীব কহিলেন, পুর্ব্বে মহাবীর বালী এক এক সময় অনেক বার এই সাতটি তাল ভেদ করিয়াছিলেন। এক্ষণে যদি রাম এক শরে ইহার একটিকে বিদ্ধ করিতে পারেন এবং যদি এই মৃত মহিষের অস্থি এক পদে উত্তোলন পুর্ব্বক বেগে দুই শত ধনু নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে বুঝিব, বালী নিশ্চয়ই নিহত হইবে।

সুগ্রীব লোহিতপ্রান্ত লোচনে এই বলিয়া ক্ষণ কাল চিন্তা করত পুনরায় কহিলেন, দেখ, বালী বীর ও শূরাভিমানী। তাহার বল ও পৌরুষের কথা সর্ব্বত্রই প্রচার আছে। সে দুর্জ্জয় দুর্দ্ধর্ষ ও দুঃসহ। উহার কার্য্য দেবেরও অসাধ্য দেখা যায়। এক্ষণে আমি এই সকল ভাবিয়া, অত্যন্ত ভীত হই-য়াছি এবং ঋষ্যমূকে প্রবেশ পুর্ব্বক সর্ব্বপ্রধান হনুমান প্রভৃতি

অনুরক্ত মন্ত্রীগণের সহিত এই নিবিড় বনে পর্য্যটন করিতেছি। রাম! তুমি একান্ত মিত্রবৎসল। তোমার ন্যায় সৎ ও প্রশংসনীয় মিত্রকে পাইয়া, আমি যেন হিমালয়ের আশ্রয়ে রহিয়াছি। কিন্তু বলিতে কি, সেই বলশালী দুরাচার বালীর বল আমার মনে সততই জাগিতেছে। তোমার সাংগ্রামিক বিক্রম কিরূপ, আমি কখন তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। যাহাই হউক, এক্ষণে তোমাকে তুলনা অবমাননা বা ভয় প্রদর্শন করিতেছি না, কিন্তু বালীর ভীমকার্য্যে স্বয়ংই ভীত হইয়াছি। সখে! তোমারি কথাই আমার প্রমাণ। তোমার এই আকৃতি ও সাহস ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় অপূর্ব্ব তেজবিকাশ করিতেছে।

তখন রাম সহাস্যমুখে কহিলেন, সুগ্রীব! যদি আমাদের বল বিক্রমে তোমার বিশ্বাস না হইয়া থাকে, তবে তুমি যুদ্ধে যাহার শ্লাঘা করিতে পারিবে, আমি এখনই তোমার মনে এইরূপ প্রত্যয় জন্মাইয়া দিতেছি।

মহাবীর রাম সুগ্রীবকে এই রূপে প্রবোধ দিয়া, চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা অবলীলাক্রমে দুন্দুভির শুষ্ক দেহ দশ যোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তখন সুগ্রীব তাহা দেখিয়া, লক্ষ্মণ ও বানরগণের সমক্ষে সূর্য্যের ন্যায় প্রখর রামকে পুনর্ব্বার সুসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, রাম! তখন বালী মদবিহ্বল ও ক্লান্ত হইয়া রসার্দ্র মাংসল ও অভিনব দেহ দূরে ফেলিয়া ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে ইহা শুষ্ক লঘু ও তৃণতুল্য হইয়াছে। সুতরাং তুমি অক্লেশে হাসিতে হাসিতেই নিক্ষেপ করিলে। ইহাতে তোমার কি বালীর বল অধিক, কিছুই তাহার নির্ণয় হইল না। আর্দ্র ও শুষ্ক এই উভয়ের বিলক্ষণ প্রভেদ এবং এই

কারণে আমারও মনে সংশয় হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি একটি শাল বৃক্ষ ভেদ কর, ইহাতে উভয়ের বলাবল বুঝিতে পারিব। তুমি এই করিশুণ্ডাকার শরাসনে জ্যা গুণ যোজনা করিয়া, আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক শর মোচন কর। তোমার শর উন্মুক্ত হইবামাত্র নিশ্চয়ই শাল বৃক্ষ ভেদ হইবে। রাম! আর বিবেচনায় প্রয়োজন কি, আমি দিব্য দিয়া কহিতেছি, তুমি আমার পক্ষে যাহা প্রিয় বোধ করিতেছ, তাহাই সাধন কর। যেমন তেজস্বীর মধ্যে সূর্য্য, পর্ব্বতের মধ্যে হিমাচল এবং চতুষ্পদের মধ্যে সিংহ, সেইরূপ মনুষ্যমধ্যে তুমিই বিক্রমে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দ্বাদশ সর্গ।

তখন রাম সুগ্রীবের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত শরাসন ও এক ভীষণ শর গ্রহণ করিলেন এবং তাল বৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া টঙ্কার শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করত শর ত্যাগ করিলেন। সেই স্বর্ণখচিত শর মহাবেগে পরিত্যক্ত হইবামাত্র সপ্ত তাল পরে পর্ব্বত পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যেই আবার তূণীরে উপস্থিত হইল। তখন সুগ্রীব অস্ত্রবিৎপ্রবর মহাবীর রামের শরবেগে সপ্ত তাল বিদীর্ণ দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন এবং লম্বিতভূষণে সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রীতমনে কৃতাঞ্জলিপুটে

কহিতে লাগিলেন, রাম! বালীর কথা দূরে থাক, তুমি শর-জালে ইন্দ্রাদি দেবগণকেও যুদ্ধে বিনাশ করিতে পার। যিনি এক মাত্র শরে সপ্ত তাল, পর্ব্বত ও রসাতল পর্য্যন্ত ভেদ করিলেন, সমরে তাঁহার সম্মুখে কে তিষ্ঠিতে পারিবে? তোমার প্রভাব ইন্দ্র ও বরুণের তুল্য। তোমাকে মিত্রভাবে পাইয়া আজ আমি বীতশোক হইলাম। আজ আমার প্রীতিরও আর পরিসীমা রহিল না। এক্ষণে আমি তোমাকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতেছি, তুমি এখন আমার হিতোদ্দেশে সেই ভ্রাতৃরূপী শত্রু বালীকে বিনাশ কর।

অনন্তর রাম প্রিয়দর্শন সুগ্রীবকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রিয় বচনে কহিলেন, সখে! আমরা এই ঋষ্যমূক হইতে কিষ্কিন্ধায় যাত্রা করি। তুমি সর্ব্বাগ্রে যাও, গিয়া সেই ভ্রাতৃগন্ধী বালীকে সংগ্রামার্থ আহ্বান কর।

তখন সকলে শীঘ্র কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইলেন এবং কোন এক নিবিড় বনে প্রবেশ পূর্ব্বক বৃক্ষের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে সুগ্রীব বস্ত্র দ্বারা কটিতট দৃঢ়তর বন্ধন পূর্ব্বক গগণতল ভেদ করিয়াই যেন ঘোর রবে বালীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর বালী, সুগ্রীবের সিংহনাদ শুনিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং সূর্য্য যেমন অস্তাচল হইতে উদয়াচলে আগমন করেন, সেই রূপ শীঘ্রই বহির্গমন করিলেন। অনন্তর গগণে যেমন বুধ ও শুক্রের, সেইরূপ ঐ উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উঁহারা ক্রোধে অধীর হইয়া, পরস্পর পরস্পরকে কখন বজ্রতুল্য মুষ্টি এবং কখন বা তল

প্রহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাম ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক বৃক্ষের ব্যবধানে প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিলেন। তিনি উহাঁদিগকে অশ্বিনী তনয়দ্বয়ের ন্যায় অভিন্নরূপই দেখিলেন। তৎকালে উহাঁদের প্রভেদ কিছুই তাঁহার হৃদ্বোধ হইল না এবং তিনি প্রাণান্তকর শর ত্যাগেও বিরত রহিলেন।

এই অবসরে সুগ্রীব বালীর নিকট পরাস্ত হইলেন এবং রাম রক্ষা করিলেন না বুঝিয়া, ঋষ্যমূকাভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিলেন। বালী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাঁর অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সুগ্রীব প্রহারবেগে জর্জ্জরীভূত ও একান্তই পরিশ্রান্ত, তিনি রক্তাক্ত দেহে এক গহন বনে প্রবেশ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর বালী "তুই রক্ষা পাইলি" এই বলিয়া শাপভয়ে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও হনুমানের সহিত যথায় সুগ্রীব সেই বনে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় সুগ্রীব বিলক্ষণ লজ্জিত, তিনি রামকে নিরীক্ষণ করিয়া অধোমুখে দীনবাক্যে কহিলেন, রাম! তুমি আমায় বিক্রম দেখাইলে, বালীকে আহ্বান করিতে বলিলে, পরে শত্রুর প্রহারও সহ্য করাইলে, এ তোমার কিরূপ ব্যবহার? আমি বালীকে বধ করিব না এবং এস্থান হইতেও যাইব না, তখনই এইরূপ সঠীক কথা বলা তোমার উচিত ছিল।

তখন রাম সুগ্রীবকে প্রবোধ বাক্যে কহিলেন, সখে! ক্রোধ করিও না। আমি যে কারণে শর ত্যাগ করি নাই, শুন। তুমি ও বালী, তোমরা উভয়েই দেহপ্রমাণ ও বেশে সমান ছিলে। আমি তৎকালে গতি, কান্তি, স্বর, দৃষ্টি ও বিক্রমে তোমাদের কিছুই প্রভেদ পাইলাম না এবং এইরূপ

সৌসাদৃশ্যে একান্ত মোহিত ও অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া, প্রাণান্তকর ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলাম না। পাছে আমাদিগের মূলে আঘাত হয়, আমার মনে এই সন্দেহই হইয়াছিল। আমি না জানিয়া, চপলতা বশত তোমাকে বিনাশ করিলে, লোকে আমাকেই মূর্খ ও বালক জ্ঞান করিত। আরও শরণাগতকে বধ করা একটী মহাপাতক। সখে! অধিক আর কি, আমি, লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত তোমারই আশ্রয়ে আছি। এই অরণ্য মধ্যে তুমিই আমাদিগের গতি। এক্ষণে পুনর্ব্বার গিয়া নির্ভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি এই মুহূর্ত্তেই দেখিবে, বালী সমরে আমার একমাত্র শরে নিরস্ত হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। অতঃপর তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, আমি যাহাতে তোমায় চিনিয়া লইতে পারি, এক্ষণে এইরূপ কোন এক চিহ্ন ধারণ কর, লক্ষ্মণ! তুমি ঐ সুলক্ষণ বিকসিত নাগপুষ্পী লতা উৎপাটন পূর্ব্বক সুগ্রীবের কণ্ঠে সংলগ্ন করিয়া দেও।

অনন্তর লক্ষ্মণ শৈলতট হইতে কুসুমিত নাগপুষ্পী লতা আনিয়া সুগ্রীবের কণ্ঠে বন্ধন করিলেন। তখন, সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘ যেমন বকপংক্তিতে শোভিত হয়, সুগ্রীব ঐ লতাপ্রভাবে সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন এবং রামের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া, তাঁহার সহিত কিষ্কিন্ধায় গমন করিতে অভিলাষী হইলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ।

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণের সহিত স্বর্ণচিত্রিত ধনু এবং খরতেজ সমরপটু শর লইয়া ঋষ্যমূক হইতে মহাবীর বালীর বাহুবল-পালিত কিষ্কিন্ধায় যাত্রা করিলেন। সর্ব্বাগ্রে সুগ্রীব গ্রীবা বন্ধন পূর্ব্বক চলিলেন। পশ্চাতে লক্ষ্মণ, বীর হনুমান, নল নীল ও যূথপতিগণের নায়ক তেজস্বী তার যাইতে লাগিলেন। উঁহারা গমন কালে দেখিলেন, কোথাও পুষ্পভারাবনত বৃক্ষ, নির্ম্মলসলিলা সাগরবাহিনী নদী, সুদৃশ্য গহ্বর ও শৈলশিখর রহিয়াছে। কোথাও বৈদূর্য্যবৎ স্বচ্ছ ঈষৎপ্রফুল্ল পদ্মে শোভিত ও সুপ্রশস্ত সরোবরে হংস, সারস, চক্রবাক, বঞ্জুল ও জলকুক্কুট প্রভৃতি বিহঙ্গেরা কোলাহল করিতেছে। কোথাও দ্বিরদাকার ধূলিধূসর বানর। কোন স্থানে বন্য হরিণেরা সুকোমল তৃণাঙ্কুর আহার পূর্ব্বক নির্ভয়ে বিহার করিতেছে এবং কোথাও বা শুভ্রদন্ত তড়াগশত্রু তটনাশক জঙ্গম-শৈল-সদৃশ ভীষণ একচারী বন্য হস্তী মত্ত হইয়া গিরিতটে গর্জ্জন করিতেছে। সুগ্রীবের বশবর্ত্তী বানরগণ এই সকল আরণ্য জীব জন্তু ও খেচর পক্ষী দর্শন করত দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিল।

অনন্তর রাম এক নিবিড় বন দর্শন করিয়া সুগ্রীবকে জিজ্ঞা-সিলেন, সখে! গগনে ঘন মেঘের ন্যায় ঐ একটী বন দৃষ্ট হই-তেছে। উহার প্রান্তভাগ কদলী বৃক্ষে পরিবৃত। এক্ষণে বল, উহা কোন্ বন? শুনিতে আমার একান্তই কৌতূহল হইতেছে।

তখন সুগ্রীব গমন করিতে করিতেই কহিতে লাগিলেন, সখে! এই আশ্রম সুবিস্তীর্ণ ও শ্রান্তিনাশক। ইহাতে উৎকৃষ্ট উদ্যান আছে এবং সুস্বাদু ফলমূলও যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই স্থানে সপ্তজন নামে ব্রতপরায়ণ সাত জন ঋষি ছিলেন। তাঁহারা অধঃশিরা হইয়া থাকিতেন এবং নিয়ত জলমধ্যে শয়ন ও সাত দিন অন্তর বায়ু ভক্ষণ করিতেন। ঐ সমস্ত অচলবাসী ঋষি সাত শত বৎসর তপস্যা করিয়া সশরীরে স্বর্গে গিয়াছেন। উঁহাদের তপঃপ্রভাবে এই তরুগহন আশ্রম ইন্দ্রাদি সুরাসুরগণেরও অগম্য হইয়া আছে। বনের পশুপক্ষী এবং অন্যান্য জীবজন্তুও ইহাতে প্রবেশ করে না। যাহারা মোহ বশত প্রবিষ্ট হয়, তাহারা কালগ্রস্ত হইয়া থাকে। এই স্থানে অপ্সরোগণের ভূষণরব, সুমধুর কণ্ঠস্বর, তূর্য্যধ্বনি ও গীতশব্দ শুনিতে পাওয়া যায় এবং দিব্য গন্ধও সতত অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাতে গার্হপত্য প্রভৃতি ত্রিবিধ অগ্নি জ্বলিতেছে। ঐ দেখ, তাহার কপোতবৎ অরুণ বর্ণ ঘন ধূম উত্থিত হইয়া, যেন বৃক্ষের অগ্রভাগ আবৃত করিতেছে এবং এই সমস্ত বৃক্ষও মেঘাবৃত বৈদূর্য্য পর্ব্বতের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। রাম! তুমি লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া ঐ সমস্ত শুদ্ধসত্ত ঋষিকে প্রণাম কর। যাঁহারা উঁহাদিগকে প্রণাম করেন, তাঁহাদের ব্যাধি ভয় দূর হইয়া যায়।

তখন ধর্ম্মশীল রাম, লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া ঐ সমস্ত ঋষিকে অভিবাদন করিলেন এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণের সহিত হৃষ্টমনে গমন করিতে লাগিলেন। উঁহারা ঐ

আশ্রম হইতে বহুদূর অতিক্রম করিলেন এবং বালিরক্ষিত দুরাক্রমণীয় কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইলেন।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

অনন্তর সকলে শীঘ্র কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়া, এক গহন বনে প্রবেশ পুর্ব্বক বৃক্ষের ব্যবধানে অবস্থান করিলেন। ঐ সময় প্রিয়কানন বিশালগ্রীব সুগ্রীব বনের সর্ব্বত্র দৃষ্টি প্রসারণ পুর্ব্বক একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং বানরগণে পরিবৃত হইয়া, ঘোর রবে গগনতল বিদীর্ণ করতই যেন সংগ্রামার্থ বালীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল, যেন একটি প্রকাণ্ড মেঘ বায়ুবেগ সহায় করিয়া গর্জ্জন করিতেছে।

পরে ঐ সূর্য্যবৎ-অরুণবর্ণ গর্ব্বিত-সিংহের ন্যায় মন্থরগতি সুগ্রীব সুনিপুণ রামের প্রতি দৃষ্টিপাত পুর্ব্বক কহিলেন, রাম! এক্ষণে আমরা বালিনগরী কিষ্কিন্ধায় আগমন করিয়াছি। ইহা স্বর্ণখচিত যন্ত্রপূর্ণ বানরসংকুল ও ধ্বজশোভিত। বীর তুমি পুর্ব্বে বালিবধার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, উপস্থিত ঋতু যেমন লতাকে ফলবতী করে, তদ্রূপ এক্ষণে তাহা সফল কর।

তখন মহাবীর রাম সুগ্রীবের এই কথা শুনিয়া কহিলেন সখে! লক্ষ্মণ এই নাগপুষ্পী লতা উৎপাটন পুর্ব্বক তোমার

কণ্ঠে বন্ধন করিয়াছেন, তুমি ইহা দ্বারা নভোমণ্ডলে নক্ষত্র-বেষ্টিত সূর্য্যের ন্যায় সমধিক শোভা পাইতেছ। এক্ষণে তোমার সেই ভ্রাতৃরূপী শত্রু আমায় দেখাইয়া দেও। আজ আমি একমাত্র শরে তোমা হইতে তাহার ভয় ও শত্রুতা দূর করিব। সে আমার দৃষ্টিপথে পড়িবামাত্র বিনষ্ট হইয়া এই অরণ্যের ধুলিতে লুণ্ঠিত হইবে। যদি বালী আমার নেত্র-গোচর হইয়াও প্রাণসত্তে নিবৃত্ত হয়, তুমি আমাকে দোষী করিও এবং তদ্দণ্ডে আমার নিন্দাও করিও। দেখ, আমি তোমার সমক্ষে এক শরে সপ্ত তাল ভেদ করিলাম, ইহাতেই বুঝিবে, অদ্য বালী আমার হস্তে যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে। আমি প্রাণ সঙ্কটেও মিথ্যা কহি নাই এবং ধর্ম্মলাভ লোভেও কখন কহিব না। সুতরাং তুমি ভয় দূর কর। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব। ইন্দ্র যেমন বৃষ্টি দ্বারা অঙ্কুরিত ধান্যক্ষেত্র ফলবৎ করেন, তদ্রূপ আমি প্রতিজ্ঞা সফল করিব। এক্ষণে সেই স্বর্ণহারশোভিত বালী যাহাতে নিষ্ক্রান্ত হয়, তুমি এইরূপে গর্জ্জন কর। বালী নির্ভয় জয়-গর্ব্বিত ও সমরপ্রিয়, তুমি তাহাকে আহ্বান করিলে, সে স্ত্রীর সংশ্রব ত্যাগ করিয়া অন্তঃপুর হইতে নিশ্চয়ই বহির্গত হইবে। দেখ, বীরেরা শত্রুকৃত অবমাননা কখন সহ্য করে না, বিশেষত যে আপনাকে প্রকৃত বীর বলিয়া জানে, সে স্ত্রীর নিকট কদাচই তাহা সহিতে পারিবে না।

অনন্তর স্বর্ণপিঙ্গল সুগ্রীব কঠোর শব্দে আকাশ ভেদ করতই যেন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন কুলস্ত্রীরা যেমন রাজদোষে পরপুরুষ স্পৃষ্ট হইলে আকুল হয়, সেইরূপ

ধেনুগণ ভীত ও নিষ্প্রভ হইয়া গেল। মৃগেরা সমরপরাঙ্মুখ অশ্বের ন্যায় দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং বিহঙ্গেরা ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। রামের উপর সুগ্রীবের সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং বিক্রম প্রকাশে তাঁহার বিলক্ষণ উৎসাহ। তিনি বায়ুবেগক্ষুভিত সাগরের ন্যায় অনবরত মেঘগম্ভীর রবে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ সর্গ।

অসহিষ্ণু স্বর্ণকান্তি বালী অন্তঃপুর হইতে ভ্রাতা সুগ্রীবের সর্ব্বজনভীষণ গর্জন শুনিতে পাইলেন। শুনিবামাত্র তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া গেল, রোষে, সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় তৎক্ষণাৎ নিষ্প্রভ হইলেন। তাঁহার দন্ত বিকট এবং ক্রোধে নেত্রযুগল জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ আরক্ত, সুতরাং যে হ্রদে পদ্মশ্রীশূন্য মৃণাল থাকে, তাহার ন্যায় উঁহার শোভা হইল। তিনি পদভরে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিয়াই যেন বেগে বহির্গমন করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে তারা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও স্নেহাবেশে প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক ক্ষুভিত ও ভীত হইয়া হিত বচনে কহিলেন, বীর! লোকে যেরূপ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উপভুক্ত মাল্য পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেইরূপ তুমি

এই নদীবেগবৎ আগত ক্রোধ এখনই দূর কর। কল্য সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিও। যদিও তোমার বিপক্ষ অপেক্ষাকৃত প্রবল নহে, যদিও তোমার কোন অংশে লঘুতা নাই, তথাচ আমি তোমাকে সহসা নির্গত হইতে নিবারণ করি। বীর! যে কারণে এইরূপ নিষেধ করিতেছি, তাহাও শুন। পুর্ব্বে সুগ্রীব আসিয়া, ক্রোধের সহিত তোমায় সংগ্রামার্থ আহ্বান করিয়াছিল, তুমি নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাহাকে নিরস্ত কর। সেও প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পলাইয়া যায়। যে একবার তোমার বলে নিরস্ত ও নিপীড়িত হইয়া পলাইয়াছিল, সেই আসিয়া আবার আহ্বান করিতেছে, এইই আমার আশঙ্কা। উহার যেরূপ দর্প, যেরূপ উৎসাহ এবং যেরূপ গর্জনের বৃদ্ধি, ইহার কোন নিগূঢ় কারণ আছে। বোধ হয়, সুগ্রীব নিঃসহায় হইয়া আইসে নাই। সে কাহারও আশ্রয় লইয়াছে এবং তাহারই বলে বীরনাদ করিতেছে। সুগ্রীব বুদ্ধিমান ও সুদক্ষ, সে যাহার শক্তির পরীক্ষা লয় নাই, তাহার সহিত কদাচই সখ্যতা করিবে না।

বীর! পুর্ব্বে আমি কুমার অঙ্গদের মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম, আজ তোমার নিকট সেই কথার উল্লেখ করি, শ্রবণ কর। একদা অঙ্গদ বনে গিয়াছিল। সে চরপ্রমুখাৎ শুনিয়া আমায় আসিয়া কহিল, অযোধ্যার রাজপুত্র রাম, লক্ষ্মণকে লইয়া বনবাসী হইয়াছেন। ইক্ষ্বাকুবংশে উঁহাদের জন্ম, উঁহারা বীর ও দুর্জ্জয়; এক্ষণে সুগ্রীবের প্রিয়কামনায় ঋষ্যমূকে আসিয়াছেন। নাথ! শুনিলাম, সেই মহাবলপরাক্রান্ত রামই তোমার ভ্রাতাকে যুদ্ধে সাহায্য করিবেন।

তিনি যেন সাক্ষাৎ প্রলয়ের অগ্নি উত্থিত হইয়াছেন। রাম সাধুর আশ্রয় ও বিপন্নের পরম গতি। যশ একমাত্র তাঁহাতেই রহিয়াছে। তিনি জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও পিতার আজ্ঞাবহ। হিমালয় যেমন ধাতুর আকর, সেইরূপ তিনি সমস্ত গুণেরই আধার স্বরূপ। জগতে তাঁহার তুলনা নাই। এক্ষণে সেই মহাত্মার সহিত বিরোধ করা তোমার উচিত হইতেছে না।

বীর! আমি তোমার ক্রোধ উদ্দীপন করিবার ইচ্ছা করি না, কিন্তু আমার আরও কিছু বলিবার আছে, শুন। তুমি শীঘ্রই সুগ্রীবকে যৌবরাজ্যে অভিষেক কর। তিনি তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁহাকে প্রতিপালন করা তোমার কর্ত্তব্য। তিনি দূরে বা নিকটেই থাকুন, তোমার বন্ধু সন্দেহ নাই। আমি তাঁহার তুল্য বন্ধু পৃথিবীতে তোমার আর কাহাকেও দেখি না। তুমি শত্রুতা দূর করিয়া, দানে মানে তাঁহাকে আপনার করিয়া লও। তাঁহার সহিত বিরোধ করা তোমার শ্রেয় নহে। তিনি এক্ষণে তোমার পার্শ্বে থাকুন। ভ্রাতৃ-সৌহার্দ ভিন্ন তোমার গত্যন্তর নাই। নাথ! যদি তুমি আমার কোন প্রিয়সাধন করিতে চাও, যদি তুমি আমাকে তোমার হিতকারী বলিয়া জানিয়া থাক, তবে আমি তোমার হিতের জন্যই কহিতেছি, তুমি আমার কথা রক্ষা কর, প্রসন্ন হও। রাম ইন্দ্রপ্রভাব, তাঁহার সহিত বিবাদ করিও না।

বালীর মৃত্যুকাল অতি আসন্ন, তিনি তারার এই হিত জনক শ্রেয়স্কর কথা শুনিয়া কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

ষোড়শ সর্গ।

তখন বালী চন্দ্রাননা তারাকে ভর্ৎসনা করত কহিতে লাগিলেন, ভীরু! আমার ভ্রাতা বিশেষত এক জন শত্রু গর্জ্জন করিতেছে, এক্ষণে আমি কি কারণে তাহার ক্রোধ সহ্য করিব? যে বীরগণ রণস্থল হইতে পলায়ন করেন না এবং কখনই পরাভূত হন নাই, অপমান সহ্য করা তাঁহারা মৃত্যু হইতেও অধিক বোধ করিয়া থাকেন। এক্ষণে সুগ্রীব যুদ্ধার্থী, বল আমি উহার গর্জ্জন কিরূপে সহি। প্রিয়ে! অতঃপর তুমি রামের ভয়ে আমার জন্য বিষণ্ন হইও না। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ, পাপ কর্ম্মে কেন তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে? তুমি সহচরীগণের সহিত নিবৃত্ত হও, আর কেন আমার সঙ্গে আইস। আমি তোমার প্রীতি ও ভক্তির যথেষ্টই পরিচয় পাইলাম। তুমি কিছুতেই ভীত হইও না। আমি গিয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিব এবং তাহাকে বধ না করিয়া কেবল তাহার দর্প চূর্ণ করিব। তোমার যেরূপ সংকল্প কিছুতেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না। সুগ্রীব মুষ্টি ও বৃক্ষ প্রহারে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিবে। সেই দুরাত্মা আমার দস্ত ও সুদৃঢ় যুদ্ধযত্ন কোনক্রমে সহিতে পারিবে না। প্রিয়ে! তুমি আমাকে সৎপরামর্শ দিলে এবং আমার প্রতি স্নেহও দেখাইলে। এক্ষণে আমার দিব্য, এই সমস্ত স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া নিবৃত্ত হও। নিশ্চয় কহিতেছি, আমি সুগ্রীবকে কেবল পরাস্ত করিয়া আসিব।

তখন প্রিয়বাদিনী তারা বালীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মন্দ মন্দ অশ্রু বিসর্জ্জন করত প্রদক্ষিণ করিলেন। তিনি উহাঁর জয়শ্রী লাভার্থ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং শোকে মোহিত হইয়া সহচরীদিগের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর বালী ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ক্রোধভরে নগরী হইতে বেগে বহির্গমন করিলেন এবং সুগ্রীবের সন্দর্শনার্থ সর্ব্বত্র দৃষ্টি প্রসারণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, স্বর্ণপিঙ্গল সুগ্রীব কটিতট সুদৃঢ় বন্ধন পূর্ব্বক জ্বলন্ত অনলের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তখন ঐ মহাবাহু মহাবীর বালী, গাঢ় বন্ধনে বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ মুষ্টি উত্তোলন করিয়া, উহাঁর দিকে ধাবমান হইলেন। সুগ্রীবও ক্রোধভরে বজ্রমুষ্টি উদ্যত করিয়া, আরক্তলোচনে উহাঁর অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন।

তখন বালী উহাঁকে কহিলেন, দেখ্, আমি অঙ্গুলি সংশ্লিষ্ট করিয়া সুদৃঢ় মুষ্টি বন্ধন করিয়াছি। আজ মহাবেগে ইহা প্রহার করিয়া তোর প্রাণ সংহার করিব। তখন সুগ্রীবও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, আজ আমিও এই মুষ্টি দ্বারা তোর মস্তক চূর্ণ করিয়া, এই দণ্ডেই তোকে মৃত্যুমুখে ফেলিব।

অনন্তর বালী সুগ্রীবকে বেগে আক্রমণ পূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন পর্ব্বত হইতে জলপ্রপাতের ন্যায় সুগ্রীবের সর্ব্বাঙ্গ হইতে শোণিতপাত হইতে লাগিল। তিনি নির্ভয় হইয়া, তৎক্ষণাৎ মহাবেগে এক শাল বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক, যেমন পর্ব্বতের উপর বজ্র নিক্ষেপ করে, সেইরূপ

বালীর উপর তাহা নিক্ষেপ করিলেন। তখন বালী বৃক্ষ প্রহারে ভগ্ন হইয়া সাগরমধ্যে গুরুভারাক্রান্ত নৌকার ন্যায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। উভয়ে ভীমবল ও পরাক্রান্ত, উভয়ের বেগ গরুড়ের তুল্য প্রবল, উভয়ে ভীমমূর্ত্তি ও রণদক্ষ এবং উভয়েই পরস্পরের রন্ধ্রান্বেষণে তৎপর। তৎকালে উহাঁরা আকাশের চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন এবং তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, শাখাবহুল বৃক্ষ, শৈলশৃঙ্গ, বজ্রকোটিপ্রখর নখ, মুষ্টি, জানু, পদ ও হস্ত দ্বারা পরস্পরকে বারংবার প্রহার করিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন, ইন্দ্র ও বৃত্রাসুর যুদ্ধ করিতেছেন। দুই জনেরই দেহ ক্ষতবিক্ষত ও শোণিত ধারায় সিক্ত। উহাঁরা মহা মেঘবৎ গর্জ্জন করিয়া পরস্পরকে তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাবীর বালীর বৃদ্ধি এবং সুগ্রীবের হীনতা দৃষ্ট হইল। তাঁহার দর্প চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি বালীর প্রতি যৎপরোনাস্তি ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং ইঙ্গিতে রামকে আপনার হীনতা দেখাইতে লাগিলেন।

সুগ্রীব হীনবল হইয়া, মুহুর্মুহু চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন মহাবীর রাম তাহা দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে অতিশয় কাতর বোধ করিয়া, বালিবধার্থ ভুজঙ্গভীষণ শর লক্ষ্য করিলেন। পরে তিনি উহা শরাসনে সন্ধান পূর্ব্বক কৃতান্ত যেমন কালচক্র আকর্ষণ করেন, সেইরূপে তাহা আকর্ষণ করিলেন। তখন পক্ষিগণ রামের জ্যাশব্দে একান্ত ভীত হইল এবং প্রলয়মোহে মোহিত হইয়াই যেন পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ প্রদীপ্ত বজ্রতুল্য শর বজ্রের ন্যায় ঘোর রবে উন্মুক্ত হইবা মাত্র বালীর বক্ষঃস্থলে গিয়া পড়িল। মহাবীর

বালী রামের শরে মহাবেগে আহত ও হতচেতন হইয়া, অশ্বিনী পুর্ণিমায় উত্থিত শক্রধ্বজের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন। বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়াগেল এবং ক্রমশ স্বরও কাতর হইয়া আসিল।

মনুষ্যপ্রবীর কৃতান্তসদৃশ রাম, ভগবান রুদ্র যেমন ললাট-নেত্র হইতে সধূম অগ্নি উদ্গার করেন, সেইরূপ ঐ স্বর্ণরৌপ্য-জড়িত শত্রুনাশক প্রদীপ্ত শর পরিত্যাগ করিলেন। বালীও তদ্দ্বারা আহত ও শোণিতধারায় সিক্ত হইয়া, পর্ব্বতজাত পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন।

সপ্তদশ সর্গ

স্বর্ণালঙ্কারশোভিত বালী দেহ প্রসারণ পুর্ব্বক ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলে, কিষ্কিন্ধা শশাঙ্কহীন আকাশের ন্যায় মলিন হইল। উহাঁর কণ্ঠে ইন্দ্রদত্ত রত্নখচিত স্বর্ণহার, উহার প্রভাবে তখনও তাঁহার দেহকান্তি, প্রাণ, তেজ ও পরাক্রম পরিত্যাগ করে নাই। যে মেঘের প্রান্তভাগ সন্ধ্যা-রাগে রঞ্জিত হইয়াছে, ঐ মহাবীর ঐ স্বর্ণহার দ্বারা তাহারই ন্যায় শোভিত হইতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার মালা, দেহ ও মর্ম্মঘাতী শর এই তিন স্থানে শ্রী যেন বিভক্ত হইয়া রহিল। রামনির্ম্মুক্ত স্বর্গসাধন শর হইতে তাঁহার পরম গতি

লাভ হইল। ঐ সময় তিনি নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নির ন্যায় সমরাঙ্গনে পতিত; যেন রাজা যযাতি পুণ্যক্ষয় হওয়াতে দেবলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। কালই যেন প্রলয়কালে সূর্য্যকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। বালী ইন্দ্রের ন্যায় দুঃসহ। তাঁহার বক্ষ বিশাল, বাহু আজানুলম্বিত, মুখ উজ্জ্বল ও নেত্র হরিদ্বর্ণ। রাম, লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন এবং বহুমান পুর্ব্বক মৃদুপদে তাঁহার সন্নিহিত হইলেন।

তখন বালী রণগর্ব্বিত রাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে অবলোকন পুর্ব্বক ধর্ম্মানুকুল সুসঙ্গত বাক্যে কঠোরার্থে কহিতে লাগিলেন, রাম! আমি যুদ্ধার্থ অন্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম, আমাকে বিনাশ করিয়া তোমার কি লাভ হইল? তুমি সদ্বংশীয় মহাবীর তেজস্বী ও দয়ালু, ব্রতপালনে তোমার দৃঢ় নিষ্ঠা আছে, তুমি উৎসাহশীল এবং প্রজাগণের হিত চেষ্টা করিয়া থাক, কাল ও অকাল তোমার অবিদিত নাই, পৃথিবীর তাবৎ লোকই এই বলিয়া তোমার যশ কীর্ত্তন করিয়া থাকে। আরও দেখ, জিতেন্দ্রিয়তা, বীরত্ব, ক্ষমা, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য ও দোষীর দণ্ডবিধান এই গুলি রাজগুণ, তোমার এই সমস্ত গুণ ও উৎকৃষ্ট আভিজাত্য আছে বলিয়াই আমি তারার নিবারণ না শুনিয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমি যখন তোমাকে দেখি নাই, তখন এইরূপ মনে করিয়াছিলাম যে, আমি অন্যের সহিত যুদ্ধ ব্যাপারে অসাবধান আছি, এ সময় রাম আমাকে কখন মারিবেন না; কিন্তু বুঝিলাম, তুমি অতি দুরাত্মা ধর্ম্মধ্বজী ও অধার্ম্মিক, তুমি ধর্ম্মের আবরণ ধারণ পুর্ব্বক তৃণাচ্ছন্ন কূপ ও ভস্মাবৃত অগ্নির

ন্যায় রহিয়াছ। তুমি দুরাচার ও পাপিষ্ঠ; কিন্তু সাধুর আকার পরিগ্রহ করিতেছ। তুমি যে ধর্ম্ম-কপটে সংবৃত, আমি তাহা জানিতাম না। আমি তোমার গ্রাম বা নগরে কখন কোন অনিষ্ট করি নাই এবং তোমাকে কোনরূপ অবজ্ঞাও করিতেছি না। আমি ফলমূলাহারী, বনের বানর এবং একান্তই নির্দ্দোষ। আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করি নাই, অন্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম, সুতরাং তুমি কি কারণে আমাকে বধ করিলে? তুমি রাজপুত্র প্রিয়দর্শন ও সুবিখ্যাত, তোমার অঙ্গে ধর্ম্মচিহ্নও দেখিতেছি; কিন্তু কোন্ ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন জ্ঞানী ও সংশয়শূন্য হইয়া, ধর্ম্মচিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক এইরূপ ক্রূরাচরণ করিয়া থাকে? শুনিয়াছি, তুমি সৎবংশীয় ও ধার্ম্মিক, কিন্তু বুঝিলাম, তোমা অপেক্ষা অসাধু আর নাই। বল, তুমি কি কারণে সাধুর বেশে বিচরণ করিতেছ? নৃপতির সাম দান প্রভৃতি অনেক গুলি গুণ থাকে, কিন্তু তোমাতে তাহার কিছুই নাই। আমরা বানর, বনে বনে ভ্রমণ ও ফল মূল ভক্ষণ করা আমাদের স্বভাব, কিন্তু তুমি পুরুষ হইয়া কি কারণে আমাকে বিনাশ করিলে? ভূমি ও স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি লোভনীয় পদার্থই বধ করিবার হেতু, কিন্তু আমাদিগের বন্য ফলমূলে কিরূপে তোমার লোভ সম্ভবিতে পারে? নীতি, বিনয়, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিষয়ে রাজার অসঙ্কোচ ব্যবহার আবশ্যক, স্বেচ্ছাচার তাঁহারকর্ত্তব্য নহে। কিন্তু রাম! তুমি উচ্ছৃঙ্খল, অব্যবস্থিত, উগ্র এবং রাজকার্য্যে নিতান্তই অনুদার; তোমার নিকট ধর্ম্মের গৌরব নাই, তুমি অর্থকেও তুচ্ছ কর, এবং কামপরতন্ত্র হইয়া

ইন্দ্রিয় দ্বারা নিরন্তর আকৃষ্ট হইতেছ। এক্ষণে বল দেখি, তুমি আমায় বিনাপরাধে বিনাশ করিয়া সাধুগণ মধ্যে কি বলিবে? রাজহন্তা, ব্রহ্মঘাতক, গোঘ্ন, চৌর, লোকনাশক, নস্তিক, পরিবেত্তা, খল, কদর্য্য, মিত্রঘ্ন ও গুরুদারগামী ইহারা নরকস্থ হইয়া থাকে। অমি বানরগণের রাজা, সুতরাং আমাকে বধ করাতে তোমার অবশ্যই পাপ স্পর্শিবে।

রাম! আমার চর্ম্ম, লোম, অস্থি ও মাংস তোমার তুল্য ধার্ম্মিকের অব্যবহার্য্য। শল্যক, শ্বাবিৎ, গোধা, শশ ও কূর্ম্ম এই পাঁচটি জন্তু পঞ্চনখী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে; ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ইহাদিগকে ভক্ষণ করিতে পারেন, কিন্তু আমার নখ যদিও পাঁচটী, তথাচ আমার মাংস ভোজন শাস্ত্রসম্মত হইতেছে না, সুতরাং আমাকে বিনাশ করা তোমার সম্পূর্ণ বিফল হইল। হা! সর্ব্বজ্ঞা তারা আমাকে হিত ও সত্য কথাই কহিয়াছিলেন, আমি মোহাবেশে তাহা অবহেলা করিয়া কালের বশবর্ত্তী হইলাম! কোন সুশীলা প্রমদা যেমন বিধর্ম্মী পতি সত্ত্বেও অনাথা, সেইরূপ বসুমতী তুমি বিদ্যমানেও অনাথা হইয়াছেন। তুমি ধূর্ত্ত শঠ ও ক্ষুদ্র, রাজা দশরথ হইতে তোমার তুল্য পাপিষ্ঠ কিরূপে জন্ম গ্রহণ করিল? তোমার চরিত্র অতি দূষিত, তুমি সাধুসেবিত ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছ। হা! আমি তোমার ন্যায় লোকের হস্তেই বিনষ্ট হইলাম! রাম! বল দেখি, তুমি এই অশুভ অনুচিত নিন্দিত কার্য্য করিয়া ভদ্রলোকের সাক্ষাতে কি বলিবে? আমরা তোমার কোন সংশ্রবে ছিলাম না, তুমি আমাদের উপরই এইরূপ বিক্রম প্রকাশ করিলে, কিন্তু যাহারা

তোমার প্রকৃত অপকারী তাহাদের উপর ত কিছুই দেখিতেছি না? বলিতে কি, যদি তুমি আমার সহিত সম্মুখযুদ্ধ করিতে, তবে অদ্যই আমার হস্তে তোমায় মৃত্যুমুখ দেখিতে হইত। আমাকে আক্রমণ করা অত্যন্ত সুকঠিন, কিন্তু সর্প যেমন নিদ্রিত ব্যক্তিকে দংশন করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুমি অদৃশ্য হইয়া আমাকে বধ করিলে, সুতরাং এই কার্য্যে অবশ্যই তোমায় পাপ অর্শিতেছে। তুমি সুগ্রীবের প্রিয় সাধনোদ্দেশে আমাকে বিনাশ করিয়াছ, কিন্তু যদি পূর্ব্বে জানকীর আনয়নার্থ আমায় কহিতে, তবে আমি এক দিবসেই তাঁহাকে আনিয়া দিতে পারিতাম। আমি তোমার সেই ভার্য্যাপহারী দুরাত্মা রাবণকে কণ্ঠে বন্ধন পূর্ব্বক জীবন্ত তোমার হস্তে সমর্পণ করিতে পারিতাম। হয়গ্রীব যেমন শ্বেতাশ্বতরী রূপিণী শ্রুতিকে আনিয়া ছিলেন, সেইরূপ আমি তোমার আদেশে জানকীকে সাগরগর্ভ বা পাতালতল হইতে আনিতে পারিতাম। আমি লোকান্তরিত হইলে, সুগ্রীব যে রাজ্যাধিকার করিবে ইহা উচিতই হইতেছে, কিন্তু তুমি যে অধর্ম্মত আমাকে বিনষ্ট করিলে, ইহা নিতান্তই অন্যায় হইল। দেখ, প্রাণি মাত্রই মৃত্যুর বশীভূত, সুতরাং মৃত্যুতে আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই, কিন্তু আমাকে বধ করিয়া তোমার যে কি লাভ হইল, এক্ষণে তুমি ইহারই প্রকৃত উত্তর স্থির কর।

মহাত্মা বালীর মুখ শুষ্ক, সর্ব্বাঙ্গ শরাঘাতে কাতর, তিনি ভাস্করের ন্যায় খরতেজ রামকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তুষ্ণীংভাব অবলম্বন করিলেন।

অষ্টাদশ সর্গ।

মহাবীর বালী নিষ্প্রভ সূর্য্যের ন্যায় জলশূন্য মেঘের ন্যায় এবং নির্ব্বাণ অনলের ন্যায় পতিত আছেন, রাম তাঁহার ধর্ম্মার্থপূর্ণ বিনীত হিতকর ও কঠোর বাক্যে এইরূপ তিরস্কৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন, বালি! তুমি ধর্ম্ম অর্থ কাম ও লৌকিক আচার না জানিয়া বালকত্ব নিবন্ধন আজ কেন আমার নিন্দা করিতেছ? তুমি কুলগুরু বুদ্ধিমান বৃদ্ধগণের নিকট কিছু শিক্ষা না করিয়া, আমাকে ভর্ৎসনা করিতে সাহসী হইয়াছ। দেখ, এই শৈলকাননপূর্ণ ভূবিভাগ ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজগণের অধিকৃত, এই স্থানের মৃগ পক্ষী ও মনুষ্যগণের দণ্ড পুরস্কার তাঁহারাই করিয়া থাকেন। এক্ষণে সত্যশীল সরলস্বভাব রাজা ভরত এই ভূমির রক্ষাভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নীতিনিপুণ বিনয়ী, দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালনে সুপটু, তিনি দেশ কাল জানেন, ধর্ম্ম কাম ও অর্থের যাথার্থ্য বুঝিয়াছেন, এক্ষণে সেই মহাবীরই পৃথিবীর রাজা, আমরা এবং অন্যান্য নৃপতিরা তাঁহার আদেশে ধর্ম্মবৃদ্ধির অভিলাষে সমগ্র ভূমণ্ডল পর্য্যটন করিতেছি। যখন সেই রাজাধিরাজ ধর্ম্মবৎসল পৃথিবী পালন করিতেছেন, তখন ধর্ম্মবিপ্লব আর কে করিবে? আমরা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, এক্ষণে রাজনিয়োগে ধর্ম্মভ্রষ্টকে অনুরূপ নিগ্রহ করিব। তুমি বিধর্ম্মী দুশ্চরিত্র ও কামপ্রধান, এবং তোমা হইতে রাজধর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতা ও

অধ্যাপক, ইহাঁরা পিতা; কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পুত্র ও গুণবান শিষ্য, ইহারা পুত্র; এইরূপ ব্যবস্থার ধর্ম্মই মূল কারণ। সাধুগণের ধর্ম্ম একান্ত সুক্ষ্ম, তাহা সহজে বুঝা যায় না, কিন্তু একমাত্র পরমাত্মাই সকলের হৃদয়ে থাকিয়া শুভাশুভ সম্যক জানিতেছেন। তুমি অস্থির, তোমার সহচর বানরেরাও চপল ও মূর্খ, সুতরাং জন্মান্ধ যেমন জন্মান্ধকে পথ দেখাইতে পারে না, সেইরূপ তুমি তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কি প্রকারে ধর্ম্ম বুঝিতে পারিবে। তুমি ক্রোধভরে কেবল আমার নিন্দা করিও না, এক্ষণে আমি যে কারণে তোমাকে বধ করিলাম, কহিতেছি শুন।

তুমি সনাতন ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন পুর্ব্বক ভ্রাতৃজায়া রুমাকে গ্রহণ করিয়াছ। মহাত্মা সুগ্রীব জীবিত আছেন, ইহাঁর পত্নী রুমা শাস্ত্রানুসারে তোমাব পুত্রবধূ, তাঁহাকে অধিকার করিয়া তোমায় পাপ অর্শিয়াছে। তুমি ধর্ম্মভ্রষ্ট ও স্বেচ্ছাচারী, এই জন্যই আমি তোমাকে দণ্ড প্রদান করিলাম। যে ব্যক্তি লোকবিরুদ্ধ ও লোকমর্য্যাদার অতীত, বধদণ্ড ব্যতীত তাহার অন্য কোন রূপ নিগ্রহ দেখিতে পাই না। আমি সদ্বংশীয় ক্ষত্রিয়, বল, কিরূপে তোমার পাপে উপেক্ষা করিব? যে ব্যক্তি কামপ্রভাবে ঔরসী কন্যা, ভগিনী ও ভ্রাতৃবধূতে আসক্ত হয়, তাহার প্রতি বধদণ্ড বিহিত হইয়া থাকে। এক্ষণে ভরত পৃথিবীর অধীশ্বর, আমরা তাঁহার অধিকৃত, তুমিও ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছ, সুতরাং আমরা তোমাকে কিরূপে উপেক্ষা করিব। ভরত ধর্ম্মত রাজ্য পালনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি ঘোরতর অধর্ম্মী,

সেই ধীমান তাহার দণ্ড বিধান করিতেছেন। তিনি কামপরায়ণদিগের নিগ্রহে উদ্যত। আমরা তাঁহারই আদেশে তোমার ন্যায় অধার্ম্মিকদিগকে দণ্ড করিতেছি। যেমন লক্ষ্মণের সহিত আমার সৌহার্দ আছে, সুগ্রীবের সহিতও তদ্রূপ; সুগ্রীব রাজ্য ও স্ত্রীলাভ উদ্দেশ করিয়া আমার কার্য্য সাধনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমিও বানরগণের সমক্ষে তাঁহার সংকল্প সিদ্ধির জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম; এক্ষণে মাদৃশ লোক প্রতিজ্ঞা করিয়া কিরূপে তাহা উপেক্ষা করিবে? কপিরাজ! তুমি নিশ্চয় বুঝিও, আমি এই সকল ধর্ম্মানুগত মহৎ কারণেই তোমায় সমুচিত শাসন করিলাম। তোমাকে নিগ্রহ করাই ধর্ম্ম। দেখ, যাঁহারা ধার্ম্মিক, বয়স্যের উপকার তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আরও তুমি যদি ধর্ম্মের অপেক্ষা রাখিতে, তাহা হইলে তোমায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এই দণ্ড ভোগ করিতে হইত। মহর্ষি মনুচরিত্রশোধক দুইটী শ্লোক কহিয়াছেন, ধার্ম্মিকেরা তাহাতে আস্থা প্রদর্শন করেন, আমিও সেই ব্যবস্থাক্রমে এইরূপ করিলাম। মনু কহিয়াছেন, মনুষ্যেরা পাপাচরণ পূর্ব্বক রাজদণ্ড ভোগ করিলে বীতপাপ হয় এবং পুণ্যশীল সাধুর ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। নিগ্রহ বা মুক্তি যেরূপে হউক, পাপী শুদ্ধ হয়, কিন্তু যে রাজা দণ্ডের পরিবর্ত্তে মুক্তি দিয়া থাকেন, পাপ তাঁহাকেই স্পর্শে। কপিরাজ! কোন এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তোমারই অনুরূপ পাপ অনুষ্ঠান করিয়াছিল, আমার কুলপুরুষ আর্য্য মান্ধাতা তাহাকে বিলক্ষণ দণ্ড করেন এবং অন্যান্য মহীপালও অসতকে সংশোধনার্থ সমুচিত শাসন

করিয়াছিলেন। রাজদণ্ড ব্যতীত পাপীর পক্ষে প্রায়শ্চিত্তেরও বিধান আছে, তদ্দ্বারা পাপের এককালে শান্তি হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি আর অনুতাপ করিও না, আমি ধর্ম্মানুরোধেই তোমায় বধ করিলাম। আমরা স্বাধীন নহি, ধর্ম্মেরই পরতন্ত্র।

বীর! আমার আরও কিছু বলিবার আছে শুন, কিন্তু ক্রোধ করিও না। আমি তোমাকে প্রচ্ছন্ন-বধ করিয়া কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ নহি, এবং তজ্জন্য শোকও করি না। লোকে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে থাকিয়া বাগুরা পাশ প্রভৃতি নানাবিধ কূট উপায় দ্বারা মৃগকে ধরিয়া থাকে। মৃগ ভীত বা বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হউক, অন্যের সহিত বিবাদ করুক বা ধাবমান হউক, সতর্ক বা অসাবধানই থাকুক, মাংসাশী মনুষ্য তাহাকে বধ করে, ইহাতে অণুমাত্র দোষ নাই। দেখ, ধর্ম্মজ্ঞ নৃপতিরা অরণ্যে মৃগয়া করিয়া থাকে; সুতরাং, তুমি শাখামৃগ—বানর, যুদ্ধ কর বা নাই কর, মৃগ বলিয়াই আমি তোমাকে বধ করিয়াছি। বীর! রাজা প্রজাগণের দুর্লভ ধর্ম্ম রক্ষা করেন, শুভ সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং উঁহাদের জীবনও উঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত। রাজা দেবতা, মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার হিংসা নিন্দা ও অবমাননা করা এবং তাঁহাকে অপ্রিয় কথা বলা উচিত নহে। আমি কুলধর্ম্ম পালন করিলাম, কিন্তু তুমি ধর্ম্ম না বুঝিয়া কেবল ক্রোধভরে আমায় অকারণ দোষী করিতেছ।

অনন্তর বালীর দিব্য জ্ঞান লাভ হইল, তিনি যার পর

নাই ব্যথিত হইলেন, ভাবিলেন, রাম একান্তই নির্দ্দোষ। তখন তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, রাম! তোমার বাক্য অপ্রামাণিক নহে। তুমি উৎকৃষ্ট, আমি অপকৃষ্ট হইয়া কিরূপে তোমার কথায় প্রত্যুত্তর দিব? যাহাই হউক, এক্ষণে প্রমাদ বশত তোমায় যে সমস্ত অসঙ্গত ও অপ্রিয় কহিয়াছি, তাহাতে আমার দোষ নাই। দেখ, ধর্ম্মতত্ত্ব তোমার পরীক্ষাসিদ্ধ, তুমি প্রজাগণের হিতসাধনে তৎপর; পাপ প্রমাণ ও দণ্ডবিধান বিষয়ে তোমার অনশ্বর বুদ্ধি প্রসন্নই আছে, কিন্তু আমি অধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য; ধর্ম্মজ্ঞ! অতঃপর তুমি ধর্ম্মসঙ্গত উপদেশ দিয়া আমায় রক্ষা কর।

ঐ সময় বাষ্পভরে বালীর কণ্ঠরোধ হইল, স্বর কাতর হইতে লাগিল, তিনি পঙ্কনিমগ্ন মাতঙ্গের ন্যায় মৃতকল্প হইয়া রামকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্ষীণকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, রাম! আমি আপনার জন্য দুঃখিত নহি, তারার নিমিত্ত শোকাকুল হই নাই এবং বান্ধবগণের জন্যও কিছুমাত্র ভাবি না, এক্ষণে কেবল স্বর্ণাঙ্গদ-শোভী অঙ্গদের চিন্তাই আমাকে ব্যাকুল করিতেছে। আমি তাহাকে বাল্যাবধি লালন পালন করিয়াছি, এখন সে আমায় না দেখিলে অতি দীন হইয়া জলাশয়ের ন্যায় শুষ্ক হইয়া যাইবে। সবেমাত্র অঙ্গদই আমার পুত্র, সে বালক, আজিও তাহার বুদ্ধির পরিণতি হয় নাই, আমি তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসি, এক্ষণে তুমি তাহাকে রক্ষা করিও। সুগ্রীব ও অঙ্গদের প্রতি যেন তোমার সুমতি থাকে। তুমি উহাদের কার্য্য-রক্ষক ও অকার্য্যে প্রতিষেধক হইলে। ভরত ও লক্ষ্মণকে যেরূপ, উহাদিগকেও তদ্রূপ

বুঝিবে। তপস্বিনী তারা আমার জন্যই সুগ্রীবের নিকট অপরাধিনী আছেন, সুগ্রীব যেন তাঁহার অবমাননা না করে। যে ব্যক্তি তোমার বশম্বদ হয়, সে তোমার প্রসাদে রাজ্য অধিকার করিতে পারে, সমগ্র পৃথিবী শাসন করিতে সমর্থ হয়, স্বর্গও তাহার পক্ষে সুলভ হইয়া থাকে। রাম! অতঃপর তোমায় আর কি বলিব, তারা আমাকে নিবারণ করিলেও, আমি তোমার হস্তে মৃত্যু কামনা করিয়া, সুগ্রীবের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। বালী এই বলিয়া তৎকালে মৌনাবলম্বন করিলেন।

তখন রাম বালীকে ছিন্নসংশয় দেখিয়া সাধুসম্মত ধর্ম্মপ্রমাণ বাক্যে আশ্বাস প্রদান পুর্ব্বক কহিলেন, দেখ, তুমি আমাদিগকে দোষী বোধ করিও না, আপনাকেও অপরাধী বুঝিও না। আমরা তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়াছি, সুতরাং আমি যাহা কহি, অনন্যমনে শ্রবণ কর। যে দণ্ডনীয়কে দণ্ড করে এবং যে দণ্ডিত হয়, তাহারা কার্য্যকারণ-গুণে সিদ্ধসংকল্প হইয়া আর অবসন্ন হয় না। এক্ষণে তুমি এই দণ্ডসম্পর্কে নিষ্পাপ হইয়াছ, এবং দণ্ডশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত উদ্বোধ হওয়াতে স্বীয় ধর্ম্মানুগত প্রকৃতিও অধিকার করিয়াছ। অতঃপর তুমি ভয় শোক ও মোহ দূর কর, কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। অঙ্গদ যেমন তোমার নিকট স্নেহে প্রতিপালিত হইতেছে, আমার নিকট তদ্রূপই হইবে, এবং সুগ্রীবও তাহাকে কখন অনাদর করিবেন না।

অনন্তর বালী সমরপ্রমাথী রামের এই মধুর কথা শ্রবণ পুর্ব্বক যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, বীর! আমি শরপীড়িত

ও হতজ্ঞান হইয়া অজ্ঞানত তোমায় যাহা কহিয়াছিলাম, তজ্জন্য প্রসন্ন করিতেছি, ক্ষমা কর।

বালীর সর্ব্বাঙ্গ বৃক্ষ ও প্রস্তরাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন, তিনি রামের শর প্রহারে অতিমাত্র কাতর হইয়া বিমোহিত হইলেন।

ঊনবিংশ সর্গ।

এদিকে তারা রামশরে বালীর মৃত্যু হইয়াছে, এই কথা শ্রবণ করিলেন। তিনি এই নিদারুণ অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণে যার পর নাই উৎকণ্ঠিত হইয়া অঙ্গদ সমভিব্যাহারে কিষ্কিন্ধা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ঐ সময় অঙ্গদের সহচর মহাবল বানরেরা ধনুর্দ্ধর রামকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক চকিত-মনে পলাই-তেছিল, পথিমধ্যে তারা তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। যূথপতি বিনষ্ট হইলে মৃগেরা যেমন যূথভ্রষ্ট হইয়া যায়, উহারা সেই রূপ ছিন্নভিন্ন হইয়াই বেগে যাইতেছিল। সকলে যৎ-পরোনাস্তি দুঃখিত এবং রামের ভয়ে অতিমাত্র ভীত, প্রত্যে-কের সংশয় হইতেছে, যেন রামের শর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে।

তখন তারা সকাতরে উহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, বানর-গণ! তোমরা যে রাজাধিরাজের অগ্রে অগ্রে গিয়া থাক, আজ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ভীতমনে এরূপ দুরবস্থায় কেন পলাইতেছ? শুনিলাম, ক্রূর সুগ্রীব র' জ্যর জন্য রামের

সাহায্য লইয়াছিল, রাম উহার অনুরোধে দূর হইতে মহা-বেগে শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক বালীকে বধ করিয়াছেন ; রাম দূরস্থ, সুতরাং তোমরা কেন তাঁহা হইতে এরূপ ভীত হইতেছ ?

তখন কামরূপী বানরগণ একবাক্যে কহিল, জীবিতপুত্রে ! ফিরিয়া চল, পুত্র অঙ্গদকে রক্ষা কর, যম রামরূপ ধারণ পূর্ব্বক বালীকে বধ করিয়া লইয়া যাইতেছে। রামের শর বৃক্ষ ও বিশাল শিলা সকল বিদ্ধ করিয়াছে। বালী ঐ বজ্রসম শর দ্বারা যেন বজ্র দ্বারাই নিহত হইলেন। সেই ইন্দ্র-প্রভাব বিনষ্ট হওয়াতে এই বানরসৈন্য যেন অভিভূত হইয়াই বেগে পলায়ন করিতেছে। অতঃপর বীরগণ কিষ্কিন্ধা রক্ষার্থ যত্ন-বান হউন, অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষেক করুন ; বালীর পুত্র রাজা হইলে সকলেই তাঁহার অনুগত হইবে। কিন্তু রাজ-মহিষি ! আমাদের বোধ হয়, এস্থানে বাস করা আর তোমার উচিত হইতেছে না। এক্ষণে হনুমান প্রভৃতি বানরেরা অবিলম্বে দুর্গে প্রবেশ করিবে ; যাহারা সস্ত্রীক এবং যাহাদের স্ত্রী নাই, তাহারাও আসিবে। পূর্ব্বে আমরা উহাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছিলাম, উহারা অত্যন্ত লুব্ধ, এক্ষণে উহাদের হইতেই আমরা সবিশেষ ভয় সম্ভাবনা করিতেছি।

অনন্তর তারা বানরগণের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া অনুরূপ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আমার স্বামী মহাত্মা বালী দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে আর আমার পুত্রে কি হইবে ? রাজ্যে কাজ নাই, আত্মারক্ষারই বা প্রয়োজন কি ? যিনি রামের শরে বিনষ্ট হইয়াছেন, অতঃপর আমি তাঁহারই চরণে

শরণ লইব। এই বলিয়া তারা শোকে একান্ত অধীরা হইয়া দুঃখভরে বক্ষঃস্থল ও মস্তকে করাঘাৎ পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। দেখিলেন, যিনি অপরাঙ্মুখ-যোধী বানরগণের বিনাশক, যিনি বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত সকল নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, যিনি বায়ুর ন্যায় অক্লেশে রণস্থলে প্রবেশ করেন, যাঁহার গর্জ্জন মহামেঘের ন্যায় সুগভীর, যিনি ইন্দ্রের ন্যায় মহাবলপরাক্রান্ত, যিনি সকলের অপেক্ষা ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে পারেন, সেই বীর একজন বীরের হস্তে নিহত হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন, যেন মৃগরাজ সিংহ মাংসলোলুপ ব্যাঘ্র দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে, যেন মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া প্রশান্ত আছে, যেন বিহগরাজ গড়ুর ভুজঙ্গ ভক্ষণার্থ পতাকা ও বেদিশোভিত চতুষ্পথবর্ত্তী বল্মীক মন্থন করিয়াছেন। অদূরে রাম এক প্রকাণ্ড শরাসনে দেহভার অর্পণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত দণ্ডায়মান ছিলেন; তারা উঁহাদিগকে দর্শন ও অতিক্রম করিয়া বালীর সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক দুঃখ ও আবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে আর্য্যপুত্র! এই বলিয়া যেন নিদ্রা হইতে পুনরায় উত্থিত হইলেন এবং বালীকে মৃত দর্শন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন সুগ্রীব তারাকে কুররীর ন্যায় রোরুদ্যমানা এবং অঙ্গদকে উপস্থিত দেখিয়া যার পর নাই দুঃখিত ও বিষণ্ন হইলেন।

বিংশ সর্গ।

অনন্তর চন্দ্রাননা তারা পর্ব্বতপ্রমাণ মাতঙ্গতুল্য বালীকে রামনিক্ষিপ্ত প্রাণান্তকর শরে নিহত এবং উন্মূলিত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত দেখিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক শোকসন্তপ্ত মনে কাতর বচনে বিলাপ করিতে লাগিলেন, ভীমবিক্রম! বীর! তুমি আজ এই অপরাধিনীর সহিত কেন বাক্যালাপ করিতেছ না? উঠ, উৎকৃষ্ট শয্যায় গিয়া আশ্রয় লও, তোমার তুল্য মহীপাল কখন ভূতলে শয়ন করেন না। বোধ হয়, তুমি আমা অপেক্ষাও বসুমতীকে অধিক ভাল বাস, কারণ আমায় ছাড়িয়া দেহান্তেও ইহাঁকে আলিঙ্গন করিতেছ। নাথ! বুঝি আজ ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিশ্চয়ই স্বর্গে কিষ্কিন্ধার ন্যায় কোন এক রমণীয় পুরী নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবে, নচেৎ ইহার মমতা কিরূপে পরিত্যাগ করিলে? তুমি মধুগন্ধী অরণ্যমধ্যে আমাদিগকে লইয়া নানারূপ বিহার করিতে, এক্ষণে তাহার শান্তি হইল। আমি তোমার বিনাশে নিরাশ নিরানন্দ ও শোকাকুল হইলাম। বলিতে কি, আজ তোমায় ধরাশায়ী দেখিয়াও যখন আমার এই শোকাক্রান্ত হৃদয় বিদীর্ণ হইল না, তখন ইহা নিতান্তই কঠিন সন্দেহ নাই। তুমি সুগ্রীবের পত্নী হরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ, এখন সেই কার্য্যেরই পরিণাম এইরূপ ঘটিল। আমি তোমার হিতৈষিণী, আমি শুভ সংকল্পে

তোমায় যাহা কহিয়াছিলাম, তুমি বুদ্ধিমোহে তাহাতে উপেক্ষা কর। নাথ! বোধ হইতেছে, তুমি আজ রূপযৌবনগর্ব্বিত রসালাপচতুর অপ্সরাদিগের মন উন্মত্ত করিয়া তুলিবে। হা! এক্ষণে কালই তোমাকে বিনাশ করিল, তুমি অন্যের আয়ত্ত না হইলেও সে বল পুর্ব্বক তোমাকে সুগ্রীবের নিকট আনিল। দেখ, তুমি অপর এক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতেছিলে, কিন্তু রাম তোমার বধসাধন রূপ গর্হিত আচরণ করিয়া কিছু মাত্র ক্ষুব্ধ নন, ইহা তাঁহার নিতান্তই অন্যায়। আমি পুর্ব্বে কখন ক্লেশ প্যাই নাই, এখন আমাকে কৃপাপাত্র ও দীন হইয়া অনাথার ন্যায় বৈধব্যযন্ত্রণা ও শোক তাপ সহিতে হইবে। এই মহাবীর অঙ্গদ সুকুমার ও সুখী, আমি অনেক যত্নে ইহাঁকে লালন পালন করিয়াছি, জানি না, এখন ক্রোধান্ধ পিতৃব্যের নিকট ইনি কিরূপ অবস্থায় থাকিবেন। অঙ্গদ! তুমি এই ধর্ম্মবৎসল পিতাকে মনের সহিত দেখিয়া লও, ইহাঁর দর্শন তোমার ভাগ্যে আর ঘটিবে না। নাথ! তুমি প্রবাসে চলিলে, এখন অঙ্গদকে মস্তক আঘ্রাণ পুর্ব্বক প্রবোধ দেও এবং আমাকে যাহা বলিবার থাকে বল। দেখ, তোমাকে বধ করিয়া রামের একটী মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইল, তিনি সুগ্রীবের নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে মুক্ত হইলেন। সুগ্রীব! তোমার কামনা পুর্ণ হউক, তুমি রুমাকে পাইবে, তোমার শত্রু নিপাত হইয়াছে, এখন তুমি নিরুদ্বেগে রাজ্যভোগ কর। নাথ! আমি তোমার প্রেয়সী, এইরূপ করুণভাবে রোদন করিতেছি, এক্ষণে তুমি কেন আমায় সম্ভাষণ করিতেছ না? এখানে তোমার এই সমস্ত

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পত্নী আছেন, তুমি ইহাঁদিগের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর।

তখন বানরীগণ তারার এইরূপ বিলাপ বাক্যে অতিমাত্র কাতর হইয়া অঙ্গদকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন পূর্ব্বক দুঃখিতমনে রোদন করিতে লাগিল।

তারা কহিতে লাগিলেন, নাথ! তুমি কি অঙ্গদকে রাখিয়া চিরদিনের জন্য প্রবাসে চলিলে? অঙ্গদ সুদর্শন ও সুবেশ, ইনি গুণে প্রায় তোমারই অনুরূপ, তুমি ইহাঁকে ফেলিয়া যাইও না। বীর! আমি যদি কখন অসাবধানে তোমার কিছু অপ্রিয় আচরণ করিয়া থাকি, তবে চরণে ধরি, আমাকে ক্ষমা কর।

তারা বানরীগণের সহিত এইরূপ সকরুণ রোদন করিতে করিতে বালীর অদূরে প্রায়োপবেশনের সংকল্প করিলেন।

একবিংশ সর্গ।

অনন্তর যূথপ্রধান হনুমান তারাকে গগনস্খলিত তারকার ন্যায় ভূতলে নিপতিত দেখিয়া মৃদুবাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাজমহিষি! জীব স্বীয় গুণদোষে পুণ্যপাপজনক যে যে কর্ম্ম করে, দেহান্তে ব্যগ্র না হইয়া তাহার ফলাফল ভোগ

করিয়া থাকে। তুমি স্বয়ং শোচনীয়, কিন্তু বল কোন্ শোকার্হ ব্যক্তির জন্য শোক করিতেছ? তুমি নিজেই দীন, কিন্তু কোন্ দীনের প্রতি দয়া করিতেছ? জানি না, এই জলবিম্বপ্রায় দেহে কে কাহার জন্য দুঃখিত হইতে পারে। জীবিতপুত্রে! এক্ষণে তুমি এই কুমার অঙ্গদকে দেখ, এবং বালীর দেহান্তে কি কর্ত্তব্য, তাহাই চিন্তা কর। জানই ত, এই জীবলোকে জীবের জন্মমৃত্যু এইরূপ অব্যবস্থিত, সুতরাং পতিপুত্রবিয়োগে যাহা শুভ তাহাই করিবে, শোক করা নিতান্তই অনুচিত। যাঁহার সন্নিধানে বহুসংখ্য বানর নানা আশয়ে কাল যাপন করিত, আজ তিনিই প্রাণত্যাগ করিলেন। এই বীর নীতিনির্দ্দিষ্ট প্রণালীক্রমে রাজকার্য্য করিয়াছেন এবং সাম দান ক্ষমা প্রভৃতি রাজগুণে ভূষিত ছিলেন, এক্ষণে ইহাঁর রাজলোক লাভ হইল, সুতরাং ইহাঁর জন্য আর শোক করিও না। এই সকল কপিপ্রবীর, এই অঙ্গদ এবং এই বানররাজ্য, এ সমস্তই তোমার। এক্ষণে সুগ্রীব ও অঙ্গদ অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন, তুমি বালীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য ইহাঁদিগকে নিয়োগ কর। কুমার অঙ্গদ তোমার মতে থাকিয়া রাজ্য শাসন করুন। যে জন্য পুত্রকামনা করিয়া থাকে, সম্প্রতি যে কার্য্য উপস্থিত, বালীর উদ্দেশে তাহা অনুষ্ঠিত হউক, অতঃপর ইহা অপেক্ষা আর কিছুই করিবার নাই। তারা! তুমি অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষেক কর, ইহাঁকে রাজসিংহাসনে বসিতে দেখিলে অবশ্যই সুখী হইবে।

তখন তারা ভর্ত্তৃশোকে নিতান্ত কাতরা হইয়া কহিলেন, আমি অঙ্গদের অনুরূপ শত পুত্র ও চাহি না, এক্ষণে এই মৃত

বীরের সহমরণই আমার শ্রেয় বোধ হইতেছে। কপিরাজ্য ও অঙ্গদের অভিষেক হইাতে আমার কি প্রভুতা আছে, সুগ্রীব অঙ্গদের পিতৃব্য, সুতরাং এই বিষয়ে ইহাঁরই অধিকার। আমি স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া অঙ্গদকে যে রাজ্য দিব, তুমি এরূপ মনে করিও না; পুত্রের পক্ষে পিতাই প্রভু, মাতা নহে। এক্ষণে বালীর চরণাশ্রয় ব্যতীত উভয় লোকের শুভ আমার আর কিছু নাই, সুতরাং আমি এই মৃত মহাবীরের পার্শ্বে শয়ন করাই ভাল বুঝিতেছি।

দ্বাবিংশ সর্গ।

ঐ সময় বালী মৃতকল্প হইয়া অল্প অল্প নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, দেখিলেন, সুগ্রীব সম্মুখে দণ্ডায়মান। তিনি ঐ বিজয়ী বীরকে স্পষ্টবাক্যে সম্ভাষণ করিয়া সস্নেহে কহিলেন, সুগ্রীব! আমি পাপবশাৎ অবশ্যম্ভাবী বুদ্ধিমোহে বল পূর্ব্বক আকৃষ্ট হইতেছিলাম, সুতরাং তুমি আমার অপরাধ লইও না। আমাদের ভ্রাতৃ-সৌহার্দ ও রাজ্যসুখ ভাগ্যে বুঝি যুগপৎ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, নচেৎ ইহার কেন এইরূপ বৈপরীত্য ঘটিবে? যাহা হউক, তুমি আজ এই বনবাসীদিগের শাসনভার গ্রহণ কর, আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিব;—জীবন, রাজ্য, মহতী শ্রী ও নির্ম্মল যশ এখনই ছাড়িয়া যাইব। বীর! অতঃপর আমার

কিছু বলিবার আছে, কিন্তু তাহা দুষ্কর হইলেও তোমায় করিতে হইবে। এই দেখ, আমার পুত্র অঙ্গদ সজলনয়নে ভূতলে পতিত আছেন, ইনি অল্পবয়স্ক বালক, সুখের উপযুক্ত এবং সুখেই প্রতিপালিত হইয়াছেন, ইনি আমার প্রাণাধিক প্রিয়, এক্ষণে ইহাঁকে রাখিয়া চলিলাম, তুমি সকল অবস্থায় ইহাঁকে পুত্র নির্ব্বিশেষে রক্ষা করিবে এবং যখন যাহা প্রার্থনা করেন, তাহাই দিবে। এক্ষণে তুমি ইহাঁর রক্ষক, তুমিই ইহাঁর পিতা ও দাতা। ভয় উপস্থিত হইলে তুমি আমারই ন্যায় ইহাঁকে অভয় দান করিবে। এই শ্রীমান তোমার তুল্য মহাবীর, ইনি রাক্ষসবধে তোমার অগ্রসর হইবেন। এই যুবা ও তেজস্বী, বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক রণস্থলে আমারই অনুরূপ কার্য্য করিতে পারিবেন। সুষেণতনয়া তারা সূক্ষ্মার্থ নির্ণয় করিতে এবং বিপদে সৎপরামর্শ দিতে বিলক্ষণ সুপটু, ইনি যাহা শ্রেয় বলিবেন, নিঃসংশয়ে তাহার অনুষ্ঠান করিও। ইহাঁর মত কিছুমাত্র অন্যথা হয় না। দেখ, রামের কার্য্য অশঙ্কিত মনে অনুষ্ঠান করা তোমার উচিত, নচেৎ প্রত্যবায় ঘটিবে এবং ইনি অপমানিত হইলে নিশ্চয়ই তোমার অনিষ্ট করিবেন। এক্ষণে তুমি এই দিব্য স্বর্ণহার কণ্ঠে ধারণ কর, ইহাতে উদার জয়শ্রী বিরাজমান, কিন্তু আমার দেহান্তে শবস্পর্শ নিবন্ধন এই শ্রী বিলুপ্ত হইবে।

বালী ভ্রাতৃস্নেহে এইরূপ কহিলে সুগ্রীবের বৈরানল নির্ব্বাণ হইল, তিনি জয়লাভের হর্ষ পরিত্যাগ করিয়া রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় একান্ত বিষণ্ণ হইলেন এবং ঐ স্বর্ণহারগ্রহণ পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠের তৎকালোচিত শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বালী মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া সম্মুখীন অঙ্গদকে স্নেহভরে কহিলেন, বৎস! এক্ষণে দেশ কাল বুঝিবার চেষ্টা করিবে, ইষ্ট ও অনিষ্টে উপেক্ষা এবং সুখ ও দুঃখ সহ্য করিয়া সেবার সময় সুগ্রীবের একান্ত বশম্বদ হইয়া থাকিবে। আমি নিরবচ্ছিন্ন তোমাকে লালন পালন করিলাম, এখন তোমার সেবা করিবার কাল উপস্থিত, সুতরাং সেবার ব্যতিক্রম ঘটিলে সুগ্রীব কদাচ তোমায় সমাদর করিবেন না। যাহারা সুগ্রীবের শত্রু, তুমি তাহাদিগের হইতে অন্তরে থাকিবে এবং লোভাদি প্রবৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক একান্ত বশ্যভাবে প্রভুর কার্য্য সাধন করিবে। সুগ্রীবের সহিত অতি প্রণয় বা অপ্রণয় করিও না, এই উভয়ই অতিশয় দোষের, সুতরাং ইহার মধ্যপথ আশ্রয় করিয়া চলিবে।

ইত্যবসরে বালীর নেত্র উদ্বর্ত্তিত হইয়া গেল, বিকট দন্ত বিবৃত হইয়া পড়িল, তিনি শর-প্রহারে যারপর নাই কাতর হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

তখন বানরগণ যূথপতি বালীর মৃত্যু হইল দেখিয়া সজল-নয়নে কহিতে লাগিল, হা! কপিরাজ স্বর্গারোহণ করিলেন, আজ কিষ্কিন্ধা অন্ধকার হইল, বন উদ্যান ও পর্ব্বত সকল শূন্য হইল এবং আমরাও প্রভাহীন হইয়া গেলাম। যে মহাবীর দিবা রাত্রি অবিশ্রান্তে পঞ্চদশ বর্ষ যুদ্ধ করিয়া ষোড়শ বর্ষে গোলভ নামক দুর্ব্বিনীত গন্ধর্ব্বকে বিনাশ ও আমাদিগকে নির্ভয় করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যু কিরূপে ঘটিল!

বানরেরা অত্যন্ত অসুখী হইল; যূথ বিনষ্ট হইলে

সিংহসঙ্কুল মহারণ্যে বন্য গো-সকল যেমন অশান্ত হইয়া উঠে, উহারা তদ্রূপই হইতে লাগিল। তৎকালে তারা মৃত পতির মুখ নিরীক্ষণ করিয়া শোকার্ণবে নিমগ্ন হইলেন এবং আশ্রিত লতা যেমন ছিন্ন বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া থাকে, তিনি সেইরূপ উহাঁকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

অনন্তর সুবিখ্যাত তারা বালীর মুখ আঘ্রাণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, নাথ! তুমি আমার কথা না শুনিয়া, এই উন্নতানত ক্লেশকর প্রস্তরখণ্ডপূর্ণ ভূমির উপর কষ্টে শয়ন করিয়া আছ। বোধ হয়, বসুন্ধরাতেই তোমার অপেক্ষাকৃত অধিক অনুরাগ, কারণ তুমি ইহাঁকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক শয়ান রহিয়াছ, আর আমাকে সম্ভাষণও করিতেছ না। সাহসিক! রাম যে সুগ্রীবের আয়ত্ত হইলেন, ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্য, সুতরাং অতঃপর সুগ্রীবই বীর বলিয়া গণ্য হইবেন! যে সকল ভল্লূক ও বানর তোমার সেবা করিত, এখন তাহারা বিলাপ করিতেছে, অঙ্গদ শোকাকুল হইয়া কাঁদিতেছে এবং আমিও পরিতাপ করিতেছি, আমাদের রোদনশব্দে তুমি কেন জাগরিত হইতেছ না? হা! ইহা সেই বীরশয্যা, পূর্ব্বে তুমিই ইহাতে শত্রুদিগকে শয়ন করাইতে, এখন স্বয়ং নিহত

হইয়া শয়ান রহিয়াছ। বিশুদ্ধ বংশে তোমার জন্ম, তুমি একান্ত যুদ্ধপ্রিয়, এখন এই অনাথাকে একাকিনী রাখিয়া কোথায় গেলে ? হা ! বিচক্ষণ ব্যক্তি যেন আর বীর পুরুষকে কন্যা দান না করেন, আমি বীরপত্নী, দেখ আমি সদ্যই বিধবা হইলাম ; আমার সম্মান গেল এবং সুখও নষ্ট হইল, আমি অগাধ শোকার্ণবে নিমগ্ন হইলাম। বোধ হয়, আমার এই কঠিন হৃদয় প্রস্তরের সারাংশ দিয়া নির্ম্মিত, কারণ আজ ভর্ত্তৃবিনাশ দেখিয়াও ইহা শতধা বিদীর্ণ হইল না। নাথ ! তুমি আমার সুহৃৎ, পতি ও প্রকৃতই প্রিয়, এক্ষণে অন্যে আক্রমণ করিয়া তোমায় বধ করিল ! যে নারী পতিহীনা, সে পুত্রবতী হউক বা ধনধান্যে সুসম্পন্নই হউক, পণ্ডিতেরা তাহাকে বিধবা বলিয়া থাকেন। বীর ! তুমি আপনার দেহস্রুত রক্তপ্রবাহে পতিত আছ, বোধ হইতেছে যেন, লাক্ষারাগরঞ্জিত আস্তরণে শয়ন করিয়াছ। তোমার সর্ব্বাঙ্গে ধূলি ও শোণিত, এক্ষণে আমি এই ক্ষীণ হস্তে তোমায় আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি না। হা ! আজ রামের একমাত্র শরে সুগ্রীবের ভয় দূর হইল, সুতরাং এই নিদারুণ শত্রুতায় তিনিই কৃতকার্য্য হইলেন। বীর ! তোমার হৃদয়ে শর বিদ্ধ রহিয়াছে, গাত্র স্পর্শ করিলে পাছে তুমি ব্যথিত হও, এই জন্য অন্যে তদ্বিষয়ে আমায় নিবারণ করিতেছে, এক্ষণে আমি কেবল তোমায় চক্ষে দেখিতেছি।

অনন্তর নল বালীর দেহ হইতে গিরিগুহাপ্রবিষ্ট ভীষণ উরগের ন্যায় শর উদ্ধার করিয়া লইলেন। শর শোণিতরাগে লিপ্ত, যেন অস্তগামী সূর্য্যের রশ্মিজালে রঞ্জিত হইয়াছে।

উহা উদ্ধার করিবামাত্র পর্ব্বত হইতে গৈরিকদ্রববাহী জলধারার ন্যায় ব্রণমুখ দিয়া অনর্গল রক্ত বহিতে লাগিল। বালির সর্ব্বাঙ্গ সংগ্রামের ধূলিজালে আচ্ছন্ন, তারা তাহা মার্জ্জনা করিয়া উহাঁকে নেত্রজলে অভিষেক করিতে লাগিলেন, পরে পিঙ্গলচক্ষু অঙ্গদকে কহিলেন, বৎস! দেখ, মহারাজের এই নিদারুণ শেষ দশা উপস্থিত। আজ ইহাঁর পাপসঞ্চিত শত্রুতার অবসান হইয়া গেল। এক্ষণে এই তরুণ-সূর্য্যপ্রকাশ বীর লোকান্তরে চলিলেন, তুমি ইহাঁকে অভিবাদন কর।

তখন অঙ্গদ এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া, আপনার নামোল্লেখপূর্ব্বক স্থূল ও বর্ত্তুল বাহুদ্বয়ে পিতার চরণ গ্রহণ করিলেন। তদ্দর্শনে তারা কহিলেন, নাথ! অঙ্গদ তোমাকে প্রণাম করিতেছে, কিন্তু পূর্ব্বে তুমি যেমন দীর্ঘায়ু হও বলিয়া ইহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে, এক্ষণে কেন সেরূপ করিলে না? হা! সিংহনিহত বৃষের সমীপে যেমন সবৎসা ধেনু থাকে, সেইরূপ আমি পুত্রের সহিত তোমার নিকটস্থ আছি। তুমি রণযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, কিন্তু আমাব্যতীত রামের অস্ত্রজলে কিরূপে যজ্ঞান্তস্নান করিলে? ইন্দ্র যুদ্ধে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে যে স্বর্ণহার দিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা আর কেন দেখিতেছি না? সূর্য্য অস্তগত হইলেও প্রভা যেমন অস্তাচল পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ তুমি বিনষ্ট হইলেও রাজশ্রী তোমায় ত্যাগ করিতেছেন না। তুমি আমার হিতকর বাক্যে উপেক্ষা করিয়াছিলে, আমিও তৎকালে তোমায় নিবারণ করিতে পারি নাই, সুতরাং এক্ষণে আমায়

অঙ্গদের সহিত নিহত হইতে হইল, এবং শ্রী তোমারই সহিত আমাকে ত্যাগ করিল।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

তারা অতি গভীর প্রবল শোকে আক্রান্ত হইয়া রোদন করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে সুগ্রীব অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন এবং ভ্রাতৃবিনাশে যার পর নাই সন্তপ্ত হইয়া ভৃত্যগণের সহিত রামের নিকট গমন করিলেন। উদারস্বভাব রামের হস্তে ভুজগ-ভীষণ শর ও শরাসন এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রাজচিহ্ন বিরাজমান। সুগ্রীব তাঁহার সন্নিহিত হইলেন, কহিলেন, রাজন্! তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হইল, আমি রাজ্য পাইলাম এবং বালিও বিনষ্ট হইলেন, কিন্তু আজ এই হতভাগ্যের মন ভোগে একান্তই উদাস। রাজমহিষী তারা নিরবচ্ছিন্ন রোদন করিতেছেন, পুরবাসিরা কাতরস্বরে চীৎকার করিতেছে, রাজার মৃত্যু হইল এবং রাজকুমার অঙ্গদেরও প্রাণসঙ্কট উপস্থিত, সুতরাং রাজ্য লইয়া আর আমার কি হইবে? আমি পূর্ব্বে অপমানিত হইয়া ক্রুদ্ধ ও অসহিষ্ণু হইয়াছিলাম, তন্নিবন্ধন ভ্রাতৃবধ আমার অভিমতই ছিল, কিন্তু এক্ষণে আমি তাঁহার মৃত্যুতে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছি। অতঃপর চিরদিনের জন্য ঋষ্যমূক আশ্রয় করিয়া থাকাই আমার শ্রেয়। আমি তথায় স্বজাতিবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক যে কোন রূপে

দিনপাত করিব, কিন্তু ভ্রাতৃবধ পূর্ব্বক স্বর্গও আমার স্পৃহনীয় হইতেছে না। এই ধীমান আমাকে কহিয়াছিলেন, "তুমি যাও, আমি তোমায় বধ করিব না," বলিতে কি, একথা ইহাঁরই অনুরূপ হইয়াছিল, কিন্তু আমার বাক্য ও কার্য্য আমারই সমুচিত হইল। যে ব্যক্তির ভোগবাসনা প্রবল, সে কি রাজ্য এবং বধদুঃখের তারতম্য. অনুধাবন পূর্ব্বক গুণবান ভ্রাতার মৃত্যু কামনা করিতে পারে? পাছে প্রভাব খর্ব্ব হয়, এই জন্য আমায় বধ করিতে বালির কিছুমাত্র অভিলাষ ছিল না, কিন্তু আমি দুর্বুদ্ধি নিবন্ধন কি গর্হিত কার্য্যই করিলাম! যখন আমি বৃক্ষশাখা প্রহারে পলায়ন পূর্ব্বক তোমাকে লক্ষ্য করিয়া ক্ষণকাল আক্রোশ করিতেছিলাম, তখন বালি আমাকে সান্ত্বনা করিয়া কহেন, "দেখ, তুমি এরূপ কার্য্য আর করিও না।" বস্তুত বালি ভ্রাতৃত্ব, সাধুভাব ও ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু আমি কাম ক্রোধ ও কপিত্ব প্রদর্শন করিলাম। বয়স্য! সুররাজ ইন্দ্র যেমন বিশ্বরূপবধে পাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমি ভ্রাতৃবধ করিয়া এই অচিন্ত্য পরিহার্য্য অপ্রার্থণীয় ও অদৃশ্য পাপে লিপ্ত হইয়াছি। কিন্তু পৃথিবী জল বৃক্ষ ও স্ত্রীজাতি ইন্দ্রের পাপ অংশ করিয়া লয়, এক্ষণে বানরের পাপ কে গ্রহণ করিবে এবং কেইবা সহিবে? আমি এই কুলক্ষয়কর অধর্ম্মের কর্ম্ম করিয়াছি, সুতরাং প্রজাগণের নিকট সম্মান লাভ আর আমার উচিত হয় না, এবং রাজ্যের কথা দূরে থাক, যৌবরাজ্যও আমার যোগ্য নহে। আমি লোকনিন্দিত পরমার্থনাশক জঘন্য পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি, এক্ষণে জলবেগ যেমন নিম্নপ্রবণ হয়, সেইরূপ প্রবল

শোকবেগ আমায় আক্রমণ করিতেছে। ভ্রাতৃবিনাশ যাহার দেহ, সন্তাপ যাহার শুণ্ড, মস্তক, চক্ষু ও শৃঙ্গ, সেই পাপময় গর্ব্বিত প্রকাণ্ড হস্তী নদীকূলবৎ আমাকে আঘাত করিতেছে। হা! অগ্নিশুদ্ধিকালে বিবর্ণ স্বর্ণ হইতে যেমন মল নির্গত হয়, সেইরূপ এই দুঃসহ পাপসংসর্গে আমা হইতে পুণ্য দূর হইল। এক্ষণে আমারই জন্য এই সকল মহাবল বানর ও অঙ্গদের জীবন শোকে তাপে অর্দ্ধেক বাহির হইয়া গেল। সুজন ও সুবশ্য পুত্র সুলভ, কিন্তু বলিতে কি, অঙ্গদের অনুরূপ পুত্র কুত্রাপি নাই। হা! যথায় সহোদরকে পাওয়া যায়, এমন স্থান আর কোথায় আছে?

সখে! আজ বীরবর অঙ্গদ কখন বাঁচিবে না, যদি জীবিত থাকে, তবে তারা ইহার প্রতিপালনের জন্য বাঁচিবেন, নচেৎ ইনিও পুত্রশোকে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। অতএব আমি সপুত্র ভ্রাতার সহিত তুল্যতা লাভের ইচ্ছায় অগ্নি প্রবেশ করিব। এই সমস্ত বানর তোমার নিদেশের বশীভূত থাকিয়া জানকীর অন্বেষণ করিবে। আমি লোকান্তরিত হইলেও তোমার এই কার্য্য অবশ্য সিদ্ধ হইবে। এক্ষণে এই কুলনাশক অপরাধীর প্রাণ ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র, অতএব তুমি আমার বাক্যে অনুমোদন কর।

ভুবনপালক রাম শোকাকুল সুগ্রীবের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল বিমনা হইলেন। তাঁহার নেত্রযুগল বাষ্পে পূর্ণ হইল, তিনি অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া, শোকনিমগ্না সজলনয়না তারার প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

তখন মৃগলোচনা তেজস্বিনী তারা বালিকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক শয়ান ছিলেন, মন্ত্রিপ্রধান বানরগণ তাঁহাকে তথা হইতে তুলিয়া অন্যত্র লইয়া চলিল। অদূরে রাম শর ও শরাসন হস্তে দণ্ডায়মান, তিনি স্বতেজে সূর্য্যের ন্যায় জ্বলিতে ছিলেন, তারা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ রাজ-লক্ষণাক্রান্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব পুরুষপ্রধানকে দেখিয়া রাম বলিয়াই বুঝিলেন। শোকে তাঁহার শরীরভাব সম্পূর্ণই উপেক্ষিত, তিনি স্খলিতপদে সেই শুদ্ধসত্ত্ব ইন্দ্রপ্রভাব মহানুভাবের সন্নিহিত হইলেন এবং দুঃখ শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া কহিলেন, বীর! তুমি পরম ধার্ম্মিক, তোমার গুণের সীমা নাই, তোমাকে পাওয়া অত্যন্ত সুকঠিন, তুমি জিতেন্দ্রিয় ও বিচক্ষণ, তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি সর্ব্বত্র বিরাজমান আছে, তুমি পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল, তোমার অঙ্গ সুদৃঢ় ও নেত্রযুগল রক্তবর্ণ, তুমি মর্ত্ত্যদেহের শ্রীবৃদ্ধিসুখ অতিক্রম করিয়া দিব্য দেহের সৌষ্ঠব লাভ করিয়াছ। তোমার হস্তে শর ও শরাসন, এক্ষণে তুমি যে বাণে বালিকে বধ করিলে, তাহা দ্বারাই আমাকে বিনাশ কর, আমি নিহত হইয়া ইহাঁর নিকটস্থ হইব; ইনি আমা ব্যতীত অন্য রমণীর সহিত কখন আলাপ করিবেন না। পদ্মপলাশলোচন! সুরলোকে অপ্সরা সকল রক্তপুষ্পে কেশপাশ অলঙ্কৃত করিয়া উজ্জ্বল বেশে বালির নিকট আসিবে, বালি আমার অদর্শনে কাতর হইয়া আছেন, এক্ষণে উহাদিগকে দেখিয়া এবং উহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া কদাচ সুখী হইবেন না। বীর! তুমি যেমন এই রমণীয় শৈলশৃঙ্গে জানকীর জন্য ব্যাকুল হইয়াছ, বালি সেইরূপ

স্বর্গেও আমার বিরহে শোকাকুল ও বিবর্ণ হইবেন। সুরূপ পুরুষ স্ত্রীবিচ্ছেদে যেরূপ দুঃখিত হয়, তুমি ত তাহা জান, আমি সেই জন্যই তোমাকে কহিতেছি, তুমি আমাকে বিনাশ কর, দেখ, বালি আমার অদর্শনক্লেশ কখন সহ্য করিতে পারিবেন না। মহাত্মন্! আমায় বধ করিলে যে, তোমার স্ত্রীহত্যা দোষ ঘটিবে, তুমি এরূপ বোধ করিও না, আমি বালির আত্মা, এক্ষণে এই ভাবিয়াই আমাকে বিনাশ কর, ইহাতে তোমার স্ত্রীবধের পাতক কখন বর্ত্তিবে না। দেখ, পতি ও পত্নী উভয়েই অভিন্ন, ইহা যজ্ঞে অধিকার ও বেদ-প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। আরও ইহলোকে স্ত্রীদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান জ্ঞানিদিগের পক্ষে আর কিছুই নাই, তুমি ধর্ম্মের অনুরোধে আমাকে প্রিয়তমের হস্তে প্রদান করিবে, সুতরাং এই দানবলে স্ত্রীবধের অধর্ম্ম তোমায় স্পর্শিবে না। বীর! আমি অনাথা ও একান্তই শোকার্ত্তা, এক্ষণে ভর্ত্তার নিকট হইতে আমায় অন্যত্র লইয়া যাইতেছে, সুতরাং তুমি আমার বিনাশে কিছুতেই ঔদাস্য করিও না। হা! যিনি মাতঙ্গবৎ মন্থরগামী, যিনি প্রধানের ধারণযোগ্য স্বর্ণহারে শোভিত হইতেছেন, আমি সেই ধীমান বালির বিরহে কখনই প্রাণ রক্ষা করিব না।

তখন রাম তারাকে হিতকর প্রবোধ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বীরপত্নি! তুমি এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি করিও না, বিধাতা জীবকে সৃষ্টি করিয়াছেন, শাস্ত্রে বলে, তিনিই উহা-দিগকে সুখ দুঃখের সহিত সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। ত্রিলোকের তাবৎ লোক তাঁহারই অধীন, বিধাতৃ-বিহিত

বিধান অতিক্রম করা একান্ত অসাধ্য। এক্ষণে তুমি তাঁহার ইচ্ছাক্রমে প্রীত হইবে এবং তোমার পুত্র অঙ্গদও যৌবরাজ্য লাভ করিবেন। তুমি বীরের পত্নী, সুতরাং এইরূপ শোক করা তোমার উচিত হইতেছে না।

তারা অনবরত অশ্রুপাত করিতেছিলেন, তিনি সেই মহাপ্রভাব রামের এইরূপ বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া শোক তাপ পরিত্যাগ করিলেন।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম, সমশোকে আক্রান্ত হইয়া, প্রবোধ বচনে সুগ্রীব তারা ও অঙ্গদকে কহিতে লাগিলেন, দেখ, শোক তাপ করিলে মৃত ব্যক্তির শুভ সংসাধিত হয় না; অতঃপর যে কার্য্য আবশ্যক, তোমরা তাহারই অনুষ্ঠানে যত্নবান হও। লোকাচার উপেক্ষা করিতে নাই, কিন্তু অশ্রুপাত পূর্ব্বক তোমরা তাহা রক্ষা করিয়াছ, এক্ষণে আর কালাতিপাত করিও না, ইহাতে বিহিত কর্ম্মে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। দেখ, কালের প্রভাব অতি অদ্ভুত, কাল সৃষ্টি করিতেছে, কাল কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে এবং কালই এই জীবলোকে সকলকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া রাখিতেছে। ফলতঃ কাল-নিরপেক্ষ হইয়া কেহ কোন কার্য্য করিতে পারে না। লোক প্রাক্তন কর্ম্মের অধীন, কিন্তু কাল আবার সেই প্রাক্তন কর্ম্মের

সহকারী। ঈশ্বর স্বয়ং কালকে অতিক্রম করিতে পারেন না; কাল অক্ষয়, কালের নিকট পক্ষপাত নাই, হেতু নাই এবং পরাক্রমও নাই, মিত্র ও জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ উহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে না; কাল সম্পূর্ণই অনায়ত্ত, কিন্তু বিচক্ষণ লোক কালকৃত স্ব স্ব কর্ম্মের পরিণাম প্রত্যক্ষ করিবেন। ধর্ম্ম অর্থ ও কাম কালপ্রভাবেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। বালি সাম দান প্রভৃতি রাজগুণে সঞ্চিত ঐশ্বর্য্যে ভোগসুখ লাভ করিয়াছিলেন; এক্ষণে লোকান্তরিত হইয়া আনপার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ধর্ম্মবলে স্বর্গ জয় করেন, এখন যুদ্ধে দেহত্যাগ পূর্ব্বক তাহা অধিকার করিলেন। সেই মহাত্মার অদৃষ্টে যাহা ঘটিল, ইহাই কালকৃত উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, সুতরাং তজ্জন্য পরিতাপ করা সঙ্গত নহে, কালোচিত কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানই শ্রেয় হইতেছে।

তখন বীর লক্ষ্মণ শোকে হতচেতন সুগ্রীবকে বিনয় বাক্যে কহিলেন, সুগ্রীব! তুমি, তারা ও অঙ্গদকে লইয়া বালির অগ্নিসংস্কার কর। প্রচুর শুষ্ক কাষ্ঠ ও দিব্য চন্দন আনয়নের আজ্ঞা দেও। অঙ্গদ পিতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছেন, ইহাঁকে সান্ত্বনা কর। এই পুরী তোমারি, তুমি আর জড়প্রায় হইয়া থাকিও না। এক্ষণে অঙ্গদ মাল্য, বস্ত্র, ঘৃত, তৈল ও গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি উপকরণ আহরণ করুন। তার? তুমিও অবিলম্বে শিবিকা লইয়া আইস, এসময় সবিশেষ ত্বরাই আবশ্যক। বাহক বানরেরা সুসজ্জিত হউক। যাহারা সুপটু, তাহারা বালিকে বহন করিবে। তৎকালে লক্ষ্মণ এই কথা বলিয়া রামের নিকটে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

তখন তার লক্ষ্মণের আদেশে সসম্ভ্রমে গুহা প্রবেশ করিল এবং শিবিকা লইয়া পুনরায় আইল। বলবান বানরেরা ঐ শিবিকা বহন করিতেছে; উহার মধ্যে রাজযোগ্য বহুমূল্য আসন, চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ পক্ষী ও পদাতির প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে, উহা রথাকার ও প্রকাণ্ড, উহার সন্ধি সকল সুশ্লিষ্ট এবং নির্ম্মাণ-সন্নিবেশ অতি সুন্দর, উহাতে দারুময় ক্ষুদ্রপর্ব্বত ও জালবেষ্টিত গবাক্ষ আছি, উহা উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যে খচিত, রক্তচন্দনে চর্চ্চিত এবং পুষ্প মাল্যে সুশোভিত, উহা রক্তবর্ণ পরম শোভন পদ্মের মাল্য ও বিবিধ ভূষায় সুসজ্জিত এবং উহার উপরিভাগে পঞ্জর প্রসারিত আছে। রাম ঐ শিবিকা দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এক্ষণে বালিকে শীঘ্র শ্মশানে লইয়া যাও, এবং ইহাঁর প্রেতকার্য্য অনুষ্ঠান কর।

তখম সুগ্রীব অঙ্গদের সহিত রোদন করিতে করিতে বালিকে লইয়া শিবিকায় তুলিলেন এবং তাঁহাকে বসন ভূষণ ও মাল্যে সজ্জিত করিয়া বাহকগণকে কহিলেন, এক্ষণে তোমরা নদীকূলে গিয়া আর্য্যের অন্ত্যেষ্টি কার্য্য অনুষ্ঠান কর। বানরগণ ভূরি পরিমাণে রত্ন বৃষ্টি করত শিবিকার অগ্রে অগ্রে যাক এবং পৃথিবীতে রাজাদিগের যেরূপ সমৃদ্ধি দেখা যায়, সেইরূপ সমারোহ সহকারে প্রভুর সৎকার করুক।

অনন্তর বাহকেরা শিবিকা লইয়া চলিল। নিরাশ্রয় বানরেরা সজলনয়নে যাইতে লাগিল। বালির আশ্রিত বানরীরা হা বীর! হা বীর! কেবল এই বলিয়া কাতরস্বরে

চীৎকার করিতে লাগিল। তারা প্রভৃতি রাজপত্নীরা আর্ত্ত-নাদ পূর্ব্বক অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। উহাঁদের ক্রন্দন শব্দে বন পর্ব্বত সমস্তই যেন রোদন করিতে লাগিল।

অনন্তর সকলে নদীকূলে উপস্থিত হইল। বন্য বানরেরা সলিলপরিবৃত পবিত্র পুলিনে চিতা প্রস্তুত করিয়া দিল। বাহকগণ স্কন্ধ হইতে শিবিকা অবরোহণ পূর্ব্বক শোকাকুল মনে প্রান্তভাগে গিয়া দাঁড়াইল। তখন তারা শিবিকাতল-শায়ী বালিকে দর্শন ও তাঁহার মস্তক স্বীয় অঙ্কদেশে গ্রহণ পূর্ব্বক দুঃখিত মনে এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা কপিরাজ! হা বীর! হা নাথ! তুমি আমার প্রতি দৃষ্টি-পাত কর, তুমি আমায় অত্যন্ত স্নেহ করিতে, এখন আমি শোকে অতিশয় কাতর হইয়াছি, আমার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। তুমি প্রাণত্যাগ করিয়াছ, তথাচ তোমার মুখ খানি যেন হাস্য করিতেছে, এবং জীবিত কালের ন্যায় এখনও অরুণবর্ণ দৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণে কৃতান্ত স্বয়ংই রাম-রূপ গ্রহণ পূর্ব্বক তোমায় লইয়া চলিলেন, ইনি এক শরে আমাদের সকলকে বিধবা করিলেন। হা! এই সমস্ত চন্দ্রা-ননা বানরী তোমার একান্তই প্রিয়। ইহারা প্লুতগতি কিরূপ জানে না, এক্ষণে পাদচারে অতি দূরপথ আসিয়াছে তুমি ইহা কি বুঝিতেছ না? বীর! তুমি সুগ্রীবকে অবলোকন কর। এই তার প্রভৃতি সচিব ঐ সমস্ত পুরবাসী তোমায় বেষ্টন পূর্ব্বক বিষণ্ণভাবে রহিয়াছে, এক্ষণে তুমি ইহাঁদিগকে পূর্ব্ববৎ বিদায় দেও, ইহাদিগকে বিদায় দিলে আমরা কামোন্মাদে অরণ্য বিহার করিব।

তারা শোকভরে এইরূপ বিলাপ করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে বানরীগণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে স্থানান্তর করিল। তখন অঙ্গদ সুগ্রীবের সহিত সজলনয়নে পিতাকে চিতার উপর শয়ন করাইলেন এবং বিধানানুসারে অগ্নি প্রদান করিয়া ব্যাকুল মনে ঐ সুদূরপ্রস্থিত মহাবীরকে দক্ষিণাবর্ত্তে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বানরগণ বিধি পূর্ব্বক বালির অগ্নিসংস্কার করিয়া পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতীতে তর্পণার্থ গমন করিল এবং অঙ্গদকে অগ্রে রাখিয়া, সুগ্রীব ও তারার সহিত তর্পণ করিতে লাগিল।

এইরূপে মহাবল রাম সুগ্রীবের ন্যায় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, বালির অগ্নিসংস্কার প্রভৃতি সমস্ত প্রেতকার্য্য সমাপন করাইলেন।

ষড়বিংশ সর্গ।

সুগ্রীব শোকে নিতান্ত অভিভূত, দাহান্তে আর্দ্র বসন ধারণ করিতেছেন, ইত্যবসরে প্রধান প্রধান বানর তাঁহাকে বেষ্টন করিল, এবং মহর্ষিগণ যেমন ব্রহ্মার নিকট কৃতাঞ্জলি থাকেন, সকলে রামের নিকট গিয়া সেইরূপই রহিল। তখন কনকশৈলকান্তি অরুণমুখ হনুমান রামকে বিনীতভাবে কহিতে লাগিলেন, রাম! তোমারই প্রসাদে সুগ্রীব এই বিস্তীর্ণ পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। সুদৃশ্যদশন বলবান বানর-গণের আধিপত্য ইহাঁর নিতান্তই দুর্লভ ছিল, আজ তোমার

প্রভাবে তাহা আয়ত্ত হইল। এক্ষণে তুমি অনুমতি কর, ইনি সবান্ধবে নগরে গিয়া রাজকার্য্য করিবেন। ইনি স্নান করিয়াছেন, তোমাকে গন্ধ মাল্য ও বিবিধ রত্নে অর্চ্চনা করিবেন। তুমি ঐ সুরম্য গহ্বরে চল এবং ইহাঁর হস্তে রাজ্যের ভারার্পণ ও ইহাঁর স্বামিত্ব স্থাপন পূর্ব্বক বানরগণকে পুলকিত কর।

তখন ধীমান রাম হনুমানকে কহিলেন, দেখ, যাবৎ আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিব, তাবৎ গ্রাম বা নগরে যাইব না। এক্ষণে সুগ্রীব সমৃদ্ধিপূর্ণ গুহায় গমন করুন এবং তুমিই ইহাঁকে বিধি পূর্ব্বক শীঘ্র রাজ্যে অভিষেক কর।

রাম, হনুমানকে এই কথা বলিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! তুমি এই মহাবল অঙ্গদকে যৌবরাজ্য প্রদান কর। এই তেজস্বী সুশীল রাজকুমার, যৌবরাজ্য লাভের যোগ্য হইয়াছেন। ইনি বালির জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং বলবীর্য্যে তাঁহারই অনুরূপ, সুতরাং রাজ্যের ভার বহনে অবশ্যই সমর্থ হইবেন। এক্ষণে বর্ষাকাল উপস্থিত। বর্ষার চারি মাসের মধ্যে এই ধারাবাহী শ্রাবণই প্রথম হইতেছে, এ সময় যুদ্ধযাত্রা করা নিষিদ্ধ। অতএব তুমি কিষ্কিন্ধায় গমন কর, আমরা এই পর্ব্বতেই বাস করিব। এই গিরিগুহা সুবিস্তীর্ণ ও সুরম্য, ইহাতে জল সুলভ, বায়ুর অপ্রতুল নাই এবং পদ্মও যথেষ্ট। আমরা এই স্থান আশ্রয় করিয়া থাকিব, তুমি গৃহে যাও, রাজ্য গ্রহণ ও সুহৃদগণের আনন্দ বর্দ্ধন কর, পরে কার্ত্তিক মাস আইলে রাবণবধের উদ্যোগ করিও। সখে! এক্ষণে আমাদিগের এই সংকল্পই স্থির রহিল।

তখন সুগ্রীব রামের অনুজ্ঞা পাইয়া, বালিরক্ষিত কিষ্কিন্ধায় গমন করিলেন। বানরগণ তাঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। প্রজারা কপিরাজকে দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিল। তিনি উহাদিগকে সম্ভাষণ ও উত্থাপন পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর সুহৃদ্গণ তাঁহার রাজ্যাভিষেকে প্রবৃত্ত হইল। স্বর্ণখচিত শ্বেত ছত্র এবং স্বর্ণদণ্ডশোভিত শ্বেত চামর আনীত হইল। ষোড়শটী কুমারী বিবিধ রত্ন, বিবিধ বীজ, সর্ব্বৌষধি, ক্ষীর বৃক্ষের অঙ্কুর ও পুষ্প, শুক্ল বস্ত্র, শ্বেত চন্দন, সুগন্ধি মাল্য, স্থলজ ও জলজ পুষ্প, প্রভৃত গন্ধদ্রব্য, অক্ষত, কাঞ্চন, প্রিয়ঙ্গু, ঘৃত, মধু, দধি, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, পাদুকা, কুঙ্কুম ও মনঃশিলা লইয়া হৃষ্ট মনে আইল। তখন সুহৃদ্গণ বসন ভূষণ ও ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা বিপ্রগণকে পরিতুষ্ট করিয়া সুগ্রীবের অভিষেক আরম্ভ করিল। মন্ত্রজ্ঞেরা কুশাস্তরণে প্রদীপ্ত বহ্নি স্থাপন করিয়া, মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

পরে গয়, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনুমান ও জাম্বমান ইহাঁরা মাল্য-শোভিত প্রাসাদশিখরে উৎকৃষ্ট আস্তরণ-মণ্ডিত স্বর্ণময় পীঠে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পূর্ব্বাস্যে সুগ্রীবকে উপবেশন করাইলেন। নদ নদী তীর্থ ও সপ্তসমুদ্রের স্বচ্ছ ও সুগন্ধি জল স্বর্ণকলসে আহৃত ছিল, তাঁহারা সেই জলপূর্ণ কলস ও বৃষশৃঙ্গ দ্বারা মহর্ষিনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি ও শাস্ত্র অনুসারে, বসুগণ যেমন ইন্দ্রকে, সেইরূপ সুগ্রীবকে অভিষেক করিতে লাগিলেন। বানরগণ যার পর নাই সন্তুষ্ট হইল।

অনন্তর সুগ্রীব রামের নিদেশক্রমে অঙ্গদকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন। তদ্দর্শনে সকলে উহাঁর সাধুবাদ আরম্ভ করিল এবং প্রীতমনে রাম ও লক্ষ্মণকে উদ্দেশে বারংবার স্তব করিতে লাগিল। তৎকালে কিষ্কিন্ধার সকলেই হৃষ্ট পুষ্ট। সর্ব্বত্র ধ্বজ ও পতাকা দৃষ্ট হইতে লাগিল।

এইরূপে অভিষেক ব্যাপার সুসম্পন্ন হইলে, কপিরাজ সুগ্রীব মহাত্মা রামকে এই সংবাদ প্রদান করিলেন এবং ভার্য্যা রুমাকে গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ্য স্বহস্তে লইলেন।

সপ্তবিংশ সর্গ।

এদিকে রাম লক্ষ্মণের সহিত প্রস্রবণ পর্ব্বতে গমন করিলেন। উহা মেঘবৎ নীলবর্ণ এবং তরুলতা গুল্মে নিতান্ত গহন। তথায় শার্দূল ও সিংহ ভীষণ রবে গর্জ্জন করিতেছে; ভল্লুক, বানর, গোপুচ্ছ ও মার্জার সকল ইতস্তত দৃষ্ট হইতেছে। রাম বাসার্থ উহার এক গুহা আশ্রয় করিলেন এবং তৎকালোচিত বাক্যে বিনীত লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! এই গিরিগুহা সুবিস্তীর্ণ ও সুদৃশ্য, ইহাতে বিলক্ষণ বায়ু সঞ্চার আছে, আমরা ইহাতে বর্ষাকাল অতিবাহন করিব। দেখ, এই শৃঙ্গ কেমন উৎকৃষ্ট! ইহাতে নানা বিধ ধাতু আছে

এবং শ্বেত রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণের শিলা সকল শোভা পাইতেছে। ইহাতে বিস্তর নদীজাত দর্দুর; বৃক্ষ ও মনোহর লতা; মালতী, কুন্দ, সিন্দুবার, শিরীষ, কদম্ব, অর্জ্জুন ও সাল পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে এবং বিহঙ্গের কূজন ও ময়ূরের কেকারব শুনা যাইতেছে। বৎস! ঐ দেখ, এই গুহার অদূরে একটী সরোজশোভিত সুরম্য সরোবর। এই গুহা ঈশান দিকে ক্রমশঃ সন্নত হইয়াছে এবং ইহার পশ্চাৎ ভাগ উচ্চ, সুতরাং পূর্ব্ব দিকের বায়ু ইহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। গুহা-দ্বারে এক সমতল সুপ্রশস্ত শিলা আছে, উহা দলিত অঞ্জন-স্তূপের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। এই গুহার উত্তরে ঐ একটী সুন্দর শৃঙ্গ দেখা যায়, উহা কজ্জলের ন্যায় নীলোজ্জ্বল, বোধ হয়, যেন গগণে গাঢ় মেঘ উত্থিত হইয়াছে। দেখ, দক্ষিণেও আর একটী শৃঙ্গ, উহা রজতধবল ও বিবিধ ধাতুশোভিত, উহা যেন কৈলাসশিখরের আভা বিস্তার করিতেছে। এই গুহার সম্মুখে, চিত্রকুটে মন্দাকিনীর ন্যায়, একটী নদী পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত আছে। উহা কর্দ্দমশূন্য; উহার তীরে চন্দন, তিলক, সাল, অতিমুক্ত, পদ্মক, সরল, অশোক, বানীর, তিমিদ, বকুল, কেতক, হিন্তাল, তিনিশ, কদম্ব, বেতস ও কৃতমালক প্রভৃতি বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। ঐ নদী সুবেশা প্রমদার ন্যায় রমণীয়, ইহার পুলিন অতি সুন্দর, ইহাতে চক্রবাকমিথুন অনুরাগভরে বিচরণ করিতেছে, হংস ও সারসগণ দৃষ্ট হইতেছে, এবং সর্ব্বত্র নানা প্রকার রত্ন, বোধ হয়, যেন নদী হাসিতেছে। ইহার কোথাও নীলোৎ-পল, কোথাও রক্তোৎপল, কোথাও শ্বেত পদ্ম, এবং কোথাও

বা কুমুদকলিকা, ইহাতে ময়ূর ও ক্রৌঞ্চ দৃষ্ট হইতেছে এবং মুনিগণ স্নানার্থ অবগাহন করিতেছেন।

বৎস! ঐ দেখ, সুচারু চন্দন তরু, ঐ সমস্ত ককুভ বৃক্ষ যেন মনের বেগে উত্থিত হইয়াছে। এই স্থান অতি অপূর্ব্ব, আমরা এস্থানে বাস করিয়া সুখী হইব। ইহার অদূরে কাননপূর্ণ কিষ্কিন্ধা। ঐ শুন, গীতরব উত্থিত হইতেছে, এবং মৃদঙ্গধ্বনির সহিত বানরগণের কলরব শুনা যাইতেছে। সুগ্রীব রাজ্য ও ভার্য্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, এক্ষণে সুহৃদ্গণকে লইয়া আমোদ 'আহ্লাদে কাল যাপন করিতেছেন। এই বলিয়া রাম ঐ পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। উহার নিকুঞ্জ ও গহ্বর মধ্যে অনেক প্রীতিকর পদার্থ আছে, উহা বস্তুতই সুখজনক; কিন্তু রাম উহাতে বাস করিয়া কোনও মতে সুখী হইতে পারিলেন না। প্রাণাধিক জানকী অপহৃত হইয়াছেন, ইহা বারংবার তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল, চন্দ্র উদিত হইতেছেন, তাহাও দেখিতে লাগিলেন, তিনি শয্যায় শয়ন করিলেন, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হইল না, শোকানল জ্বলিয়া উঠিল এবং তিনি অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন সমদুঃখ লক্ষ্মণ তাঁহাকে অনুনয় পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বীর! আপনি শোকাকুল হইবেন না। শোক প্রভাবে সমস্তই নষ্ট হয়, ইহা আপনার অবিদিত নাই। আপনি দেবপূজক ও উদ্যোগশীল, নিত্যকর্ম্মে আপনার নিষ্ঠা আছে। এক্ষণে আপনি যদি শোকে উৎসাহশূন্য হন, তাহা হইলে যুদ্ধে সেই কুটিল রাক্ষসকে কখন বিনাশ করিতে

পারিবেন না ; সুতরাং আপনি শোক দূর করুন. উৎসাহ রক্ষা করা আপনার আবশ্যক, ইহাতে সেই রাক্ষসকে সপরিবারে সংহার করিতে পারিবেন। তাহার কথা দূরে থাক, এই শৈলকাননপরিবৃত সসাগরা পৃথিবীকেও বিপর্য্যস্ত করিতে সমর্থ হইবেন। এক্ষণে বর্ষার প্রাদুর্ভাব, আপনি শরতের প্রতীক্ষায় থাকুন ; শরৎ উপস্থিত হইলে, রাবণকে সরাষ্ট্র ও সগণে বিনাশ করিবেন। আর্য্য! হোমকালে আহুতি দ্বারা যেমন ভস্মাচ্ছন্ন অনলকে প্রদীপ্ত করে, তদ্রূপ আমি কেবল আপনার প্রচ্ছন্ন শক্তি উত্তেজিত করিতেছি, জানিবেন।

তখন রাম, লক্ষ্মণের এই শ্রেয়স্কর বাক্যে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, বৎস! হিতকারী অনুরক্ত বীরের যাহা বলিবার, তুমি তাহাই বলিলে। আমি এই কার্য্যনাশক শোক পরিত্যাগ করিলাম। বিক্রম প্রকাশের সময় অপ্রতিহত তেজ সন্ধুক্ষিত করা আবশ্যক সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি শরতের প্রতীক্ষায় থাকিলাম, তুমি আমায় যেরূপ কহিলে, আমি তাহাতে সম্মত হইলাম। অতঃপর সুগ্রীব প্রসন্ন হউন, উপকৃত বীরেরা প্রত্যুপকার কখন বিস্মৃত হন না, যদি অকৃতজ্ঞ হইয়া তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হন, ইহাতে সাধুগণের মন একান্ত উদাস হইয়া থাকে।

তখন লক্ষ্মণ প্রিয়দর্শন রামের বাক্য সঙ্গত বুঝিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে উঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং স্বীয় শুভ বুদ্ধি প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! সুগ্রীব হইতে শীঘ্রই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। আপনার শত্রু নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। এক্ষণে আপনি শরতের প্রতীক্ষায় বর্ষাগম সহ্য করুন। ক্রোধ

সম্বরণ আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে। আপনি এই সিংহসেবিত পর্ব্বতে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আমার সহিত বর্ষার কএক মাস বাস করুন।

অষ্টাবিংশ সর্গ

অনন্তর রাম কহিলেন, বৎস! এই ত বর্ষাকাল উপস্থিত। আকাশ পর্ব্বতপ্রমাণ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে। উহা সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সমুদ্রের রস পান করিয়া নয় মাস গর্ভ ধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে জল প্রসব করিতেছে। এই মেঘরূপ সোপান দিয়া আকাশে আরোহণ পূর্ব্বক কুটজ ও অর্জুন পুষ্পের মাল্য দ্বারা সূর্য্যকে সজ্জিত করিতে পারা যায়। দেখ, মেঘ হইতে সন্ধ্যারাগ নিঃসৃত হইতেছে, উহার প্রান্তভাগ পাণ্ডুবর্ণ এবং উহা একান্তই স্নিগ্ধ, এই মেঘরূপ ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা গগনের ব্রণমুখ যেন সংযত রহিয়াছে। আকাশ যেন বিরহী, মৃদুল বায়ু উহার নিশ্বাস, সন্ধ্যা চন্দন এবং জলদশ্রী পাণ্ডুতা। পৃথিবী উত্তাপ সহ্য করিতেছিলেন, এক্ষণে নূতন জলে সিক্ত হইয়া উষ্মা ত্যাগ করিতেছেন। বায়ু একান্ত মৃদু ও মন্দ, কেতক-গন্ধী ও কর্পূরদলবৎ শীতল, এখন ইহা অঞ্জলি দ্বারা অনায়া-সেই পান করা যায়। পর্ব্বতে অর্জ্জুন ও কেতকী পুষ্প ফুটিয়াছে, উহা নিঃশক্র সুগ্রীবের ন্যায় বৃষ্টিজলে অভিষিক্ত হইতেছে। পর্ব্বতের মেঘরূপ কৃষ্ণাজিন, ধারারূপ যজ্ঞসূত্র,

গুহামুখ বায়ুসংযোগে ধ্বনিত হইতেছে, সুতরাং উহাকে অধ্যয়নশীল বিপ্রের ন্যায় বোধ হয়। নভোমণ্ডল বিদ্যুৎ-রূপ কনক কশাপ্রহারে অশ্বের ন্যায় মেঘরবে গর্জ্জন করিতেছে। বিদ্যুৎ সুনীল জলদে বিরাজমান, যেন রাবণের অঙ্কদেশে জানকী স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। গ্রহ ও চন্দ্র আর দৃষ্ট হয় না, ভোগীর প্রিয় দিঙ্মণ্ডল মেঘে লিপ্ত হইয়া আছে।

ঐ দেখ, গিরিশৃঙ্গে কুটজ পুষ্প বিকসিত, উহা পৃথিবীর উষ্মায় অবৃত হইয়া, যেন বর্ষার আগমনে পুলকিত হইতেছে। আমি এক্ষণে জানকীর শোকে অভিভূত আছি, ঐ পুষ্প দৃষ্টে আমার মন একান্ত বিচলিত হইতেছে। কুত্রাপি ধূলি নাই, বায়ু অতিমাত্র শীতল, গ্রীষ্মের উত্তাপদোষ প্রশান্ত, রাজগণ যুদ্ধযাত্রায় এককালে ক্ষান্ত, প্রবাসিরা স্বদেশে যাইতেছে। এখন চক্রবাক সকল মানস সরোবরবাসে লোলুপ হইয়া প্রিয়া সমভিব্যাহারে চলিয়াছে। পথে বিলক্ষণ কর্দ্দম, সুতরাং এসময় যানের আর গমনাগমন নাই। আকাশ কোথাও সুপ্রকাশ, কোথাও বা মেঘাচ্ছন্ন, সুতরাং উহা শৈলনিরুদ্ধ প্রশান্ত সাগরের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। গিরি-নদী অত্যন্ত খরবেগ, সর্জ্জ ও কদম্ব পুষ্প প্রবাহে ভাসিতেছে, জল ধাতু সংযোগে অতিশয় রক্তবর্ণ, ময়ূরগণ তীরে কেকারব করিতেছে। ঐ সমস্ত রসপূর্ণ ভৃঙ্গতুল্য জম্বুফল, ঐ সকল সুপক্ক নানাবর্ণ আম্র পবনবেগে পতিত হইতেছে।

এই দেখ, গিরি শৃঙ্গাকার মেঘ বিদ্যুৎরূপ পতাকা ও বক-শ্রেণীরূপ মালায় শোভিত হইয়া, যুদ্ধস্থিত হস্তীর ন্যায় গভীর রবে গর্জ্জন করিতেছে। অপরাহ্নে বনের কি শোভা, ভূমি

তৃণাচ্ছন্ন, বর্ষার জলে সিক্ত, এবং ময়ূরেরা নৃত্য করিতেছে; মেঘ জলভারে পূর্ণ হইয়া, পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে পুনঃপুনঃ বিশ্রাম পূর্ব্বক গভীর গর্জ্জন সহকারে গমন করিতেছে। ঐ সকল বক মেঘে অনুরাগ বশত আহ্লাদের সহিত উড্ডীন হইয়া, গগনে পবনচলিত পদ্মমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। ভূমি তৃণাচ্ছন্ন, স্থানে স্থানে ইন্দ্রগোপ কীট, উহা শুকশ্যামল লাক্ষারঞ্জিত কম্বল দ্বারা রমণীর ন্যায় সুদৃশ্য হইয়াছে; নিদ্রা নারায়ণকে, নদী সমুদ্রকে, হৃষ্ট বকশ্রেণী মেঘকে এবং কান্তা প্রিয়তমকে প্রাপ্ত হইতেছে। বন মধ্যে ময়ূরের নৃত্য, কদম্ব প্রস্ফুটিত হইয়াছে, ধেনুর প্রতি বৃষের প্রগাঢ় অনুরাগ, শস্যক্ষেত্র একান্ত মনোহর হইয়াছে। ইতস্তত মদমত্ত হস্তীর গর্জ্জন, বিরহিগণ চিন্তাকুল হইতেছে এবং বানরেরা যার পর নাই হৃষ্ট। মাতঙ্গগণ নির্ঝরশব্দে আকুল হইয়া, কেতকী পুষ্পের গন্ধ আঘ্রাণ পূর্ব্বক ময়ূরের সহিত সগর্ব্বে নৃত্য করিতেছে। ভৃঙ্গেরা কদম্বশাখায় লম্বিত হইয়া, উৎসব ভরে সমধিক পুষ্পরস পান পূর্ব্বক উঙ্কার আরম্ভ করিয়াছে। জম্বুবৃক্ষে অঙ্গারখণ্ডতুল্য রসাল জম্বুফল, শাখায় লম্বমান, যেন ভৃঙ্গেরা শাখা পান করিতেছে। মেঘে বিদ্যুৎরূপ পতাকা, দেখিলে উহা সমরোৎসুক হস্তীর ন্যায় বোধ হয়। ঐ একটী মাতঙ্গ বনপ্রবেশ করিতেছিল, ইত্যবসরে মেঘগর্জ্জন শ্রবণে প্রতিদ্বন্দ্বীর আগমন আশঙ্কা করিয়া যুদ্ধার্থ তৎক্ষণাৎ ফিরিল। এক্ষণে এই বনের নানা ভাব, 'কোথাও ভৃঙ্গের গুণ গুণ স্বর, কোথাও ময়ূরের নৃত্য এবং কোথাও বা হস্তী সকল প্রমত্ত হইয়াছে। এই স্থান জলে পূর্ণ; কদম্ব, সর্জ্জ,

অর্জ্জুন ও কন্দল পুষ্প বিকসিত হইতেছে, ইতস্তত ময়ুরের নৃত্য গীত, বোধ হয়, যেন ইহাই পানভূমি।

বিহঙ্গগণের পক্ষ বৃষ্টিজলে বিবর্ণ হইয়াছে, উহারা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পল্লবদললগ্ন মুক্তাকার জলবিন্দু হৃষ্টমনে পান করিতেছে। ঐ শুন, অরণ্যে যেন সঙ্গীতলহরী উত্থিত হইয়াছে। ভৃঙ্গরব উহার মধুর বীণা, ভেকের ধ্বনি কণ্ঠতাল এবং মেঘগর্জ্জনই মৃদঙ্গ। ময়ূরগণ পুচ্ছ বিস্তার করিয়া, কখন নৃত্য কখন গান এবং কখন বা বৃক্ষাগ্রে শরীরভার অর্পণ করিতেছে।' নানারূপ নানাবর্ণের ভেক মেঘরবে ব্যাপক কালের নিদ্রা দূর করিয়া, ধারাপ্রহারে নানা প্রকার শব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নদীতে চক্রবাক প্রবাহিত, তীরদেশ স্খলিত হইতেছে, নদী সগর্ব্বে সমুদ্রে যাইতেছে। সজল নীল মেঘে ঐরূপ মেঘ সংলগ্ন, যেন জ্বলন্ত শৈল আসক্ত হইয়াছে। ভৃঙ্গেরা ধৌতকেসর পদ্মকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কেসরশোভিত কদম্বে গিয়া বসিতেছে। মাতঙ্গ মদমত্ত, বৃষ সকল হৃষ্ট, পর্ব্বত রমণীয়, রাজগণ নিশ্চেষ্ট, এ সময় ইন্দ্র মেঘ লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। মেঘ জলভারে গগণতলে লম্বিত, সমুদ্রবৎ গভীররবে গর্জ্জন করিতেছে এবং জলধারায় নদী, তড়াগ, দীর্ঘিকা, সরোবর ও সমস্ত পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়া দিতেছে। বৃষ্টির অত্যন্ত বেগ, বায়ু অতিশয় প্রবল, নদী তট উৎপাটন ও পথরোধ পূর্ব্বক খরপ্রবাহে চলিতেছে। পর্ব্বত নৃপতির ন্যায় ইন্দ্রপ্রদত্ত পবনোপনীত মেঘরূপ জলকুম্ভ দ্বারা অভিসিক্ত হইয়া যেমন আপনার সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি প্রদর্শন করিতেছে। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, গ্রহ নক্ষত্র আর

কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না। পৃথিবী নূতন জলধারায় তৃপ্ত, দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারে লিপ্ত হইয়া একান্ত অপ্রকাশ আছে। পর্ব্বতশৃঙ্গ ধৌত, প্রবল জলপ্রপাত মুক্তামালার ন্যায় উহাতে শোভা পাইতেছে। নির্ঝরবেগ প্রস্তরখণ্ডে স্খলিত হইয়া, ছিন্ন হারের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। চতুর্দ্দিকে জলধারা, ক্রীড়াকালে স্বর্গরমণীগণের মুক্তাহার ছিন্ন হইয়াই যেন পড়িতেছে। বিহঙ্গেরা বৃক্ষে লীন, পদ্মদল মুকুলিত এবং মালতী পুষ্প বিকসিত, বোধ হইতেছে, সূর্য্য অস্তাচলে চলিলেন। এক্ষণে রাজগণ যুদ্ধযাত্রায় পরাঙ্মুখ, সেনাগণ গমনপথেই অবস্থিত আছে, বলিতে কি, বৃষ্টি, শত্রুতা ও পথ এককালে রোধ করিয়া রাখিয়াছে। যে সমস্ত সামগ ব্রাহ্মণ ভাদ্র মাসের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এই তাঁহাদের বেদপাঠ করিবার সময়। এখন কোশলরাজ ভরত গৃহসংস্কারকার্য্য সমাপন পূর্ব্বক সাংসারিক দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া, আষাঢ় মাসে ব্রতনিষ্ঠ হইয়া আছেন। সরযূ বৃষ্টিজলে পরিপূর্ণ, প্রবাহবেগ বর্দ্ধিত হইতেছে; বোধ হয়, অযোধ্যা স্বয়ংই যেন আমায় প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া আনন্দনাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বর্ষার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি; এ সময় সুগ্রীব সুখভোগ করিতেছেন। তাঁহার জয়াশা পূর্ণ, তিনি সস্ত্রীক, বিস্তীর্ণ রাজ্য অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু বৎস! আমার জানকী নাই, আমি রাজ্যচ্যুত, এক্ষণে জীর্ণ নদীকূলের ন্যায় ক্রমশই অবসন্ন হইতেছি। আমার শোক অতিমাত্র প্রবল; বর্ষকাল শীঘ্র যাইতেছে না এবং রাবণও দুর্দ্দান্ত শত্রু, সুতরাং আমি যে বৈরনির্য্যাতন করিব, এরূপ সম্ভাবনা করি না। সুগ্রীব

আমার বশীভূত বটে, কিন্তু আমি বর্ষানিবন্ধন এই অযাত্রা এবং পথ নিতান্ত দুর্গম বলিয়া সীতার অনুসন্ধান মুখাগ্রেও আনি নাই। সুগ্রীব সবিশেষ ক্লেশ পাইয়া বহুদিনের পর ভার্য্যা লাভ করিয়াছেন, এদিকে আমার কার্য্য অত্যন্ত গুরু-তর, তজ্জন্য আমি তাঁহাকে কিছু বলিতে চাহি না। তিনি স্বয়ংই বিশ্রামসুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক প্রকৃত সময়ে সীতার অন্বেষণ করিবেন। তিনি কৃতজ্ঞ, উপকার কখন বিস্মৃত হইবেন না। লক্ষ্মণ! এই জন্য আমি সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছি। এক্ষণে সুগ্রীবের প্রসন্নতা ও শরদাগম আবশ্যক। উপকৃত বীরেরা প্রত্যুপকার কখন বিস্মৃত হন না, যদি অকৃতজ্ঞ হইয়া তদ্বি-ষয়ে পরাঙ্মুখ হন, ইহাতে সাধুগণের মন একান্ত উদাস হইয়া থাকে।

তখন লক্ষ্মণ প্রিয়দর্শন রামের বাক্য সঙ্গত বুঝিয়া কৃতা-ঞ্জলিপুটে উহার যথেষ্ট প্রশংসা কারিলেন এবং স্বীয় শুভ বুদ্ধি প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! সুগ্রীব হইতে শীঘ্রই আপ-নার অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে, আপনার শত্রু নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। এক্ষণে আপনি শরতের প্রতীক্ষায় এই বর্ষাগম সহ্য করুন।

একোনত্রিংশ সর্গ।

এদিকে সুগ্রীব বালিকে বধ করিয়া রাজ্য লইয়াছেন। তাঁহার মনোরথ পূর্ণ, তিনি প্রিয়তমা রুমা ও তারা প্রভৃতি মহিলাকে লইয়া দিনযামিনী সুখে আছেন। যেন সুররাজ অপ্সরাগণমধ্যে বিরাজ করিতেছেন। স্বয়ং নিশ্চিন্ত, রাজ্য-ভার মন্ত্রিহস্তে ন্যস্ত, তিনি উহাদের কার্য্যপরীক্ষায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া, বিশ্বাসে নিঃশংসয় হইয়া আছেন। ধর্ম্ম ও অর্থ সংগ্রহে তাঁহার দৃষ্টি নাই, তিনি ভোগপথ আশ্রয় করিয়া, নিরন্তর নির্জ্জনবাসই অভিলাষ করিতেছেন।

অনন্তর হনুমান, শরৎকাল উপস্থিত অনুমান করিয়া, বিশ্বাসপ্রবণ সুগ্রীবের নিকট গমন করিলেন এবং উঁহাকে সুসঙ্গত ও সুমধুর বচনে প্রসন্ন করিয়া, সামাদিগুণসম্পন্ন হিত ও সত্য বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! তুমি রাজ্য যশ ও স্থায়িনী কুলশ্রী অধিকার করিয়াছ, এক্ষণে মিত্র সংগ্রহ অব-শিষ্ট, সুতরাং তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা তোমার উচিত হইতেছে। দেখ, যে ব্যক্তি প্রকৃত সময়ে মিত্রের কার্য্য করেন, তাঁহার রাজ্য, কীর্ত্তি ও প্রভাব বর্দ্ধিত হয়। যাঁহার কোষ, দণ্ড, মিত্র ও বুদ্ধিবৃত্তি স্বাধীন, তিনি বিস্তীর্ণ রাজ্য ভোগে সমর্থ হইয়া থাকেন। কপিরাজ! তুমি ধর্ম্মপরায়ণ ও সুশীল, অঙ্গীকৃত মিত্রকার্য্যের অনুষ্ঠান তোমার উচিত হইতেছে। যে ব্যক্তি অনন্তকর্ম্মা হইয়া মিত্রকার্য্য না করে, তাঁহার নানা অনর্থ ঘটিয়া থাকে। কাল ব্যবধানে কার্য্য করা নিরর্থক,

ইহাতে মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও কোন ফল দর্শে না। বীর! আমাদিগের মিত্রকার্য্য সাধনের বিলম্ব ঘটিতেছে, সুতরাং এক্ষণে তুমি জানকীর অন্বেষণে যত্নবান হও। বিজ্ঞ রাম কালজ্ঞ, তিনি কাল অতীত দেখিয়াও তোমায় কিছু কহিতেছেন না এবং সবিশেষ ত্বরা সত্ত্বেও তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি তোঁমার কুলবৃদ্ধির হেতু ও ব্যাপক দিনের বন্ধু, তাঁহার গুণের পরিসীমা নাই এবং স্বভাব ও অলৌকিক। পূর্ব্বে তিনি তোমার যথেষ্ট করিয়াছেন, এক্ষণে তুমি তাঁহার উপকার কর, এবং প্রধান বানরদিগকে জানকীর অন্বেষণের নিমিত্ত আজ্ঞা দেও। না বলিতে, কাল বিলম্ব দোষের হইবে না, কিন্তু বলিবার পর বিলম্ব দোষাবহ হইবে। রাজন্! যে তোমার উপকারী নয়, তুমি তাহারও কার্য্য করিয়া থাক, কিন্তু যিনি শত্রু সংহার করিয়া তোমায় রাজ্য অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে আর বক্তব্য কি আছে। তুমি মহাবীর, রামের প্রীতি সম্পাদন উদ্দেশে আদেশ অপেক্ষা করা তোমার উচিত নহে। রাম অস্ত্রপ্রভাবে সুরাসুর ও উরগগণকে বশীভূত করিতে পারেন, কেবল তোমার প্রতিজ্ঞাত কাল প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি বালিবধে লোকের বিরাগভয় না করিয়া তোমার বিলক্ষণ উপকার করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে আমরা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ পর্য্যটন পূর্ব্বক জানকীর অনুসন্ধান করিব। রামের শক্তি অদ্ভুত, রাক্ষসের কথা কি, দেবাসুর পর্য্যন্ত তাঁহার বিক্রমে ভীত হইয়া থাকে। তুমি প্রাণপণে তাঁহার প্রিয় সাধন কর। এস্থানে বহুসংখ্য দুর্নিবার বানর আছে, তোমার আজ্ঞা

পাইলে, উহাদের গতি স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালেও প্রতিহত হইবে না। এক্ষণে বল, কে কোথায় গিয়া কি করিবে ?

তখন ধীমান সুগ্রীব হনুমানের এই সুসঙ্গত কথায় সম্মত হইলেন এবং উৎসাহশীল নীলকে নানাস্থান হইতে বানরসৈন্য সংগ্রহে অনুমতি দিয়া কহিলেন, আমার সৈন্য ও যুথপতিগণ যাহাতে সেনাধ্যক্ষের সহিত শীঘ্র আগমন করে, তুমি তাহাই কর। দূরপথের বানরেরা দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হউক। উহারা আইলে তুমি স্বয়ং গিয়া উহাদিগকে গণনা করিয়া লও। পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে যে এখানে না আসিবে, আমি অকুণ্ঠিত মনে তাহার প্রাণ দণ্ড করিব। অতঃপর তুমিও বৃদ্ধ বানরগণকে আনয়নার্থ অঙ্গদকে লইয়া প্রস্থান কর। মহাবীর সুগ্রীব নীলকে এই রূপ আদেশ দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ত্রিংশ সর্গ।

এদিকে রাম একান্ত কামার্ত্ত; শরতের পাণ্ডুবর্ণ আকাশ, নির্ম্মল চন্দ্রমণ্ডল ও জ্যোৎস্নাধবল রজনী দর্শন করিলেন; সুগ্রীবের সুখভোগে আসক্তি এবং জানকীর অনুদ্দেশের কথা চিন্তা করিলেন; বুঝিলেন, সৈন্যের উদ্যোগকাল অতীত হইয়াছে। তিনি যারপর নাই কাতর হইয়া মোহিত হইলেন

এবং ক্ষণবিলম্বে সংজ্ঞা লাভ করিয়া হৃদয়বাসিনী সীতাকে ভাবিতে লাগিলেন। পরে পাণ্ডুবর্ণ-ধাতুস্তূপে শোভিত শৈলশৃঙ্গে উপবেশন পূর্ব্বক শরতের সৌন্দর্য্য দর্শনে দীনমনে কহিলেন, হা! যিনি স্বয়ংই সারসস্বরে আশ্রম মধ্যে সারসগণকে কলরব করাইতেন, যিনি কাঞ্চন-কান্তি পুষ্পিত অসন বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিতেন, যিনি কলহংসের মধুর ও অস্ফুট শব্দে প্রবোধিত হইতেন, জানি না, আজ তিনি আমায় না দেখিয়া কিরূপ আছেন! হা! সেই পদ্মপলাশলোচনা দন্দ্বচর চক্রবাকের রব শুনিয়া কিরূপে জীবিত থাকিবেন! আমি আজ তাঁহার বিরহে নদ নদী সরোবর ও কাননে পর্য্যটন করিয়াও সুখী হইতেছি না। তিনি একান্ত সুকুমার ও বিরহে নিতান্ত কাতর, সুতরাং এখন অনঙ্গ শরৎগুণে বর্দ্ধিত হইয়া, তাঁহাকে অত্যন্তই কষ্ট দিবেন।

চাতক মেঘের নিকট জলবিন্দু পাইবার প্রত্যাশায় যেমন ব্যাকুল হয়, তৎকালে রাম সীতার জন্য সেইরূপই হইলেন।

ঐ সময় শ্রীমান লক্ষ্মণ ফল সংগ্রহের জন্য গিরিশৃঙ্গ পর্য্যটন করিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দেখিলেন, রাম নির্জ্জনে দুর্ব্বিসহ চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া শূন্য মনে রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তিনি যার পর নাই বিষণ্ণ হইলেন, কহিলেন, আর্য্য! কামের অধীনতায় কি হইবে, পৌরুষই বা কেন পরাভূত হয়, এক্ষণে কর্ম্মযোগে মনঃসমাধান করুন। শোক আপনার সমাধি নষ্ট করিতেছে, এই সমাধিবলে অবশ্যই দুঃখের হ্রাস হইবে। আপনি উৎসাহী হইয়া সতত প্রসন্ন মনে থাকুন, এবং স্বকার্য্য সাধনের

হেতু সহায় ও সামর্থ্য আশ্রয় করুন। বীর! জানকী আপনার পত্নী, অন্যে তাঁহাকে কখন গ্রহণ করিতে পারিবে না, জ্বলন্ত অগ্নিশিখা স্পর্শ করিলে কে না দগ্ধ হইয়া থাকে?

রাম লক্ষ্মণের এই রূপ অপরিহার্য্য সিদ্ধান্ত শ্রবণে কহিলেন, বৎস! তোমার বাক্য নীতিসঙ্গত, ধর্ম্মার্থপূর্ণ ও শাস্ত, এই হিতকর কথায় অনুমোদন করা আবশ্যক। সমাধি দ্বারা তত্ত্ব দর্শন এবং কর্ম্ম যোগের অনুষ্ঠান বিহিত হইতেছে; ইহা ত্যাগ করিয়া দুর্লভ কর্ম্মফল অনুসন্ধান উচিত বোধ হয় না।

রামের জানকী-চিন্তা সততই জাগরূক, তাঁহার মুখ সহসা শুষ্ক হইয়া গেল, তিনি কহিলে, বৎস! ইন্দ্রদেব বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবীর তৃপ্তি সাধন এবং শস্য উৎপাদন পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ঘনঘটা গভীর গর্জ্জনে সর্ব্বত্র বর্ষণ করিয়া ক্ষান্ত, উহা নীলোৎপলবৎ শ্যামরাগে দশদিক অন্ধকার করিত, এক্ষণে নির্মদ মাতঙ্গবৎ শান্ত। বায়ু কুজট ও অর্জ্জুন পুষ্পের গন্ধ বহন এবং মহাবেগে বিচরণ পূর্ব্বক নিবৃত্ত হইয়াছে। হস্তীর বৃংহিত ধ্বনি, ময়ূরের কেকারব এবং নির্ঝরের ঝর ঝর শব্দ আর শুনিতে পাওয়া যায় না। রম্যশিখর পর্ব্বত সকল বৃষ্টিজলে ক্ষালিত ও একান্তই নির্ম্মল, এক্ষণে জ্যোৎস্নায় লিপ্ত হইয়াই যেন শোভিত হইতেছে। অদ্য শরৎ সপ্তপর্ণ বৃক্ষের শাখায়, চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রের প্রভায় এবং হস্তীর লীলায় শ্রী বিভাগ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। কমলদল সূর্য্যকিরণ-স্পর্শে বিকসিত, এক্ষণে শ্রী, শরৎ গুণে অনেক পদার্থ আশ্রয় করিয়া ইহাতেই সমধিক বিরাজমান আছেন। সপ্তপর্ণের

সুগন্ধ বিস্তৃত হইতেছে, চতুর্দ্দিকে ভৃঙ্গের রব এবং বৃষ ও মাতঙ্গগণ গর্জ্জিত হইয়াছে।

ঐ দেখ, চক্রবাকেরা মানস সরোবর হইতে আসিয়াছে, উহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ পদ্মপরাগে রঞ্জিত, উহারা বৃহৎ ও সুন্দর পক্ষ প্রসারণ পূর্ব্বক পুলিনে হংসের সহিত বিচরণ করিতেছে। নদীর জল নির্ম্মল। আজ ময়ূরগণ আকাশ মেঘশূন্য দেখিয়া, পুচ্ছরূপ আভরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তিত ও নিরানন্দ হইয়া আছে। প্রিয়তমা ময়ূরীর প্রতি উহাদের একান্তই বিরাগ এবং ভোগেও আর স্পৃহা নাই; স্বর্ণবর্ণ অসন বৃক্ষের শাখাগ্র পুষ্পভরে অবনত হইয়া কুসুমগন্ধ বিস্তার করিতেছে। দেখ, এই সমস্ত সুদৃশ্য বৃক্ষে বন বিভাগের কি শোভাই হইয়াছে। মাতঙ্গগণ মদমত্ত ও মদলালস হইয়া, করিণীর সহিত কখন পদ্মবনে, কখন অরণ্যে, কখন বা সপ্তপর্ণের গন্ধ আঘ্রাণ পূর্ব্বক মন্দগমনে বিচরণ করিতেছে। আকাশ অসিশ্যামল, নদী ক্ষীণপ্রবাহ, বায়ু কহ্লার পুষ্পে সুগন্ধি ও শীতল হইয়া বহিতেছে এবং দিক সকল অন্ধকারমুক্ত ও সুপ্রকাশ। অদ্য রৌদ্রের উত্তাপে পথের পঙ্ক শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এবং বহু দিনের পর ঘনীভূত ধূলিজাল উত্থিত হইতেছে। যে সমস্ত নৃপতি পরস্পরের প্রতি বদ্ধবৈর, এক্ষণে তাঁহাদের যুদ্ধযাত্রার সময় উপস্থিত। শরতের প্রভাবে বৃষদিগের রূপ ও শোভা বর্দ্ধিত হইয়াছে। উহারা মদমত্ত হৃষ্ট ও ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া যুদ্ধলোভে গোসমূহের মধ্যে নিনাদ করিতেছে। করিণী অরণ্য মধ্যে প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত মন্মথাবেশে মৃদুগমনে উন্মত্ত মাতঙ্গের অনুসরণে

প্রবৃত্ত হইয়াছে। ময়ূরগণ পুচ্ছরূপ রমণীয় আভরণ শূন্য হইয়া নদীতটে আসিয়াছিল, এক্ষণে যেন সারসগণের ভৎ´- সনায় বিমনা হইয়া, দীন ভাবে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। মঁদবারিবর্ষী করি সকল ভীম রবে হংস ও চক্রবাকগণকে চকিত করিয়া, প্রফুল্লকমলশোভিত সরোবর আলোড়ন পূর্ব্বক জলপান করিতেছে। নদীতে পঙ্ক নাই, বালুকা বিকীর্ণ, জল স্বচ্ছ, হংস ও সারসগণ হৃষ্টমনে কলরব করিয়া বিচরণ করিতেছে। এখন ভেকেরা নীরব, প্রস্রবণ শুষ্ক প্রায় এবং বায়ু মৃদুগতি। ঘোরবিষ নানা বর্ণের ভুজঙ্গ বর্ষার প্রারম্ভে আহারাভাবে মৃতকল্প হইয়াছিল, এক্ষণে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বহু দিনের পরে গর্ত্ত হইতে নির্গত হইতেছে। সন্ধ্যা, রাগরঞ্জিত হইয়া গগণতল পরিত্যাগ করিতেছে এবং চন্দ্রের রমণীয় রশ্মিসংস্পর্শে তারকা বিকাস পাইতেছে। চন্দ্রই রজনীর সুন্দর মুখ, তারাগণ উন্মীলিত নেত্র এবং জ্যোৎস্না বস্ত্র, সুতরাং উহা শুক্লবসনশোভিত রমণীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। সারসেরা সুপক্ক ধান্য আহারে পরিতৃপ্ত, এক্ষণে আকাশে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া হৃষ্টমনে মহা বেগে পবন কম্পিত মালার ন্যায় যাইতেছে। দেখ, ঐ বিস্তীর্ণ হ্রদের কি শোভা, উহাতে একটি হংস নিদ্রিত, কুমুদ প্রস্ফুটিত হইয়াছে; উহা পূর্ণশশাঙ্কলাঞ্ছিত নক্ষত্রচিত্রিত নির্ম্মল নভোমণ্ডলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। অদ্য সরসী উজ্জ্বলবেশা বারযুবতীর ন্যায় বিরাজমান, চপল হংসশ্রেণী উহার মেখলা এবং প্রফুল্ল পদ্মই মালা। গিরিগহ্বর ও বৃষের রব প্রাভাতিক বায়ুসংযোগে উৎপন্ন এবং বেণুস্বরে মিলিত

হইয়া, যেন পরস্পরের বৃদ্ধিকল্পে সহায়তা করিতেছে। নদী-তটে কাশ কুসুমের অভিনব বিকাস, উহা মৃদুমন্দ বায়ুহিল্লোলে তরঙ্গিত হইয়া, ধবল পট্টবস্ত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। ভৃঙ্গেরা মধুপানে উন্মত্ত ও পদ্মপরাগে গৌরবর্ণ হইয়া, সস্ত্রীক হৃষ্টমনে গর্ব্বিতগমনে বায়ুর অনুসরণ করিতেছে। জল স্বচ্ছ; পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে, নিরবচ্ছিন্ন ক্রৌঞ্চের রব, ধান্য সুপক্ক হইয়াছে, বায়ু মৃদুগতি এবং চন্দ্র একান্তই নির্ম্মল। বৎস! এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্টে বোধ হয়, যেন বর্ষার প্রভাব আর নাই। নদী মৎস্যরূপ মেখলা ধারণ পুর্ব্বক প্রত্যূষে সম্ভোগকৃশা কামিনীর ন্যায় অলসগমনে যাইতেছে। উহা দুকূলবৎ কাস পুষ্পে আচ্ছন্ন এবং চক্রবাক ও শৈবালে আকীর্ণ, সুতরাং পত্ররচনা ও গোরোচনায় অলঙ্কৃত বধূমুখের ন্যায় শোভিত হইতেছে। দেখ, আজ অরণ্যে অনঙ্গদেবের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, ইনি প্রচণ্ড শরাসন গ্রহণ পুর্ব্বক বিরহিগণকে দণ্ড করিতেছেন। মেঘাবলী সুবৃষ্টি দ্বারা সকলকে তুষ্ট, নদী সরোবর পুর্ণ, এবং অবনীকে শস্যশালিনী করিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। যেমন কোন রমণী নবসঙ্গমে লজ্জিত হইয়া, অল্পে অল্পে জঘনদেশ প্রদর্শন করে, সেই রূপ নদী পুলিনদেশ ক্রমশ প্রকাশ করিতেছে। লক্ষ্মণ! বদ্ধবৈর বিজিগীষু রাজগণের ইহাই যুদ্ধের প্রকৃত সময়। কিন্তু আমি সংগ্রামের তাদৃশ উদ্যোগ এবং সুগ্রীব-কেও আর দেখিতেছি না। বর্ষার এই চারি মাস আমার শত বৎসর জ্ঞান হইতেছিল, এক্ষণে তাহা অতীত এবং শরৎ-কাল উপস্থিত; শৈলশৃঙ্গে অসন, সপ্তবর্ণ, কোবিদার, বন্ধুজীব ও তমাল পুষ্পিত হইতেছে। নদীপুলিনে হংস সারস প্রভৃতি

জলচর বিহঙ্গেরা বিচরণ করিতেছে। কিন্তু হা! আমি সীতার বিরহে একান্ত কাতর। যিনি দুর্গম দণ্ডকারণ্যে উদ্যানবৎ সুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যিনি পতির পশ্চাৎ চক্রবাকবধূর ন্যায় আমার অনুসরণ করিতেন, তিনি এক্ষণে কোথায়। লক্ষ্মণ! আমি ভার্য্যাহীন রাজ্যভ্রষ্ট নির্ব্বাসিত ও দুঃখার্ত্ত, তথাচ সুগ্রীব আমায় কৃপা করিতেছেন না। রাম দূরদেশীয়, অনাথ, দরিদ্র ও কাতর, রাবণ উহারে পরাভব করিয়াছে, এবং সে আমার শরণাপন্ন; বোধ হয়, ঐ দুরাত্মা এই ভাবিয়াই আমার বিমাননা করিতেছে। সে জানকীরে অন্বেষণ করিবার জন্য অঙ্গীকার করিয়াছিল, কিন্তু স্বয়ং কৃত-কার্য্য হইয়া বিস্মৃত হইয়াছে। এক্ষণে ভাই! তুমি কিষ্কি-ন্ধ্যায় যাও, গিয়া সেই গ্রাম্যসুখাসক্ত মূর্খকে আমার বাক্যে বলিও, যে, যে ব্যক্তি পূর্ব্বোপকারী বলিষ্ঠ অর্থীর স্বার্থসাধনে প্রতিশ্রুত হইয়া পশ্চাৎ বিমুখ হয়, সে অতি পামর। বাক্য, ভাল বা মন্দ যেরূপই হউক, একবার ওষ্ঠের বাহির হইলে, তাহা রক্ষা করাই উৎকৃষ্ট বীরের লক্ষণ। যে নিজে পূর্ণকাম হইয়া অকৃতকার্য্য মিত্রের প্রতি একান্ত উদাসীন হইয়া থাকে, ঐ কৃতঘ্ন মরিলেও মাংসাশী শৃগাল কুক্কুরেরা তাহাকে ভক্ষণ করে না। এক্ষণে তুমি নিশ্চয়ই আমার স্বর্ণপৃষ্ঠ আকৃষ্ট শরা-সনের বিদ্যুদাকার রূপ দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছ এবং রোষ-বিজৃম্ভিত বজ্রনির্ঘোষসদৃশ ঘোর জ্যাতলশব্দ শুনিতে অভি-লাষী হইয়াছ।

লক্ষ্মণ! তোমার ন্যায় মহাবীর যাহার সহায়, তাহার বিক্রমের পরিচয় পাইয়াও সুগ্রীব যে নিশ্চিন্ত আছে, ইহাই

আশ্চর্য্য। আমি জানকীর অন্বেষণের জন্য তাহার সহিত সখ্যতা করিলাম, কিন্তু সে পূর্ণমনোরথ হইয়া অঙ্গীকার পালনের কথা আর মনেও আনে না। বর্ষার অন্তে আমাদিগের সঙ্কেত কাল নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু চার মাস অতীত হইল, সুগ্রীব ভোগাশক্তি বশত তাহা জানিতেই পারিল না। ঐ দুর্ব্বৃত্ত, পারিষদ্গণকে লইয়া মদ্যপানে উন্মত্ত আছে; আমরা শোকার্ত্ত, তথাচ উহার হৃদয়ে কৃপার সঞ্চার হইতেছে না। বীর! তুমি যাও, তাহার নিকট আমার ক্রোধের উল্লেখ করিও এবং ইহাও কহিও, বালি বিনষ্ট হইয়া যে পথে গিয়াছে, তাহা সঙ্কীর্ণ নহে। সুগ্রীব! অঙ্গীকার রক্ষা কর, জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিও না। আমি সমরে বালিকেই সংহার করিয়াছি, কিন্তু তুমি যদি সত্য পালনে পরাঙ্মুখ হও, তবে তোমাকেও সবান্ধবে বিনাশ করিব। বৎস! এই উপস্থিত বিষয়ে যাহা হিতকর, তুমি তাহাই কহিবে। নিশ্চয় বুঝিও, কাল বিলম্ব দেখিয়াই আমি এইরূপ ব্যগ্র হইতেছি।

একত্রিংশ সর্গ।

তখন লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, আর্য্য! সুগ্রীবের বুদ্ধি প্রীতিপ্রবণ নহে। এক্ষণে যদি সে সদাচার রক্ষা না করে, সৌভাগ্য যে সখ্যতামূলক, যদি তাহা না মানে,

তবে রাজলক্ষ্মী উহার বহুকাল ভোগের হইবে না। আপনি সুপ্রসন্ন, তজ্জন্যই উহার মতবৈপরীত্য ঘটিয়াছে, এবং প্রত্যুপকারের ইচ্ছাও আর নাই। অতএব সে বিনষ্ট হইয়া, জ্যেষ্ঠ বালিকে গিয়া সন্দর্শন করুক। ঐ রূপ গুণধর পুরুষের হস্তে রাজ্যভার রক্ষা করা উচিত নহে। আর্য্য! আমি ক্রোধবেগ সংবরণ করিতেছি না, আজি সেই মিথ্যাবাদীকে বিনাশ করিব, এক্ষণে বালির পুত্র অঙ্গদ বানরগণকে লইয়া জানকীর অন্বেষণ করুন। খরকোপ লক্ষ্মণ এই বলিয়া শর ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন।

তদ্দর্শনে রাম বিনয় বচনে কহিলেন, বৎস! ভবাদৃশ লোক কখন এইরূপ গর্হিত আচরণ করেন না। যিনি বিবেক-বলে কোপ উন্মূলন করিতে পারেন, তিনিই সাধু। অতএব তুমি মিত্রের বিনাশসঙ্কল্প করিও না। এক্ষণে সদ্ভাব সহকারে প্রীতির অনুসরণ এবং পূর্ব্বকার্য্য ও সখ্যতা স্মরণ কর। তুমি রুক্ষতা পরিহার পূর্ব্বক সুগ্রীবকে গিয়া সান্ত্ববাক্যে এই-মাত্র কহিও, সখে! জানকীর অন্বেষণ কাল অতীত হইয়া যায়।

লক্ষ্মণ রামের হিতার্থী ও আজ্ঞাবহ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বাক্য তৎক্ষণাৎ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন এবং ক্রোধভরে এক কৃতান্তভীষণ ইন্দ্রশরাসনতুল্য প্রকাণ্ড ধনু গ্রহণ করিলেন। বোধ হইল, তিনি যেন উচ্চশিখর মন্দর পর্ব্বত। রামের নৈরাশ্যজনিত প্রবল রোষানল উহাঁর অন্তরে জ্বলিতে লাগিল। ঐ বৃহস্পতিপ্রতিম ধীমান, উত্তর প্রত্যুত্তর সমস্ত সংকলন করিয়া লইলেন এবং অপ্রসন্নমনে

খরচরণে কিষ্কিন্ধার দিকে যাইতে লাগিলেন। তাঁহার গতি-বেগে সাল, তাল ও অশ্বকর্ণ প্রভৃতি বৃক্ষ পতিত এবং গিরি-শৃঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি পদতলে শিলা সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া, কার্য্যগৌরবে এক এক পদ দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক দ্রুতচর করিরাজের ন্যায় চলিলেন। অদূরে পর্ব্বতোপরি কিষ্কিন্ধা নগরী; উহা বানরসৈন্যসঙ্কুল ও নিতান্ত দুর্গম। লক্ষ্মণ দেখিতে দেখিতে ক্রমশ উহার সন্নিহিত হইলেন।

ঐ সময় কুঞ্জরাকার বানরগণ কিষ্কিন্ধার বহির্ভাগে বিচরণ করিতেছিল। উহারা লক্ষ্মণকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক শৈলশৃঙ্গ ও অত্যুচ্চ বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া লইল। তদ্দর্শনে মহাবীর লক্ষ্মণ ক্রোধবেগে প্রচুর কাষ্ঠসংযোগে অগ্নির ন্যায় দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিলেন, উঁহার ওষ্ঠ অনবরত কম্পিত হইতে লাগিল।

অনন্তর বানরগণ ঐ কালদর্শন যুগান্তভীষণ লক্ষ্মণকে কুপিত দেখিয়া, ভীতমনে পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ সুগ্রীবের বাসভবনে গিয়া, উঁহার আগমন ও ক্রোধের কথা নিবেদন করিল। তৎকালে কপিরাজ তারার সহিত ভোগসুখে আসক্ত ছিলেন, সুতরাং তিনি উহাদের বাক্যে কর্ণপাতও করিলেন না।

পরে ঐ সকল মেঘাকার বানর সচিবগণের সঙ্কেতে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। উহারা বিকৃতদর্শন ও শার্দ্দূলদশন, নখ ও দন্তই উহাদের অস্ত্র। উহাদের মধ্যে কেহ দশ হস্তীর, কেহ শত হস্তীর, এবং কেহ বা সহস্র হস্তীর বল

ধারণ করিতেছে। বীর লক্ষ্মণ ঐ মহাবল কপিবলে কিষ্কিন্ধা পরিপূর্ণ ও নিতান্ত দুর্গম দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন। পরে বানরগণ প্রাকারের অদূরে পরিখা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রকাশ্যে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। তখন লক্ষ্মণ সুগ্রীবের প্রমাদ এবং রামের কার্য্যগৌরব চিন্তা করিয়া, ক্রোধে প্রলয়-হুতাশনের ন্যায় জ্বলিতে লাগিলেন; তাঁহার নেত্র আরক্ত হইয়া উঠিল, ঘন ঘন দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি যেন পঞ্চমুখ ভীষণ ভুজঙ্গ, তৎকালে বাণের অগ্রভাগ উহাঁর লোল জিহ্বা, শরাসন দেহ, স্বীয় তেজই তীক্ষ্ণ বিষ বলিয়া অনুমান হইতে লাগিল।

অনন্তর অঙ্গদ ভয়ে যার পর নাই বিষণ্ণ হইয়া, উহাঁর নিকট আগমন করিলেন। লক্ষ্মণ রোষারুণ লোচনে উহাঁকে কহিলেন, বৎস! তুমি গিয়া শীঘ্র সুগ্রীবকে আমার আগমন সংবাদ দেও। বলিও, লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন। এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত কর। বৎস! তুমি সুগ্রীবকে এই কথা বলিয়া অবিলম্বে আমার নিকট আইস।

লক্ষ্মণের এইরূপ কঠোর বাক্যে অঙ্গদের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, মুখশ্রী ম্লান হইয়া গেল, তিনি সুগ্রীবের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে, এবং রুমা ও তারাকে প্রণাম করিয়া সমস্তই কহিলেন। সুগ্রীব মদমত্ত ও কামমোহিত হইয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, অঙ্গদ কি কহিলেন তিনি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না। তখন বানরগণ লক্ষ্মণকে প্রসন্ন করিবার আশয়ে ভয়ে কিলকিলা রব আরম্ভ

করিল, এবং সুগ্রীবের নিদ্রাভঙ্গ করিবার নিমিত্ত বজ্রের ন্যায় ভীষণ স্বরে প্রবাহবৎ গম্ভীর সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর সুগ্রীব ঐ শব্দে জাগরিত হইলেন। তাঁহার নেত্রযুগল মদবিহ্বল ও আরক্ত, তিনি এই কোলাহল শুনিয়া ব্যাকুল হইতে লাগিলেন।

ঐ সময় যক্ষ ও প্রভাব নামে ধীমান উদারদর্শন দুই জন মন্ত্রী অঙ্গদের মুখে সমস্ত শুনিয়া উহাঁরই সহিত তথায় আসিয়াছিল। উহারা ইন্দ্রতুল্য সুগ্রীবের সম্মুখে গিয়া বসিল এবং উহাঁকে প্রসন্ন করিয়া সুসঙ্গত বাক্যে কহিল, রাজন্! মনুষ্য-প্রকৃতি রাম ও লক্ষ্মণ রাজপ্রভাব ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। উহাঁরা আপনাকে রাজ্য দান করিয়াছেন; এক্ষণে ঐ উভয় ভ্রাতার মধ্যে বীর লক্ষ্মণ শরাসনহস্তে আপনার দ্বারে দণ্ডায়মান। উহাঁরই ভয়ে বানরগণ কম্পিত হইয়া কলরব করিতেছে। তিনি রামের বাক্যে আপনাকে ধর্ম্মার্থসংক্রান্ত কিছু বলিবার জন্য আসিয়াছেন। অঙ্গদ তাঁহারই উত্তেজনায় আপনার নিকট উপস্থিত। তিনি পুরদ্বারে রোষলোহিত নেত্রে যেন বানরদিগকে দগ্ধ করিতেছেন। অতএব আপনি শীঘ্র গিয়া পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত তাঁহাকে প্রণিপাত করুন, অদ্য তাঁহার ক্রোধ শান্তি হউক। ধর্ম্মশীল রাম যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তাহাই করুন এবং প্রতিজ্ঞা পালনে যত্নবান্ হউন।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

তখন সুগ্রীব, লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, শুনিবামাত্র আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং উপস্থিত বিষয়ের গৌরব ও লাঘব অবধারণ করিয়া মন্ত্রিগণকে কহিলেন, দেখ, আমি লক্ষ্মণকে অনুচিত কথা কহি নাই এবং তাঁহার সহিত অসৎ ব্যবহারও করি নাই, তিনি যে কি জন্য ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, ইহাই আমার চিন্তা। বোধ হয়, কোন ছিদ্রান্বেষী শত্রু আমার মিথ্যা দোষ তাঁহার কর্ণগোচর করিয়া থাকিবে। এক্ষণে তোমরা স্বস্ব বুদ্ধি বিবেচনানুসারে তাঁহার ক্রোধের প্রকৃত কারণ নির্ণয় কর। আমি, রাম কি লক্ষ্মণ, কাহাকেও শঙ্কা করি না, কিন্তু মিত্র অকারণ কুপিত হইয়াছেন, ইহাই আমার ভয়। দেখ, মিত্রতা অনায়াসে হয়, উহা রক্ষা করাই কঠিন ব্যাপার; চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু অল্প কারণেই প্রীতির বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। মন্ত্রিগণ! আমি রামের নিকট উপকৃত, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহার কিছুই প্রত্যুপকার করিতে পারি নাই, এক্ষণে ইহাতেই আমার মনে নানা আশঙ্কা জন্মিতেছে।

তখন হনুমান যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! উপকার বিস্মৃত না হওয়া তোমার পক্ষে বিস্ময়ের নহে। বীর রাম অপবাদ-ভয় না করিয়া তোমার প্রিয়সাধনার্থ দুর্জ্জয় বালিকে বিনাশ করিয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে তাঁহার যে প্রণয়কোপ উপস্থিত, আমি তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র

সংশয় করি না, তিনি তন্নিবন্ধনই শ্রীমান লক্ষ্মণকে এস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। দেখ, এক্ষণে শরৎকাল অবতীর্ণ, সপ্ত-পর্ণ পুষ্পিত হইতেছে, গ্রহ নক্ষত্র সকল নির্ম্মল, আকাশে মেঘ দৃষ্ট হয় না, চতুর্দ্দিক পরিষ্কৃত এবং নদ নদী ও সরোবরের জলও স্বচ্ছ হইয়াছে। কিন্তু তুমি মদভরে ইহার কিছুই জানিতেছ না এবং এই সময়ে যে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে হইবে, তাহাও বুঝিতেছ না। মহাবীর লক্ষ্মণ তোমার এই অমনোযোগ সুস্পষ্ট অনুমান করিয়া এই স্থানে আসিয়াছেন। রাম পত্নীবিরহে একান্তই কাতর, সুতরাং লক্ষ্মণের মুখে তাঁহার কএকটি কঠোর কথা তোমায় অবশ্য সহিতে হইবে। তুমি অপরাধী, এক্ষণে লক্ষ্মণকে গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রসন্ন কর, তৎব্যতীত তোমার আর কিছুই শ্রেয় দেখি না। মহীপালকে সুপরামর্শ দেওয়া অধিকৃত মন্ত্রিবর্গের কর্ত্তব্য, তজ্জন্য আমি অকুণ্ঠিতমনে তোমায় এই অবধারিত কথা কহিলাম। রাম ক্রোধবশে দেবাসুর সমস্ত বশীভূত করিতে পারেন। তুমি তাঁহার নিকট উপকৃত, সুতরাং যাঁহাকে পুনরায় প্রসন্ন করা আবশ্যক, তাঁহাকে কুপিত করা সঙ্গত হইতেছে না। এক্ষণে তুমি পুত্র ও বন্ধু বান্ধবের সহিত তাঁহার চরণে প্রণত হও এবং পতির নিকট পত্নী যে ভাবে থাকে, তুমি সেইরূপে তাঁহার বশতাপন্ন হইয়া থাক। রাজন্! রাম ও লক্ষ্মণের শাসন মনেও অতিক্রম করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। উহাঁদের বল বীর্য্য যে অলৌকিক, তুমি তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছ।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

এদিকে লক্ষণ অঙ্গদের নিকট সমস্ত শুনিয়া কিষ্কিন্ধায় প্রবেশ করিলেন। উহার দ্বারে বহুসংখ্য মহাকায় মহাবল বানর ছিল, তাহারা তাঁহাকে দেখিবামাত্র কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। লক্ষ্মণ যার পর নাই ক্রুদ্ধ, অনবরত নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, বানরগণ উহাঁর এই ভাবান্তর দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইল এবং তৎকালে উহাঁকে বেষ্টন পূর্ব্বক যাইতে আর সাহসী হইল না।

লক্ষ্মণ দ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, গুহা সুপ্রশস্ত রত্নময় ও রমণীয়, হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ নিবিড়ভাবে নির্ম্মিত ও অত্যুচ্চ, কাননে যথেষ্ট ফলপুষ্প উৎপন্ন হইতেছে। প্রিয়দর্শন দেবকুমার, গন্ধর্ব্বপুত্র এবং কামরূপী বানরেরা দিব্য মাল্য ও বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আছে। স্থানে স্থানে অগুরু, চন্দন, পদ্ম ও মদ্যের সৌরভ, রাজপথ গন্ধজলে সিক্ত, স্বচ্ছসলিলা গিরিনদী সূক্ষ্মপ্রবাহে চলিয়াছে।

তিনি গমন কালে অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গবয়, গবাক্ষ, গয়, শরভ, বিদ্যুন্মালী, সম্পাতি, সূর্য্যাক্ষ, হনুমান, বীরবাহু, সুবাহু, মহাত্মা নল, কুমুদ, সুষেণ, জাম্বুবান, দধিবক্ত্র, নীল, সুপাটল ও সুনেত্র এই সমস্ত বানরের অত্যুৎকৃষ্ট গৃহ দর্শন করিলেন। ঐ সকল গৃহ মেঘের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ, ধন ধান্যে পূর্ণ, মাল্যে সজ্জিত ও সুগন্ধি, তন্মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী রমণীগণ বাস করিতেছেন। লক্ষ্মণ ক্রমশ তৎসমুদয়

অতিক্রম করিয়া সুগ্রীবের বাসভবন দেখিতে পাইলেন। উহার প্রাকার স্ফটিকময় ও সুদৃশ্য এবং প্রসাদশিখর কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় ধবল; বানরগণ শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক উহার স্বর্ণ-তোরণশোভিত নিতান্ত দুর্গম দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছে। সর্ব্বত্র নানাবিধ তরুশ্রেণী, সুচারু কল্পবৃক্ষ সর্ব্বকাল সুলভ ফলপুষ্পে শোভিত হইয়া শীতল ছায়া বিস্তার করিতেছে, উহা দেখিতে গাঢ় মেঘের ন্যায় নীল, দেবরাজ ইন্দ্র ঐ বৃক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন।

অতঃপর লক্ষ্মণ, মেঘমধ্যে সূর্য্যের ন্যায়, অপ্রতিহত পদে সুগ্রীবের ঐ আবাসে প্রবেশ করিয়া, যান ও আসনে সজ্জিত সাতটী কক্ষ্যা অতিক্রম করিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে অন্তঃ-পুর, সুরক্ষিত ও বিস্তীর্ণ, উহার ইতস্ততঃ আস্তরণমণ্ডিত স্বর্ণ ও রজতময় আসন, সুমধুর বীণারবের সহিত তাললয়-বিশুদ্ধ মৃদঙ্গ বাদিত হইতেছে, এবং সদ্বংশোৎপন্ন রূপযৌবন-গর্ব্বিত রমণীগণ উজ্জ্বলবেশে বিরাজ করিতেছে, উহারা উৎ-কৃষ্ট মাল্য রচনায় ব্যগ্র। স্থানে স্থানে অনুচরগণ হৃষ্টমনে দণ্ডায়মান। উহাদের পরিচ্ছদের পরিপাটী নাই, এবং উহারা পরিচর্য্যায়ও তাদৃশ ব্যতিব্যস্ত নহে। লক্ষ্মণ ক্রমশ ঐ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ইত্যবসরে নূপুরধ্বনি ও কাঞ্চীরব উত্থিত হইল। লক্ষ্মণ শুনিবামাত্র লজ্জিত হইলেন, এবং ক্রুদ্ধ হইয়া, দিগন্ত প্রতি-ধ্বনিত করত, কার্ম্মুকে টঙ্কার প্রদান করিলেন। স্ত্রীজন-সমাজে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ, সুতরাং তিনি অন্তঃপুরগমনে পরাঙ্মুখ হইয়া একান্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। রামের কার্য্য-

ব্যাঘাতজনিত রোষ উহাঁর অন্তরে আরও প্রবল হইয়া উঠিল।

অনন্তর সুগ্রীব ঐ টঙ্কাররবে গাত্রোত্থান করিলেন। ভাবিলেন, অগ্রে অঙ্গদ আমায় যেরূপ কহিয়াছিল, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ আসিয়াছেন। সুগ্রীবের মুখ ভয়ে শুষ্ক হইয়াগেল। তিনি স্থির ভাবে প্রিয়দর্শনা তারাকে জিজ্ঞাসিলেন, প্রিয়ে! লক্ষ্মণ স্বভাবত শান্তচিত্ত হইয়াও রোষবেগে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইবার কারণ কি? তুমি কি আমার কোন অপরাধ দেখিতেছ? ঐ বীর ত অকারণ রুষ্ট হন না। এক্ষণে যদি তুমি তাঁহার প্রতি আমার কোন অসৎ ব্যবহার বুঝিয়া থাক, তবে শীঘ্রই বল, অথবা তুমি স্বয়ং লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্ববাক্যে প্রসন্ন কর। তোমায় দর্শন করিলে তাঁহার ক্রোধ দূর হইবে। দেখ, মহানুভব ব্যক্তিরা স্ত্রীজাতির প্রতি কদাচই নিষ্ঠুরাচরণ করেন না। ঐ কমললোচন তোমার সান্ত্বনাবাক্যে ক্ষান্ত হইলে পশ্চাৎ আমি গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

তখন সুলক্ষণা তারা মদবিহ্বল লোচনে স্খলিত গমনে লক্ষ্মণের নিকট চলিলেন। তাঁহার অঙ্গযষ্টি স্তনভরে সন্নত, এবং কাঞ্চীদাম লম্বিত হইয়া পড়িল। লক্ষ্মণ উহাঁকে দেখিয়াই তটস্থ হইলেন, এবং স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য বশত ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবনতমুখে রহিলেন।

তারা মদভরে নির্লজ্জা, তিনি লক্ষ্মণকে সুপ্রসন্ন দেখিয়া প্রণয়গর্ব্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক শান্ত বাক্যে কহিলেন, রাজকুমার!

তোমার ক্রোধের কারণ কি ? কে তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল ? দাবানল শুষ্ক বন দগ্ধ করিতেছে, কোন্ ব্যক্তি অশঙ্কিত চিত্তে তাহাতে গিয়া পড়িল।

তখন লক্ষ্মণ অধিকতর প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক নির্ভয়ে কহিতে লাগিলেন, তারা ! তোমার স্বামী কামের বশীভূত, তাঁহার ধর্ম্ম দৃষ্টি নাই। তিনি নিকৃষ্ট পারিষদগণকে লইয়া, ইন্দ্রিয়সুখ সেবা করিতেছেন, কিন্তু আমরা শোকাকুল, স্বরাজ্যের স্থৈর্য্য সম্পাদনার্থ আমাদিগকে মনেও করেন না। তিনি বর্ষার অবসানে সৈন্যসংগ্রহ করিবেন এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সেই কাল অতীত, তিনি মদভরে সুখবিহারে ব্যাপৃত থাকিয়া ইহার কিছুই জানিতেছেন না। মদ্য সর্ব্বাংশে হৃদ্য নহে, উহার প্রভাবে ধর্ম্ম ও অর্থ নাশ হয় ; প্রত্যুপকারের অভাবে ধর্ম্মলোপ এবং গুণবান্ মিত্রের সহিত অসদ্ভাবে অর্থলোপ হইয়া থাকে। ধার্ম্মিকতা এবং মিত্রের কার্য্যসাধনে প্রবণতা থাকাই মিত্রতা, কিন্তু সুগ্রীবে এই দুইটি গুণের অন্যতর কিছুই নাই, তিনি এক্ষণে ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন। যাহাই হউক, উপস্থিত বিষয়ে আমাদের যেরূপ অভিপ্রায়, তুমি গিয়া সুগ্রীবের নিকট তাহার উল্লেখ করিও।

অনন্তর তারা এই ধর্ম্মার্থসঙ্গত মধুর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রামের অসিদ্ধ কার্য্যের প্রসঙ্গ করিয়া বিশ্বাস সহকারে কহিতে লাগিলেন, রাজকুমার ! এখন ক্রোধের সময় নহে, স্বজনের প্রতি কোপ প্রকাশ করাও উচিত হয় না। যিনি তোমার কার্য্য সাধনের সংকল্প করিয়াছেন, তুমি তাঁহার

অপরাধ ক্ষমা কর। নিকৃষ্টের উপর উৎকৃষ্টের কোপ একান্ত অসম্ভব, বিশেষত ভবাদৃশ ধর্ম্মশীল সাত্ত্বিক লোক কখন ক্রোধের বশীভূত হন না। বীর! রামের যে জন্য কোপ উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহা জানি, যে কারণে তাঁহার কার্য্যে এইরূপ বিলম্ব ঘটিতেছে তাহাও জানি, তিনি কি করিয়াছেন তাহা জানি এবং এখন যাহা আবশ্যক তাহাও জানি। দেখ, কামপ্রবৃত্তির বল অত্যন্ত দুঃসহ, ইহা আমার অবিদিত নাই, এবং আজ ইহারই জন্য সুগ্রীব যে অনন্যকর্ম্মা হইয়া স্ত্রীজনসঙ্গে রহিয়াছেন তাহাও বুঝি। কিন্তু দেখিতেছি, তুমি ক্রোধান্ধ, ইহাতেই বোধ হয়, কামতন্ত্রে তোমার প্রবেশ নাই; কারণ কামাসক্ত মনুষ্য দেশ কাল ও ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই বিচার করে না। বীর! কপিরাজ কামের বশে নিরন্তর আমার সন্নিহিত আছেন, এক্ষণে তাঁহার লজ্জা সরম আর কিছুই নাই, তিনি তোমার ভ্রাতা, অতএব তুমি তাঁহাকে ক্ষমা কর। ধর্ম্মশীল তাপসেরাও মোহবশত কামের বশীভূত হইয়া থাকেন, কিন্তু সুগ্রীব বানর ও চপল, ভোগসুখে নিমগ্ন হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইতেছে না।

তারা সঙ্গতবাক্যে এই বলিয়া মদবিহ্বল লোচনে ক্ষুব্ধমনে পুনরায় কহিলেন, বীর! কপিরাজ সুগ্রীব যদিও কামাসক্ত, তথাচ পূর্ব্বাহ্ণে সৈন্যসংগ্রহের অনুজ্ঞা দিয়াছেন। নানা পর্ব্বত হইতে কামরূপী অসংখ্য মহাবল বানরও তোমার কার্য্যে সাহায্যার্থ উপস্থিত হইবে। এক্ষণে তুমি আইস, তোমার চরিত্র পবিত্র; সুতরাং মিত্রভাবে পরস্ত্রীদর্শন তোমার পক্ষে অধর্ম্মের হইবে না।

তখন লক্ষ্মণ তারার আদেশ পাইয়া সত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তেজস্বী সুগ্রীব স্বর্ণাসনে বহুমূল্য আস্তরণে প্রেয়সী রুমাকে গাঢ় আলিঙ্গন পুর্ব্বক উজ্জলবেশে বসিয়া আছেন। উহাঁর কণ্ঠে উৎকৃষ্ট মাল্য, সর্ব্বাঙ্গে নানাপ্রকার অলঙ্কার, তিনি রূপের ছটায় সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। উহাঁর চতুর্দ্দিকে দিব্যা-ভরণভুষিত দিব্যমাল্যশোভিত প্রমদাগণ। কৃতান্তভীষণ লক্ষ্মণ উহাঁকে দেখিয়াই ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া উঠিলেন।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদুঃখে কাতর হইয়া প্রবল ক্রোধে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্ব্বক প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় অপ্রহিত গমনে প্রবিষ্ট হইলে, সুগ্রীব অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ কনকরচিত আসন হইতে সুসজ্জিত সুদীর্ঘ ইন্দ্র-ধ্বজের ন্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। রুমা প্রভৃতি রমণীরাও গগনে পুর্ণচন্দ্রের পশ্চাৎ তারাগণের ন্যায় উত্থিত হইল। সুগ্রীবের নেত্র মদরাগে রঞ্জিত, তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া লক্ষ্ম-ণের সম্মুখে প্রকাণ্ড কল্পবৃক্ষবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে রুমার সহিত স্ত্রীমণ্ডলী মধ্যে দর্শন করিয়া কুপিত মনে কহিতে লাগিলেন, কপিরাজ!

যিনি মহাসত্ত্ব কুলীন ও জিতেন্দ্রিয় এবং যাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও দয়া আছে, সেই রাজাই পূজনীয়। কিন্তু যে ব্যক্তি অধর্ম্মে লিপ্ত হইয়া উপকারী মিত্রের নিকট মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করে, সে নিষ্ঠুর ও পামর। দেখ, একটি অশ্বের জন্য মিথ্যা কহিলে শত অশ্বের, এবং একটি ধেনুর নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে সহস্র ধেনুর হত্যাপাপে দূষিত হইতে হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পালনে বিমুখ, তাহার আত্মহত্যার পাপ জন্মে এবং সে পূর্ব্ব পুরুষগণের সদ্গতিরও কণ্টক হইয়া থাকে। যে দুষ্ট অগ্রে স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া মিত্রকার্য্যে উপেক্ষা করে, সে কৃতঘ্ন ও বধ্য। সুগ্রীব! ভগবান স্বয়ম্ভু কৃতঘ্ন দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া যে সর্ব্বসম্মত কথা কহিয়াছিলেন, শুন। তিনি কহেন, যাহারা গোঘাতক সুরাপায়ী তস্কর ও ভগ্নব্রতী, সাধুরা তাহাদিগের নিষ্কৃতি দিয়াছেন, কিন্তু কৃতঘ্নের কিছুতেই নিস্তার নাই। বানর! তুমি অগ্রে স্বকার্য্য সাধন পূর্ব্বক রামের কার্য্যে উপেক্ষা করিতেছ, সুতরাং তুমি অনার্য্য মিথ্যাবাদী ও কৃতঘ্ন। যদি তোমার প্রত্যুপকার করিবার সংকল্প থাকিত, তবে জানকীর অনুসন্ধানে অবশ্যই যত্ন করিতে। তুমি গ্রাম্যসুখাসক্ত ও মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ, ভুজঙ্গ যে মণ্ডুকরবে আপনার ভীষণ ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে, অগ্রে রাম তাহা জানিতেন না। তুমি অতি দুরাত্মা, সেই মহাত্মা কেবল কৃপা করিয়া তোমায় কপিরাজ্য দিয়াছেন। এক্ষণে যদি তুমি এই উপকার-বিস্মৃত হও, তবে এই দণ্ডেই সুশাণিত শরে নিহত হইয়া তোমায় বালির সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। তোমার জ্যেষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া যে পথে গিয়াছেন, তাহা

সঙ্কীর্ণ নহে, সুগ্রীব! অঙ্গীকার পালন কর, বালির অনুসরণ করিও না। তুমি আজিও রামের বজ্রবৎ কঠিন শর শরাসন হইতে উন্মুক্ত দেখ নাই, তন্নিমিত্ত ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হইয়া তাঁহার কার্য্যের কথাও আর মনে কর না।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

লক্ষ্মণ যেন স্বতেজে প্রদীপ্ত হইয়া এইরূপ কহিতে ছিলেন, ইত্যবসরে চন্দ্রাননা তারা কহিলেন, বীর! তুমি আর ঐ প্রকার কহিও না, কপিরাজ এই রূপ কঠোর কথার, বিশেষত তোমার মুখ হইতে শুনিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইনি উগ্র কৃতঘ্ন মিথ্যাবাদী ও শঠ নহেন। রাম ইহাঁর নিমিত্ত যে দুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন, ইনি তাহা বিস্মরণ হন নাই। সেই বীরের অনুগ্রহে ইহাঁর রাজ্য ও কীর্ত্তি, এবং তাঁহারই কৃপায় ইনি রুমা ও আমাকে লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বলিতে কি, সুগ্রীব অনেক দিন যাবৎ দুঃখ ভার বহিয়াছেন, এখন ভোগ-সুখে সুখী, এই জন্য যথাকালে স্বকর্ত্তব্য বুঝিতে পারেন নাই। দেখ, মহর্ষি বিশ্বামিত্র সুরসুন্দরী ঘৃতাচীর অনুরাগে আসক্ত হইয়া দশ বৎসর কাল দিবসমাত্র অনুমান করিয়াছিলেন। সুতরাং তাদৃশ ধর্ম্মশীলও যখন কর্ত্তব্য চিন্তায় হতচৈতন্য হইয়া থাকেন, তখন সামান্য লোকের আর অপরাধ কি। বীর! এক্ষণে কপিরাজ সুগ্রীব আহার নিদ্রা প্রভৃতি পশুধর্ম্মাক্রান্ত

ও পরিশ্রান্ত আছেন, আজিও ভোগে ইহাঁর সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ হয় নাই, সুতরাং রাম ইহাঁকে ক্ষমা করুন। দেখ, যে জন্য এই বিলম্ব ঘটিতেছে, তুমি ইহার কারণ কিছুই জানিতে না; সুতরাং না জানিয়া, ইতর লোকের ন্যায় সহসা ক্রোধের বশীভূত হওয়া তোমার উচিত নহে। অসার পুরুষই বিচার না করিয়া ক্রোধ করে। এক্ষণে আমি সুগ্রীবের জন্য তোমায় প্রসন্ন করিতেছি, তুমি এই রাগরোষ হইতে ক্ষান্ত হও। সুগ্রীব রামের প্রিয়োদ্দেশে রাজ্য ধন ধান্য পশু এবং রুমা ও আমাকেও ত্যাগ করিতে পারেন। তিনি রাবণকে বধ করিয়া, রামের হস্তে জানকী অর্পণ করিবেন। লঙ্কায় শত সহস্র কোটি ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র ও ষট্‌ত্রিংশৎ অযুত কামরূপী দুর্নিবার রাক্ষস আছে, উহাদিগকে বিনাশ না করিলে রাবণ বধ করা সুকঠিন হইবে। রাবণের সৈন্যসংখ্যা যে এইরূপ, কপিরাজ বালি তাহা জানিতেন। আমি তাঁহার নিকট শুনিয়াই এই প্রকার কহিলাম, কিন্তু এই সৈন্যের সমাবেশ যে কোন্ সূত্রে ঘটিল, আমি তাহা জ্ঞাত নহি। যাহাই হউক, রাবণ ভীমপরাক্রম, কিন্তু রাম অসহায়, সুতরাং সুগ্রীবকে সমরসহায় না করিলে রাবণকে সংহার করা তাঁহার পক্ষে দুষ্কর হইবে। এক্ষণে সুগ্রীব বানরসৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে প্রধান প্রধান দূত প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত বানর তোমাদিগকে সাহায্য করিবে। উহারা যাবৎ না আসিতেছে, তাবৎ তিনি রামের কার্য্য সিদ্ধির জন্য নির্গত হইতেছেন না। সুগ্রীব অগ্রে যেরূপ সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে আজিই সকলে

উপস্থিত হইবে। এক্ষণে তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ কর। সহস্র কোটি ভল্লুক, শত কোটি গোলাঙ্গুল এবং অন্যান্য অসংখ্য বানর অদ্যই তোমার নিকট গমন করিবে। বীর! ক্রোধে তোমার নেত্র আরক্ত হইয়াছে, আজ আমরা সুগ্রীবের প্রাণনাশের আশঙ্কায় তোমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও সাহসী হইতেছি না।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর বিনীত লক্ষ্মণ তারার এইরূপ সুসঙ্গত বচনে বীতক্রোধ হইলেন। তদ্দর্শনে সুগ্রীব মলদূষিত বস্ত্রবৎ ভয় দূর করিয়া, কণ্ঠের মনোন্মাদকর বিচিত্র মাল্য ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মদবেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল। তিনি লক্ষ্মণকে পুলকিত করিয়া সবিনয়ে কহিতে লাগিলেন, বীর! আমি রামের অনুকম্পায় অপহৃত রাজশ্রী ও কীর্ত্তি পুনরায় অধিকার করিয়াছি। তিনি কার্য্যগুণে ভুবনবিদিত; সেই দেব আমার যেরূপ উপকার করিয়াছেন, উহার আংশিক প্রতিশোধ করাও আমার পক্ষে সুকঠিন। এক্ষণে তিনি আমাকে সহায়মাত্র করিয়া স্ববিক্রমে রাবণকে বধ করিবেন; জানকীও অচিরাৎ তাঁহার হস্তগত হইবে। যিনি এক মাত্র শরে সপ্ত শাল পর্ব্বত ও পৃথিবী পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিয়াছেন; যাঁহার শরাসনের টঙ্কারশব্দে সশৈলকাননা অবনী কম্পিত হয়, সেই মহাবীরের আর সহায়ে প্রয়োজন কি?

তিনি যখন সসৈন্য রাবণের নিধনসাধনার্থ যুদ্ধযাত্রা করিবেন, তখন আমি মাত্র তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। বীর! আমি তোমার কিঙ্কর, যদি আমার কোন অপরাধ থাকে, তাহা, প্রণয় ও বিশ্বাস এই দুই কারণে ক্ষমা কর। দেখ, দাসের ব্যতিক্রম ত পদে পদেই ঘটিয়া থাকে।

অনন্তর লক্ষ্মণ প্রসন্ন হইয়া প্রীতিভরে কহিতে লাগিলেন, সুগ্রীব! আর্য্য রাম ভবাদৃশ বিনীত লোকের আশ্রয় লাভ করিয়া সনাথ হইয়াছেন। তোমার প্রভাব অতি বিচিত্র এবং ইন্দ্রিয়দমনেও তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে, সুতরাং তুমি কপিরাজ্যের উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধি ভোগ করিবার সম্পূর্ণই উপযুক্ত। এক্ষণে বোধ হইতেছে, প্রতাপশীল রাম তোমার ভুজবলে অচিরকালমধ্যেই দুরাত্মা রাবণকে সংহার করিবেন। সেই বীরপুরুষ ধর্ম্মশীল ও কৃতজ্ঞ, তুমি তাঁহার উদ্দেশে যেরূপ কহিলে, বলিতে কি, তাহা তোমার সঙ্গতই হইতেছে। তিনি ও তুমি, এই দুই জন ব্যতীত, কোন্ বিচক্ষণ সমকক্ষকে এই রূপ কহিতে পারে? তুমি বলবীর্য্যে রামের অনুরূপ, আমরা দৈববলেই বহুদিনের জন্য তোমার তুল্য সহায় পাইয়াছি। কিন্তু এক্ষণে তুমি অবিলম্বে আমার সহিত রামের নিকট চল; রাম জানকীর নিমিত্ত নিতান্ত কাতর হইয়াছেন, তুমি গিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা কর। তিনি প্রিয়াবিরহে শোকাকুল হইয়া নানা প্রকার বিলাপ করিতে ছিলেন, তদ্দর্শনেই আমি তোমায় এইরূপ কঠোর কথা কহিলাম, এক্ষণে আমাকেও ক্ষমা কর।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর কপিরাজ পার্শ্বস্থ মহাবীর হনুমানকে কহিলেন, দেখ, হিমাচল, বিন্ধ্য, কৈলাস, ধবলশিখর মন্দর ও মহেন্দ্র পর্ব্বতে যে সকল বানর আছে; সমুদ্রের অপর পার, পশ্চিম দিক, উদয় ও অস্ত গিরি, পদ্মাচল ও অঞ্জনশৈলে যে সমস্ত কজ্জলবর্ণ করিবরতেজস্বী বানর আছে; মহাশৈলের গুহা, সুমেরুপার্শ্ব, ধূম্রাচল, সুরম্য তাপসাশ্রম ও সুবাসিত অরণ্যে যে সকল বীর বাস করিতেছ; এবং যাহারা মহারুণ শৈলে মৈরেয় মধুপান পূর্ব্বক কাল যাপন করিয়া থাকে, তুমি শীঘ্র সেই সকল স্বর্ণকান্তি বানরকে সামদানাদি উপায় দ্বারা আনয়ন করাও। পূর্ব্বে এই নিমিত্ত বহুসংখ্য বেগবান দূত নিযুক্ত হইয়াছে, ইহা আমার অবিদিত নাই, কিন্তু এক্ষণেও আবার তাহাদিগকে সত্বর করিবার জন্য অন্যান্য বানরকে প্রেরণ কর। যাহারা ভোগাসক্ত ও দীর্ঘসূত্রী, তাহাদিগকে শীঘ্র আসিতে বল। যে সকল দূত আমার আদেশে দশ দিবসের মধ্যে না উপস্থিত হইবে, সেই রাজশাসনদূষক দুরাত্মারা আমার বধ্য। অতঃপর শতসহস্র কোটি বানর আমার আজ্ঞাক্রমে অবিলম্বে নির্গত হউক। ঐ সকল ঘোররূপ মেঘবর্ণ শৈলসঙ্কাশ বানরগণে গগনতল আচ্ছন্ন হইয়া যাক। উহারা পর্য্যটনে সুপটু, এক্ষণে দ্রুতগমনে পৃথিবীর সমস্ত বানরকে আনয়ন করুক।

অনন্তর হনুমান কপিরাজের এই কথা শুনিয়া চতুর্দ্দিকে

মহাবল বানরদিগকে প্রেরণ করিলেন। তখন ঐ সকল গগনচারী বানর, তৎক্ষণাৎ আকাশপথে যাত্রা করিল এবং বন, পর্ব্বত, সরিৎ, সরোবর ও সাগরে গিয়া রামের জন্য বানরগণকে প্রেরণ করিতে লাগিল। দিকদিগন্তবাসী বানরেরা কৃতান্ত তুল্য সুগ্রীবের শাসনে শঙ্কিত হইয়া আসিতে আরম্ভ করিল। অঞ্জন পর্ব্বত হইতে তিন কোটি, অস্তাচল হইতে দশ কোটি এবং কৈলাস গিরি হইতে সহস্র কোটি চলিল। যাহারা হিমাচল আশ্রয় পুর্ব্বক ফলমূলমাত্রে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, সেই সমস্ত সিংহবিক্রম সহস্র খর্ব্ব পরিমাণে আসিতে লাগিল। বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে ভীমরূপ ভীমবল অঙ্গারবর্ণ সহস্র কোটি বানর আগমন করিল। যাহারা ক্ষীরোদ সাগরের তীর ও তমালবনে নারিকেল ফল ভক্ষণ পূর্ব্বক কালাতিপাত করে, এবং যাহারা নানা অরণ্য গহ্বর ও নদী আশ্রয় করিয়া আছে, সেই সমস্ত অসংখ্য বানরীসেনা যেন সূর্য্যকে আবৃত করিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ঐ সময় দূতেরা হিমালয়ে একটী সুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ দেখিল। পুর্ব্বে ঐ পবিত্র পর্ব্বতে দেবগণের প্রীতিকর অপূর্ব্ব অশ্বমেধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বানরেরা ঐ যজ্ঞবাটে গিয়া আহুতিপ্রবাহ হইতে উৎপন্ন অমৃতবৎ সুস্বাদু ফল মুল দেখিতে পাইল। উহা ভক্ষণ করিলে এক মাস কাল পরিতৃপ্ত থাকা যায়। ফললোলুপ বানরেরা সুগ্রীবের প্রিয়সাধনার্থ সেই উৎকৃষ্ট ফল, মূল, ঔষধ এ সুগন্ধি পুষ্প সকল সংগ্রহ করিয়া লইল।

অনন্তর উহারা পৃথিবীর বানরগণকে সবিশেষ ত্বরা প্রদান পূর্ব্বক দ্রুতবেগে কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইল এবং

কপিরাজ সুগ্রীবের নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে ফল মূল উপহার প্রদান পূর্ব্বক কহিল, রাজন্! আমরা নানা নদী পর্ব্বত ও কাননে পর্য্যটন করিয়াছি; এক্ষণে আপনার আদেশে পৃথিবীর সমস্ত বানর আগমন করিতেছে।

তখন সুগ্রীব যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া উপহার গ্রহণ করিলেন এবং ঐ সমস্ত কৃতকার্য্য দূতকে অভিনন্দন পূর্ব্বক বিদায় করিয়া আপনাকে ও মহাবল রামকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ সুগ্রীবের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক বিনীত বচনে কহিলেন, কপিরাজ! এক্ষণে যদি তোমার অভিপ্রায় হয় ত চল আমরা কিষ্কিন্ধা হইতে নিষ্ক্রান্ত হই।

তখন সুগ্রীব লক্ষ্মণের এই সুমধুর বাক্যে একান্ত প্রীত হইয়া কহিলেন, বীর! তোমার আজ্ঞা অবশ্যই আমার শিরোধার্য্য। ভালই চল, এক্ষণে আমরা প্রস্থান করি। এই বলিয়া তিনি তারা প্রভৃতি রমণীগণকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ভৃত্যগণকে আহ্বান করিলেন।

অনন্তর অন্তঃপুরসঞ্চারে অধিকৃত ভৃত্যেরা শীঘ্র আসিয়া সুগ্রীবের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। তখন লোহিতকান্তি সুগ্রীব উহাদিগকে কহিলেন, পরিচারকগণ!

তোমরা শীঘ্র আমার জন্য একখানি শিবিকা আনয়ন কর। ভৃত্যেরা প্রভুর এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ এক সুদৃশ্য শিবিকা আনিল। তখন সুগ্রীব কহিলেন, লক্ষ্মণ! এক্ষণে তুমি উহাতে আরোহণ কর।

পরে তিনি লক্ষ্মণের সহিত ঐ স্বর্ণময় উজ্জ্বল শিবিকাযানে আরোহণ করিলেন। উহাঁর মস্তকে শ্বেত ছত্র শোভিত হইল, চতুর্দ্দিকে শ্বেত চামর লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, শঙ্খ ও ভেরী ধ্বনিত হইয়া উঠিল, এবং বন্দিরা স্তুতিগানে আনন্দিত করিতে লাগিল। সুগ্রীব রাজশ্রী অধিকার করিয়াছেন, সুতরাং রাজার যোগ্য সমারোহ সহকারে যাত্রা করিলেন। বহুসংখ্য উগ্রস্বভাব বানর অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক উহাঁকে বেষ্টন করিয়া চলিল। অদূরে রামের আশ্রম; বাহকেরা শিবিকা লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। তখন তেজস্বী সুগ্রীব লক্ষ্মণের সহিত যান হইতে অবতরণ করিলেন এবং রামের নিকটস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। বানরেরাও বদ্ধা-ঞ্জলিপুটে কমলকলিকাপূর্ণ সরোবরের শোভায় দাড়াইয়া রহিল।

অনন্তর রাম ঐ বানরসৈন্য নিরীক্ষণ করিয়া সুগ্রীবের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তৎকালে কপিরাজ তাঁহার পদতলে নিপতিত আছেন; রাম তাঁহাকে উত্তোলন পূর্ব্বক বহুমান ও প্রীতি নিবন্ধন গাঢ়তর আলিঙ্গন করিলেন, কহি-লেন, সখে! উপবেশন কর। সুগ্রীব নিরাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাম কহিলেন, সখে! যিনি সতত কাল বিভাগ করিয়া ধর্ম্ম অর্থ ও কামের অনুবর্ত্তী হন, তিনিই

রাজা। আর যে পামর, ধর্ম্ম ও অর্থ সংগ্রহে উদাসীন থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন আপনার কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, সে বৃক্ষাগ্রে নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় পতিত হইলেই চৈতন্য লাভ করিয়া থাকে। ফলত যিনি শত্রুক্ষয় ও মিত্রবৃদ্ধি বিষয়ে অনুরাগী হইয়া, প্রকৃতকালে ত্রিবর্গের ফলভোগ করেন, সেই রাজাই ধার্ম্মিক। বীর! এক্ষণে যুদ্ধের উদ্যোগ করিবার সময় উপস্থিত, অতএব তুমি মন্ত্রিগণের সহিত তাহার পরামর্শ স্থির কর।

তখন সুগ্রীব কহিলেন, সখে! আমি তোমাদিগের অনুকম্পায় অপহৃত রাজশ্রী ও কীর্ত্তি পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছি। যে ব্যক্তি উপকৃত হইয়া, প্রত্যুপকারে পরাঙ্মুখ থাকে, সে অত্যন্ত অধার্ম্মিক, সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই সকল কপিপ্রবীর পৃথিবীর যাবদীয় বানরকে লইয়া আসিয়াছে। তাহারা এবং ভল্লুক ও গোলাঙ্গুল সকল স্ব স্ব সৈন্যে পরিবৃত হইয়া পথে বর্ত্তমান। উঁহারা ঘোরদর্শন ও কামরূপী, দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের ঔরসে উঁহাদিগের জন্ম হইয়াছে। উঁহারা নিবিড় বন ও দুর্গম স্থান সমস্তই অবগত আছে। বীর! এক্ষণে সেই সুমেরুচারী ও বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসী মেঘ ও শৈলসঙ্কাশ যূথপতিগণ, অসংখ্য সৈন্য লইয়া, যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তোমার সমভিব্যাহারে যাইবে এবং রাক্ষসরাজ রাবণকে বিনাশ করিয়া জানকীরে আনয়ন করিবে।

একোনচত্বারিংশ সর্গ ।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ রাম আজ্ঞানুবর্ত্তী সুগ্রীবের এইরূপ সংগ্রামিক উদ্যোগ দেখিয়া, হর্ষে প্রফুল্ল নীলোৎপলের ন্যায় একান্ত প্রিয়দর্শন হইলেন এবং তাঁহাকে বারংবার আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, সখে ! দেবরাজ যে বৃষ্টি করেন, দিবাকর যে আকাশকে নিরন্ধকার করেন এবং চন্দ্র যে রশ্মি-জালে রজনীকে নির্ম্মল করিয়া থাকেন, ইহা ত স্বাভাবিক ; তোমার তুল্য ধর্ম্মশীল যে, মিত্রের কোনরূপ প্রীতিকর কার্য্য করিবেন, তাহাও বিস্ময়ের হইতেছে না । সখে ! বুঝিলাম, তুমি একান্ত প্রিয়ংবদ ; আমি তোমারই বাহুবলে রাবণকে সমূলে উন্মূলিত করিব । তুমি আমার সুহৃদ ও মিত্র, এক্ষণে আমাকে সাহায্য করা তোমার উচিতই হইতেছে । পূর্ব্ব-কালে অনুহ্লাদ গর্ব্বিত পুলোমের সম্মতি লইয়া সচীকে অপ-হরণ করিয়াছিল, কিন্তু ইন্দ্র উহাদিগকে বিনাশ করিয়া সচীকে উদ্ধার করেন ; সেইরূপ, রাক্ষসাধম দুরাত্মা রাবণ আত্মবিনাশার্থ জানকীকে অপহরণ করিয়াছে, আমিও সুশা-ণিত শরে উহাকে বিনাশ করিয়া অবিলম্বে জানকীরে উদ্ধার করিব ।

অনন্তর সহসা আকাশে ধূলিজাল দৃষ্ট হইল ; উহার প্রভাবে সূর্য্যের প্রখর কিরণ আচ্ছন্ন হইয়া গেল, চতুর্দ্দিক গাঢ়তর অন্ধকারে আকুল হইয়া উঠিল, এবং পৃথিবী শৈল-কাননের সহিত কম্পিত হইতে লাগিল। অদূরে অসংখ্য

বানরসৈন্য ; উহারা সমস্ত ভূবিভাগ আবৃত করিয়া, মেঘবৎ গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক নদী পর্ব্বত সমুদ্র ও বন হইতে আগমন করিতেছে। ঐ সকল সৈন্য তীক্ষ্ণদন্ত ও মহাবলপরাক্রান্ত ; উহারা তরুণ সূর্য্যের ন্যায় আরক্ত, চন্দ্রের ন্যায় গৌর, এবং পদ্মকেশরবৎ পীত।

ইত্যবসরে মহাবীর শতবলি দশ সহস্র কোটি, ভীমবল সুষেণ বহু সহস্র কোটি, তার সহস্র কোটি, রক্তমুখ পাণ্ডুকান্তি ধীমান কেসরী বহু সহস্র, গোলাঙ্গুলরাজ গবাক্ষ সহস্র কোটি, মহাবীর ধূম্র দুই সহস্র কোটি, যূথপতি পনস তিন কোটি, নীলাঞ্জনবর্ণ মহাকায় নীল দশ কোটি, কাঞ্চনশৈলকান্তি মহাবীর গবয় পাঁচ কোটি, মহাবল দরীমুখ সহস্র কোটি, অশ্বিকুমার মৈন্দ ও দ্বিবিধ কোটি কোটি সহস্র, মহাবীর গয় তিন কোটি, সুগ্রীবের বশ্য ঋক্ষরাজ জাম্ববান দশ কোটি, তেজস্বী রুমণ শত কোটি, গন্ধমাদন শত সহস্র কোটি, বালিবৎ মহাবল যুবরাজ অঙ্গদ সহস্র পদ্ম ও শত শঙ্খ, তারকাকান্তি তার ভীমবল পাঁচ কোটি, মহাবীর ইন্দ্রজানু একাদশ কোটি, রক্তবর্ণ রম্ভ শত সহস্র অযুত, দুর্ম্মুখ দুই কোটি, হনুমান সহস্র কোটি এবং নল দশ কোটি বানর লইয়া উপস্থিত হইলেন। পরে শরভ, কুমুদ, ও বহ্নি প্রভৃতি বীরগণ বানরসমূহে পৃথিবী, পর্ব্বত ও বন আবৃত করিয়া আগমম করিতে লাগিল। ঐ সমস্ত সৈন্যের মধ্যে অনেকে আসিয়াছে, বহুসংখ্য উপবিষ্ট, কেহ লম্ফ প্রদান করিতেছে এবং কেহ বা সিংহনাদ আরম্ভ করিয়াছে।

অনন্তর যেমন জলদজাল সূর্য্যের, তদ্রূপ ঐ সকল বানর সুগ্রীবের অভিমুখে চলিল এবং দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম

করিয়া আত্মনিবেদন করিতে লাগিল। তৎকালে কেহ কেহ নিকটস্থ হইয়া প্রত্যাগমন করিল এবং অনেকেই কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান রহিল।

তখন রাজধর্ম্মবিৎ সুগ্রীব বদ্ধাঞ্জলি হইয়া রামের নিকট যুথপতিগণের পরিচয় প্রদান করিলেন এবং উহাদিগকে কহিলেন, যুথপতিগণ! তোমরা এক্ষণে স্বেচ্ছানুসারে পর্ব্বত, প্রস্রবণ ও বনে গিয়া সেনানিবেশ স্থাপন কর এবং তোমাদিগের মধ্যে যাঁহারা সৈন্যতত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহাদিগকে লইয়া সৈন্য নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হও।

চত্বারিংশ সর্গ

এইরূপে কপিরাজ সৈন্যসংগ্রহে কৃতকার্য্য হইয়া রামকে কহিলেন, সখে! যাহারা আমার অধিকারে বাস্তব্য করিয়া থাকে, সেই সকল অপ্রতিহতগতি ইন্দ্রসদৃশ বানর উপস্থিত হইয়া সেনানিবেশে বাস করিতেছে। উহারা দৈত্যদানবৎ ভীষণ ও ঘোরদর্শন; রণস্থলে উহাদের বলবিক্রম বিলক্ষণ প্রথিত আছে; উহারা অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কার্য্যক্ষম; উহাদিগের মধ্যে কেহ পর্ব্বতবাসী, কেহ দ্বীপচারী, কেহ কেহ বা অরণ্যে কালযাপন করিয়া থাকে। ঐ সকল বানর তোমারই কিঙ্কর এবং আমার বশবর্ত্তী ও হিতকর; উহাদিগের শাসনে অসংখ্য মহাবল সৈন্য আছে। এক্ষণে

তোমার সংকল্পসাধনে উঁহারা অবশ্যই সমর্থ হইবে। রাম! অধিক কি বলিব, ইহা তোমারই বশতাপন্ন সৈন্য। জানকীর অন্বেষণ যদিও আমি বিস্মৃত হই নাই, তথাচ তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, ইহাদিগকে আজ্ঞা কর।

তখন রাম সুগ্রীবকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! আমার জানকী জীবিত আছেন, কি না জান, এবং রাবণের বাসভূমি কোথায় তাহারও উদ্দেশ লও; পশ্চাৎ যথাবিহিত তোমারই সহিত তাহা করা যাইবে। দেখ, আমরা বানরদিগকে কোন বিষয়ে নিয়োগ করিতে পারিব না; তুমিই কার্য্যনির্ব্বাহের হেতু ও প্রভু; অতএব যাহা সঙ্গত বোধ হয়, তুমিই ইহাদিগকে তাহার আদেশ কর। বীর! আমার কিছুই তোমার অগোচর নাই। তুমি বিজ্ঞ ও কালদর্শী, তুমি হিতকারী মিত্র ও একান্ত বিশ্বাসের পাত্র।

অনন্তর সুগ্রীব গভীরনাদী যূথপতি বিনতকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, বীর! তুমি নীতিপরায়ণ ও দেশকালজ্ঞ, এবং কর্ত্তব্য নির্ণয়েও তোমার নৈপুণ্য আছে। এক্ষণে তুমি তেজস্বী সহস্র বানরে পরিবৃত হইয়া পূর্ব্বদিকে যাত্রা কর, এবং তত্রত্য পর্ব্বত, নদী, দুর্গ, ও বনে প্রবেশ করিয়া, জানকী ও রাবণের উদ্দেশ লইয়া আইস। গঙ্গা, সুরম্য সরযু, কৌশিকী, যমুনা, সরস্বতী, সিন্ধু, সুনির্ম্মল শোণ, সশৈলকাননা মহী ও কালমহী প্রভৃতি নদ নদী, এবং কলিন্দগিরি, ব্রহ্মমাল, বিদেহ, মালব, কাশি, কোশল, মগধ, মহাগ্রাম, পুণ্ড্র, অঙ্গদেশ, কোশকারক কীটের স্থান ও রজতখনি অন্বেষণ কর। সামুদ্রিক দ্বীপ, শৈল, এবং মন্দরশিখরস্থ আলয়ে যাও। যে

সকল জীবের কর্ণ ওষ্ঠ পর্য্যন্ত ও বস্ত্রের ন্যায় বিস্তৃত, এবং, মুখ লৌহবৎ কঠিন ও কৃষ্ণ; যে সকল জাতি একপদ অথচ দ্রুতবেগে গমন করিয়া থাকে, এবং যাহাদের বংশ অবিনাশী, তোমরা তাহাদিগের মধ্যে গিয়া সীতাকে অনুসন্ধান কর। পুরুষাশী রাক্ষসসমাজে যাও। যাহাদিগের কেশ সুতীক্ষ্ণ এবং বর্ণ পিঙ্গল, যাহারা অপক্ক মৎস্য আহার করিয়া থাকে, সেই সকল দ্বীপবাসী প্রিয়দর্শন কিরাতের মধ্যে প্রবেশ কর। যে সমস্ত জাতির আকৃতি ব্যাঘ্র ও মনুষ্যের ন্যায়, যাহারা শৈলশৃঙ্গ অবলম্বন পূর্ব্বক সঞ্চরণ করে, এবং যাহারা কখন প্লুতগতি কখন বা ভেলাযোগে গমনাগমন করিয়া থাকে, তোমরা সেই সকল ঘোরদর্শন অন্তর্জলচর জীবের আলয় অনুসন্ধান কর। সপ্তরাজ্যে বিভক্ত যবদ্বীপ, স্বর্ণকার-বহুল স্বর্ণদ্বীপ ও রৌপ্যদ্বীপে যাও। যবদ্বীপের পরই শিশির পর্ব্বত, উহার শৃঙ্গ গগনস্পর্শী, তথায় দেবদানবগণ নিরন্তর বাস করিতেছেন। তোমরা ঐ সকল দ্বীপের গিরিদুর্গ, প্রস্রবণ, ও বন যত্ন পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিও। পরে সমুদ্র পারেই সিদ্ধচারণসেবিত শোণ নদ। উহা খরবেগে রক্তবর্ণ প্রবাহভার বহিতেছে। তোমরা ঐ নদের রমণীয় তীর্থ ও বিচিত্র বনে জানকী ও রাবণের অন্বেষণ করিও। অদূরে সাগরনিঃসৃত নদী, কন্দরশোভিত পর্ব্বত, ভীষণ উপবন, বন ও সমুদ্রের অন্তর্গত দ্বীপপুঞ্জ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তোমরা গিয়া ঐ সকল স্থান পর্য্যটন কর।

পরে মহারৌদ্র ইক্ষু সমুদ্র; তথায় মহাকায় অসুরগণ বহুকাল বুভুক্ষিত আছে, উহারা ব্রহ্মার আদেশে প্রতিনিয়ত

ছায়া গ্রহণ পূর্ব্বক প্রাণিগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। ঐ সমুদ্র মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, উহা বায়ুবেগে ক্ষুভিত হইয়া, তরঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক নিরন্তর গর্জ্জন করিতেছে। উহার মধ্যে প্রকাণ্ড উরগ সকল দৃষ্টিগোচর হয়। তোমারা কোন সুযোগে ঐ ইক্ষু সমুদ্র পার হইয়া ভীষণ লোহিত সাগরে যাইও। উহার জল রক্তবর্ণ, তথায় একটী বৃহৎ শাল্মলী বৃক্ষ আছে। অদূরে বিহগ-রাজ গরুড়ের কৈলাসশুভ্র রত্নখচিত গৃহ; দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা বহুপ্রযত্নে উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ স্থানে মন্দেহ নামক বিকটদর্শন পর্ব্বতপ্রমাণ রাক্ষসগণ শৈলশৃঙ্গ অবলম্বন পূর্ব্বক অধোমুখে লম্বমান আছে। উহারা সূর্য্যোদয়ে সন্তপ্ত ও ব্রহ্ম-তেজে বিনষ্ট হইয়া সমুদ্রে নিপতিত হয়, এবং পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া পূর্ব্ববৎ শৈলশৃঙ্গে লম্বিত হইয়া থাকে।

পরে ক্ষীরোদ সমুদ্র; উহা শরৎকালীন মেঘের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, তরঙ্গভঙ্গী যেন উহার বক্ষে মুক্তাহারের শোভা বিস্তার করিতেছে। তথায় ঋষভ নামে একটী ধবল পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতে পুষ্পবহুল নানাবিধ বৃক্ষ এবং সুদর্শন নামে এক সরোবর দৃষ্ট হইয়া থাকে। সরোবর মধ্যে স্বর্ণ-কেশররঞ্জিত উজ্জ্বল রজতপদ্ম প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, রাজহংস-গণ নিরন্তর বিচরণ করিতেছে, এবং দেবতা, যক্ষ, চারণ, কিন্নর ও অপ্সরোগণ বিহারার্থ হৃষ্টমনে সতত আগমন করিয়া থাকেন।

অনন্তর ভীষণ জলোদ সমুদ্র; উহাতে ঔর্ব্ব নামা ব্রহ্মর্ষির ক্রোধানল বিশাল বড়বামুখরূপে পরিণত আছে। ঐ অগ্নি যুগান্তকালে এই বিচিত্র স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ আহার করিয়া

থাকে। তথায় সকল প্রকার জলজন্তু ঐ বড়বামুখ দর্শনে ভীত হইয়া নিরন্তর চীৎকার করিতেছে। উহাদের আর্ত্ত-রব অতিদূর হইতেও শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। সমুদ্রের উত্তর তীরে কনকশিল নামক স্বর্ণপ্রভ একটী পর্ব্বত আছে। উহা ত্রয়োদশ যোজন বিস্তৃত। তোমরা তথায় সর্ব্বদেব-পূজিত ধরণীধর অনন্তকে দেখিতে পাইবে। নীলবাস পরি-ধান পূর্ব্বক ধবলদেহে শৈলশৃঙ্গে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার মস্তক সহস্র এবং নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত। পর্ব্বতের শিখরদেশে তাঁহারই চিহ্নস্বরূপ বেদির উপর এক স্বর্ণময় ত্রিশিরস্ক তালবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। সুররাজ ইন্দ্র পূর্ব্বদিকেই উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

পরে স্বর্ণময়, শ্রীমান উদয় পর্ব্বত; উহার বহুসংখ্য শৃঙ্গ মূলদেশ হইতে শতযোজন উত্থিত হইয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করিতেছে। উহাতে কুসুমিত স্বর্ণের কর্ণিকার, এবং উজ্জ্বল শাল তাল ও তমাল বৃক্ষ সকল নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। তথায় সৌমনা নামক স্বর্ণময় একটী শৃঙ্গ আছে; উহা এক যোজন বিস্তৃত ও দশ যোজন উন্নত। পূর্ব্বে পুরুষোত্তম বিষ্ণু ত্রৈলোক্য আক্রমণ কালে ঐ শৃঙ্গে এক পদ এবং সুমেরু-শিখরে দ্বিতীয় পদ অর্পণ করিয়াছিলেন। সূর্য্য সত্যযুগে উত্তর দিক দিয়া উহাতে আরোহণ করিলে জম্বুদ্বীপে দৃষ্ট হই-তেন। তথায় বৈখানস ও বালখিল্য প্রভৃতি তেজঃপুঞ্জকলেবর ঋষি সকল বাস করিয়া আছেন। প্রাণিগণ উহার প্রভাবে আলোক এবং দৃশ্য পদার্থ লাভ করিয়া থাকে। উহার অদূরে সুদর্শন দ্বীপ। পূর্ব্বসন্ধ্যা ঐ স্বর্ণ পর্ব্বত ও সূর্য্যের জ্যোতিতে

প্রতিদিন লোহিতরাগ ধারণ করেন। উদয়াচল ভুবনতল প্রকাশের এবং পৃথিবীতে গতায়াতের পূর্ব্ব—প্রথম দ্বার, এই জন্য ঐ দিকের নাম পূর্ব্বদিক হইয়াছে। বানরগণ! তোমরা ঐ পর্ব্বতের পৃষ্ঠ, প্রস্রবণ, বন ও গুহাতে জানকী ও রাবণকে অনুসন্ধান করিও। উহার পর জীব আর যাইতে পারে না। সেই স্থান অন্ধকারাচ্ছন্ন অসীম ও অদৃশ্য, তথায় কেবল দিগন্তের অধিষ্টাত্রী দেবতা বিরাজ করিতেছেন। আমরা উদয়গিরির পর আর কিছুই জানি না। এক্ষণে আমি যে সমস্ত নদ নদী ও শৈলের উল্লেখ করিলাম, এবং যে সকল অনির্দ্দিষ্ট রহিল, তোমরা সর্ব্বত্রই গমন করিও, একমাস পূর্ণ হইলে আসিও, নচেৎ বধদণ্ড বহিতে হইবে। বানরগণ! যাও, এবং কার্য্যসিদ্ধি করিয়া শীঘ্র আইস।

একচত্বারিংশ সর্গ

অনন্তর সুগ্রীব মহাবীর নীল, অগ্নিপুত্র, হনুমান, পিতামহ-পুত্র, জাম্ববান, সুহোত্র, শরারি, শরগুল্ম, গয়, গবাক্ষ, শরভ, সুষেণ, বৃষভ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গন্ধমাদন, উল্কামুখ ও অনঙ্গ প্রভৃতি সুনিপুণ বীরগণকে পৃথিবীর দক্ষিণে নিয়োগ করিলেন এবং বৃহদ্বল ও কুমার অঙ্গদকে উহাদিগের নায়ক রূপে নির্দ্দেশ করিয়া, তত্রত্য দুর্গম প্রদেশ সমস্ত কহিতে লাগি-

লেন। দেখ, তোমরা অগ্রে তরুলতাজটিল সহস্রশৃঙ্গ বিন্ধ্য এবং উরগবহুল মহানদী, গোদাবরী, নর্ম্মদা ও কৃষ্ণবেণী দর্শন করিবে। পরে মেখল, উৎকল, বিদর্ভ, মৎস্য, কলিঙ্গ ও কৌশিক দেশ এবং ঋষ্টিক, মাহিষক, দশার্ণ, আভ্রবন্তী ও অবন্তী নগরে যাইবে। অনন্তর দণ্ডকারণ্য; তোমরা তথায় গিয়া পর্ব্বত নদী ও গুহা সকল অনুসন্ধান করিও। পরে আন্ধ্র, পুণ্ড্র, চোল ও কেরল দেশ। অদূরেই মলয় গিরি ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গ ধাতুরঞ্জিত ও সুরম্য; তথায় পুষ্পিত কানন, উৎকৃষ্ট চন্দনবন এবং স্বচ্ছসলিলা কাবেরী আছে। ঐ নদীতে অপ্সরা সকল নিরন্তর বিহার করিতেছে। তোমরা মলয় পর্ব্বতে তেজপুঞ্জ দেহ মহর্ষি অগস্ত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্তুতিবাদে উহাঁকে প্রসন্ন করিও এবং উহাঁর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক নক্রকুম্ভীরপূর্ণ তাম্রপর্ণী পার হইও। ঐ স্রোতস্বতী চন্দনবনে প্রচ্ছন্ন হইয়া, যুবতী যেমন নায়কের, সেইরূপ সাগরের অভিমুখে যাইতেছে।

পরে পাণ্ড্যদেশ, তোমরা গিয়া উহার মুক্তামণিমণ্ডিত পুরদ্বারস্থ স্বর্ণকবাট দেখিও। পাণ্ড্যদেশের পরই সমুদ্র; মহর্ষি অগস্ত্য পারাপারের জন্য উহার মধ্যস্থলে মহেন্দ্র পর্ব্বতকে স্থাপন করিয়াছেন। ঐ পর্ব্বত স্বর্ণময় ও সুদৃশ্য বৃক্ষ ও লতা পুষ্পশ্রী বিস্তার পূর্ব্বক উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ পর্ব্বতের এক পার্শ্ব সমুদ্রের অন্তর্গত। দেবর্ষি, যক্ষ, অপ্সরা, সিদ্ধ ও চারণগণ উহার ইতস্ততঃ নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছেন এবং প্রতিপর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র তথায় আগমন করিয়া থাকেন।

সমুদ্রের পর পারে একটী দ্বীপ দেখা যায়। উহা শত-যোজন বিস্তৃত ও স্বর্ণপ্রভায় রঞ্জিত, মনুষ্যেরা তথায় গমন করিতে পারে না। ঐ দ্বীপই ইন্দ্রপ্রভাব দুরাত্মা রাবণের বাসস্থান। দেখ, সমুদ্র মধ্যে অঙ্গারকা নাম্নী এক রাক্ষসী আছে। সে জীবজন্তুগণকে ছায়াযোগে আকর্ষণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া থাকে। তোমরা গিয়া ঐ দ্বীপের গুপ্ত প্রদেশ সকল নিঃসংশয়ে অন্বেষণ করিও।

শত যোজন দক্ষিণ সমুদ্রে পুষ্পিতক নামে একটী পর্ব্বত আছে। উহা উজ্জ্বল সিদ্ধচারণপূর্ণ ও সুরম্য। ঐ পর্ব্বতের বিশাল শৃঙ্গ সকল আকাশ স্পর্শ করিতেছে। তন্মধ্যে সূর্য্য-দেব যে শৃঙ্গ আশ্রয় করিয়া থাকেন, খল কৃতঘ্ন ও নাস্তিকেরা তাহা দেখিতে পায় না। তোমরা ঐ পর্ব্বতকে প্রণাম করিয়া উহার সর্ব্বত্র সীতাকে অন্বেষণ করিও। পরে সূর্য্যবান পর্ব্বত; উহার বিস্তার চতুর্দ্দশ যোজন হইবে। তোমরা দুর্গম পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ঐ পর্ব্বত অতিক্রম করিও। উহার পর বৈদ্যুত গিরি। ঐ সুন্দর শৈলে বৃক্ষশ্রেণী সকল প্রকার ফল-পুষ্প প্রসব করিতেছে। তোমরা তথায় উৎকৃষ্ট ফলমূল ভক্ষণ ও উচ্ছিষ্ট মধুপান করিয়া গমন করিও। পরে নেত্র-মনের তৃপ্তিকর কুঞ্জরাচল; বিশ্বকর্ম্মা উহাতে ভগবান অগ-স্ত্যের বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহা এক যোজন বিস্তৃত, দশ যোজন উন্নত, এবং স্বর্ণময় ও রত্নখচিত। ঐ পর্ব্বতে ভোগবতী নাম্নী পন্নগগণের এক পুরী আছে। তীক্ষ্ণদংষ্ট্র মহাবিষ ভীষণ ভুজগেরা উহা সতত রক্ষা করিতেছে। উহার রাজপথ সকল সুপ্রশস্ত, তথায় নাগরাজ বাসুকি বাস করিয়া

থাকেন। তোমরা ঐ দুর্গম পুরীতে প্রবেশ করিয়া উহার গুপ্ত প্রদেশে সীতার অনুসন্ধান করিও।

পরে বৃষাকার ঋষভ পর্ব্বত, উহা রত্নময় ও একান্ত উজ্জ্বল। ঐ পর্ব্বতে গোশীর্ষ, পদ্ম ও হরিশ্যাম নামে উৎকৃষ্ট চন্দন উৎপন্ন হইয়া থাকে। তোমরা ঐ সকল চন্দন দেখিয়া কাহাকে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা করিও না। রোহিত নামে বহুসংখ্য গন্ধর্ব্ব ঐ ভীষণ বন সতত রক্ষা করিতেছে। তথায় শৈলূষ, গ্রামণী, শিক্ষ, শুক ও বভ্রু নামে পাঁচ জন গন্ধর্ব্বপতি বাস করিয়া থাকেন। ঋষভ পর্ব্বতের পরই পৃথিবীর অবসান, তাহা দীপ্তদেহ পুণ্যাত্মাদিগেরই বাসস্থান। কপিপ্রবীর! ইহার পর যমের রাজধানী,—অন্ধকারাচ্ছন্ন ভীষণ পিতৃলোক, তথায় জীব যাইতে পারে না। এক্ষণে আমি যে সমস্ত দেশ নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম এবং গতিপ্রসঙ্গে আর যাহা কিছু দৃষ্ট হইবে, তোমরা সেই সকল স্থানে গিয়া সীতার উদ্দেশ লইয়া আইস। দেখ, যে ব্যক্তি এক মাস মধ্যে আসিয়া, আমি জানকীরে দেখিয়াছি, আমায় এই কথা শুনাইতে পারিবে, সে আমারই তুল্য অতুল ঐশ্বর্য্য পাইয়া ভোগসুখে সুখী হইবে; আমি তাহাকে প্রাণাধিক বোধ করিব এবং সে বারংবার অপরাধ করিলেও চিরদিন আমার বন্ধু থাকিবে। বানরগণ! তোমাদের বলবীর্য্য অপরিচ্ছিন্ন, তোমরা সৎবংশোৎপন্ন ও গুণবান, এক্ষণে যাহাতে রাজনন্দিনী সীতার উদ্দেশ পাওয়া যায়, তোমরা গিয়া তাহাই কর।

দ্বিচত্ত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর কপিরাজ ভীমবল মেঘবর্ণ শ্বশুর সুষেণের সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে জানকীর অন্বেষণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। পরে বীর-বেষ্টিত ইন্দ্রপ্রভাব ও গড়ুরকান্তি ধীমান অর্চ্চিষ্মানকে এবং অর্চ্চির্ম্মাল্য ও মারীচদিগকে কহিলেন, বানরগণ! তোমরা এক্ষণে সুষেণের সহিত দুই লক্ষ সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া পশ্চিম দিকে যাত্রা কর, এবং সৌরাষ্ট্র, বাহ্লীক ও চন্দ্রচিত্র প্রভৃতি সুসমৃদ্ধ জনপদ, বিশাল পুর, পুন্নাগবকুলবহুল উদ্দালক-সঙ্কুল কুক্ষিদেশ ও কেতক বনে গিয়া জানকীর অনুসন্ধান কর। স্নিগ্ধসলিলা পশ্চিমবাহিনী নদী, তপোবন, অরণ্য, মরুভূমি, অত্যুচ্চ শীতল শিলা ও গিরিদুর্গে যাও। অদূরেই পশ্চিম সমুদ্র, উহার জলরাশি তিমি ও নক্রকুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তুগণে নিরন্তর আকুল হইতেছে। তোমাদের সৈন্য ঐ সমুদ্রে গিয়া কেতকী তমাল ও নারিকেল বনে বিহার করিবে। উহার তীরে পর্ব্বত ও বন আছে, তোমরা তথায় জানকী ও রাবণকে অন্বেষণ করিও। পরে মুরচীপত্তন, জটাপুর, অবন্তী ও অঙ্গলেপা পুরী এবং অলিখিতাখ্য বন। অদূরে সিন্ধুসাগরের সঙ্গম দৃষ্ট হইবে, তথায় বৃক্ষবহুল শত-শৃঙ্গ চন্দ্রগিরি; উহার প্রস্থদেশে সিংহ নামক এক প্রকার পক্ষী আছে। উহারা তিমি মৎস্য ও হস্তী লইয়া নীড়ে আরোহণ করে। ঐ সজল পর্ব্বতপ্রস্থে গর্ব্বিত মাতঙ্গেরা তৃপ্ত

হইয়া জলদগম্ভীরস্বরে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে। তোমরা ঐ চন্দ্রগিরির অত্যুচ্চ স্বর্ণশৃঙ্গ ও সিংহের নীড় সকল অনুসন্ধান করিও।

ঐ সমুদ্রেই পারিযাত্র পর্ব্বত। উহার স্বর্ণময় শৃঙ্গ শত যোজন উচ্চ এবং নিতান্তই দুর্নিরীক্ষ্য। তথায় জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য ঘোররূপ চব্বিশ কোটি গন্ধর্ব্ব বাস করিতেছে। তোমরা উহাদিগের নিকট কদাচ যাইও না এবং তথাকার ফলমূলও কিছুমাত্র স্পর্শ করিও না। ঐ সমস্ত পাপশীল দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর গন্ধর্ব্ব তৎসমুদয় সতত রক্ষা করিতেছে। তোমরা কপিস্বভাবে সঞ্চরণ করিলে উহাদিগের হইতে অণুমাত্রও ভয় উপস্থিত হইবে না।

অনন্তর বজ্রের ন্যায় সারবৎ বজ্রপর্ব্বত, উহার উন্নতি ও বিস্তার শত যোজন এবং বর্ণ বৈদুর্য্যের ন্যায় নীল। উহা বিচিত্র বৃক্ষ ও লতাজালে বেষ্টিত রহিয়াছে; তোমরা গিয়া ঐ পর্ব্বতের গুহা সকল যত্ন পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিও।

সমুদ্রের চতুর্থাংশ অতিক্রম করিলে চক্রবান নামে আর একটী পর্ব্বত দৃষ্ট হইবে। তথায় বিশ্বকর্ম্মা সহস্রঅরযুক্ত এক চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পুরুষপ্রধান বিষ্ণু, পঞ্চজন ও হয়গ্রীব নামক দুই দানবকে বধ করিয়া তথা হইতে এক শঙ্খ ও ঐ চক্র আহরণ করেন। চক্রবান পর্ব্বতের শৃঙ্গ অত্যন্ত রমণীয় এবং গুহা সকল অতি বিশাল; তোমরা তথায় গিয়া জানকী ও রাবণের অন্বেষণ করিও। পরে বরাহ পর্ব্বত, উহা চতুঃষষ্টি যোজন বিস্তৃত। ঐ স্থানে প্রাগ্‌জ্যোতিষ নগরী; নরকনামে কোন দুষ্টমতি দানব তথায় বাস করিয়া থাকে।

পরে সৌবর্ণ পর্ব্বত, উহাতে প্রস্রবণ অজস্রধারে বহিতেছে, এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী ও বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ একান্ত গর্ব্বিত হইয়া নিরন্তর গর্জ্জন করিতেছে। সৌবর্ণের অপর নাম মেঘ; পূর্ব্বে সুরগণ ঐ পর্ব্বতে শ্রীমান ইন্দ্রকে অভিষেক করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি উহার রক্ষক। ঐ পর্ব্বত অতিক্রম করিলে ষষ্টি সহস্র শৈল দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত শৈলের বর্ণ প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় অরুণ; তথায় স্বর্ণের বৃক্ষ সকল ফলপুষ্পে পূর্ণ আছে। ঐ ষষ্টি সহস্রের মধ্যে সুমেরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বে সূর্য্যদেব প্রসন্ন হইয়া ঐ পর্ব্বতকে এইরূপ বর দিয়াছিলেন, সুমেরু! যে পদার্থ তোমাকে আশ্রয় করিবে, আমার প্রসাদে তাহা অহর্নিশি স্বর্ণ হইয়া থাকিবে। যে সমস্ত দেবতা ও গন্ধর্ব্ব তোমাতে বাস করিলেন, তাঁহারা স্বর্ণপ্রভ ও আমার ভক্ত হইবেন। বিশ্বদেব, বসু ও মরুদ্গণ ঐ পর্ব্বতে সন্ধ্যার সময় সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকেন। পরে সূর্য্য জীবলোকের অদৃশ্য হইয়া অস্তাচলে আরোহণ করেন। ঐ দুই পর্ব্বতের ব্যবধান দশ সহস্র যোজন হইবে; কিন্তু তিনি এই দূরপথ অর্দ্ধ মুহূর্ত্তে যান। সুমেরুর শিখরদেশে বরুণের সৌধধবল দিব্য এক আলয় আছে; বিশ্বকর্ম্মা উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তথায় বিস্তর প্রাসাদ ও অনেক বৃক্ষ, পক্ষিগণ নিরন্তর কোলাহল করিতেছে। ঐ দুই পর্ব্বতের অন্তরালে বৃহৎ এক তাল বৃক্ষ আছে। উহা দশ মস্তকে শোভিত বেদিমণ্ডিত ও স্বর্ণময়। সুমেরুতে ধর্ম্মজ্ঞ তপঃপরায়ণ মহর্ষি মেরুসাবর্ণি বাস করিতেছেন। তাঁহার তেজ সূর্য্যের ন্যায় এবং প্রভাব

ব্রহ্মার ন্যায়। তোমরা উহাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া জানকীর কথা জিজ্ঞাসিও। সূর্য্য সুমেরু পর্য্যন্ত বিচরণ করিয়া অস্তে যান। অস্তাচলের পর আর যাইবার নাই; ঐ স্থান অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অসীম, আমরা উহার কিছুই জানি না। বানরগণ! এক্ষণে আমি যতদূর নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম, তোমরা সেই পর্য্যন্ত যাও, মাস পূর্ণ হইলেই আসিও, বিলম্বে বধ দণ্ড বহিতে হইবে। দেখ, বীর সুষেণ তোমাদিগের সহিত গমন করিবেন, তোমরা ইহাঁর আদেশ অবহেলা করিও না। ইনি আমার গুরু ও শ্বশুর, তোমরা যদিও বুদ্ধিমান, কিন্তু সকল বিষয়ে ইহাঁকেই প্রমাণ করিয়া পশ্চিম দিক অনুসন্ধান কর। রামের প্রত্যুপকারে কৃতার্থ হইব, ইহাই আমার উদ্দেশ্য। তোমরা এই বিষয়ে প্রসঙ্গত যাহা ভাল হয়, দেশ কাল বুঝিয়া তাহাই করিও।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর সুগ্রীব আপনার ও রামের শুভানুধ্যান পূর্ব্বক মহাবল শতবলকে কহিলেন, এই সকল বানর যমের আত্মজ, তুমি ইহাদিগকে মন্ত্রিত্বে গ্রহণ কর এবং আত্মানুরূপ অন্যান্য বানরে পরিবৃত হইয়া হিমগিরিশোভিত উত্তর দিকে যাও। এক্ষণে রামের কার্য্য সম্পাদন করা আমার লক্ষ, ইহা দ্বারা আমি ঋণভারমুক্ত ও কৃতার্থ হইব। রাম যথার্থই আমার

হিতসাধন করিয়াছেন, যদি আমি ইহাঁর প্রত্যুপকার করিতে পারি, তবেই জীবন সফল জ্ঞান করিব। ইহাঁর কথা স্বতন্ত্র, যে কখন কোন রূপ স্বার্থসংশ্রবে আইসে নাই, তাহার কার্য্যে সাহায্য করিলেও জন্ম সার্থক হয়। বীরগণ! তোমরা সতত আমার শ্রেয় প্রার্থনা করিয়া থাক, এক্ষণে এই শুভ বুদ্ধি আশ্রয় পূর্ব্বক জানকীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। রাম সকলের মাননীয়, ইনি আমাদিগকে যথেষ্টই স্নেহ করেন, তোমরা ইহাঁর কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে উদাসীন হইও না। অতঃপর স্ব স্ব বুদ্ধি ও বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক উত্তর দিকে নদ নদী ও দুর্গ অনুসন্ধান কর। প্রস্থল, ভরত, দক্ষিণ কুরু ও মদ্রক দেশ এবং ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন, কাম্বোজ, যবন ও বরদ রাজ্যে যাও। পরে হিমালয়ে গিয়া লোধ্র, পদ্মক ও দেবদারু বন অন্বেষণ করিও।

অনন্তর সোমাশ্রম, তথায় দেবতা ও গন্ধর্ব্বেরা বাস করিতেছেন। অদূরে কাল নামে একটী স্বর্ণের আকর উচ্চশিখর পর্ব্বত দৃষ্ট হইবে। তোমরা উহার গণ্ডশৈল ও গুহা সকল অন্বেষণ করিও। পরে সুদর্শন পর্ব্বত, উহার পর দেবসখা শৈল। ঐ পর্ব্বত বৃক্ষে পুর্ণ ও পক্ষি সমূহে সমাকীর্ণ। তোমরা উহার কাঞ্চনবন, নির্ঝর ও গুহায় গমন করিও।

পরে একটী বিস্তীর্ণ শূন্য স্থান পাইবে। উহা চতুর্দ্দিকে শত যোজন, তথায় নদী পর্ব্বত ও বৃক্ষ নাই এবং কোন প্রকার প্রাণীও দৃষ্ট হয় না। তোমরা সেই ভীষণ প্রদেশ শীঘ্র অতিক্রম করিয়া শুভ্রকান্তি কৈলাসে যাইও। তথায় ধনাধিপতি

কুবেরের এক সুরম্য প্রাসাদ আছে। উহা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত পাণ্ডুবর্ণ ও স্বর্ণখচিত। ঐ পর্ব্বতে একটী সরোজ-শোভিত সরোবর আছে। উহাতে অপ্সরোগণ বিহার করিতেছে, হংস সারস প্রভৃতি জলবিহঙ্গেরা বিচরণ করিতেছে এবং সর্ব্বলোকপূজিত কুবের গুহ্যকগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তোমরা ঐ কৈলাসের গণ্ডশৈল ও গুহা সকল অন্বেষণ করিও।

পরে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত। উহার রন্ধ্রদেশ নিতান্ত দুর্গম। তোমরা সাবধানে তন্মধ্যে প্রবেশ করিও। তথায় সূর্য্যকান্তি দেবরূপী মহর্ষিগণ দেবগণের প্রার্থনাক্রমে বাস করিয়া আছেন। উহার পর মানস পর্ব্বত। পূর্ব্বে ঐ স্থানে অনঙ্গদেব তপস্যা করিয়াছিলেন। তথায় বৃক্ষ নাই এবং দেবতা রাক্ষস প্রভৃতি প্রাণিগণও গমন করিতে পারে না।

পরে মৈনাক পর্ব্বত। উহাতে ময় দানবের একটী প্রাসাদ আছে। তিনি স্বয়ং ঐ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহার ইতস্ততঃ তুরঙ্গবদনা স্ত্রীদিগের আলয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। তোমরা ঐ পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক সিদ্ধাশ্রমে গমন করিও। তথায় বৈখানস ও বালখিল্য প্রভৃতি নিষ্পাপ তপঃসিদ্ধ তাপসেরা বাস করিতেছেন। তোমরা উহাঁদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক সবিনয়ে সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসিও। ঐ আশ্রমে বৈখানস ঋষিগণের স্বর্ণসরোজপূর্ণ একটী সরোবর আছে। তথায় অরুণবর্ণ হংসেরা বিচরণ করিতেছে এবং কুবেরবাহন সর্ব্বভৌমনামে হস্তী করিণী সমভিব্যাহারে পর্য্যটন করিয়া থাকে।

পরে একটী বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। ঐ স্থানে চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্র নাই এবং মেঘও দৃষ্ট হয় না। উহা সততই নিস্তব্ধ আছে। তথায় তপঃসিদ্ধ দেবকল্প মহর্ষিগণ বিশ্রামসুখ অনুভব করিতেছেন। উহাঁদিগের দেহপ্রভা সূর্য্যজ্যোতিবৎ প্রদীপ্ত, তদ্দ্বারা ঐ প্রদেশ আলোকিত হইতেছে। উহার পর শৈলোদা নদী, ঐ নদীর উভয় তীরে কীচক বংশ উৎপন্ন হইয়াছে। সিদ্ধগণ তাহা ধারণ পূর্ব্বক পর পারে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

অনন্তর উত্তরকুরু। উহা কৃতপুণ্যদিগের বাসস্থান; তথায় বহুসংখ্য নদী ও উৎকৃষ্ট সরোবর আছে। ঐ সকল নদী ও সরোবরে স্বর্ণের রক্তোৎপল এবং নীল বৈদুর্য্যের পত্র দৃষ্ট হয়। তীরে বিম্বাকার মুক্তাফল এবং মহামূল্য মণি ও স্বর্ণ। তথাকার দীর্ঘিকা সকল রক্তবর্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে। উহার ইতস্ততঃ রত্ন পর্ব্বত এবং নানা প্রকার বৃক্ষ আছে। ঐ সমস্ত বৃক্ষের গন্ধ রস ও স্পর্শ উৎকৃষ্ট, ফল পুষ্প সততই জন্মে এবং শাখা প্রশাখায় কলকণ্ঠ পক্ষী আছে। বৃক্ষ হইতে বিচিত্র বস্ত্র, মুক্তাখচিত বৈদুর্য্যজড়িত স্ত্রীপুরুষের যোগ্য সর্ব্বকালসুখসেব্য অলঙ্কার, আস্তরণশোভী শয্যা, মনোহর মাল্য, তৃপ্তিকর অন্নপান এবং সুরূপা গুণবতী যুবতী সকল উৎপন্ন হইতেছে। তথায় উজ্জ্বলদেহ সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, ও কিন্নর আছে। উহারা পুণ্যবান ও ভোগাসক্ত, রমণীগণের সহিত সততই ক্রীড়া করিতেছে। ঐ স্থানে প্রীতিকর গীতবাদ্য ও হাস্যের কোলাহল শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। তথায় সকলেই হৃষ্ট এবং তথায় নিয়তই নানাপ্রকার মনোহর ভাব দৃষ্ট হইতেছে।

অনন্তর উত্তর সমুদ্র। উহার মধ্যে স্বর্ণময় সোমগিরি আছে। সেই স্থানে সূর্যোদয় না হইলেও সোমগিরি সমস্ত আলোকিত করিতেছে। তদ্দৃষ্টে বোধ হয়, যেন ঐ প্রদেশ সূর্য্যশ্রীশূন্য নহে। তথায় বিশ্বব্যাপি দেবপ্রধান ভগবান শম্ভু ব্রহ্মর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তিনি রুদ্র-মূর্ত্তি ও বিশ্বভাবন। তোমরা উত্তর কুরু অতিক্রম পূর্ব্বক আর যাইও না। সোমগিরি সুরগণেরও অগম্য। উহাতে কেহই গমন করিতে পারে না। তোমরা দূর হইতে উহা দর্শন করিয়া শীঘ্র আসিও। উহার পর অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অসীম স্থান; আমরা তাহার কিছুই জানি না। বানরগণ! এক্ষণে যে সমস্ত দেশ নির্দ্দেশ করা গেল এবং যতগুলি অনির্দ্দিষ্ট রহিল, তোমরা সর্ব্বত্রই যাইও। সীতার উদ্দেশ করিতে পারিলে রামের এবং আমার সবিশেষ প্রীতির হইবে। বলিতে কি, আমি তোমাদিগকে সপরিবারে পরম সমাদরে রাখিব এবং তোমরাও অন্যের আশ্রয় হইয়া প্রিয়তমার সহিত নিষ্কণ্টকে পৃথিবীতে পর্য্যটন করিতে পারিবে।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর সুগ্রীব মহাবীর হনুমানের উপর কার্য্যসিদ্ধির সম্যক প্রত্যাশা করিয়া কহিলেন, বীর! তোমার গতি পৃথিবী, আকাশ ও দেবলোকেও প্রতিহত হয় না। তুমি অসুর, গন্ধর্ব্ব, উরগ, মনুষ্য ও দেবলোক সমস্তই জ্ঞাত আছ।

তোমার গতি বেগ তেজ ও ক্ষিপ্রকারিতা নিজ পিতা অনিলেরই তুল্য। এই জীবলোকে তোমার তুল্য তেজস্বী হয় নাই, হইবেও না। এক্ষণে যাহাতে জানকীর অনুসন্ধান হয়, তুমি তাহাই চিন্তা কর। নীতিবিশারদ! তোমার বল বুদ্ধি ও উৎসাহ অসাধারণ, তুমি নীতি নিরূপণ ও দেশ কালের অনুসরণ করিতে পার।

তখন রাম মনে করিলেন, কপিরাজ সুগ্রীব হনুমানকেই কার্য্য নির্ব্বাহে সমর্থ বুঝিতেছেন, এবং 'আমারও বোধ হয়, হনুমান হইতেই কার্য্যোদ্ধার হইবে। ইহাঁর বল বুদ্ধি সম্যক পরীক্ষিত, সুগ্রীব ইহাঁকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, সুতরাং ইনি জানকীর উদ্দেশে প্রস্থান করিলে যে, কৃতকার্য্য হইয়া আসিবেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

রাম এইরূপ চিন্তা করিয়া, যেন ইষ্ট লাভে হৃষ্ট হইলেন, এবং জানকীর প্রত্যয়ের জন্য হনুমানের হস্তে স্বনামাঙ্কিত এক অঙ্গুরীয় প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বীর! আমি যে তোমায় প্রেরণ করিলাম, জানকী এই অভিজ্ঞানে তাহা জানিতে পারিবেন এবং তোমাকে অশঙ্কিতমনে দেখিবেন। তোমার যাদৃশ অধ্যবসায় এবং যেরূপ বলবীর্য্য, ইহাতে আমার যে, কার্য্যসিদ্ধি হইবে, আমি তদ্বিষয়ে কিছুই সংশয় করি না।

তখন হনুমান ঐ অঙ্গুরীয় কৃতাঞ্জলিপুটে গ্রহণ ও মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক রামকে প্রণিপাত করিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে মহাবল বানরসৈন্য, তিনি নির্ম্মল নভোমণ্ডলে তারকাবেষ্টিত অকলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় শোভিত হইলেন।

পরে রাম কহিলেন, পবনকুমার! তুমি সিংহবিক্রম ও মহাবীর; আমি তোমারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিলাম; এক্ষণে তুমি যেরূপে জানকীরে দেখিতে পাও তাহাই করিও।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

পরে সুগ্রীব রামের কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশে বানরদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বীরগণ! আমি যেরূপ আদেশ করিলাম, তোমরা গিয়া তদনুসারে সীতাকে অন্বেষণ করিয়া আইস।

অনন্তর বানরগণ সুগ্রীবের এই উগ্র শাসন শিরোধার্য্য করিয়া লইল এবং পতঙ্গবৎ দলে দলে ভূমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। মহাবল শতবলি হিমাচলশোভিত উত্তরে, যূথপতি বিনত পূর্ব্বে, এবং হনুমান অঙ্গদ প্রভৃতি বীরগণকে লইয়া দক্ষিণে, এবং সুষেণ ভীষণ পশ্চিম দিকে যাত্রা করিলেন। সুগ্রীব প্রত্যেককে যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যেক দিকে নিয়োগ করিয়া, যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। রামও সীতাপ্রাপ্তিকাল প্রতীক্ষায় লক্ষ্মণের সহিত প্রস্রবণ পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বানরগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট দিক লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে চলিল। গমনকালে কেহ গর্জ্জন কেহ সিংহনাদ কেহ

বা চীৎকার আরম্ভ করিল। সকলেই কহিতে লাগিল, আমি রাবণকে বিনাশ করিয়া জানকীরে উদ্ধার করিব। কেহ কহিল, না, তোমরা থাক, আমিই একাকী রাবণকে বধ করিয়া, পাতাল হইতেও শ্রমকম্পিতা সীতাকে আনিব। কেহ কহিল, আমি বৃক্ষ দগ্ধ করিব, পর্ব্বত চূর্ণ করিয়া ফেলিব এবং সাগরপর্য্যন্ত শোষণ করিব। কেহ কহিল, আমি এক যোজন লম্ফ দিব; অপরে কহিল, আমি দশসহস্র যোজন লম্ফ প্রদান করিব। কেহ কেহ বা কহিল, আমার গতি পৃথিবী পর্ব্বত সমুদ্র বন ও পাতালেও প্রতিহত হয় না, আমি সর্ব্বত্রই পর্য্যটন করিব। তৎকালে বানরগণ বীর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়া, এইরূপ নানাপ্রকার আস্ফালন করিতে লাগিল।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর বানরেরা সীতার উদ্দেশে প্রস্থান করিলে রাম সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসিলেন, সখে! বল, তুমি কি প্রকারে পৃথিবীর সকল স্থান জানিতে পারিলে?

তখন প্রণতস্বভাব সুগ্রীব কহিতে লাগিলেন, সখে! আমি এই বিষয় অবিকল সমস্তই কহিতেছি, শুন। একদা বালী মহিষরূপী দুন্দুভি নামক কোন এক দানবকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হন। তদ্দর্শনে দানব ভীত হইয়া, মলয় গিরির এক গুহায় প্রবেশ করে। বালীও উহার অনুসরণক্রমে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হন। ঐ সময় আমি তাঁহার প্রতীক্ষায় বিনীতভাবে

গুহাদ্বারে দণ্ডায়মান ছিলাম। সংবৎসর কাল অতীত হইয়া গেল তথাচ তিনি নিষ্ক্রান্ত হইলেন না।

অনন্তর আমি অতিশয় বিস্মিত এবং ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইলাম। ফলত তৎকালে আমার সম্পূর্ণ বুদ্ধিবৈকল্যই ঘটিয়াছিল; বুঝিলাম, বালি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তখন আমি দুন্দুভিকে বিবরে অবরোধ পূর্ব্বক বধ করিব ইহাই স্থির করিলাম, এবং শৈলপ্রমাণ শিলাখণ্ড দ্বারা বিলদ্বার আচ্ছাদিত রাখিলাম। মহাবীর বালির জীবিতকল্পে আমার বিলক্ষণ সংশয় জন্মে, সুতরাং আমি কিষ্কিন্ধায় প্রত্যাগমন করিলাম, এবং বিস্তীর্ণ কপিরাজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক মিত্রগণের সহিত তারা ও রুমাকে লইয়া, নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে লাগিলাম।

ইত্যবসরে কপিরাজ দুন্দুভিকে নিপাত পূর্ব্বক আগমন করিলেন। তখন আমি ভ্রাতৃগৌরব ও ভয়ে জড়ীভূত হইয়া, তাঁহাকে রাজ্য অর্পণ করিলাম। কিন্তু ঐ দুষ্টস্বভাব আমার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ছিলেন, আমার বিনাশেই তাঁহার সম্পূর্ণ অভিলাষ হইল।

অনন্তর আমি এই ব্যাপার অবগত হইয়া, প্রাণের আশঙ্কায় মন্ত্রিবর্গের সহিত পলায়ন করিলাম। বালিও আমার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি এই উপলক্ষে নানা নগর ও নদী দেখিলাম। তৎকালে এই পৃথিবী আমার চক্ষে গোষ্পদবৎ, ভ্রমণবেগে অলাতচক্রবৎ, এবং দৃশ্য পদার্থের সুস্পষ্টতা নিবন্ধন দর্পণতলবৎ বোধ হইতে লাগিল। সখে! প্রথমে আমি পূর্ব্বদিকে যাই; তথায় নানাপ্রকার বৃক্ষ,

গুহাগহন গিরি ও রমণীয় সরোবর দেখি। ধাতুরঞ্জিত উদয়াচল এবং অপ্সরোগণের বিহারস্থান ক্ষীরোদ সমুদ্রও দর্শন করি। এদিকে বালি আমার অনুসরণক্রমে সেই দিকে উপনীত। তখন আমি তৎক্ষণাৎ দক্ষিণাভিমুখী হইলাম। ঐ স্থানে বিন্ধ্যগিরি এবং নিবিড় চন্দন বন। বালিও তথায় গিয়া বৃক্ষ ও পর্ব্বতের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিলেন। তদ্দর্শনে আমি ভীত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলাম, এবং নানা দেশ ও অস্তাচল দেখিতে পাইলাম। সকল স্থলেই বালি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছেন। অনন্তর আমি উত্তর দিকে চলিলাম, এবং হিমাচল, সুমেরু ও উত্তর সমুদ্র পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু কোন স্থানেও আশ্রয় পাইলাম না।

তখন ধীমান হনুমান আমাকে কহিলেন, দেখ, পূর্ব্বকালে মহর্ষি মতঙ্গ উদ্দেশে বালিকে এই রূপ অভিশাপ দেন, যে, অতঃপর যদি বালি আমার এই আশ্রমপদে পুনরায় প্রবেশ করে, তবে তাহার মস্তক শতধা চূর্ণ হইবে। রাজন্! এক্ষণে এই কথা আমার স্মরণ হইল। সুতরাং মতঙ্গাশ্রমে বাস আমাদিগের সুখের ও নিরুদ্বেগের হইবে।

অনন্তর আমি ঐ আশ্রমের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম এবং তথায় উপস্থিত হইয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলাম। বলিতে কি, বালি মহর্ষি মতঙ্গের শাপভয়ে তন্মধ্যে আর প্রবেশ করিতে পারিলেন না। সখে! আমি এইরূপে সমগ্র ভূমণ্ডল প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

এদিকে বানরগণ জানকীর অনুসন্ধানার্থ মহাবেগে যাইতেছে এবং শৈল কানন সরোবর ও নদীবহুল দেশ সমুদায় অন্বেষণ করিতেছে। উহারা বহুযত্নে সমস্ত দিন পর্য্যটন করে এবং যথায় সমস্ত ঋতুশ্রী বিরাজমান, বৃক্ষ সকল ফলপুষ্পে পূর্ণ, সেই স্থানে রাত্রিযোগে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া থাকে।

এইরূপে প্রস্থান দিবস হইতে গণনায় ক্রমশ মাস পূর্ণ হইয়া আসিল। তখন বানরেরা সীতার উদ্দেশে হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল। মহাবীর বিনত মন্ত্রিবর্গের সহিত পূর্ব্বদিক হইতে, শতবলি উত্তর দিক হইতে এবং সুষেণ সসৈন্যে ভীতমনে পশ্চিম দিক হইতে আগমন করিতে লাগিল। কপিরাজ সুগ্রীব রামের সহিত প্রস্রবণ শৈলে উপবিষ্ট ছিলেন; সকলে তাঁহার সন্নিহিত হইল এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল, রাজন্! আমরা পর্ব্বত ও নিবিড় বন অন্বেষণ করিয়াছি, নদী, সমুদ্রান্তর্গত দ্বীপ ও জনপদ দেখিয়াছি, লতাজালজটিল গুল্ম এবং আপনার নির্দ্দিষ্ট গুহা সকল অনুসন্ধান করিয়াছি, দুর্গম বিষম প্রদেশে বৃহৎ বৃহৎ জীবজন্তু অন্বেষণ ও হনন করিয়াছি; আমরা এই সমস্ত স্থান পুনঃ পুন পর্য্যটন করিলাম তথাচ জানীকীরে পাইলাম না। রাজন্! তিনি যে দিকে, পবনকুমার তদভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। হনুমানের বলবীর্য্য অসাধারণ এবং তাঁহার

সমভিব্যাহারে যাঁহারা আছেন তাঁহারাও মহাবীর, তিনি যে সীতার উদ্দেশ লইয়া আসিবেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগের কিছুমাত্র সংশয় হইতেছে না।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

এদিকে মহাবীর হনুমান তার ও অঙ্গদের সহিত দক্ষিণ দিক পর্য্যটন করিতেছেন। তিনি অন্যান্য বানর সমভিব্যাহারে দূরপথ অতিক্রম করিয়া বিন্ধ্যাচলে উত্তীর্ণ হইলেন এবং তত্রত্য গুহা, গহন বন, নদ, নদী, দুর্গ, সরোবর ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সকল স্থানই দেখিলেন, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলেন না।

অনন্তর সকলে পর্য্যটনক্রমে নানা প্রকার ফলমূল ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল। ঐ দুষ্প্রবেশ বিস্তীর্ণ প্রদেশ জলশূন্য ও জনশূন্য, উহারা তাদৃশ ঘোর অরণ্য বিচরণ পূর্ব্বক অধিকতর কাতর হইয়া পড়িল, এবং ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অশঙ্কিত মনে অন্যত্র গমন করিল। তথায় বৃক্ষের ফল পুষ্প ও পত্র নাই, নদী শুষ্ক, সুদৃশ্য সুকোমল ভৃঙ্গসঙ্কুল সুগন্ধি পদ্মের বিকাশ নাই, মূল সুলভ নহে, হস্তী ব্যাঘ্র মহিষ প্রভৃতি পশু ও পক্ষী দৃষ্ট হয় না, এবং ওষধি ও লতাও দুর্লভ।

পূর্ব্বে ঐ বনে কণ্ডু নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি সত্যবাদী ও ক্রোধপরায়ণ, নিয়মপ্রভাবে তাঁহাকে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ বোধ হইত। কণ্ডুর দশ বৎসরের একটী পুত্র ছিল। ঐ

ঘোর অরণ্যে তাহার মৃত্যু হয়। তদ্দর্শনে কণ্ডু যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঠেন এবং সমগ্র বনকে অভিসম্পাত করেন। বলিতে কি, তদবধি ঐ স্থানের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। বানরগণ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া, উহার প্রান্ত-দেশ গিরিগুহা ও নদীর মূল সকল অন্বেষণ করিল; কিন্তু কোথাও সীতা বা রাবণের উদ্দেশ পাইল না।

অনন্তর বানরেরা তথা হইতে অন্য বনে চলিল। ঐ স্থান তরুলতাগহন ও ভীষণ; উহারা তন্মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে সহসা এক ভয়ঙ্কর অসুরকে দেখিতে পাইল। অসুর পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড, বরগর্ব্বে অমরগণ হইতেও ভীত নহে। বানরগণ উহাকে দেখিবামাত্র কটিতট দৃঢ়তর বন্ধন করিতে লাগিল। তখন অসুর উহাদিগকে কহিল, দেখ্, তোরা এই দণ্ডেই মরিলি, এই বলিয়া সে ক্রোধভরে বজ্রমুষ্টি উদ্যত করিয়া ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে মহাবীর অঙ্গদ রাবণবোধে ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উহাকে তলপ্রহার করিলেন। সে তৎ-ক্ষণাৎ প্রহারবেগে কাতর হইয়া, শোণিত উদ্গার পূর্ব্বক প্রক্ষিপ্ত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পড়িল।

অনন্তর গর্ব্বিত বানরগণ গহন গুহা অনুসন্ধান করিতে লাগিল এবং উহা সম্যক রূপ দৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, আর একটী গহ্বরে প্রবেশ করিল। অনন্তর সকলে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, পর্য্যটনশ্রমে যার পর নাই ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং একান্ত নিরুৎসাহ হইয়া নির্জ্জনে এক বৃক্ষমূল আশ্রয় পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিল।

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

ইত্যবসরে সুবিজ্ঞ অঙ্গদ বানরগণকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, বানরগণ! আমরা বন পর্ব্বত নদী দুর্গ ও গুহা সকল অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলাম না এবং যে তাঁহাকে হরণ করিয়াছে, সেই দুরাচার নিশাচরকেও দেখিলাম না। এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হইল। রাজা সুগ্রীবের শাসন অতি কঠোর; আইস, আমরা দুঃখক্লেশ তুচ্ছ করিয়া এখনও এই দুর্গম বন অনুসন্ধান করি। শোক আলস্য ও নিদ্রাবেশ দূর করা আবশ্যক; দক্ষতা ও সাহস কার্য্যসিদ্ধির কারণ; যত্ন ও পরিশ্রমের ফল অবশ্যই দৃষ্ট হইবে। এক্ষণে হতাশ হইও না, সাহস আশ্রয় কর। সুগ্রীব উগ্র স্বভাব, তাঁহার শাসনও ভীষণ, সুতরাং তাঁহাকে ও মহাত্মা রামকে ভয় করিতে হইবে। বানরগণ! আমি তোমাদের সকলকে হিতোদ্দেশেই এইরূপ কহিলাম, এক্ষণে ইহা সঙ্গত হইল কি না, বল।

গন্ধমাদন শ্রমকাতর ও পিপাসার্ত্ত ছিল। সে বীর অঙ্গদের এই কথা শুনিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, দেখ, যুবরাজ যাহা কহিলেন, ইহা সুসঙ্গত হিতজনক ও অনুকূল। আইস, আমরা পুনর্ব্বার সুগ্রীবনির্দ্দিষ্ট শৈল, শিলা, গিরিদুর্গ, শূন্য কানন ও প্রস্রবণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই।

অনন্তর বানরগণ গাত্রোত্থান করিল, এবং গহন বন ও

প্রস্রবণ সকল অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ঐ স্থানে শারদীয়জলদকান্তি রজত পর্ব্বত বিরাজমান; উহারা ঐ পর্ব্বতে আরোহণ করিল এবং জানকীর দর্শন পাইবার জন্য রমণীয় লোধ্র ও সপ্তপর্ণের বনে বিচরণ করিতে লাগিল।

ক্রমশ পর্য্যটনশ্রমে সকলে ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং ঐ পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে অবতীর্ণ হইল। উহাদের মন উদ্‌ভ্রান্ত ও বিকল হইয়া গিয়াছে। উহারা এক বৃক্ষমূল আশ্রয় পূর্ব্বক ক্ষণকাল বিশ্রাম করিল এবং গতক্লম হইয়া উৎসাহের সহিত পুনর্ব্বার বিন্ধ্যপর্ব্বত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

পঞ্চাশ সর্গ।

হনুমান তার ও অঙ্গদের সহিত বিন্ধ্যাচলে আরোহণ পূর্ব্বক হিংস্রজন্তুসঙ্কুল গুহা, সঙ্কট স্থল ও প্রস্রবণ সকল অন্বেষণ করিয়া নৈঋ‌ত দিকের শিখরে উত্থিত হইলেন। উহা সুবিস্তীর্ণ গুহাগহন ও দুর্গম। তৎকালে গয়, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ ও জাম্ববান প্রভৃতি বানরগণ পরস্পর পরস্পরের অদূরবর্ত্তী হইয়া জানকীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। ঐ স্থানে একটী অনাবৃত গর্ত্ত আছে, নাম ঋক্ষ বিল; উহা দানবরক্ষিত, লতাজালসংবৃত ও বৃক্ষবহুল; ফলত

তন্মধ্যে প্রবেশ করা অতিশয় সুকঠিন। বানরগণ ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া জল অন্বেষণ করিতেছিল, ইত্যবসরে সহসা ঐ বিস্তীর্ণ গর্ত্ত দেখিতে পাইল। গর্ত্ত হইতে হংস ক্রৌঞ্চ ও সারসগণ নিষ্ক্রান্ত হইতেছে এবং চক্রবাক সকল পদ্মপরাগে রঞ্জিত হইয়া জলার্দ্রদেহে আসিতেছে। বানরগণ উহা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইল, এবং উহার সন্নিহিত হইবামাত্র হর্ষে পুলকিত হইয়া উঠিল। দেখিল, গর্ত্তে নানা প্রকার জীবজন্তু আছে; উহা দুর্দ্দর্শ দুষ্প্রবেশ্য ও ভীষণ, যেন দানবরাজের নিভৃত বাসের সম্যক উপযুক্ত স্থান।

অনন্তর হনুমান অরণ্যসঞ্চারনিপুণ বানরগণকে কহিলেন, আমরা এই পার্ব্বত্য প্রদেশ পর্যটন পূর্ব্বক ক্লান্ত হইয়াছি, পিপাসায় আমাদিগের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দেখ, এই বিলদ্বার হইতে হংস, সারস, ক্রৌঞ্চ ও চক্রবাকগণ জলার্দ্র দেহে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, এবং দ্বারস্থ বৃক্ষের পত্র গুলিও রসার্দ্র। এই লক্ষণে স্পষ্টই বোধ হয়, গর্ত্তের অভ্যন্তরে কূপ বা হ্রদ আছে। এক্ষণে আইস, আমরা ইহাতে প্রবেশ করি।

অনন্তর সকলে ঐ গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। উহা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ভীষণ। ইতস্তত মৃগ, পক্ষী ও সিংহ সকল সঞ্চরণ করিতেছে। কিন্তু তন্মধ্যে বানরগণের দৃষ্টি তেজ ও পরাক্রম কিছুতেই প্রতিহত হইল না। উহারা ঐ গাঢ় তিমিরে পরস্পরকে ধারণ পূর্ব্বক বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল এবং রমণীয় স্থান ও নানা প্রকার বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিতে করিতে এক যোজন অতিক্রম করিল। সকলের সংজ্ঞা বিলুপ্ত,

সকলেই তটস্থ, পিপাসার্ত্ত ও জলার্থী হইয়া অবিশ্রান্ত যাইতেছে। সকলের দেহ শীর্ণ, মুখ মলিন এবং সকলেই প্রাণরক্ষায় একান্ত হতাশ।

ইত্যবসরে সহসা আলোক দৃষ্ট হইল। উহারাও গতিপ্রসঙ্গে একটী বনে প্রবেশ করিল। তথায় অন্ধকারের লেশ মাত্র নাই, জ্বলন্তঅগ্নিসদৃশ স্বর্ণের বৃক্ষ সকল রহিয়াছে। সাল, তাল, তমাল, পুন্নাগ, বঞ্জুল, ধব, চম্পক, নাগ ও কুসুমিত কর্ণিকার বিচিত্র স্বর্ণের স্তবক, সেখর, রক্তবর্ণ পল্লব ও লতা জালে অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে। ঐ সমস্ত বৃক্ষ তরুণ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, মূলে বৈদুর্য্যময় বেদি। তথায় কোথাও নীল বৈদুর্য্যবর্ণ ভ্রমরপুর্ণ পদ্মলতা, কোথাও স্বচ্ছসলিল সরোবর, তন্মধ্যে স্বর্ণের মৎস্য ও উৎকৃষ্ট পদ্ম রহিয়াছে। কোথাও বৈদুর্য্যখচিত স্বর্ণ ও রৌপ্যের সপ্ততল গৃহ, উহাতে স্বর্ণের গবাক্ষ মুক্তাজালে আবৃত আছে। কোথাও প্রবালতুল্য বৃক্ষ সকল ফল পুষ্পে অবনত, কোথাও স্বর্ণের ভ্রমর, কোথাও মণিকাঞ্চনচিত্রিত বিবিধ শয্যা ও আসন, কোন স্থানে স্বর্ণ রজত ও কাংস্যের পাত্র, কোথাও দিব্য অগুরু ও চন্দনের স্তূপ, কোথাও পবিত্র ফল মূল, কোথাও বিচিত্র কম্বল, কোথাও মহামূল্য যান ও স্বাদু মদ্য, এবং কোথাও বা উৎকৃষ্ট বস্ত্র; বানরগণ ঐ গুহা মধ্যে ইতস্তত এই সমস্ত দেখিতে পাইল।

পরে উহারা অদূরে একটী তাপসীকে দেখিল। তাঁহার পরিধান চীর ও কৃষ্ণাজিন এবং আহার পরিমিত। তিনি স্বতেজে হুতাশনের ন্যায় জ্বলিতেছেন। বানরগণ উহাঁকে

দেখিবামাত্র যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল এবং উহাঁর চতুর্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিল।

অনন্তর হনুমান কৃতাঞ্জলিপুটে ঐ বর্ষীয়সীকে অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, তাপসি! বলুন, আপনি কে? এবং এই গৃহ, গর্ত্ত ও রত্ন সমস্তই বা কাহার?

একপঞ্চাশ সর্গ

হনুমান ঐ সর্ব্বভূতহিতকারিণী ধর্ম্মচারিণীকে পুনর্ব্বার কহিলেন, তাপসি! আমরা শ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া, সহসা এই তিমিরাচ্ছন্ন গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইয়াছি। এই স্থানের সমস্তই অদ্ভুত; দেখিয়া চকিত ভীত ও হতজ্ঞান হইতেছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই রক্তবর্ণ স্বর্ণময় বৃক্ষ ফলপুষ্পে অবনত হইয়া সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে, এ সকল কাহার? ঐ পবিত্র ভক্ষ্য ফলমূল, এই মুক্তাজালখচিত গবাক্ষশোভিত স্বর্ণ ও রজতের গৃহ, এই স্বর্ণের বিমান, ঐ নির্ম্মলজলে স্বর্ণের পদ্ম, এবং এই স্বর্ণের মৎস্য ও কচ্ছপই বা কাহার? তাপসি! ইহা কি আপনার প্রভাব? না অন্য কাহারও তপোবল? ফলত আমরা ইহার কিছুই জানি না, আপনি সমস্তই বলুন।

তখন তাপসী কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে ময় নামে কোন এক মায়াবী দানব ছিল। সে দানবদলে বিশ্বকর্ম্মা বলিয়া

প্রসিদ্ধ। ঐ ময় অরণ্যে সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিয়া, প্রজাপতি ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করে, এবং তাঁহারই বরে শিল্পজ্ঞান অধিকার পূর্ব্বক মায়াবলে এই স্বর্ণের বন ও দিব্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে।

অনন্তর দানবরাজ ময় এই বনে কিছুকাল সুখে অধিবাস পূর্ব্বক এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে লাগিল। ঐ সময় হেমা নাম্নী এক অপ্সরাতে উঁহার অনুরাগ জন্মে। তদ্দর্শনে সুররাজ স্ববিক্রমে বজ্র দ্বারা উঁহাকে নিপাত করেন। পরে ব্রহ্মা হেমাকে এই উৎকৃষ্ট বন, এই স্বর্ণের গৃহ এবং এই সমস্ত ভোগ্য বস্তু প্রদান করিয়াছিলেন। আমি মেরুসাবর্ণির কন্যা; নাম স্বয়ংপ্রভা। হেমা আমার প্রিয়সখী। তিনি নৃত্যগীতে অতিশয় নিপুণ। বলিতে কি, আমি তাঁহারই অনুরোধে এই গৃহ রক্ষা করিতেছি। এক্ষণে তোমরা কি উদ্দেশে এই নিবিড় কাননে প্রবেশ করিয়াছ এবং এই স্থানই বা কিরূপে অবগত হইলে? আমি তোমাদিগকে স্বাদু ফলমূল ও পানীয় জল দিতেছি, তোমরা পানভোজনে শ্রান্তিদূর করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বল।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

তাপসী পুনরায় কহিলেন, বানরগণ! যদি ফলমূলে তোমাদের শ্রান্তি দূর হইয়া থাকে, এবং আমূলত সকল উল্লেখ করিতে যদি কোন রূপ সঙ্কোচ না থাকে, ত বল, শুনিতে ইচ্ছা করি।

তখন হনুমান অকপটে কহিতে লাগিলেন, তাপসি! রাজা দশরথের পুত্র রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীরে লইয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি সকলের অধিপতি, ইন্দ্রপ্রভাব ও বরুণবিক্রম। দুরাত্মা রাবণ সেই রামের পত্নীকে জনস্থান হইতে অপহরণ করিয়াছে। কপিরাজ সুগ্রীব তাঁহার প্রিয়সখা, এক্ষণে তিনি আমাদিগকে সীতা ও রাবণকে অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। আমরাও তদীয় আদেশে দক্ষিণ দিকে আসিয়াছি। দেবি! এই স্থানে বন সমুদ্র সমস্তই দেখিলাম, কিন্তু কোথাও সীতাকে পাইলাম না।

পরে আমরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া এক বৃক্ষমূল আশ্রয় করিলাম। তৎকালে আমাদের মুখশ্রী মলিন হইয়াছিল। সকলে বিষণ্ণ এবং সকলেই চিন্তাসাগরে নিমগ্ন। আমরা কিংকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতেছি, ইত্যবসরে সহসা এই তিমিরাচ্ছন্ন তরুলতাগহন গর্ত্ত দেখিতে পাইলাম। এই গর্ত্ত হইতে হংস, কুরর, ও সারসেরা জলার্দ্রদেহে পদ্মপরাগরঞ্জিত পক্ষে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল। তদ্দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝিলাম, ইহার অভ্যন্তরে সরোবর আছে।

অনন্তর আমি বানরগণকে কহিলাম, চল, আমরা এই গর্ত্তে প্রবিষ্ট হই। ফলত ইহাতে যে কূপ বা হ্রদ আছে, তৎকালে ইহা সকলেরই অনুমান হইয়াছিল। পরে আমরা পরস্পরের কর গ্রহণ পূর্ব্বক এই অন্ধকারময় গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইলাম।

তাপসি! এই আমাদিগের কার্য্য, এই উদ্দেশেই আসি-

য়াছি। আমরা ক্ষুধার্ত্ত ও ক্ষীণ হইয়া, তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম; তুমি আতিথ্য উপলক্ষ্যে যে সমস্ত ফল মূল প্রদান করিলে, ভক্ষণ করিলাম। আমরা ক্ষুধার উদ্রেকে মৃতকল্প হইয়া ছিলাম, তুমিই সকলকে রক্ষা করিলে; এক্ষণে বল, আমরা তোমার কিরূপ প্রত্যুপকার করিব।

তখন সর্ব্বদর্শিনী স্বয়ংপ্রভা কহিলেন, বানরগণ! আমি তোমাদিগের বাক্যে পরিতুষ্ট হইলাম। ধর্ম্মাচরণই আমার কার্য্য, এতদ্ভিন্ন অন্য কিছুতেই আমার আর স্পৃহা নাই।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর হনুমান সুলোচনা তাপসীর এই ধর্ম্মানুকুল বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মশীলে! আমরা তোমার শরণাপন্ন হইলাম। মহাত্মা সুগ্রীব জানকীর অনুসন্ধানার্থ আমাদিগকে একমাস সময় নির্দ্ধারিত করিয়া দেন, কিন্তু এই গর্ত্তে পরিভ্রমণ করিতে গিয়া তাহা অতিক্রান্ত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি আমাদিগকে ইহা হইতে উদ্ধার কর। আমরা সুগ্রীবের আদেশ লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রাণসঙ্কটে পড়িয়াছি, এবং তাঁহার ভয়ে শঙ্কিত হইতেছি, এক্ষণে তুমি রক্ষা কর। আর্য্যে! আমাদিগের গুরুতর কার্য্যের অনুরোধ আছে, কিন্তু এ স্থানে বদ্ধ থাকিলে সকলই বিফল হইয়া যায়।

তখন তাপসী কহিলেন, দেখ, এই গর্ত্তে প্রবেশ করিলে

প্রাণসত্ত্বে নির্গত হওয়া কঠিন। এক্ষণে আমি তপ ও নিয়মবলে তোমাদিগকে উদ্ধার করিব। তোমরা চক্ষু নিমীলিত কর, নচেৎ কৃতকার্য্য হওয়া দুষ্কর হইবে।

অনন্তর বানরগণ নির্গমনবাসনায় পুলকিতমনে সুকুমার অঙ্গুলি দ্বারা নেত্র আবৃত করিল। তখন তাপসী উহাদিগকে নিমেষমাত্রে বিবর হইতে বাহির করিলেন, এবং আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বানরগণ! ঐ অদূরে তরুলতাগহন শ্রীমান বিন্ধ্যগিরি, এই প্রস্রবণ শৈল এবং ঐ মহাসাগর। এক্ষণে তোমরা কুশলে থাক, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। এই বলিয়া স্বয়ংপ্রভা গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

বানরেরা বহির্গত হইয়া দেখিল, অদূরে ভীষণ সমুদ্র তরঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতেছে। উহারা ময়ের মায়াকৃত গিরিদুর্গ পর্য্যটন প্রসঙ্গে সুগ্রীবের নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রম করিয়াছিল, এক্ষণে বিন্ধ্যাচলের প্রত্যন্ত দেশে উপবেশন পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিল। এদিকে বসন্তকাল উপস্থিত; বৃক্ষ পুষ্পস্তবকে অবনত এবং লতাজালে বেষ্টিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে উহারা যার পর নাই শঙ্কিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইল।

তখন যুবরাজ অঙ্গদ ঐ সকল শান্তপ্রকৃতি বৃদ্ধ বানরকে সসম্মানে সম্ভাষণ পূর্ব্বক মধুর বচনে কহিলেন, কপিগণ!

আমরা রাজা সুগ্রীবের আদেশে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি, কিন্তু ঐ বিবরে প্রবেশ করিয়া আমাদের কালবিলম্ব ঘটিয়াছে। দেখ, আমরা কার্ত্তিক মাসের শেষে কালসংখ্যায় বদ্ধ হই, পরে যাত্রা করি; এক্ষণে সেই নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হইল, অতঃপর কর্ত্তব্য কি, অবধারণ কর। তোমরা নীতিনিপুণ, সুবিখ্যাত, রণদক্ষ ও কার্য্যক্ষম। সুগ্রীবের আজ্ঞাক্রমে আমায় সমভিব্যাহারে লইয়া নির্গত হইয়াছ; কিন্তু যখন এই রূপ অকৃতকার্য্য হইলে, তখন নিশ্চয়ই তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত। কপিরাজের আজ্ঞা পালন না করিয়া কে সুখী থাকিতে পারে? এক্ষণে নিরূপিত কাল অতীত হইয়াছে, সুতরাং আজই প্রায়োপবেশন করা আমাদিগের উচিত। সুগ্রীব স্বভাবত উগ্র, প্রভুভাবে বিরাজ করিতেছেন, আমরা অপরাধী, তিনি কখনই আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। যখন সীতার উদ্দেশ হইল না, তখন নিশ্চয় প্রতিফল দিবেন। অতএব আজি গৃহ, ঐশ্বর্য্য, স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া এখানে প্রায়োপবেশন কর। আমরা প্রতিগমন করিলে রাজা নির্দ্দয়রূপ দণ্ড করিবেন, অতএব এই স্থানেই আমাদের মৃত্যু শ্রেয়। দেখ, কপিরাজ স্বয়ং কিছু আমাকে যৌবরাজ্য দেন নাই, বীর রামই ইহার কারণ। আমার উপর পুর্ব্বাবধিই সুগ্রীবের বৈর বদ্ধমূল হইয়া আছে, এক্ষণে তিনি এই ব্যতিক্রম পাইলে আমাকে গুরুতর দণ্ড করিবেন। তৎকালে আত্মীয় স্বজন আর কেন আমাকে বিপন্ন দেখিবেন, আমি এখানে এই পবিত্র সাগরতটে প্রায়োপবেশন করিব।

বানরগণ কুমার অঙ্গদের এই কথা শুনিয়া করুণকণ্ঠে

কহিতে লাগিল, সুগ্রীব উগ্রস্বভাব, রাম স্ত্রৈণ, নির্দ্দিষ্ট কালও অতিক্রান্ত হইয়াছে; এক্ষণে আমরা জানকীর উদ্দেশ না লইয়া গেলে, সুগ্রীব আমাদিগকে রামের প্রীতির জন্য বধ করিবেন। অপরাধ সত্ত্বে প্রভুর নিকট গমন নিষিদ্ধ। আমরা সুগ্রীবের সর্ব্বপ্রধান অনুচর আসিয়াছি, এক্ষণে হয় অনুসন্ধানে জানকীর সংবাদ লইয়া দিব, নচেৎ এই স্থানেই মরিব।

তখন মহাবীর তার বানরদিগকে ভীত দেখিয়া কহিল, 'কপিগণ! বিষণ্ণ হইও না, এক্ষণে যদি সকলের অভিপ্রায় হয় ত, আইস, এই গর্ত্তে বাস করি। এই গর্ত্ত ময়ের মায়ারচিত ও দুর্গম, ইহাতে পান ভোজনের সুবিধা আছে, এবং পুষ্প ও জলও যথেষ্ট। ইহার মধ্যে থাকিলে, কি ইন্দ্র, কি রাম, কি সুগ্রীব কাহাকেও ভয় করিতে হইবে না।

তখন বানরগণ এই অনুকূল বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পুলকিত-মনে কহিল, দেখ, যাহাতে আমাদিগের মৃত্যু না হয়, আজ অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাহাই কর।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

অঙ্গদ অষ্টাঙ্গ* বুদ্ধিযুক্ত চতুর্দ্দশ‡ গুণসম্পন্ন ও সামাদি† প্রয়োগে সুনিপুণ। তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং বিক্রমে পিতা বালিরই অনুরূপ। ইন্দ্র যেমন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের, সেইরূপ তিনি শশাঙ্কশোভন তারের মন্ত্রণা শুনিতেছেন। তাঁহার তেজ ও বীর্য্য শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল। তিনি সুগ্রীবের কার্য্য সাধনার্থ যৎপরোনাস্তি পরিশ্রান্ত হইয়াছেন। সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ হনুমান উঁহার ভাবগতিতে বুঝিলেন, বিস্তীর্ণ কপিরাজ্য উঁহার ভোগে নাই। তিনি ভাবান্তর জন্মাইবার সংকল্প করিলেন এবং বাক্‌কৌশলে বানরগণের মতভেদ করিয়া দিলেন।

অনন্তর হনুমান রোষোপশমন ভীষণ বাক্যে অঙ্গদকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, যুবরাজ! তুমি বালি অপেক্ষা রণদক্ষ এবং তাঁহারই ন্যায় কপিরাজ্যের ভার বহন করিতে পারিবে। কিন্তু বানরজাতি স্বভাবত চঞ্চলমতি; অনুরাগের কথা স্বতন্ত্র,

---

* শুশ্রূষা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, তর্ক, বিতর্ক ও অর্থতত্ত্বজ্ঞান এই অটটী বুদ্ধির অঙ্গ।

† সাম দান ভেদ ও নিগ্রহ।

‡ দেশকালজ্ঞতা, দৃঢ়তা, ক্লেশসহিষ্ণুতা, সর্ব্বজ্ঞতা, দক্ষতা, গূঢ়মন্ত্রতা, অবিসংবাদিতা, তেজস্বিতা, শৌর্য্য, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, শরণাগতবাৎসল্য, অমর্ষিতা ও অচাপল্য এই চতুর্দ্দশটী গুণ।

ইহারা এই স্থানে স্ত্রীপুত্রবিহীন থাকিলে কখনই তোমার আজ্ঞা সহিবে না। আমি মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি, এই জাম্ববান, নীল, সুহোত্র ও আমি, তুমি আমাদিগকে সামদানাদি রাজ-গুণে, অধিক কি, দণ্ড দ্বারাও সুগ্রীব হইতে ভেদ করিয়া লইতে পারিবে না। প্রবল, দুর্ব্বলের সহিত বিরোধাচরণ পূর্ব্বক থাকিতে পারে, কিন্তু দুর্ব্বলের আত্মরক্ষা আবশ্যক, সুতরাং বিরোধে অনর্থ ঘটিবে। তুমি তারের বাক্যপ্রমাণ ঐ গর্ত্ত নিরাপদ অনুমান করিতেছ, কিন্তু লক্ষ্মণের পক্ষে ইহার বিদারণ অকিঞ্চিৎকর কথা। পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র বজ্র দ্বারা ঐ গর্ত্তের অতি অল্পই ক্ষতি করেন, কিন্তু, বলিতে কি, লক্ষ্মণের বাণ উহা পত্রপুটবৎ অক্লেশেই ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। তাঁহার শর বজ্রসার ও পর্ব্বতভেদ-পটু। বীর! তুমি যখনই গর্ত্তে বাস করিবে, তখনই বানরেরা তোমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে। স্ত্রীপুত্রচিন্তায় উৎকণ্ঠিত, দুঃখশয্যায় লুণ্ঠিত, ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কখন তোমার অনুরোধ রাখিবে না। তৎকালে তুমি সুহৃৎ ও হিতার্থী বন্ধুশূন্য হইয়া, সামান্য তৃণস্পন্দনেও শঙ্কিত হইবে। কিন্তু যদি আমাদিগের সহিত বিনীতভাবে সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হও, তাহা হইলে তিনি ক্রম-প্রাপ্ত বলিয়া তোমায় রাজ্য দান করিবেন। সুগ্রীব ধর্ম্ম-শীল ব্রতনিষ্ঠ সত্যপরায়ণ ও পবিত্র; তোমার প্রতি তাঁহার অতিমাত্র স্নেহ আছে, তিনি কখন তোমাকে বধিবেন না। কপিরাজ নিরবচ্ছিন্ন তোমার জননীকে ভাল বাসিয়া থাকেন; অধিক কি, উহাঁকে প্রীতি প্রদর্শন করিবার জন্যই তাঁহার

জীবন; তোমার জননীরও আর সন্তান নাই; অতএব অঙ্গদ! এক্ষণে গৃহে চল।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

অঙ্গদ হনুমানের এই ধর্ম্মসঙ্গত প্রভুভক্তিযুক্ত ও বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বীর! স্থৈর্য্য, পবিত্রতা, সারল্য, অনৃশংসতা, ও ধৈর্য্য এই সমস্ত গুণ সুগ্রীবের কিছুমাত্র নাই। যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠের জীবদ্দশাতেই জননীসম তৎপত্নীকে গ্রহণ করে, সে অত্যন্ত জঘন্য। বালি ঐ দুরাচারকে রক্ষকস্বরূপ দ্বারে নিয়োগ করিয়া, বিলপ্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ দুষ্ট প্রস্তর দ্বারা গর্ত্তের মুখ আচ্ছাদন করিয়া আইসে, সুতরাং তাহাকে আর কিরূপে ধর্ম্মজ্ঞ বলিব? যে, রামের সহিত সত্যবন্ধনে মিত্রতা করিয়া তাঁহাকেই আবার বিস্মৃত হয়, সে যারপর নাই কৃতঘ্ন। অধর্ম্মের ভয় দূরের কথা, যে কেবল লক্ষ্মণের ভয়ে জানকীর অন্বেষণার্থ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছে, তাহার আর ধর্ম্ম কৈ? সুগ্রীব পাপী কৃতঘ্ন ও চপল; সে স্মৃতিশাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছে, এক্ষণে জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে আর কেহই তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। সে গুণবান বা নির্গুণই হউক, আমি শত্রুপুত্র, আমাকে রাজ্য দিয়া নিশ্চয়ই প্রাণে রাখিবে না। আমার বিলপ্রবেশ প্রকাশ হইবে; আমি দুর্ব্বল ও অপরাধী, কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়াই

বা কিরূপে অনাথের ন্যায় জীবিত থাকিব? সেই নিষ্ঠুর, রাজ্যের কণ্টক দূর করিবার নিমিত্ত উপাংশু-বধ বা বন্ধনে আমাকে বিনাশ করিবে। সুতরাং প্রায়োপবেশনই আমার পক্ষে সর্ব্বাংশে শ্রেয়। বানরগণ! তোমরা এক্ষণে এই বিষয়ের অনুজ্ঞা দিয়া গৃহে প্রস্থান কর। আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিতেছি, কিষ্কিন্ধায় কখনই যাইব না। তোমরা মহারাজ সুগ্রীবকে, মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণকে এবং আর্য্যা রুমাকে আমার প্রণাম জানাইয়া কুশল কহিও। জননী তারা স্বভাবত পুত্রবৎসলা, তিনি আমার বিনাশসংবাদ পাইলে নিশ্চয়ই প্রাণ ত্যাগ করিবেন; তোমরা গিয়া তাঁহাকেও প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিও।

অঙ্গদ এই বলিয়া বৃদ্ধ বানরদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক জলধারাকুললোচনে দীনবদনে তৃণশয্যায় শয়ন করিলেন। তখন বানরগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং নিরবচ্ছিন্ন বালির প্রশংসা ও সুগ্রীবের নিন্দাবাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর উহারা অঙ্গদকে বেষ্টন করিয়া প্রায়োপবেশনে কৃতসংকল্প হইল, এবং নদীতীরে আচমন পূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে দক্ষিণাগ্র দর্ভোপরি উপবেশন করিল। তৎকালে সকলে অঙ্গদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্ব্বক মৃত্যু কামনা করিয়া, রামের বনবাস, দশরথের মৃত্যু, জনস্থানবিমর্দ্দন, জটায়ু-বধ, সীতাহরণ, বালিবধ ও রামের কোপ আনুপূর্ব্বিক এই সমস্ত বিষয় সভয়ে উল্লেখ করিতে লাগিল। তখন ঐ

গিরিশৃঙ্গাকার বানরগণের তুমুল নিনাদ গগনে জলদনাদের ন্যায় প্রস্রবণের ঝর্ঝর রব ভেদ করিয়া উত্থিত হইল।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

চিরজীবি সম্পাতি ঐ বিন্ধ্যগিরিতে বাস করিতেন। বিহঙ্গরাজ জটায়ু তাঁহার সহোদর, উহাঁর বীরত্ব সর্ব্বত্রই প্রচার আছে। তিনি গিরিগুহা হইতে বহির্গত হইলেন এবং বানরগণকে মৃত্যুসংকল্পে উপবিষ্ট দেখিয়া পুলকিতমনে কহিলেন, অহো! জীবলোকে কর্ম্মফল প্রাক্তনানুসারেই ঘটিয়া থাকে; আজ বহু দিনের পর, এই সমস্ত ভক্ষ্য স্বতই আমার নিকট উপস্থিত। অতঃপর বানরেরা দেহত্যাগ করিলে, পরংপরাক্রমে ইহাদিগকে ভক্ষণ করিব।

অঙ্গদ ঐ ভক্ষ্যলুব্ধ গৃধ্রের এই কথায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া হনুমানকে কহিলেন, ঐ দেখ, স্বয়ং কৃতান্ত বানরগণের বিপদের জন্য বিহঙ্গচ্ছলে আসিয়াছেন। এক্ষণে রামের কার্য্য হইল না, রাজাজ্ঞা পালনেরও ব্যাঘাত ঘটিল; বানরগণের ভাগ্যে অজানত এই বিপদ উপস্থিত! সকলেই শুনিয়াছ, জটায়ু জানকীর প্রিয়কামনায় কি করিয়াছিলেন। পৃথীবির তাবৎ লোক, বনের পশু পক্ষিরাও, স্নেহ ও করুণার বলে আমাদিগেরই ন্যায় প্রাণপণে রামের কার্য্য করিতেছে। আইস, আমরাও তাঁহার নিমিত্ত শরীরপাত করি। আমরা

ও রামের জন্য অরণ্য বিচরণ পূর্ব্বক পরিশ্রান্ত হইলাম, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলাম না! ধর্ম্মনিষ্ঠ জটায়ুই সুখী, তিনি যুদ্ধে রাবণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এবং সুগ্রীব হইতে নির্ভয়ে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। দশরথের মৃত্যু, সীতাহরণ ও জটায়ুবধ, আমাদেরই প্রাণসঙ্কট ঘটাইয়াছে। রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বর প্রদান করিয়া কি অনর্থই করিয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণ সীতার সহিত বনবাসী হইলেন, বালির মৃত্যু হইল, অতঃপর রামের ক্রোধে রাক্ষসকুলও নির্ম্মূল হইবে।

তীক্ষ্ণতুণ্ড সম্পাতি এই অসুখের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং ধরাশায়ী বানরগণকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক করুণ-স্বরে কহিতে লাগিলেন, কে আমার হৃৎপিণ্ডে আঘাত দিয়া, প্রাণাধিক জটায়ুর মৃত্যুঘোষণা করিতেছ? আমি বহুদিনের পর আজ তাঁহার এই নাম শুনিলাম। গুণী শ্লাঘ্যবল কনিষ্ঠের নামমাত্র শুনিয়া, যার পর নাই পরিতোষ পাইলাম। কপিগণ! কিরূপে জটায়ুর মৃত্যু হইল? কি জন্য রাবণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘটিল? গুরুবৎসল রাম যাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, সেই দশরথের সহিতই বা জনস্থানে কি রূপে মিত্রতা ঘটে? আমার পক্ষ সূর্য্যের জ্যোতিতে দগ্ধ হইয়াছে; আমি চলৎশক্তি রহিত; ইচ্ছা করি, তোমরা এই গিরিশৃঙ্গ হইতে আমাকে একবার নামাও।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

বানরেরা সম্পাতির সংকল্পে শঙ্কিত ছিল, এক্ষণে তাঁহার কণ্ঠস্বর ভ্রাতৃশোকে স্খলিত হইলেও আর বিশ্বাস করিল না। উহারা তাঁহাকে দেখিয়া অবধি ক্রূর অনিষ্টই আশঙ্কা করিতে-ছিল। কহিল, আমরা ত প্রায়োপবেশন করিয়া আছি, এক্ষণে যদি ঐ গৃধ্র আমাদিগকে ভক্ষণ করে, তবে অচিরাৎ আমাদেরই বাসনা পূর্ণ হইবে।

অনন্তর অঙ্গদ সম্পাতিকে শৈলশৃঙ্গ হইতে অবতারণ পূর্ব্বক কহিলেন, বিহঙ্গ! মহাপ্রতাপ ঋক্ষরজ আমার পিতা-মহ। তাঁহার দুই পুত্র,—ধর্ম্মশীল বালি ও সুগ্রীব। বালি আমার পিতা, তাঁহার বীরকার্য্য সর্ব্বত্রই প্রচার আছে।

এক্ষণে জগতের রাজা ইক্ষ্বাকুবীর রাম, পিতৃনিয়োগে ধর্ম্মপথ আশ্রয় পূর্ব্বক, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীরে লইয়া, দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছেন। রাবণ জনস্থান হইতে তাঁহার পত্নীকে বল পূর্ব্বক অপহরণ করে। জটায়ু রামের পিতৃবন্ধু, তিনি তৎকালে রাবণকে আকাশপথে গমন করিতে দেখেন এবং উহার রথ চূর্ণ করিয়া, জানকীরে ভূতলে আনয়ন করেন। জটায়ু একে বৃদ্ধ, তাহাতে আবার যুদ্ধ-শ্রমে ক্লান্ত হইয়াছিলেন, মহাবল রাবণ অক্লেশেই তাঁহাকে বধ করে। পরে রাম অগ্নিসংস্কার করিলে তাঁহার সদ্গতি লাভ হয়।

অনন্তর রাম মদীয় পিতৃব্য সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা

করিয়া বালিকে বিনাশ করেন। বালি বহুকাল যাবৎ সুগ্রীবকে রাজ্যভোগে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন; রাম তাঁহাকে বধ করিয়া, সুগ্রীবকেই সমগ্র রাজ্যভার দেন। এক্ষণে সুগ্রীবই বানরগণের রাজা। তিনি আমাদিগকে নিয়োগ করিয়াছেন। আমরা দণ্ডকারণ্যের নানাস্থান অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু রজনীতে সূর্য্যপ্রভার ন্যায় কোথাও জানকীরে পাইলাম না। পরে সকলে অজ্ঞানত ময়ের মায়ারচিত বিস্তীর্ণ গর্ত্তে প্রবেশ করি। সুগ্রীব আমাদিগকে যেরূপ সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, তন্মধ্যে তাহা অতীত হইয়াছে। আমরা তাঁহার অনুচর, এক্ষণে এইরূপ ব্যতিক্রম দর্শনে ভীত হইয়া প্রায়োপবেশন করিয়াছি। রাম, লক্ষ্মণ, ও সুগ্রীবের ক্রোধ উত্তেজনা করিয়া, আমরা আর কোথায় গিয়া নিস্তার পাইব।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

তখন সম্পাতি অঙ্গদের এই সকরুণ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বাষ্পপূর্ণলোচনে কহিলেন, বানরগণ! তোমরা মহাবল রাবণের হস্তে যাঁহার মৃত্যুর কথা কহিতেছ, তিনিই আমার কনিষ্ঠ জটায়ু। আমি বৃদ্ধ ও পক্ষহীন হইয়াছি, এই জন্য তাঁহার মৃত্যুর কথা শুনিয়াও সহিলাম! বলিতে কি, ভ্রাতার বৈরশুদ্ধিকল্পে, আজ আমার কিছুমাত্র শক্তি নাই। পূর্ব্বে

জটায়ু ও আমি, বৃত্রাসুরবধের পর ইন্দ্রকে জয় করিবার জন্য ব্যোমমার্গে স্বর্গে যাত্রা করি। আসিবার সময় সূর্য্য-দেবের সন্নিহিত হই। তখন মধ্যাহ্ন কাল; জটায়ু সূর্য্যের উগ্র তেজে বিহ্বল হইলেন। আমি তৎক্ষণাৎ ভ্রাতৃবাৎসল্যে পক্ষপুট দ্বারা উহাঁকে আবৃত করিলাম। আমার পক্ষ দগ্ধ হইল এবং আমি এই বিন্ধ্য পর্ব্বতে পড়িলাম। বীর! তদবধি আমি এই স্থানে আছি, কিন্তু এক দিনের তরেও জটায়ুর কোন সংবাদ পাই নাই।

অনন্তর অঙ্গদ কহিলেন, বিহগরাজ! যদি জটায়ু তোমার ভ্রাতা হন, যদি আমার কথাগুলি তোমার কর্ণগোচর হইয়া থাকে, এবং যদি রাবণের বাস্তুভূমি অবিদিত না থাকে, তবে বল, সেই অদূরদর্শী রাক্ষস দূরে না নিকটে আছে?

তখন সম্পাতি বানরগণকে পুলকিত করিয়া কহিলেন, দেখ, আমি পক্ষহীন ও দুর্ব্বল হইয়াছি, তথাচ কেবল মুখের কথায় রামের সহায়তা করিব। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, আমার অবিদিত নাই; দেবাসুর যুদ্ধ ও অমৃতমন্থনও জানি; এক্ষণে জরাই আমাকে নিস্তেজ ও দুর্ব্বল করিয়াছে, নচেৎ আমি রামের কার্য্য অবশ্য করিতাম। বানরগণ! দেখিয়াছি, একদা দুরাত্মা রাবণ একটী সুরূপা তরুণীকে লইয়া যাইতেছে। ঐ রমণী কম্পমান; রাম ও লক্ষ্মণের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক রোদন করিতেছেন এবং সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কার সকল ফেলিয়া দিতেছেন। তাঁহাকে বোধ হইল, যেন শৈলশিখরে সূর্য্যপ্রভা; তাঁহার উৎকৃষ্ট পীত বসন কৃষ্ণকায় রাবণের অঙ্গে সংলগ্ন হইয়া, গগনতলে যেন বিদ্যুতের আভা বিস্তার করিতেছে। তিনি

রামের নাম লইতেছিলেন, ইহাতেই অনুমান হয়, যেন, তিনিই সীতা। এক্ষণে যথায় রাবণ অবস্থান করিতেছে, শুন।

লঙ্কাদ্বীপ ঐ দুরাত্মার বাসস্থান। সে বিশ্রবার পুত্র ও কুবেরের ভ্রাতা। এই শত যোজন সমুদ্রের অপর পারে একটী দ্বীপ দৃষ্ট হইবে। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা তথায় লঙ্কা পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহার দ্বার ও বেদি স্বর্ণময় এবং প্রাচীর ও প্রাসাদ রক্তবর্ণ। এক্ষণে সীতা ঐ পুরীতে কাল যাপন করিতেছেন। তিনি অন্তঃপুরে রুদ্ধ, রাক্ষসীরা নিরন্তর তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। তোমরা লঙ্কায় যাইলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। লঙ্কা চতুর্দ্দিকে সাগররক্ষিত। এক্ষণে তোমরা গিয়া শীঘ্র সমুদ্র পার হও। আমি জ্ঞানবলে দেখিতেছি, তোমরা ঐ পুরী নিরীক্ষণ করিয়াই ফিরিবে। আকাশে প্রথম পথ ফিঙ্গক ও পারাবতের; দ্বিতীয় পথ কাক ও শুকের; তৃতীয় পথ ভাস, কুরর ও ক্রৌঞ্চের; চতুর্থ শ্যেনের; পঞ্চম গৃধ্রের; ষষ্ঠ বলিষ্ঠ রূপযৌবনগর্ব্বিত হংসের; পরে বৈনতেয়দিগের গতি। আমরা এই শ্রেণীতেই জন্মিয়াছি। আমাদিগের ক্ষমতা অসাধারণ। যাহাই হউক, রাবণ অতি গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছে; ভ্রাতার বৈরশুদ্ধির উদ্দেশে যাহা আবশ্যক, তোমাদিগকে কথার সাহায্য করিলে তাহাই ঘটিবে। আমি সৌপর্ণবিদ্যাপ্রভাবে দিব্য চক্ষু পাইয়াছি; তদ্দ্বারা প্রতিনিয়ত লক্ষ যোজনেরও অধিক দেখিতে পাই। আমি এই স্থানে থাকিয়াই জানকী ও রাবণকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। কুক্কুটাদির জীবনোপায় তরুমূলে, কিন্তু আমাদিগের স্বতই বহু দূরে; সুতরাং দূরদৃষ্টি আমাদের

স্বাভাবিক। বীরগণ! অতঃপর তোমরা সমুদ্র লঙ্ঘনের কোন উপায় দেখ, এবং আমাকেও অবিলম্বে তাহার তীরে লইয়া চল। আমি লোকান্তরিত জটায়ুর তর্পণ করিব।

তখন বানরগণ জানকীর সংবাদ পাইয়া যার পর নাই পুলকিত হইল এবং পক্ষহীন সম্পাতীকে সমুদ্রকূলে লইয়া গিয়া পুনরায় বিন্ধ্যাচলে আনয়ন করিল।

ষষ্টিতম সর্গ।

বানরগণ সম্পাতির অমৃতময় বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক হর্ষে কোলাহল করিতে লাগিল। তখন জাম্ববান উহাদিগের সহিত ভূতল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সম্পাতিকে কহিলেন, বিহঙ্গরাজ! এক্ষণে জানকী কোথায়? কে তাঁহাকে দেখিল এবং কেই বা লইয়া চলিল? তুমি আনুপূর্ব্বিক এই সমস্ত কথা বল, এবং বানরগণকে রক্ষা কর। রামের শর বজ্রবেগ-গামী, কোন্ নির্ব্বোধ তাহার বল বুঝিল না?

অনন্তর সম্পাতি বানরগণকে প্রায়োপবেশনের সংকল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক, জানকীর বৃত্তান্ত জানিতে সমুৎসুক দেখিয়া, অত্যন্তই প্রীত হইলেন এবং পুনর্ব্বার প্রবোধবচনে কহিতে লাগিলেন, বানরগণ! আমি যে রূপে সীতাহরণের কথা শুনি-য়াছি, যিনি আসিয়া আমাকে কহেন এবং সেই আকর্ণলোচনা যথায় আছেন, বলিতেছি শুন।

আমি বহুকাল যাবৎ এই বিশাল দুর্গম বিন্ধ্য পর্ব্বতে পতিত হইয়াছি, এবং এই স্থানে থাকিয়াই বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইলাম। আমার একটিমাত্র পুত্র, তাহার নাম সুপার্শ্ব। সে যথাকালে আহার সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আমায় পোষণ করিয়া থাকে। গন্ধর্ব্বের কাম, ভুজঙ্গের ক্রোধ, মৃগের ভয় এবং আমাদিগের ক্ষুধাই প্রবল।

একদা সুপার্শ্ব আহার সংগ্রহের জন্য প্রাতঃকালে নিষ্ক্রান্ত হয়, কিন্তু সায়াহ্নে শূন্যহস্তে ফিরিয়া আইসে। আমি ক্ষুধার উদ্রেকে অস্থির, উহাকে বিস্তর দুর্ব্বাক্য কহিলাম; কিন্তু সে আমায় প্রসন্ন করিয়া কহিল, পিতঃ! আজ আমি যথাকালে আহারসংগ্রহের জন্য আকাশে উড্ডীন হই এবং মহেন্দ্র পর্ব্বতের দ্বার অবরোধ পূর্ব্বক অবস্থান করি। ঐ স্থান দিয়া অসংখ্য সামুদ্রিক জীব জন্তু গমনাগমন করিতেছিল, আমি অধোমুখে গিয়া উহাদের পথরোধ করি। কিন্তু দেখিলাম, তথায় এক কজ্জলবর্ণ পুরুষ একটি প্রাতঃসূর্য্যকান্তি কামিনীকে লইয়া যাইতেছে। ভাবিলাম, আজ আমি ইহাদিগকেই আহারার্থ গ্রহণ করিব। কিন্তু ঐ পুরুষ আমার নিকট আসিয়া সবিনয়ে শান্তবাক্যে পথ ভিক্ষা করিল। আমার কথা কি, জীবলোকে অতি নীচও শরণাপন্নকে ক্ষমা করিয়া থাকে। আমি উহাকে পথ দিলাম। সে সতেজে আকাশকে দূরে ফেলিয়া মহাবেগে চলিল।

অনন্তর গগনচারী সিদ্ধগণ আগমন পূর্ব্বক আমাকে অভিনন্দন করিলেন। মহর্ষিরা কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি ভাগ্যে ভাগ্যেই জীবিত আছ, ঐ সস্ত্রীক পুরুষ অল্পে অল্পেই

চলিয়া গেল ! এক্ষণে তোমার স্বস্তি হউক, শান্তি হউক। পরে আমি জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, ঐ বীর পুরুষ রাক্ষসরাজ রাবণ; দেখিলাম, রামের সহধর্ম্মিণী জানকী শোকে বিহ্বল হইয়া, আলুলিতকেশে স্খলিতবেশে রাম ও লক্ষ্মণের নাম ধরিয়া রোদন করিতেছেন। পিতঃ! তাই দেখিতে দেখিতেই আমার এইরূপ বিলম্ব ঘটিল।

বানরগণ! আমি সুপার্শ্বের মুখে এই সংবাদ পাইয়াও বীরত্ব প্রকাশের ইচ্ছা করিলাম না। পক্ষহীন পক্ষী কিরূপেই বা কি করিবে। অমার কেবল বাক্‌শক্তি ও বুদ্ধিবল আছে, আমি তোমাদিগের পৌরুষ আশ্রয় পুর্ব্বক, ইহা দ্বারা সংকল্প সাধন করিব। রামের যে কার্য্য আমারও তাহাই। তোমরা দেবগণেরও দুর্জ্জয় ও বুদ্ধিমান, সুগ্রীবের নিয়োগে অতিদূর-পথে আসিয়াছ, এক্ষণে প্রকৃত কার্য্যের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হও। রাম ও লক্ষ্মণের বাণ ত্রিলোকের ত্রাণ ও নিগ্রহ করিতে পারে সত্য, কিন্তু তোমরা যেরূপ পরাক্রান্ত, তোমাদিগের পক্ষেও রাবণের বলবীর্য্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবে। অতঃপর আর বিলম্ব করিও না, কোন একটি সদ্‌যুক্তি কর; ভবাদৃশ ধীমানেরা কখনও কোন কার্য্যে উদাসীন থাকেন না।

একষষ্টিতম সর্গ।

বিহগরাজ সম্পাতি স্নান তর্পণ সমাপন পুর্ব্বক বিন্ধ্যাচলে বানরগণে বেষ্টিত হইয়া আছেন, ইত্যবসরে একটি পুর্ব্বকথায়

সহসা তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। তিনি হর্ষভরে পুনর্ব্বার কহিলেন, দেখ, আমি যে কারণে জানকীর পরিচয় পাইয়াছি, তোমরা স্থিরমনে নীরব হইয়া শুন।

আমি মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড তেজে দগ্ধ হইয়া এই স্থানে পতিত হই। আমার সর্ব্বাঙ্গ অবশ; আমি ছয় দিবসের পর সংজ্ঞালাভ করিয়া, অত্যন্ত বিহ্বল অবস্থায় থাকি। তৎকালে ইতস্তত চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু কোথায় পড়িয়াছি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পরে গিরি নদী সমুদ্র ও সরোবর দেখিতে দেখিতে স্থির করিলাম, দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলে বিন্ধ্যাচলে পতিত হইয়াছি। পূর্ব্বে এই পর্ব্বতে সুরপুজিত এক পবিত্র আশ্রম ছিল। তথায় উগ্রতপা মহর্ষি নিশাকর বাস করিতেন। বানরগণ! আমি তাঁহার মৃত্যুর পরও আট সহস্র বৎসর এখানে কাল যাপন করিতেছি।

অনন্তর আমি কথঞ্চিৎ বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হই, এবং কায়ক্লেশে পুনর্ব্বার কুশাঙ্কুরময় ভুমির উপর গমন করি। ঐ সময় নিশাকরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল। আমি সবিশেষ আয়াস সহকারে তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হই। পূর্ব্বে জটায়ু ও আমি উহাঁর পাদবন্দন করিবার জন্য প্রায়ই তথায় যাইতাম। আশ্রমের সম্মুখে সুগন্ধি বায়ু মৃদুমন্দহিল্লোলে বহিতেছিল, বৃক্ষশ্রেণী ফলভরে অবনত, এবং পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে। আমি গিয়া এক তরুমূল আশ্রয় পূর্ব্বক মহর্ষির প্রতীক্ষায় থাকিলাম। দেখিলাম, ভগবান নিশাকর বহু দূরে; সমুদ্রে স্নান করিয়া, তেজঃপুঞ্জকলেবরে উত্তরাস্য হইয়া আগমন করিতেছেন।

জীবগণ যেমন দাতাকে বেষ্টন করিয়া আইসে, সেইরূপ সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সৃমর ও সরীসৃপেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আসিতেছে। নিশাকর আশ্রমে উপস্থিত; রাজা গৃহ প্রবেশ করিলে মন্ত্রী ও সৈন্যেরা যেমন প্রতিনিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ ঐ সমস্ত আরণ্য জন্তুও তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া গেল।

পরে আমি ঐ শান্তশীল মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং আশ্রম মধ্যে গিয়া মুহূর্ত্তেক পরেই প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কহিলেন, বিহঙ্গ! অঙ্গলোমের এইরূপ বৈকল্যদর্শনে তোমাকে আর সুস্পষ্ট চিনিলাম না। তোমার পক্ষ ভস্মসাৎ হইয়াছে এবং বল-বীর্য্যও আর তাদৃশ নাই। পূর্ব্বে আমি বায়ুবেগগামী দুইটী পক্ষী দেখিতাম। তাহারা বিহঙ্গজাতির রাজা, বোধ হয়, সেই দুইটীর মধ্যে তুমিই জ্যেষ্ঠ সম্পাতি, জটায়ু তোমার কনিষ্ঠ ছিল। তোমরা মনুষ্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত আমাকে অভিবাদন করিবার জন্য আসিতে। এক্ষণে বল, তোমার কিরূপ পীড়া উপস্থিত? পক্ষদ্বয় কেন দগ্ধ হইল? এবং এইরূপ দণ্ডই বা তোমায় কে করিল?

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর আমি মহর্ষিকে কহিলাম, ভগবন্! আমার সর্ব্বাঙ্গ ব্রণ, লজ্জায় মন আকুল হইতেছে, আমি অত্যন্তই

পরিশ্রান্ত; এ অবস্থায় সকল কথার উল্লেখ করা সম্ভবপর হইবে না, তথাচ কহি, শুনুন। একদা জটায়ু ও আমি, ইন্দ্রবিজয়গর্ব্বে স্ফীত হইয়া, পরস্পরের বীর্য্যপরীক্ষায় উৎসুক হই। স্থির হইল, অস্ত না যাইতে, আমরা সূর্য্যের সন্নিহিত হইব। পরে কৈলাসবাসী মহর্ষিগণের অগ্রে পণ করিয়া, স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক যুগপৎ আকাশে উঠিলাম। দেখিলাম, পৃথিবীতে নগরসকল রথচক্রের ন্যায় ক্ষুদ্র হইয়াছে; কোথাও বাদ্য-ধ্বনি, কোথাও ভূষণরব, এবং কোথাও বা গায়িকারা রক্তাম্বর পরিধান পূর্ব্বক সঙ্গীত করিতেছে। আমরা ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে চলিলাম। বোধ হইতে লাগিল, পৃথিবীর বন শাদ্বলের ন্যায়, শৈল উপলের ন্যায়, নদী সূত্রের ন্যায়, এবং হিমালয়, বিন্ধ্য, ও সুমেরু প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত সরোবরস্থ হস্তীর ন্যায় রহিয়াছে। আমরা গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবর, একান্তই পরিশ্রান্ত হইয়াছি, দারুণ মোহ আমাদিগকে অভিভূত করিল। উভয়ে দিক্‌ভ্রান্ত, মহাপ্রলয় কালে ব্রহ্মাণ্ড ত নষ্ট হইবে, কিন্তু তখনই বোধ হইতে লাগিল, যেন, সমস্ত ভস্মসাৎ হইয়াছে। পরে আমরা বহু প্রয়াসে মন ও চক্ষু সন্ধান পূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে দেখিলাম; সূর্য্য পৃথিবীর ন্যায় প্রকাণ্ড।

অনন্তর জটায়ু ঐ জ্যোতির্ম্মণ্ডল নিরীক্ষণ করিবামাত্র আমাকে বলিবার অবকাশ না পাইয়া ঝটিতি আকাশ হইতে প্রচ্যুত হইলেন। তদ্দর্শনে আমি শীঘ্র অবতরণ করিয়া পক্ষপুট দ্বারা উহাঁকে আবরণ করিলাম। তখন জটায়ু সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে দগ্ধ হইলেন না সত্য, কিন্তু তাঁহাকে রক্ষা করিবার প্রয়াসে আমারই পক্ষ ভস্মসাৎ হইয়াগেল।

অনুগান করিলাম, জটায়ু জনস্থানে পড়িলেন, আর আমি দগ্ধপক্ষ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া এই বিন্ধ্যাচলে পড়িলাম।

তপোধন! আমার রাজ্য নাই, ভ্রাতৃবিয়োগ ঘটিয়াছে, নিজেও দুর্ব্বল; অতঃপর আমি মরিবার কামনায় এই গিরিশৃঙ্গ হইতে শরীরপাত করিব।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ

বানরগণ! আমি ভগবান নিশাকরকে এই কথা বলিয়া দুঃখাবেগে রোদন করিতে লাগিলাম। অনন্তর মহর্ষি মুহূর্ত্ত কাল ধ্যান করিয়া আমায় কহিলেন, বিহঙ্গ! তোমার অঙ্গে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, সমস্ত পক্ষই উদ্ভিন্ন হইবে, নেত্রের জ্যোতি বিকাশ পাইবে এবং দৈহিক বলবীর্য্যও বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু দেখ, আমি পুরাণে শুনিয়াছি এবং তপোবলেও দেখিলাম, ভবিষ্যতে একটী প্রকাণ্ড ব্যাপার ঘটিবে। ইক্ষ্বাকুবংশে রাজা দশরথের রাম নামে এক পুত্র জন্মিবেন। সেই সত্যবীর পিতার আদেশে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বনবাসী হইবেন। সুরাসুরের অবধ্য রাক্ষসরাজ রাবণ জনস্থান হইতে তাঁহার ভার্য্যা জানকীরে অপহরণ করিবে এবং উহাঁকে ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি নানারূপ প্রলোভনে ভুলাইবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু ঐ যশস্বিনী অতিগভীর দুঃখে নিমগ্ন,

নিরবচ্ছিন্ন অনাহারেই থাকিবেন। পরে ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার জন্য পরমান্ন প্রেরণ করিবেন, কিন্তু তিনি, যে অন্ন অমৃতকল্প দেবদুর্লভ, তাহা পাইয়া এবং উহা ইন্দ্রই পাঠাইয়াছেন জানিতে পারিয়া, উহার অগ্রভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক এই বলিয়া ভূতলে রাখিবেন যে, আমার স্বামী ও দেবর, এক্ষণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকুন, আর নাই থাকুন, এই তাঁহাদের অন্ন।

অনন্তর রামদূত বানরগণ নিযুক্ত হইয়া এই স্থানে আসিবে। বিহঙ্গ! তুমিই তাহাদিগকে জানকীর উদ্দেশবার্ত্তা কহিবে। অতঃপর আর কুত্রাপি যাইও না, এইরূপ অবস্থাসত্ত্বেই বা কোথায় যাইবে? তুমি দেশকালের প্রতীক্ষা কর, পক্ষদ্বয় অবশ্যই উঠিবে। আমি আজই তোমার অঙ্গে পক্ষসংযোগ করিতে পারিতাম, কিন্তু তুমি এই স্থানে থাকিয়া সেই দুই রাজকুমারের কার্য্য করিবে; ব্রাহ্মণ, গুরু, মুনি, ইন্দ্র, ও জন সাধারণের শুভ সাধন করিবে, এই জন্যই বিরত হইলাম।

বানরগণ! তৎকালে তত্ত্বদর্শী নিশাকর আমায় এইরূপ কহিয়া আমন্ত্রণ পূর্ব্বক আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। এক্ষণে আমি একবার রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিব; দীর্ঘ জীবন ভোগ করিতে আর আমার বাসনা নাই; আমি তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

চতুষষ্টিতম সর্গ।

বানরগণ ! অনন্তর আমি গিরিগহ্বর হইতে কথঞ্চিত নিষ্ক্রান্ত হইয়া, এই শিখরে তোমাদিগেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। বলিতে কি, আট সহস্র বৎসর অতীত হইল, আমি মহর্ষির কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া, দেশকালের মুখাপেক্ষায় আছি। তিনি মহাপ্রস্থান আশ্রয় পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিলে, আমার মনে নানারূপ বিতর্ক উপস্থিত হয়। আমি, অবস্থা বৈগুণ্যে যার পর নাই সন্তপ্ত হই; আমার কখন কখন প্রাণত্যাগের ইচ্ছা জন্মে, কিন্তু আবার মহর্ষির কথা স্মরণ করিয়া বিরত হইয়া থাকি। তিনি আমায় প্রাণ রক্ষার জন্য যেরূপ বুদ্ধি দিয়া যান, দীপ্ত দীপশিখা যেমন অন্ধকার নিরাস করে, তদ্রূপ উহা আমার দুঃখ সমুদায় দূর করিতেছে। বানরগণ! আমি রাবণের বলবীর্য্য জানি, কিন্তু তৎকালে পুত্র সুপার্শ্ব জানকীরে রক্ষা করে নাই, তজ্জন্য উহাকে বিস্তর তিরস্কার করি। রাম ও লক্ষ্মণের যে জানকী বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সে, সিদ্ধগণের মুখে একথা শুনিয়াছিল, এবং স্বয়ংও জানকীরে আর্ত্তনাদ করিয়া যাইতে দেখিয়াছিল। কিন্তু দশরথস্নেহে যে কার্য্য আমার অবশ্যই কর্ত্তব্য, সুপার্শ্ব তাহা করে নাই।

সম্পাতি বানরগণের সহিত এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে আছেন, ইত্যবসরে সহসা তাঁহার পক্ষ উত্থিত হইল। তিনি আপনার সর্ব্বাঙ্গ রক্তবর্ণ পক্ষে আবৃত দেখিয়া, একান্তই হৃষ্ট হইলেন,

কহিলেন, বানরগণ! দেখ, মহর্ষির প্রসাদাৎ আমার এই দগ্ধ পক্ষ পুনর্ব্বার উদ্ভিন্ন হইল। যৌবনে যেরূপ বলবীর্য্য ছিল, এক্ষণেও আবার তাহাই অনুভব করিতেছি। তোমরা যত্ন কর, সীতালাভ তোমাদিগের অবশ্যই ঘটিবে; আমার এই পক্ষোদ্ভেদই কার্য্যসিদ্ধির বিশ্বাস জন্মাইতেছে। এই বলিয়া বিহগরাজ সম্পাতি পক্ষের বল বুঝিবার জন্য আকাশপথে উড্ডীন হইলেন।

তখন বানরগণ সম্পাতির কথায় অতিশয় প্রীত হইয়া জানকীর অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত পবনবেগে দক্ষিণ দিকে যাইতে লাগিল।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

বানরেরা ক্রমশ সমুদ্রতীরে উপস্থিত; দেখিল, সমুদ্রবক্ষে গ্রহনক্ষত্রগণের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে। উহারা গিয়া সাগরের উত্তর দিকে স্কন্ধাবার স্থাপন করিল। মহাসমুদ্র আকাশের ন্যায় অপার; পাতালবাসী দানবসমূহে পূর্ণ; কোথাও পর্ব্বতপ্রমাণ জলরাশি দ্বারা আলোড়িত হইতেছে, কোথাও যেন নিদ্রিত, কোথাও বা যেন ক্রীড়া করিতেছে। উহারা ঐ রোমহর্ষণ সমুদ্র দেখিয়া কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল।

তদ্দর্শনে মহাবীর অঙ্গদ উহাদিগকে আশ্বাসকর বাক্যে কহিলেন, কপিগণ! কাতর হইও না, বিষাদ নিতান্ত দোষাবহ;

ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ যেমন বালককে নষ্ট করে, সেইরূপ বিষাদ সকলকে নষ্ট করিয়া থাকে। দেখ, যে ব্যক্তি বীরত্ব প্রকাশের সময় বিষণ্ণ হয়, সে নিস্তেজ, তাহার পুরুষার্থও নষ্ট হইয়া যায়।

পরদিন মহাবীর অঙ্গদ বৃদ্ধ বানরগণের সহিত সাগরলঙ্ঘনের মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন। তখন সুরসৈন্য যেমন ইন্দ্রকে, সেইরূপ বানরসৈন্য চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে বেষ্টন করিল। অঙ্গদ ও হনুমান ব্যতীত ঐ সমস্ত বীরকে নিস্তব্ধ করিয়া রাখিতে আর কাহারই সাধ্য ছিল না। পরে অঙ্গদ সকলকে সমুচিত সম্মান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, সৈন্যগণ! বৃদ্ধ বানরগণ! বল তোমাদিগের মধ্যে কোন্ মহাবীর এই শত যোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিবেন? কে কপিরাজ সুগ্রীবের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া দিবেন? কোন ব্যক্তি যূথপতিগণের ভয় দূর করিবেন? আমরা কাহার অনুগ্রহে গিয়া সুখে স্ত্রীপুত্রকে দেখিব? এবং কাহার অনুগ্রহেই বা হৃষ্টমনে রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের নিকটে যাইব? তোমাদিগের মধ্যে যদি কেহ সমুদ্রলঙ্ঘনে সমর্থ হন, তিনি শীঘ্রই আমাদিগকে এই বিপদে অভয় দান করুন।

বানরেরা মহাবীর অঙ্গদের বাক্যশ্রবণে নীরব হইল; সৈন্যগণ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। তদ্দর্শনে অঙ্গদ পুনর্ব্বার কহিলেন, দেখ, তোমরা সৎবংশোৎপন্ন বীরাগ্রগণ্য ও বহুমানাস্পদ, তোমাদিগের গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। এক্ষণে কে কিরূপ গমন করিতে পার, বল।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর বানরেরা অনুক্রমে স্ব স্ব গতিশক্তির পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইল। গয় কহিল, আমি দশ যোজন যাইব। গবাক্ষ কহিল, আমি বিংশতি যোজন লম্ফ প্রদান করিব। শরভ কহিল, ত্রিংশৎ যোজন আমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত। ঋষভ কহিল, আমি চত্বারিংশৎ যোজনেও পরাঙ্মুখ নহি। গন্ধমাদন কহিল, আমি সপ্ততি যোজন পর্য্যন্ত সাহসী হই। সুষেণ কহিলেন, আমি অশীতি যোজন গমন করিব।

অনন্তর বৃদ্ধ জাম্ববান সকলকে সম্মান পুর্ব্বক কহিলেন, দেখ, পুর্ব্বে আমাদিগের বিলক্ষণ গতিশক্তি ছিল। এক্ষণে আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, তথাচ উপস্থিত কার্য্যে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিব না। যাহাই হউক, ইদানীং আমার যেরূপ গতিশক্তি আছে, কহিতেছি, শুন। আমি এখনও নবতি যোজন গমন করিতে পারি; কিন্তু ইহাই যে আমার বিক্রমের পরাকাষ্ঠা, এরূপ বুঝিও না। পূর্ব্বে দানবরাজ বলির যজ্ঞে সনাতন বিষ্ণু স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আক্রমণ করিয়াছিলেন। ঐ সময় আমি তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ছিলাম। এখন আমি বৃদ্ধ, গতিশক্তিও আর তাদৃশ নাই, যৌবনকালে আমার বলবীর্য্য অতি অদ্ভুতই ছিল। সংপ্রতি আমি এই অবধি যাইতে পারি, কিন্তু ইহাঁতেও কার্য্যসিদ্ধি হইতেছে না।

অনন্তর সুবিজ্ঞ অঙ্গদ বৃদ্ধ জাম্ববানকে সম্মান পূর্ব্বক উদার বাক্যে কহিলেন, বীর! আমিই এই বিস্তীর্ণ শত যোজন সমুদ্র পার হইতে পারি, কিন্তু আমার প্রত্যাগমনের শক্তি আছে কি না, সন্দেহ স্থল।

তখন জাম্ববান কহিলেন, রাজকুমার! তোমার গতি-শক্তি যে অসাধারণ, আমি তাহা জানি। তুমি সহজে শত সহস্র যোজন গমন করিতে পার; কিন্তু তোমার পক্ষে ইহা উচিত হইতেছে না। প্রভুই আজ্ঞা দিবেন, তাঁহাকে আদেশ করিতে কাহার সাধ্য আছে? আমরা তোমার ভৃত্য, তুমি আমাদিগের ভার্য্যার তুল্য, কেবল প্রভুভাবে বিরাজ করি-তেছ। প্রভু যে সৈন্যের পক্ষে ভার্য্যানির্ব্বিশেষে পালনীয়, পূর্ব্বাপর এইরূপ প্রসিদ্ধিই আছে। দেখ, আমরা যে কার্য্য উদ্দেশ করিয়া আসিয়াছি, তুমি তাহার মূল; কার্য্যবিৎদিগের নীতিই এই যে, কার্য্যমূল অগ্রে রক্ষা করা কর্ত্তব্য; মূল থাকিলে সকল ফলই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বৎস! তুমি আমা-দিগের গুরু ও গুরুপুত্র, আমরা তোমাকেই আশ্রয় করিয়া সাধন করিব।

তখন অঙ্গদ কহিলেন, বীর! যদি আমি না যাই, যদি আর কেহই না গমন করেন, তবে পুনর্ব্বার সকলের প্রায়োপ-বেশন করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। দেখ, সুগ্রীবের আজ্ঞা পালন না করিলে আর কাহারই নিস্তার নাই। তিনি প্রস-ন্নতা প্রদর্শন করিতে পারেন, এবং অতিমাত্র ক্রোধাবেশ প্রকাশেও সমর্থ; আমরা অকৃতকার্য্য হইয়া গেলে, তাঁহার হস্তে নিশ্চয়ই মরিব। যাহা হউক, এক্ষণে যেরূপে এই সমুদ্র

লঙ্ঘন করা যায়, তুমি ভুয়োদর্শনবলে তাহারই উপায় স্থির কর।

তখন জাম্ববান কহিলেন, অঙ্গদ! তোমার বীরকার্য্যের কিছুমাত্র অঙ্গহানি হইবে না। এক্ষণে যাঁহার বলে এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে, দেখ, আমি তাঁহাকেই নিয়োগ করিতেছি।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ

অনন্তর মহাবীর জাম্ববান ঐ সমস্ত বিষণ্ণ বানরসৈন্যকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সর্ব্বশাস্ত্রনিপুণ হনুমানকে কহিলেন, কপি-প্রবীর! তুমি কি জন্য একান্তে মৌনাবলম্বন করিয়া আছ? এবং কেনই বা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে বাক্যস্ফূর্ত্তি করিতেছ না? তুমি সর্ব্বগুণে সুগ্রীবের অনুরূপ, এবং তেজ ও বলবিক্রমে রাম ও লক্ষ্মণেরই তুল্য হইবে। যেমন বিহগজাতির মধ্যে গরুড় শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ বানরগণের মধ্যে তুমিই উৎকৃষ্ট। আমি এমন অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ঐ মহাবল গরুড় সাগরগর্ভ হইতে ভীষণ অজগর সকল উদ্ধার করিতেছেন। তাঁহার পক্ষদ্বয়ের যেরূপ বল, তোমার ভুজযুগলেরও সেইরূপ হইবে। তুমি বল বুদ্ধি ও তেজে সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ; এক্ষণে বল, কি জন্য উদাসীন হইয়া আছ?

বীর! এক্ষণে আমি একটী পূর্ব্বকথার উল্লেখ করিতেছি, শুন। পূর্ব্বে পুঞ্জিকস্থলা নাম্নী এক অপ্সরা ছিলেন। উহাঁর

অপর নাম অঞ্জনা। তিনি কপিরাজ কেসরীর ভার্য্যা ও কুঞ্জরের দুহিতা। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী অঞ্জনা ত্রিলোকবিখ্যাত; পৃথিবীতে তাঁহার তুল্য রূপবতী আর ছিল না। তিনি কেবল অভিশাপগ্রস্ত হইয়া বানরী হন, কিন্তু দেবভাব স্বাভাবিক হওয়াতে ইচ্ছানুরূপ রূপও ধারণ করিতে পারিতেন।

একদা অঞ্জনা রূপযৌবনসম্পন্না মানবী হইয়া, মেঘশ্যামল শৈলশিখরে বিচরণ করিতেছিলেন। তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিচিত্র অলঙ্কার, কণ্ঠে উৎকৃষ্ট মাল্য, এবং পরিধান উপান্তরক্ত পীত বস্ত্র। বায়ু ঐ বিশাললোচনা অঞ্জনার বসন অল্পে অল্পে অপহরণ করিলেন এবং তাঁহার নিবিড় জঘন, সূক্ষ্ম কটিদেশ, সুকঠিন স্তন ও সুচারু মুখশ্রী দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পতিব্রতা অঞ্জনা এই ব্যাপার দর্শনে তটস্থ, কহিলেন, বল, কে আমার এই পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছ?

অনন্তর বায়ু কহিলেন, সুন্দরি! ভয় নাই, আমি তোমার কোনরূপ অনিষ্ট করিতেছি না, কেবল তোমায় আলিঙ্গন পূর্ব্বক সংকল্পমাত্রে তোমাতে সংক্রান্ত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার গর্ভে একটি বুদ্ধিমান ও মহাবল পুত্র জন্মিবে। সে গতিবেগে আমারই অনুরূপ হইবে।

বীর! তখন অঞ্জনা বায়ুর এই কথায় পরিতুষ্ট হইয়া, তোমাকে গিরিগুহাতেই প্রসব করিলেন। তুমি জাতমাত্র অরণ্যমধ্যে অরুণদেবকে উদিত দেখিয়া, ভক্ষ্যফল বোধে গ্রহণ করিবার জন্য আকাশে উত্থিত হও। ঐ সময় তুমি তিন শত যোজন উর্দ্ধে উঠিয়াছিলে, কিন্তু সূর্য্যের প্রখর

জ্যোতিতে কিছুমাত্র বিষণ্ণ হও নাই। পরে সুররাজ অন্ত-রীক্ষে তোমায় মহাবেগে যাইতে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং তোমার উপর সতেজে বজ্র নিক্ষেপ করেন। তুমি ঐ বজ্রপ্রহারে শৈলশিখরে নিপতিত হও এবং তোমার বামপার্শ্বের হনুও ভগ্ন হইয়া যায়। বীর! তদবধি তোমার নাম হনূমান হইয়াছে।

অনন্তর বায়ু তোমার এইরূপ পরাভব দৃষ্টে একান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া স্তব্ধভাব আশ্রয় করিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের যাবৎ লোক অস্থির হইয়া উঠিল; দেবগণ নিতান্ত ভীত হইলেন এবং বায়ুকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, আমার বরে এই পবনকুমার যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রের অবধ্য হইবে। সুররাজ বজ্রাঘাতেও তোমায় জীবিত দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, আমার বরে এই বায়ুতনয় স্বেচ্ছামৃত্যু অধিকার করিবে।

বীর! তুমি কপিরাজ কেসরীর ক্ষেত্রজ এবং বায়ুর ঔরস পুত্র। তুমি তেজস্বী ও মহাবল, তোমার গতি কোথাও প্রতিহত হয় না। এক্ষণে আমরা জীবনে নিরাশ হইয়াছি, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি সুদক্ষ ও গুণবান; অতঃপর উত্থিত হও এবং সমুদ্র লঙ্ঘন কর। এই কার্য্য সাধারণের হিতকর। ঐ দেখ, বানরসৈন্য বিষণ্ণ হইয়া আছে। তুমি বিক্রম প্রকাশ কর, বল কি জন্য উপেক্ষা করিতেছ?

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর মহাবীর হনুমান বানরগণকে পুলকিত করিয়া, সমুদ্রলঙ্ঘনের যোগ্য আকার ধারণ করিলেন। তখন সমস্ত লোক, ভগবান বামনের ত্রিলোক আক্রমণে যেমন বিস্মিত হইয়াছিল, সেইরূপ বানরেরা এই ব্যাপারে যারপর নাই বিস্মিত হইল। হনুমান লাঙ্গূল আস্ফালন পূর্ব্বক তেজে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। বানরেরা তদ্দর্শনে বীতশোক ও নির্ভয় হইল, এবং তাঁহার স্তুতিবাদ ও সিংহনাদ করিতে লাগিল। হনুমান গুহামধ্যে সিংহের ন্যায় বেগে স্ফীত হইয়া, বিধূম পাবকের ন্যায় জ্বলিতে লাগিলেন, এবং লোমাঞ্চিত দেহে বানরগণের মধ্য হইতে সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বৃদ্ধবর্গকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, দেখ, যিনি পর্ব্বত উৎপাটন পূর্ব্বক ব্যোমমার্গে বিচরণ করিয়া থাকেন, আমি সেই বায়ুর ঔরস পুত্র। আমার গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। আমি অবিশ্রান্তে সহস্রবার গগনস্পর্শী সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করিব; মহাসমুদ্রকে ভুজদ্বয়ের আস্ফালনে ক্ষুভিত করিয়া, সমস্ত লোক এবং পর্ব্বত নদী ও হ্রদ আপ্লাবিত করিব। দেখিবে আমার উরু ও জঙ্ঘার বেগে সমুদ্র নক্রকুম্ভীরের সহিত ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। আমি গগনপথে বিহগরাজ গরুড়কে সহস্র বার অতিক্রম করিব, জ্বলন্ত সূর্য্য উদয়গিরি হইতে অস্তাচলে উপস্থিত না হইতে তাঁহার সন্নিহিত হইব। এবং পুনর্ব্বার ভূমিস্পর্শ না করিয়া ভীমবেগে

ফিরিব; আমি গগনের গ্রহনক্ষত্র সকল উল্লঙ্ঘন, সাগর শোষণ, পৃথিবী বিদারণ ও পর্ব্বত নিষ্পেষণ করিব। আমার গমনবেগে বৃক্ষলতার নানা প্রকার পুষ্প অনুসরণ করিবে এবং ব্যোম মধ্যে ছায়াপথের ন্যায় আমারও পথ দৃষ্ট হইবে। অতঃপর দেখাইব, আমি অসীম আকাশে কখন উত্থিত হইতেছি, এবং কখন বা পড়িতেছি। আমার আকার মহামেরুর ন্যায় প্রকাণ্ড; দেখিবে আমি যেন, গগনতল গ্রাস করিয়া যাইতেছি, এবং মেঘজাল ছিন্ন ভিন্ন করিতেছি। মহাবীর গরুড় ও বায়ুর যে শক্তি, আমারও তাহাই; সুতরাং ঐ দুই জন ব্যতীত আমার অনুসরণ করে, এমন আর কাহাকেই দেখিতেছি না। আমি মেঘমধ্যে তড়িতের ন্যায় ঝটিতি এই অবলম্বনশূন্য আকাশে বিস্তীর্ণ হইব। সাগর লঙ্ঘনকালে আমার রূপ ত্রিবিক্রম বিষ্ণুরই অনুরূপ হইবে। বানরগণ! এক্ষণে হৃষ্ট হও, আমি বুদ্ধিবলে দেখিতেছি, এবং অনুমানও করি, নিশ্চয়ই জানকীরে নিরীক্ষণ করিব। আমার বেগ অতি অদ্ভুত; শত যোজন কি, আমি অযুত যোজনও যাইতে পারি। দেখিবে, আমি বজ্রধর ইন্দ্র বা ব্রহ্মার হস্ত হইতে অমৃত বীরদর্পে এই স্থানে আনিব, কিম্বা লঙ্কাপুরী উৎপাটন পূর্ব্বক গমন করিব।

মহাবীর হনুমান এইরূপ গর্জ্জন করিতেছেন, বানরেরা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে হৃষ্টমনে উহাঁকে দেখিতে লাগিল। তখন জাম্ববান উহাঁর এইরূপ শোকনাশন বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমিই আমাদিগের দুঃখ

সমুদায় দূর করিয়া দিলে। এক্ষণে এই সমস্ত তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বানর, মিলিত হইয়া তোমার কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত মঙ্গলাচরণ করিবে। তুমি ঋষিগণের প্রসাদে ও আমাদিগের আশীর্ব্বাদে সমুদ্র লঙ্ঘন কর। তুমি যাবৎ না আসিবে, আমরা একপদে দাঁড়াইয়া থাকিব। দেখ, তোমার গমনেই আমাদিগের জীবন সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

অনন্তর মহাবীর হনুমান কহিলেন, বানরগণ! ঐ অদূরে মহেন্দ্র পর্ব্বত; উহার শিখর সকল সুদৃঢ় ও বৃহৎ; ধাতুরাগে রঞ্জিত ও বৃক্ষে পরিপূর্ণ আছে; এক্ষণে উহাই লম্ফ প্রদানের সময় আমার বেগ ধারণ করিবে। এই বলিয়া তিনি ঐ পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। উহার ইতস্তত নানা প্রকার পশু পক্ষী; মৃগেরা তৃণাচ্ছন্ন ভূমির উপর বিচরণ করিতেছে; চতুর্দ্দিকে ফলপুষ্প লতাজাল ও প্রস্রবণ; সিংহ, ব্যাঘ্র, ও মত্ত হস্তী সকল যূথে যূথে যাইতেছে এবং বিহঙ্গেরা সঙ্গীত করিতেছে। মহাবল হনুমান ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র তাঁহার ভুজবলে নিপীড়িত হইয়া সিংহসমাক্রান্ত মাতঙ্গের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। সর্ব্বত্র মৃগ পক্ষী সশঙ্কিত, প্রস্তরস্তূপ প্রক্ষিপ্ত এবং বৃক্ষ কম্পিত হইতে লাগিল। পানাসক্ত গন্ধর্ব্বমিথুন ও বিদ্যাধরগণ স্থানত্যাগ করিয়া চলিল। বিহঙ্গেরা উড্ডীন হইতে লাগিল; উরগগণ গর্ত্তমধ্যে লীন হইল; অনেকে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অর্দ্ধনিঃসৃত হইয়া পর্ব্বতের পতাকাশ্রী সম্পাদন

করিল। ঋষিগণ ভীত হইয়া নিবিড় অরণ্যে অবসন্ন সার্থ-শূন্য পথিকের ন্যায় পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে মহাবীর হনুমান বেগ প্রদর্শনের জন্য মনে মনে কলরম্মণা করিতে লাগিলেন।

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড সম্পূর্ণ।

রামায়ণ।

সুন্দরকাণ্ড।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ভঞ্জ মহাশয়ের

অনুমত্যনুসারে

শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভঞ্জ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

বাল্মীকি যন্ত্র।

শকাব্দা ১৮০৫।

সূচীপত্র।

সুন্দরকাণ্ড।

সর্গ | | পৃষ্ঠা হইতে পৃষ্ঠা

সুন্দরকাণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত।

রামায়ণ।

সুন্দরকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

অনন্তর মহাবীর হনুমান জানকীর উদ্দেশে ব্যোমপথে যাইবার সংকল্প করিলেন। তিনি এই দুষ্কর কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিবার জন্য গ্রীবা ও মস্তক উত্তোলন করিয়া, বৃষভের ন্যায় শোভিত হইলেন এবং সলিলশ্যামল তৃণাচ্ছন্ন ভূপৃষ্ঠে স্বৈরপদে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ মহাবল, গর্ব্বিত সিংহের ন্যায় মৃগ সকল দলিত এবং বক্ষের আঘাতে পাদপদল ভগ্ন করিয়া, পক্ষিগণকে একান্ত শঙ্কিত করিয়া তুলিলেন। মহেন্দ্র পর্ব্বতে নানারূপ ধাতু, তৎসমুদায় স্বভাব-জাত ও নির্ম্মল, ইতস্তত নীল রক্ত ও পাটল রাগ বিস্তার করিতেছে। তথায় সুরপ্রভাব সুরূপ যক্ষ, কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ উজ্জ্বলবেশে নিরন্তর রহিয়াছেন। হনুমান উহার নিম্নদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, হ্রদমধ্যস্থ মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি সূর্য্য, ইন্দ্র, স্বয়ম্ভু, বায়ু, ও ভূতগণকে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন পূর্ব্বক পিতা পবনকে পশ্চিমাস্যে বন্দনা করিলেন, এবং রামের অভ্যুদয়কামনায় পর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। বানরগণ চতুর্দ্দিক হইতে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে উহাঁকে দেখিতে লাগিল। ঐ মহাবীর সমুদ্র লঙ্ঘনে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার দেহ অতিপ্রমাণ; তিনি করচরণে পর্ব্বতকে সুদৃঢ়রূপ ধারণ করিলেন। গিরিবর মহেন্দ্র তৎক্ষণাৎ বিচলিত হইয়া উঠিল। বৃক্ষের পুষ্প সকল পতিত হইতে লাগিল। ঐ সমস্ত সুগন্ধি পুষ্প সর্ব্বত্র সমাকীর্ণ হওয়াতে পর্ব্বত যেন পুষ্পময় হইয়া গেল। তৎকালে হনুমান বল প্রকাশ পূর্ব্বক ক্রমশ উহাকে নিষ্পীড়ন করিতেছেন; মহেন্দ্র মদমত্ত মাতঙ্গবৎ জলধারা প্রবাহিত করিতে লাগিল। উহার কোন স্থানে স্বর্ণের প্রভা, কোথাও রজতের আভা এবং কোথাও বা কজ্জলের কৃষ্ণকান্তি; কিন্তু ঐ প্রবল জলস্রোতে সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। মনঃশিলার সহিত বিশাল শিলা স্খলিত হইতে লাগিল; সুতরাং শৈল জ্বালাকরাল বহ্নির ধূমশিখার ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। গহ্বরস্থ জীবজন্তুগণ বিকৃতস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল; দিক্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল; উরগগণ স্বস্তিকচিহ্নিত স্থূল ফনমণ্ডল উত্তোলন করিয়া, ক্রোধভরে ঘোর অনল উদ্গার পূর্ব্বক অনবরত শিলা দংশন করিতে লাগিল। শিলা সকল ঐ বিষাক্ত সর্পতুণ্ডে খণ্ড খণ্ড হইয়া হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। তথায় যে সমস্ত ওষধি ছিল, বিষঘ্ন হইলেও তৎসমুদায় আর বিষের উপশম করিতে পারিল না।

অনন্তর মহর্ষিগণ অকস্মাৎ এই লোমহর্ষণ কাণ্ড উপস্থিত দেখিয়া মনে করিলেন, বুঝি ব্রহ্মরাক্ষসেরা এই পর্ব্বত বিদীর্ণ করিতেছে। এই ভাবিয়া সকলে ভয়বিহ্বল চিত্তে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদ্যাধরগণ পানভূমিস্থ স্বর্ণাসন, স্বর্ণপাত্র, স্বর্ণকমণ্ডলু; স্বাদু লেহন দ্রব্য, বিবিধ মাংস, আর্ষভ চর্ম্ম, ও স্বর্ণমুষ্টি খড়্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রমদাগণের সহিত ভীতমনে ধাবমান হইলেন। রমণীগণ হার নূপুর ও কেয়ূর ধারণ পূর্ব্বক, রক্ত মাল্য ও রক্ত চন্দনে বেশ রচনা করিয়া, মদরাগলোহিত লোচনে বিহার করিতেছিল। ইত্যবসরে উহারা সহসা এই অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত দেখিয়া, স্ব স্ব নায়কের সহিত গগনমার্গে আরোহণ পূর্ব্বক হর্ষ ও বিস্ময়ভরে সমস্ত প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। মহর্ষিগণ মিলিত হইয়া পরস্পর এই প্রকার জল্পনা আরম্ভ করিলেন, এই পর্ব্বতপ্রমাণ মহাবীর হনুমান মহাবেগে শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিবেন। ইনি রামের ও বানরগণের শুভসঙ্কল্পে অতি দুষ্কর সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া এই অপার সমুদ্র অনায়াসে পার হইবেন।

তখন বিদ্যাধরগণ মহর্ষিদিগের মুখে এই কথা শুনিয়া, একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং পর্ব্বতোপরি হনুমানকে বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে ঐ প্রদীপ্তপাবকতুল্য মহাবল ঘন ঘন কম্পিত হইতেছেন, এবং সর্ব্বাঙ্গের রোমস্পন্দন পূর্ব্বক জলদগম্ভীর রবে গর্জ্জন করিতেছেন। তাঁহার লাঙ্গুল অনুক্রমে বর্ত্তুল ও লোমে আচ্ছন্ন। তিনি লম্ফপ্রদান করিবার সঙ্কল্পে উহা ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ পূর্ব্বক পৃষ্ঠদেশে মুহুর্মুহু আস্ফালন করিতে

লাগিলেন। বোধ হইল, যেন বিহগরাজ গরুড় একটী ভীষণ অজগরকে লইয়া প্রস্থান করিতেছেন।

অনন্তর ঐ মহাবীর, অর্গলাকার ভুজদণ্ড পর্ব্বতের উপর দৃঢ়রূপে স্থাপন করিলেন; পদযুগল সঙ্কুচিত করিয়া, ক্রোড়দেশে সর্ব্বাঙ্গ আকুঞ্চন করিয়া লইলেন, এবং গ্রীবা ও বাহুদ্বয় খর্ব্ব করিয়া, তেজ ও বলবীর্য্যে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টি নিরন্তর ঊর্দ্ধে; তিনি হৃদয়ে প্রাণরোধ পূর্ব্বক নিরবচ্ছিন্ন গগনপথ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, এবং লম্ফপ্রদানের ইচ্ছায় কর্ণসঙ্কোচ করিয়া বানরগণকে কহিলেন, দেখ, আজ আমি রামের শরদণ্ডের ন্যায় বায়ুবেগে রাবণরক্ষিত লঙ্কায় গমন করিব। যদি তথায় জানকীর দর্শন না পাই, তবে এই বেগেই দেবলোকে উপস্থিত হইব। যদি সে স্থানেও কৃতকার্য্য না হই, তবে লঙ্কাপুরী উৎপাটন পূর্ব্বক রাক্ষসরাজ রাবণকে বন্ধন করিয়া আনিব।

এই বলিয়া ঐ মহাবীর, গরুড়ের ন্যায় বেগ প্রদর্শন পূর্ব্বক অকাতরে লম্ফ প্রদান করিলেন। পর্ব্বতস্থ বৃক্ষ সকল শাখাপ্রশাখা সঙ্কুচিত করিয়া, চতুর্দ্দিক হইতে উহাঁর সহিত মহাবেগে উত্থিত হইল। বৃক্ষ সমূহে নানাপ্রকার পুষ্প, বিহঙ্গেরা উন্মত্ত হইয়া কলরব করিতেছে। হনুমান গমনবেগে ঐ সকল বৃক্ষ সমভিব্যাহারে লইয়া নির্ম্মল ব্যোমপথে যাইতে লাগিলেন। তখন স্বজনগণ যেমন সুদূরগামী বন্ধুর এবং সৈন্যেরা যেমন নৃপতির অনুগমন করে, সেইরূপ শাল তাল প্রভৃতি বৃক্ষ সকল মুহূর্ত্তকাল উহাঁর অনুসরণ করিল। ঐ সময় পর্ব্বত প্রমাণ হনুমান পুষ্প অঙ্কুর ও কলিকায়

সমাকীর্ণ হইয়া, খদ্যোতপরিবৃত শৈলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর সারবৎ বৃক্ষ সকল স্খলিতবেগে পুষ্পভার পরিত্যাগ করিয়া, পক্ষচ্ছেদনভয়ে পর্ব্বতের ন্যায় সাগরজলে নিমগ্ন হইল, এবং পুষ্পরাশি লঘুত্ব বশত ক্রমশ আসিয়া পতিত হইতে [illegible]গিল। তখন মহাসমুদ্র ঐ সমস্ত সুগন্ধি বিচিত্র পুষ্পে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া, বিদ্যুৎমণ্ডিত মেঘ ও নক্ষত্রখচিত আকাশের ন্যায় দৃষ্ট হইল। হনুমানের বাহুদ্বয় অম্বরতলে প্রসারিত, তৎকালে উহা গিরিবিবরনিঃসৃত পঞ্চমুখ উরগের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ বীর যেন তরঙ্গসঙ্কুল মহাসমুদ্রকে এবং অসীম আকাশকে পান করিবার জন্য যাইতেছেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় পিঙ্গল ও বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল, উহা পর্ব্বতোপরি প্রজ্জ্বলিত অনলবৎ প্রকাশিত হইতেছে, এবং পরিবেষভীষণ চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছে। তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, উহা রক্ত নাসিকা সংযোগে যেন সন্ধ্যারাগে ভাস্করের প্রভা বিস্তার করিতে লাগিল। উহাঁর লাঙ্গুল উর্দ্ধে উচ্ছ্রিত, উহা ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি ঐ লাঙ্গুলচক্রে বেষ্টিত হইয়া, জ্যোতিশ্চক্রগত সূর্য্যের ন্যায় নিতান্ত ভীমদর্শন হইলেন। উহাঁর কটিতট সম্যক লোহিত, সুতরাং পর্ব্বত যেমন দলিত ধাতু দ্বারা শোভা পায়, তিনি সেইরূপই শোভিত হইলেন। উহাঁর কক্ষ্যান্তরগত বায়ু জলদবৎ গম্ভীর রবে গর্জ্জন করিতেছে। উল্কা যেরূপ উত্তর দিক হইতে নিঃসৃত হইয়া, গগনে লম্বরেখায় নিরীক্ষিত হয়, হনুমান ঐ সুদীর্ঘ লাঙ্গুল

দ্বারা সেই রূপই দৃষ্ট হইলেন। তাঁহার দেহ উর্দ্ধে এবং ছায়া সমুদ্রবক্ষে; সুতরাং তিনি বায়ুবেগপ্রেরিত নৌ-যানের ন্যায় যাইতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর সমুদ্রের যে যে স্থান অতি-ক্রম করিয়া চলিলেন, সেই সকল স্থান উহাঁর গতিবেগে উন্মত্তের ন্যায় অনবরত তরঙ্গ আস্ফালন করিতে লাগিল। তিনি শৈলবৎ বিশাল বক্ষে সাগরের উর্ম্মিজাল প্রতিহত করিয়া মহাবেগে যাইতেছেন। একে উহাঁর দেহবায়ু নিতান্ত প্রবল, তাহাতে আবার মেঘবায়ু উত্থিত হইয়াছে, সুতরাং ঐ গভীরনাদী সমুদ্র যার পর নাই বিচলিত হইয়া উঠিল। হনুমান গতিবেগে উহার বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গ সকল আকর্ষণ পূর্ব্বক পৃথিবী ও অন্তরীক্ষকে যেন পৃথক নিক্ষেপ করিয়া যাইতেছেন। বোধ হইল, তৎকালে তিনি মেরুমন্দরাকার উর্ম্মিজাল একাদিক্রমে গণনা করিতেছেন। ঐ সমস্ত উর্ম্মি হনুমানের বেগে মেঘপথ পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া আকাশে প্রসারিত শারদীয় জলদের ন্যায় দৃষ্ট হইল। তখন বস্ত্রাপকর্ষণে সমগ্র অবয়ব যেমন সুস্পষ্ট দেখা যায়, তদ্রূপ সমুদ্রচর জীবজন্তুগণ সম্পূর্ণ নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। উরগগণ ব্যোমমার্গে হনুমানকে গমন করিতে দেখিয়া, বিহগ-রাজ গরুড় বোধে যারপর নাই ভীত হইল। ঐ মহাবীরের ছায়া দশ যোজন বিস্তীর্ণ ও ত্রিশ যোজন দীর্ঘ, বেগ-প্রভাবে উহা অতি সুদৃশ্য হইয়া উঠিল। ছায়া সততই তাঁহার অনুগামিনী, উহা সমুদ্রবক্ষে নিপতিত হইয়া স্বচ্ছ মেঘশ্রেণীর ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি নিরবলম্ব আকাশে সপক্ষ পর্ব্বতবৎ যাইতেছেন। তাঁহার গমনবেগে

মেঘ হইতে বারিধারা নিঃসৃত হইয়া, সমুদ্রকে যেন পয়ঃ-প্রণালীর অনুরূপ করিয়া তুলিল। ঐ মহাকায় মহাবল, নানা বর্ণের মেঘ আকর্ষণ পূর্ব্বক কখন ভীমবেগ বায়ুর ন্যায় এবং কখন বা পক্ষিমার্গে গরুড়ের ন্যায় চলিয়াছেন। তিনি গতিপ্রসঙ্গে একবার মেঘের অন্তরালে আবার বহির্ভাগে, সুতরাং তৎকালে প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশিত চন্দ্রের ন্যায় যার পর নাই শোভিত হইলেন।

তখন দেবতা ও গন্ধর্ব্বেরা হনুমানকে এই অদ্ভুত কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত দেখিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সূর্য্যদেব উত্তাপ দানে বিরত হইলেন। বায়ু স্নিগ্ধস্রোতে বহিতে লাগিলেন। নাগ যক্ষ ও রাক্ষসেরা ঐ মহাবীরকে অপরি-শ্রান্ত দেখিয়া স্তুতিবাদ আরম্ভ করিলেন। ঋষিগণ উহাঁর ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাসমুদ্র ইক্ষ্বাকুকুলের সম্মান কামনায় ভাবিলেন, এক্ষণে যদি আমি এই কপিপ্রবীর হনুমানকে সাহায্য না করি, তবে নিশ্চয়ই লোকে আমার অযশ ঘোষণা করিবে। ইক্ষ্বাকুরাজ সগর আমাকে সংবর্দ্ধিত করিয়াছেন, এই মহাবীর সেই ইক্ষ্বাকু-বংশের পরম সহায়। এক্ষণে যাহাতে ইহাঁর শ্রান্তি দূর হয়, তাহাই আমার কর্ত্তব্য হইতেছে। ইনি গতক্লম হইয়া, গন্তব্য পথের অবশেষ অক্লেশে অতিক্রম করিবেন।

সমুদ্র এইরূপ সুযুক্তি করিয়া, সলিলময় কনকময় মৈনাককে কহিলেন, মৈনাক! সুররাজ ইন্দ্র পাতালবাসী অসুরগণের সঞ্চাররোধ করিবার নিমিত্ত তোমাকে অর্গল-স্বরূপ স্থাপন করিয়াছেন। তুমিও ঐ সকল দৃষ্টবীর্য্য

দুরাত্মাদিগের পুনরুত্থানে ব্যাঘাত দিবার জন্য অতলস্পর্শ পাতালের নির্গমন-দ্বার অবরোধ করিয়া আছ। তোমার শক্তি অতীব অদ্ভুত। তুমি সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধিত হইতে পার। এক্ষণে এই জন্যই আমি তোমায় নিয়োগ করিতেছি, তুমি অবিলম্বে সমুদ্র হইতে গাত্রোত্থান কর। ঐ দেখ, কপিকেশরী মহাবীর হনুমান রামের কার্য্যসাধন সংকল্পে আকাশপথে ক্রমশঃ তোমার নিকটস্থ হইতেছেন। উনি শ্রান্ত ও ক্লান্ত, অতএব তুমি সত্বরই উত্থিত হও।

অনন্তর গিরিবর মৈনাক সমুদ্রের জলরাশি ভেদ করিয়া, সহসা বৃক্ষ লতার সহিত উত্থিত হইল। বোধ হইল, যেন খরতেজ ভাস্কর মেঘের আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক উদিত হইলেন। ঐ পর্ব্বতের চতুষ্পার্শ্ব সাগরজলে বেষ্টিত, শিখরসকল স্বর্ণময় গগনস্পর্শী ও উজ্জ্বল এবং কিন্নর ও উরগে পরিপূর্ণ। তৎকালে উহার জ্যোতিতে অসিশ্যামল আকাশ স্বর্ণবর্ণ হইয়া উঠিল।

তখন হনুমান মৈনাককে সহসা সম্মুখে উত্থিত দেখিয়া, লবণ সমুদ্রের মধ্যে বিঘ্ন বোধ করিলেন, এবং বায়ু যেমন মেঘকে অপসারিত করিয়া যায়, তদ্রূপ উহাকে বক্ষের আঘাতে নিক্ষিপ্ত করিয়া চলিলেন। তদ্দর্শনে গিরিবর মৈনাক উহাঁর গমনবেগ অনুধাবন করিয়া, হর্ষভরে গর্জ্জন করিতে লাগিল, এবং মনুষ্যরূপ ধারণ এবং স্বীয় শিখরে আরোহণ পূর্ব্বক প্রীতমনে কহিল, কপিরাজ! তুমি অতি দুষ্কর কর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ। অতএব আমার শিখরে উপবেশন করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রামসুখ অনুভব কর। দেখ,

রঘুবংশীয়েরা এই মহাসমুদ্রকে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। তুমি রামের হিতব্রতে দীক্ষিত, তদ্দর্শনে সমুদ্র তোমায় অর্চনা করিতেছেন। প্রত্যুপকার করাই সনাতন ধর্ম্ম। তিনি তোমাকে পূজা করিবার জন্য আমাকে বহুমান পূর্ব্বক নিয়োগ করিলেন; এবং কহিলেন, এই কপিপ্রবীর শত যোজন লঙ্ঘন করিবার নিমিত্ত আকাশমার্গ দিয়া যাইতেছেন। তিনি তোমার শিখরে ক্লান্তি দূর করিয়া, গন্তব্যশেষ অক্লেশে অতিক্রম করিবেন। বীর! এক্ষণে তুমি দাঁড়াও, এবং আমার শিখরে গতক্লম হইয়া যাও। এই স্থানে সুস্বাদু সুগন্ধি কন্দ, মূল, ফল সুপ্রচুর রহিয়াছে, তুমি ইচ্ছানুরূপ ভক্ষণ কর। তোমার সহিত আমার কোন একটী সম্বন্ধ আছে, তুমি ভুবনবিখ্যাত ও গুণবান; এই জীবলোকে যত বেগবান বানর দেখিতে পাওয়া যায়, তুমি তৎসর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তোমার কথা কি, সামান্য অতিথিকেও সৎকার করা সুবিজ্ঞ ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্য হইতেছে। তুমি দেবপ্রধান বায়ুর পুত্র এবং বেগে তাঁহারই অনুরূপ; সুতরাং তোমায় পূজা করিলে তিনিই সমাদৃত হইবেন। বীর! এক্ষণে যে কারণে তুমি আমার পূজনীয় হইতেছ, তাহারও উল্লেখ করি, শ্রবণ কর।

সত্যযুগে পর্ব্বতসমূহের পক্ষ ছিল। উহারা গরুড়বৎ মহাবেগে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিত। তদ্দর্শনে দেবতা ও মহর্ষিগণ পর্ব্বতপাত আশঙ্কায় নিতান্তই ভীত হইয়া উঠেন।

অনন্তর সুররাজ ইন্দ্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, উহাদের পক্ষচ্ছেদে প্রবৃত্ত হন। একদা তিনি বজ্রাস্ত্র উদ্যত করিয়া,

ক্রোধভরে আমার নিকটস্থ হইলেন। কিন্তু তৎকালে তোমার পিতা পবন আমায় আকাশে তুলিয়া এই লবণসমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। তিনি আমায় গোপন করিয়াছিলেন বলিয়া, আমার পক্ষ রক্ষা হয়। বীর! আমি এই জন্যই তোমায় সম্মান করিতেছি। তুমি আমার পরম মান্য, এবং তোমার সহিত এই আমার সম্বন্ধ। এক্ষণে প্রত্যুপকারের কাল উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি প্রসন্নমনে আমাদিগের প্রীতি বর্দ্ধন কর। বায়ুসম্পর্কে আমিও তোমার পূজ্য। আমি তোমায় দেখিয়া সবিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। অতঃপর তুমি শ্রান্তি দূর করিয়া আমার প্রদত্ত পূজা গ্রহণ কর।

তখন হনুমান কহিলেন, মৈনাক! আমি তোমার এই প্রার্থনায় একান্ত প্রীত হইলাম। এক্ষণে প্রসঙ্গমাত্রেই আতিথ্য অনুষ্ঠিত হইল, তজ্জন্য তুমি কিছুমাত্র ক্ষোভ করিও না। কার্য্যকাল আমাকে ব্যস্তসমস্ত করিয়া তুলিতেছে, দিবসও প্রায় অবসান হইয়া আসিল। বিশেষতঃ আমার প্রতিজ্ঞা এই, যে, শতযোজনের মধ্যে আমি কোন স্থানে কদাচ বিশ্রাম করিব না। যাহাই হউক, এক্ষণে চলিলাম। এই বলিয়া, মহাবীর হনুমান মৈনাককে স্পর্শমাত্র করিয়া, অপ্রতিহতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। সমুদ্র ও শৈল সবহুমানে উহাঁকে নিরীক্ষণ পুর্ব্বক সমুচিত বাক্যে প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

অনন্তর হনুমান ক্রমশঃ দূরতর আকাশে আরোহণ করিলেন, এবং মৈনাককে দেখিতে দেখিতে মহাবেগে যাইতে লাগিলেন। তখন সুর, সিদ্ধ, ও মহর্ষিগণ এই দুষ্কর কার্য্য

দর্শন করিয়া, উহাঁর সবিশেষ প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে সুররাজ ইন্দ্র মৈনাকের সদাচরণে একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া, বাষ্পগদগদ কণ্ঠে কহিলেন মৈনাক! হনুমান ভয়ের কারণ সত্ত্বেও নির্ভয় হইয়া, এই শত যোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিতেছেন। তুমি উহাঁর শ্রান্তিনাশে সাহায্য করিয়াছ। ঐ মহাবীর রামের হিতোদ্দেশেই চলিয়াছেন, তুমি যথাশক্তি ইহাঁর অর্চনা করিয়াছ; এই কারণে আমি নিতান্তই প্রীত হইলাম। এক্ষণে তোমাকে অভয় দান করিতেছি, তুমি যথায় ইচ্ছা প্রস্থান কর।

তখন গিরিবর মৈনাক ইন্দ্রকে প্রসন্ন দেখিয়া একান্ত পরিতুষ্ট হইল এবং উহাঁর নিকট বর গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সাগরজলে প্রবেশ করিল।

অনন্তর সুর, সিদ্ধ, মহর্ষি, ও গন্ধর্ব্বগণ নাগজননী তেজস্বিনী সুরসাকে পরম সমাদরে কহিলেন, দেবি! এই পবনকুমার শ্রীমান হনুমান সমুদ্র পার হইতেছেন। তুমি পর্ব্বতাকার ঘোর রাক্ষসমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পিঙ্গল চক্ষু ও বিকট দন্ত বিস্তার করিয়া, ক্ষণকালের জন্য ইহাঁর গমনপথে বিঘ্ন আচরণ কর। আমরা ঐ বীরের বলবীর্য্য জানিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছি। দেখিব, ইনি কোন কৌশলে তোমায় পরাজয় করেন, কি ভয়ে অবসন্ন হন।

তখন সুরসা ভীষণ বিরূপ রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়া, হনুমানের গতিরোধ পূর্ব্বক কহিল, কপিরাজ! দেবগণ তোমাকে আমার ভক্ষ্যস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং আজ আমি তোমায় ভক্ষণ করিব। এক্ষণে তুমি আমার এই

আস্যকুহরে প্রবিষ্ট হও। এই বলিয়া সুরসা মুখব্যাদান পূর্ব্বক হনুমানের নিকট দণ্ডায়মান হইল। তখন হনুমান প্রফুল্ল বদনে কহিলেন, ভদ্রে! দশরথতনয় রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তথায় রাক্ষসগণের সহিত উঁহার ঘোরতর শত্রুতা জন্মে। তিনি একদা কার্য্যান্তরে ব্যাসক্ত ছিলেন, ইত্যবসরে রাবণ বলপূর্ব্বক উঁহার ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। এক্ষণে আমি সেই রামের অনুজ্ঞাক্রমে যশস্বিনী জানকীর নিকট দূতস্বরূপ যাইতেছি। রাক্ষসি! চরাচর সমস্তই রামের অধিকার, তুমি তন্মধ্যে বাস করিয়া আছ, সুতরাং এ সময় তাঁহাকে সাহায্য করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। অথবা আমি সত্যই অঙ্গীকার করিতেছি, আমি জানকীরে দর্শন এবং রামকে তাঁহার বৃত্তান্ত জ্ঞাপন পূর্ব্বক পশ্চাৎ তোমার নিকট উপস্থিত হইব। হনুমান এই বলিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলেন।

তখন কামরূপিণী সুরসা উঁহার বলবীর্য্যের পরিচয় লইতে একান্ত উৎসুক হইয়া কহিল, দেখ, পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা আমাকে এইরূপ বর প্রদান করিয়াছেন যে, যে কেহ আমার সম্মুখীন হইবে, আমি তাহাকে গ্রাস করিব। এক্ষণে যদি তুমি সমর্থ হও, তবে আজ আমার আস্যকুহর হইতে গমন করিও। এই বলিয়া সুরসা মুখব্যাদান পূর্ব্বক সহসা হনুমানের অগ্রে দণ্ডায়মান হইল। তদ্দর্শনে হনুমান একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রাক্ষসি! তবে তুমি আমার এই সুদীর্ঘ দেহের অনুরূপ মুখ বিস্তার কর। এই বলিয়া ঐ মহাবীর

উঁহারই দেহপ্রমাণে স্বয়ং দশ যোজন দীর্ঘ হইলেন। সুরসা বিশ যোজন মুখব্যাদান করিল। ঐ ঘোর মুখ মেঘাকার নরকসদৃশ ও রসনাকরাল। তদ্দর্শনে হনুমান রোষে স্ফীত হইয়া ত্রিশ যোজন বর্দ্ধিত হইলেন। সুরসা চত্বারিংশৎ যোজন মুখ বিস্তার করিল। হনুমান পঞ্চাশৎ যোজন দেহ বৃদ্ধি করিলেন; সুরসার মুখ ষষ্টি যোজন হইল। হনুমান সপ্ততি যোজন বর্দ্ধিত হইলেন; সুরসার মুখ অশীতি যোজন হইল। হনুমান নবতি যোজন দীর্ঘ হইলেন; সুরসার মুখও শত যোজন হইল।

অনন্তর মহাবীর হনুমান তৎক্ষণাৎ মেঘবৎ দেহ সঙ্কেপ করিয়া অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ হইলেন, এবং সুরসার মুখমধ্যে প্রবেশ করিয়া, ঝটিতি নিষ্ক্রমণ ও অন্তরীক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক কহিলেন, দাক্ষায়ণি! আমি তোমার আস্যকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। এক্ষণে তোমায় নমস্কার, তোমার বর সত্য হইল, অতএব আমিও জানকীর উদ্দেশে চলিলাম।

তখন নাগজননী সুরসা উপরাগমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় হনুমানকে স্বীয় আস্যদেশ হইতে নির্গত দেখিয়া পূর্ব্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, বীর! তুমি কার্য্যসাধনের জন্য যথায় ইচ্ছা যাও এবং রামের জানকী লাভে যত্নবান হও।

অনন্তর গগনবিহারী জীবগণ এই ব্যাপার দর্শন করিয়া হনুমানকে বারংবার সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। হনুমানও মহাবেগে আকাশপথে যাইতে লাগিলেন। মহাকাশ দূর হইতে দূরে বিস্তৃত; ইতস্ততঃ বিশাল জলদজাল সমস্ত শীতল রাখিয়াছে; বিহগগণ উড্ডীন; নৃত্যগীতাচার্য্য

গন্ধর্ব্বেরা বিরাজ করিতেছেন। সুরধনু নানারাগে রঞ্জিত দিব্য বিমান সিংহব্যাঘ্র বাহনযোগে মহাবেগে গতায়াত করিতেছে। উহা অগ্নিকল্প কৃতপুণ্যের আশ্রয়স্থান। তথায় হব্যবাহী হুতাশন নিরন্তর জ্বলিতেছেন; চন্দ্রসূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতির্ম্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইতেছে এবং মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, নাগ, ও যক্ষগণ অধিষ্ঠান করিয়া আছেন। উহা সমস্ত বিশ্বের আধার ও একান্ত নির্ম্মল। উহার কোন স্থানে গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু এবং কোথাও বা করিবর ঐরাবত। উহা যেন জীবলোকের চন্দ্রাতপস্বরূপ প্রসারিত আছে। হনুমান ঐ ব্রহ্মনির্ম্মিত বায়ুপথে মেঘজাল আকর্ষণ পূর্ব্বক মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে সিংহিকা নাম্নী কোন এক কামরূপিণী রাক্ষসী ঐ কপিবীরকে দর্শন করিয়া মনে করিল, বুঝি বহুদিনের পর আজ আমার ভক্ষ্য লাভ হইবে। অদূরে ঐ একটী প্রকাণ্ড জীব আগমন করিতেছে, বুঝি ভাগ্যে উহা আমারই হস্তগত হইবে। সিংহিকা এই ভাবিয়া হনুমানের ছায়া গ্রহণ করিল। হনুমান সহসা শিহরিয়া উঠিলেন, মনে করিলেন, বায়ুর প্রতিস্রোতে যেমন সামুদ্রিক যানের গতিরোধ হয়, সেইরূপ এক্ষণে কেন আমার গতিরোধ হইয়া গেল? এই বলিয়া তিনি ঊর্দ্ধাধোভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, লবণ সমুদ্রের মধ্য হইতে এক বিকটাকার রাক্ষসী উত্থিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে বুঝিলেন, কপিরাজ সুগ্রীব যে, মহাকায় মহাবীর্য্য ছায়াগ্রাহী জীবের কথা কহিয়াছিলেন, ইহাই সেই জীব হইবে। ঐ ধীমান

এইরূপ অনুমান করিয়া, বর্ষার মেঘের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর সিংহিকা আকাশ-পাতাল-প্রমাণ মুখ ব্যাদান করিয়া, জলদগম্ভীর রবে গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং হনুমানকে লক্ষ্য করিয়া দূর হইতে ধাবমান হইল। তৎকালে ঐ বজ্রকায় মহাবীর, রাক্ষসীর বিকট মুখ ও দেহপ্রমাণ দর্শন পূর্ব্বক মর্ম্মভেদের সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং অবিলম্বে খর্ব্বাকার হইয়া উহার আস্যকুহরে প্রবেশ করিলেন! তখন পর্ব্বকালে রাহু যেমন চন্দ্রকে গ্রাস করে, তদ্রূপ ঐ রাক্ষসী উহাঁকে এককালে গ্রাস করিয়া ফেলিল। মহাবল হনুমানও উহার জঠরে গিয়া সুতীক্ষ্ণ নখরপ্রহারে মর্ম্মস্থান ছিন্ন ভিন্ন করিলেন, এবং ধৈর্য্য ও চাতুর্য্যে তাহাকে বধ করিয়া বায়ুবৎ মহাবেগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। উহাঁর আকার পূর্ব্ববৎ হইল। নিশাচরী সিংহিকাও ছিন্নমর্ম্ম হইয়া সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া গেল।

পরে ব্যোমচর সিদ্ধ ও চারণগণ এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া হনুমানকে কহিলেন, বীর! আজ তুমি অতি ভয়ঙ্কর কার্য্য করিয়াছ, তোমারই বলবীর্য্যে এই রাক্ষসী নিহত হইল। এক্ষণে তুমি নির্ব্বিঘ্নে আপনার অভীষ্ট সাধন কর। দেখ, যাঁহার ধৈর্য্য, বুদ্ধি, দৃষ্টি ও দক্ষতা তোমার অনুরূপ, তিনি কদাচ কোন বিষয়ে অবসন্ন হন না।

তখন মহাবীর হনুমান এইরূপ সম্মানিত ও প্রস্থানে অনুজ্ঞাত হইয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অদূরে সমুদ্রের পরপার; তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি প্রসারণ পূর্ব্বক শত

যোজনের অন্তে বনশ্রেণী দর্শন করিলেন এবং গতিপ্রসঙ্গে বিবিধ বৃক্ষপূর্ণ দ্বীপ, মলয় পর্ব্বতের উপবন, সমুদ্রের কচ্ছদেশ, তত্রত্য বৃক্ষ ও লতা এবং নদীসমূহের সঙ্গমস্থান ক্রমশই দেখিতে পাইলেন। উহাঁর দেহ মেঘাকার; যেন অম্বরকে নিরোধ করিয়া আছে। তদ্দৃষ্টে তিনি মনে করিলেন, রাক্ষসেরা আমার এই প্রকাণ্ড দেহ ও গতিবেগ নিরীক্ষণ করিলে, যার পর নাই কৌতূহলাক্রান্ত হইবে। হনুমান এই-রূপ অনুমান করিয়া, আপনার পর্ব্বতপ্রমাণ দেহ খর্ব্ব করি-লেন এবং মোহমুক্ত যোগীর ন্যায় পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ হই-লেন। তখন বোধ হইল, যেন বলিবীর্য্যহারী ভগবান হরি ত্রিলোকে ত্রিপাদ নিক্ষেপের পর পূর্ব্বরূপে বিরাজ করিতে-ছেন। সাগরতীরে লম্ব পর্ব্বত, উহাঁর শিখর সকল রম-ণীয়; তথায় কেতক, উদ্দালক, ও নারিকেল প্রভৃতি নানা প্রকার বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছে। হনুমান স্বধিক্রমে ঐ ভুজঙ্গসঙ্কুল তরঙ্গপূর্ণ সমুদ্র পার হইয়া, লম্ব পর্ব্বতে পতিত হইলেন। মৃগপক্ষিগণ চকিত ও ভীত হইয়া উঠিল। হনুমান তথায় উত্তীর্ণ হইয়া, অমরাবতীর ন্যায় মহাপুরী লঙ্কা দেখিতে পাইলেন।

দ্বিতীয় সর্গ।

ঐ মহাবীর, শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া কিছুমাত্র শ্রান্ত হন নাই। বহুল আয়াস স্বীকারেও তাঁহার ঘন ঘন

নিশ্বাস নির্গত হইতেছে না। তিনি অটলদেহে শোভমান। পরিমিত শত যোজন ত সামান্য, অপেক্ষাকৃত দূর পথ পর্য্যটনই উহাঁর পক্ষে সবিশেষ শ্লাঘার হইতে পারে। তখন বৃক্ষসকল ঐ বীরের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিল। তিনি তদ্দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া যেন পুষ্পময় দেহে দণ্ডায়মান রহিলেন। লম্ব পর্ব্বতের অপর নাম ত্রিকূট, তদুপরি লঙ্কাপুরী প্রতিষ্ঠিত আছে। হনুমান মৃদুপদে ক্রমশঃ তদভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তথায় সুনীল সুবিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছন্ন প্রদেশ, গন্ধগন্ধি বন, এবং সুচারু তরুশ্রেণী। হনুমান একটী মধ্যপথ আশ্রয় পূর্ব্বক লঙ্কার দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ত্রিকূটে নানারূপ বৃক্ষ; দেবদারু, কর্ণিকার, পুষ্পিত খর্জ্জুর, প্রিয়াল, কুটজ, কেতক, সুগন্ধি প্রিয়ঙ্গু, কদম্ব, সপ্তচ্ছদ, অসন, কোবিদার ও করবীর। ঐ সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে কতকগুলি মুকুলিত এবং বহুসংখ্য পুষ্পভরে অবনত রহিয়াছে; পল্লবদল বায়ুর মৃদুমন্দ হিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে, এবং বিহঙ্গগণ শাখা প্রশাখায় উপবেশন করিয়া মধুর স্বরে কূজন করিতেছে। তথায় নানারূপ স্বচ্ছ জলাশয় ও সরোবর, তন্মধ্যে শ্বেত ও রক্ত পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া আছে এবং হংস সারস প্রভৃতি জলচর জীবগণ সতত বিচরণ করিতেছে। উহার স্থানে স্থানে সুরম্য ক্রীড়াপর্ব্বত এবং শোভনতম উদ্যান। মহাবীর হনুমান এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে রাবণরক্ষিত লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন। মহাপুরী লঙ্কা উৎপলশোভী পরিখায় বেষ্টিত। নিশাচরগণ সীতাপহরণ অবধি, রাবণের নিয়োগে, উহার রক্ষাবিধানার্থ ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে।

ঐ পুরী অতিশয় রমণীয় ; উহা কনকময় প্রাকারে পরিবৃত, অত্যুচ্চ সুধাধবল গৃহ এবং পাণ্ডুবর্ণ সুপ্রশস্ত রাজপথে শোভিত আছে। উহার ইতস্ততঃ পতাকা এবং লতাকীর্ণ স্বর্ণময় তোরণ। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা ঐ পুরী বহুপ্রযত্নে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যেমন গিরিগুহা উরগে, সেইরূপ উহা ঘোর-রূপ রাক্ষসে পূর্ণ হইয়া আছে। ঐ নগরী পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং দূর হইতে বোধ হয়, যেন গগনে উড্ডীন হইতেছে। উহা যেন কাহারও মানসী সৃষ্টি হইবে। উহার স্থানে স্থানে শতঘ্নী ও শূলাস্ত্র। তখন দেবরাজ ইন্দ্র যেমন অমরাবতীকে নিরীক্ষণ করেন, তদ্রূপ হনুমান উহাকে সবিস্ময়ে দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর ঐ বীর ক্রমশঃ লঙ্কার উত্তর দ্বারে গমন করিলেন। উহা গগনস্পর্শী ; দৃষ্টিমাত্র যেমন কুবেরপুরী অলকার দ্বার বোধ হইয়া থাকে। তথায় গৃহ সকল যার পর নাই উচ্চ, বোধ হয়, যেন আকাশকে ধারণ করিয়া আছে। হনুমান ঐ দ্বারের রক্ষাপ্রণালী, সমুদ্র, এবং প্রবল রিপু রাবণের বিষয় চিন্তা করিয়া অনুমান করিলেন, বানরগণ লঙ্কায় আগমন করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। যুদ্ধব্যতীত ইহা অধিকার করা সুরগণেরও অসাধ্য হইবে। এই পুরী নিতান্ত দুর্গম, রাম এ স্থানে উপস্থিত হইলেও, জানি না, কি করিবেন। রাক্ষসগণের সহিত সন্ধি সুদূরপরাহত, এবং দান, ভেদ ও যুদ্ধেরও কোনরূপ সুবিধা দেখি না। বলিতে কি, হয় ত সুগ্রীব, অঙ্গদ ও নীল প্রভৃতি বানরগণের এস্থানে আসাই দুর্ঘট হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে জানি, জানকী

জীবিত আছেন কি না? আমি তাঁহার দর্শন পাইলে পশ্চাৎ কিংকর্ত্তব্য অবধারণ করিব।

পরে হনুমান গিরিশিখরে উপবেশন করিলেন এবং সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, এই লঙ্কার চতুর্দ্দিক রাক্ষসসৈন্যে রক্ষিত হইতেছে। সুতরাং আমি এই আকারে ইহাতে কোন প্রকারে প্রবেশ করিতে পারিব না। রাক্ষসগণ মহাবীর্য্য ও মহাবল; জানকীরে অনুসন্ধান করিবার জন্য উহাদিগকে বঞ্চনা করা আমার আবশ্যক হইতেছে। সুতরাং আমি আজ রজনীযোগে দৃশ্য ও অদৃশ্য রূপে এই পুরীতে প্রবেশ করিব।

অনন্তর তিনি লঙ্কাকে সুরাসুরের অগম্য দেখিয়া, মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, আমি দুর্বৃত্ত রাবণের অসাক্ষাতে কিরূপে জানকীরে দেখিব। রামের কার্য্যনাশ কোনও মতে উপেক্ষণীয় নহে, সুতরাং আমি একাকী নির্জ্জনে কি প্রকারে সেই অনাথার দর্শন পাইব। দেখ, যে কার্য্য সিদ্ধপ্রায় হয়, তাহা দূতের অবিমৃষ্যকারিতা দোষে দেশকালবিরোধী হইয়া, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারবৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য পক্ষে মন্ত্রণা স্থিরতর হইলেও দূতবৈগুণ্যে সম্পূর্ণ উপহত হইয়া থাকে। অতএব পণ্ডিতাভিমানী দূতই কার্য্যব্যাঘাতের মূল। এক্ষণে যে উপায়ে সংকল্পসিদ্ধ হয়, বুদ্ধিবৈপরীত্য না ঘটে, এবং সমুদ্রলঙ্ঘনক্লেশও নিষ্ফল হইয়া না যায়, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া আমার আবশ্যক। রাম রাবণের অনিষ্টাচরণে ইচ্ছা করিয়াছেন,

কিন্তু যদি রাক্ষসগণ আমায় দেখিতে পায়, তবে তাঁহারই কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিবে। এক্ষণে আর কোনরূপ আকারের কথা দূরে থাক, আমি রাক্ষসরূপে ও আত্মগোপন করিয়া, লঙ্কায় রাক্ষসগণের অজ্ঞাতে তিষ্ঠিতে পারিব না। অধিক কি, বোধ হয় স্বয়ং পবনদেবও এস্থানে প্রচ্ছন্নচারণে সমর্থ নহেন। এই লঙ্কার মধ্যে রাক্ষসগণের অগোচর কোন বিষয়ই সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং যদি আমি প্রকাশ্যরূপে থাকি, তবে আত্মনাশ, এবং প্রভুরও কার্য্যক্ষতি হইবে। অতএব আজ রজনীযোগে খর্ব্বাকার হইয়া পুরপ্রবেশ করিব, এবং উহার ইতস্ততঃ সমস্ত গৃহ অনুসন্ধান পূর্ব্বক জানকীরে দেখিব। হনুমান এইরূপ স্থির করিয়া সূর্য্যাস্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন; নিশাকালও উপস্থিত। তখন হনুমান আপনার দেহ খর্ব্ব করিয়া মার্জ্জারপ্রমাণ হইলেন। তাঁহার মূর্ত্তি অতি অপূর্ব্ব। তিনি ঐ প্রদোষকালে সহসা উত্থিত হইয়া রমণীয় লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। ঐ পুরীর পথ সকল প্রশস্ত; সর্ব্বত্র প্রাসাদ; স্বর্ণের স্তম্ভ ও স্বর্ণজাল; কোন স্থানে সাপ্তভৌমিক ভবন, কোথাও বা অষ্টতল গৃহ; কুট্টিম সকল স্বর্ণ ও স্ফটিকে ভূষিত, স্থানে স্থানে বিচিত্র কনকময় তোরণ। হনুমান ঐ গন্ধর্ব্বনগরতুল্য পুরী নিরীক্ষণ করিয়া, একান্ত বিষণ্ণ হইলেন, এবং জানকীদর্শনের ঔৎসুক্যে যার-পর-নাই হৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে সহস্ররশ্মি ভগবান চন্দ্র জোৎস্নারূপ চন্দ্রাতপে সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া, হনুমানের সাহায্যবিধানের

জন্যই যেন উদিত হইলেন। তিনি শঙ্খধবল ক্ষীরবর্ণ ও মৃণালকান্তি; স্বয়ং তারকাগণমধ্যে বিরাজমান আছেন। হনুমান উহাঁকে অম্বরতলে উত্থিত দেখিয়া মনে করিলেন, যেন সরোবরে রাজহংস সন্তরণ করিতেছে।

তৃতীয় সর্গ।

অনন্তর ঐ ধীমান রাত্রিকালে একাকী সাহসে নির্ভর করিয়া, পুরপ্রবেশ করিলেন। লঙ্কা গগনস্পর্শী এবং মেঘাকার লম্ব পর্ব্বতে প্রতিষ্ঠিত। ঐ স্থানে কানন সকল রমণীয়, জল স্বচ্ছ এবং প্রাসাদ শারদীয় অম্বুদের ন্যায় ধবল। তথায় রাক্ষসগণ ভীমরবে গর্জ্জন করিতেছে। সামুদ্রিক বায়ু নিরন্তর বহমান হইতেছে দ্বারদেশে বৃহদাকার মত্ত হস্তী এবং চতুর্দ্দিকে মহাবল রাক্ষসবল। ঐ নগরীকে দেখিলে যেন ভুজগভীষণ সুরক্ষিত পাতাল পুরী বলিয়া বোধ হয়। উহা বিদ্যুৎ ও মেঘে আবৃত এবং গ্রহনক্ষত্রে পূর্ণ। উহার স্থানে স্থানে পতাকা কিঙ্কিণীরব বিস্তার পূর্ব্বক উড্ডীন হইতেছে। দ্বার সকল কনকময়; দ্বারবেদি মরকতময় মণিমুক্তাস্ফটিকে খচিত এবং মণিসোপানে শোভিত আছে। উহা অত্যন্তই পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। তথায় অত্যুৎকৃষ্ট সভাগৃহ উচ্চশিরে শোভা পাইতেছে। ইতস্তত ক্রৌঞ্চ ও ময়ূরের কণ্ঠস্বর, রাজহংসেরা সঞ্চরণ করিতেছে। উহার

কোন স্থানে তূর্য্যধ্বনি, কোথাও বা ভূষণ রব। কপিকেশরী মহাবীর হনুমান ঐ সুসমৃদ্ধ লঙ্কা পুরী নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন। ভাবিলেন, রাক্ষসসৈন্য অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক নিরবচ্ছিন্ন এই পুরী রক্ষা করিতেছে, ইহার মধ্যে বলদর্পে প্রবেশ করিতে কাহারই সাধ্য নাই; কিন্তু বলিতে কি, কুমুদ, অঙ্গদ, ও সুষেণ প্রভৃতি বীরগণ এই কার্য্য সহজেই পারিবেন। তৎকালে ঐ বীর, রাম ও লক্ষ্মণের বিক্রম স্মরণ পূর্ব্বক হৃষ্ট ও উৎসাহিত হইতে লাগিলেন। লঙ্কার সর্ব্বত্র দীপালোক; বিমল জ্যোৎস্না অন্ধকার নষ্ট করিতেছে; স্থানে স্থানে গোষ্ঠ ও যন্ত্রাগার; হনুমান উহা দেখিতে দেখিতে ক্রমশই গমন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী রাক্ষসী পুরদ্বারে সহসা উহাঁকে নিরীক্ষণ করিল, এবং বিকৃতমুখে বিকটনেত্রে স্বয়ং উহাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভৈরবনাদে কহিল, বানর! তুই কে? কি জন্য এখানে আসিয়াছিস্? সত্য বল্, নচেৎ এই দণ্ডেই তোর প্রাণসংহার করিব। নিশাচরগণ এই নগরীর চতুর্দ্দিক নিরন্তর রক্ষা করিতেছে, আজ তুই কোনমতে ইহাতে প্রবেশ করিতে পাইবি না।

তখন হনুমান ঐ সম্মুখবর্ত্তিনী রাক্ষসীকে কহিলেন, দারুণে! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসিতেছ, আমি তাহা অবশ্যই কহিব। কিন্তু বল, তুমি কে? কি জন্য এই পুরদ্বারে দণ্ডায়মান আছ? এবং কেনই বা রোষাবেশে আমায় এইরূপ ভর্ৎসনা করিতেছ?

কামরূপিণী লঙ্কা হনুমানের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধা-

বিষ্ট হইয়া কঠোর ভাবে কহিতে লাগিল, বানরাধম! আমি রাক্ষসরাজ রাবণের কিঙ্করী, এই নগরী রক্ষা করিতেছি। তুই আমাকে উপেক্ষা করিয়া আজ কখনই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবি না। আমি স্বয়ং এই লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; বলিতে কি, আজ তোরে আমার হস্তে নিহত হইয়া এখনই ধরাতলে শয়ন করিতে হইবে।

তখন হনুমান লঙ্কাবিজয়ে যত্নবান এবং পর্ব্বতের ন্যায় অটলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমি এই প্রাকারবেষ্টিত তোরণসজ্জিত লঙ্কা নিরীক্ষণ করিব, এবং ইহার বন, উপবন ও অত্যুচ্চ অট্টালিকা সকল স্বচক্ষে দেখিব, এই কৌতূহলেই এখানে আসিয়াছি।

তখন লঙ্কা রুক্ষস্বরে পুনর্ব্বার কহিল, রে নির্ব্বোধ! মহাপ্রতাপ রাবণ এই নগরী রক্ষা করিতেছেন; সুতরাং আজ তুই আমাকে জয় না করিয়া, কখন ইহা দেখিতে পাইবি না। তখন হনুমান বিনীত বচনে কহিলেন, ভদ্রে! আমি এই পুরী প্রত্যক্ষ করিয়া পশ্চাৎ স্বস্থানে প্রস্থান করিব।

লঙ্কা হনুমানের এইরূপ নির্বন্ধাতিশয় দর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল, এবং ভীম রব পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে উহাঁকে এক চপেটাঘাত করিল। তখন হনুমানও রোষে ঘোর গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, এবং বাম মুষ্টি উত্তোলন পূর্ব্বক অনতিবেগে উহাকে প্রহার করিলেন। লঙ্কা স্ত্রীলোক, সুতরাং তৎকালে তিনি উহার প্রতি অতিমাত্র ক্রোধপ্রকাশ করিলেন না। তখন নিশাচরী লঙ্কা প্রহারবেগে বিহ্বল

হইয়া তৎক্ষণাৎ বিকটাস্তে বিকৃতদৃশ্যে ভূতলে পড়িল। তদ্দর্শনে হনুমানও স্ত্রীবোধে যার পর নাই দুঃখিত হইলেন।

অনন্তর লঙ্কা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া গদগদকণ্ঠে বিনীতবচনে কহিতে লাগিল, বীর! প্রসন্ন হও, আমায় রক্ষা কর; বীর পুরুষেরা কখন শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না। আমি এই নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এক্ষণে তুমিই আমাকে বলবীর্য্যে পরাজয় করিলে। যাহা হউক, অতঃপর আমি কোন একটী পূর্ব্বকথার উল্লেখ করিতেছি শুন। একদা ভগবান স্বয়ম্ভু আমাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন, রাক্ষসি! যখন তুমি কোন বানরের হস্তে পরাজিত হইবে, তখনই জানিও, নিশাচরগণের ভাগ্যে ভয় উপস্থিত। বীর! বুঝিলাম, আজ তোমার আগমনে সেই সময় আসিয়াছে। প্রজাপতির যেরূপ নির্ব্বন্ধ, কদাচই তাহা খণ্ডন হইবার নহে। এক্ষণে এক জানকীর জন্য দুরাত্মা রাবণের এবং অন্যান্য রাক্ষসগণের সর্ব্বনাশ ঘটিল। এই পুরী অভিশাপে দূষিত হইয়া আছে, আজ তুমি স্বচ্ছন্দে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বত্র সেই সতী সীতাকে অন্বেষণ কর।

চতুর্থ সর্গ

অনন্তর হনুমান রাত্রিযোগে অদ্বার দিয়া প্রাকার উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎকালে তাঁহার এই অসম

সাহসের কার্য্য দেখিয়া বোধ হইল, যেন তিনি বিপক্ষ রাবণের মস্তকে বাম পদ অর্পণ করিলেন। লঙ্কার রাজপথ সুপ্রশস্ত ও কুসুমাকীর্ণ, হনূমান উহা আশ্রয় পূর্ব্বক ক্রমশ গমন করিতে লাগিলেন। নগরীর কোথাও হাস্যের কোলাহল উত্থিত হইতেছে, এবং কোথাও বা তূর্য্যনিনাদ; উহা রাক্ষসগণের গৃহসমূহে মেঘাবৃত গগনের ন্যায় নিরন্তর শোভিত হইতেছে। ঐ সমস্ত গৃহ সুধাধবল ও মাল্যশোভিত, এবং পদ্ম ও স্বস্তিকাদি প্রণালীক্রমে নির্ম্মিত; উহাতে বজ্র ও অঙ্কুশের প্রতিকৃতি চিত্রিত আছে, এবং হীরকের গবাক্ষ সকল জ্যোতি বিস্তার করিতেছে। হনূমান ঐ পুরী নিরীক্ষণ পূর্ব্বক রামের কার্য্যসাধন উদ্দেশে ক্রমশ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তৎকালে উঁহার মনে যার পর নাই হর্ষ উপস্থিত হইল। তিনি গৃহ হইতে গৃহান্তর দর্শন করিতে লাগিলেন। তথায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী প্রমদা সকল মদনাবেশে উন্মত্ত হইয়া, মন্দ্র, মধ্য, ও তার স্বরে সুমধুর সঙ্গীত করিতেছে। কোন স্থানে কাঞ্চীরব কোথাও নূপুরধ্বনি, এবং কোথাও বা সোপানশব্দ। এক স্থানে কেহ করতালি দিতেছে, অন্যত্র সিংহনাদ করিতেছে। কোন গৃহে বেদমন্ত্র জপ এবং কোথাও বা বেদ পাঠ হইতেছে। স্থানে স্থানে রাক্ষসগণ ঘোররবে রাবণের স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মহাবীর হনূমান গতিপ্রসঙ্গে এই সমস্ত শুনিতে পাইলেন। দেখিলেন, মধ্যম গুল্মে গুপ্তচর সকল দলবদ্ধ হইয়া আছে। উহাদের মধ্যে কেহ দীক্ষিত, কাহারও মস্তকে জটাজুট এবং কেহ বা মুণ্ডিত। অনেকে গোচর্ম্ম পরিধান করিয়াছে, কেহ দিগম্বর, এবং কেহ বা বস্ত্রধারী।

ঐ সমস্ত রাক্ষসের মধ্যে কেহ কূটাস্ত্র, কেহ মুদ্গার, কেহ দণ্ড, কেহ কুশমুষ্টি, কেহ অগ্নিকুণ্ড, কেহ কার্ম্মুক, কেহ খড়্গ, কেহ শতঘ্নী, কেহ মুসল, কেহ শক্তি, কেহ বৃক্ষ, কেহ বজ্র, কেহ পট্টিশ, কেহ ক্ষেপনী, কেহ পাশ এবং কেহ বা পরিঘ ধারণ করিয়া আছে। সকলের সর্ব্বাঙ্গ বর্ম্মে আবৃত। কাহারও বক্ষঃস্থলে একটীমাত্র স্তনচিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে। উহাদের বর্ণ নানাপ্রকার; কেহ ভীমদর্শন কেহ চীরধারী, কেহ বিকলাঙ্গ এবং কেহ বা বামন। উহারা অতিস্থূল বা অতিকৃশ নহে, অতিদীর্ঘ বা অতিহ্রস্ব নহে, এবং অতিগৌরব বা অতিকৃষ্ণও নহে। উহারা বিরূপ ও বহুরূপ এবং সুরূপ ও সুতেজ। উহাদিগের গলে উৎকৃষ্ট মাল্য এবং অঙ্গে বিচিত্র অনুলেপ। সকলে বিবিধ বেশভুষায় সজ্জিত আছে। কাহারও হস্তে ধ্বজদণ্ড এবং কাহারও বা পতাকা। উহারা স্বেচ্ছাচারে পরাঙ্মুখ নহে। হনুমান অন্তঃপুরসান্নিধ্যে এই সমস্ত রাবণ-নির্দ্দিষ্ট রক্ষক দেখিতে পাইলেন।

অনন্তর ঐ মহাবীর ক্রমশঃ দ্বারদেশে প্রবেশ করিলেন। তথায় অশ্বগণ হ্রেষারব করিতেছে; ইতস্ততঃ চতুর্দ্দন্তশোভিত সুসজ্জিত শ্বেত হস্তী; কোন স্থানে রথ, যান, ও বিমান; মৃগপক্ষিগণ উন্মত্ত হইয়া কলরব করিতেছে। ঐ দ্বার মহামূল্য মণিমুক্তায় খচিত, এবং রাক্ষসসৈন্যে সুরক্ষিত আছে। উহার চতুর্দ্দিকে স্বর্ণপ্রাকার; কালাগুরু ও চন্দনের সৌরভ উহার সর্ব্বত্র সুরভিত করিয়াছে।

পঞ্চম সর্গ।

ঐ সময় ভগবান শশাঙ্ক গগনতলে যেন জ্যোৎস্নাজাল উদ্গার করিতেছিলেন। তিনি শঙ্খধবল ও মৃণালবর্ণ; উহাঁর চতুর্দ্দিক তারকাস্তবকে বেষ্টিত আছে; তিনি গোষ্ঠে মদমত্ত বৃষের ন্যায় ব্যোমে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সকলের দুঃখসন্তাপ দূর হইয়া গেল, মহাসমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, এবং জীবলোক আলোকে রঞ্জিত হইতে লাগিল। যে শ্রী গিরিবর মন্দরে, প্রদোষে সাগরে, এবং দিবসে কমলবনে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, তিনিই প্রিয়দর্শন নিশাকরে বিরাজ করিতে লাগিলেন। হংস যেমন রৌপ্য পিঞ্জরে, সিংহ যেমন গিরিগুহায়, এবং বীর যেমন গর্ব্বিত কুঞ্জরে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ চন্দ্র গগনপথে নিরীক্ষিত হইলেন। উহাঁর অঙ্কদেশে পূর্ণ কলঙ্ক, সুতরাং তিনি তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষের ন্যায় এবং উচ্চশিখর শ্বেত পর্ব্বতের ন্যায় শোভিত হইলেন। সূর্য্যের জ্যোতিসঞ্চারে উহাঁর নৈসর্গিক অন্ধকার দূর হইয়াগেল। তিনি স্বয়ং প্রকাশশ্রীসম্পন্ন হইয়া, শিলাতলে সিংহের ন্যায়, রণস্থলে মাতঙ্গের ন্যায়, এবং স্বরাজ্যে রাজার ন্যায় গগনতলে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। প্রদোষশ্রী প্রাদুর্ভূত হইল; রমণীগণের প্রণয়কোপ দূর হইয়া গেল, এবং রাক্ষসেরা অবৈধ হিংসা দ্বারা মাংসাহারে প্রবৃত্ত হইল। চতুর্দ্দিকে সুমধুর বীণারব; কামিনীরা

প্রিয়তমকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক শয়ন করিয়াছে, এবং রজনীচর হিংস্র জন্তুগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে।

এদিকে মহাবীর হনূমান গমনকালে দেখিলেন, কোন স্থানে পানগোষ্ঠীর কোলাহল হইতেছে, কোথাও বিবিধ যান, অশ্ব ও স্বর্ণাসন এবং কোথাও বা বীরদর্প। কোন স্থানে পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার করিতেছে। কোন বীর বাহ্বাস্ফোটনে ব্যস্ত, এবং কেহ বা অনবরত বক্ষ আস্ফালন করিতেছে। কোন নায়ক প্রেয়সীর কোমল অঙ্গে করন্যাস, এবং কেহ বা বেশবিন্যাস করিতেছে। কেহ অঙ্গরাগ রচনায় উন্মত্ত; কেহ রুচির মুখে নিরবচ্ছিন্ন হাস্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কেহ শরাসন আকর্ষণে নিযুক্ত, এবং কেহ ক্রোধভরে হ্রদমধ্যস্থ হস্তীর ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছে। কোন স্থানে বৃহদাকার মাতঙ্গের গর্জ্জন; কোথাও বা সাধুসকল একত্র উপবিষ্ট আছেন। হনূমান এই সকল দর্শন করিয়া, যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলেন। তিনি দেখিলেন, নিশাচরগণ বিচক্ষণ মধুরভাষী ও আস্তিক। উহাদিগের নাম সুমধুর ও সুশ্রাব্য; উহারা জগতের প্রধান; ইহাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন প্রকার বেশবিন্যাস করিয়াছে এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ যদিও বিরূপ, কিন্তু বেশসৌষ্ঠবে সুরূপবৎ শোভা পাইতেছে। উহারা গুণবান এবং গুণানুরূপ কার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। উহাদিগের পরিণীত পত্নী সকল শুদ্ধস্বভাব মহানুভাব পানাসক্ত ও প্রিয়ানুরক্ত। ঐ সমস্ত স্ত্রী উৎকৃষ্ট বসন ভূষণে নিরন্তর সজ্জিত হইয়া, স্বসৌন্দর্য্যে তারকার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। তাহারা

একান্ত লজ্জাশীল; তন্মধ্যে কেহ হর্ম্ম্যতলে এবং কেহ বা প্রিয়তমের অঙ্কদেশে মনের উল্লাসে উপবিষ্ট আছে। উহারা ভর্ত্তার মনোনীত ও ভর্ত্তৃসেবায় নিযুক্ত। উহাদের মধ্যে কেহ উত্তরীয়শূন্য, কেহ স্বর্ণবর্ণ এবং কাহারও বা কান্তি শশাঙ্কের ন্যায় উজ্জ্বল। কেহ প্রিয়বিরহে উৎকণ্ঠিত, কেহ প্রিয়সমাগমে পুলকিত আছে। সকলের মুখকমল চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, এবং সকলেরই পক্ষ্মশোভী নেত্রকিছু বক্র। ঐ সমস্ত রমণী পুষ্পমাল্যে সুশোভিত আছে। উহাদিগের ভূষণজ্যোতি বিদ্যুতের ন্যায় জ্বলিতেছে। মহাবীর হনুমান উহাদিগকে দেখিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু তন্মধ্যে কুসুমিত সুজাত লতার ন্যায় সুশোভন সীতার সন্দর্শন পাইলেন না। সীতা ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজকুলে বিধাতার মন হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি একান্ত পতিপরায়ণা; হৃদয়ে রামকে নিরন্তর চিন্তা করিতেছেন। তিনি সমস্ত রমণী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বিরহতাপ তাঁহাকে একান্তই ক্লিষ্ট করিতেছে। তাঁহার বাক্য বাষ্পভরে গদ্গদ; তিনি যে কণ্ঠে রুচির আভরণ ধারণ করিতেন, এখন তাহা শূন্য রহিয়াছে। সেই রামমনোহারিণী কামিনী বনবিহারিণী ময়ূরীর কলকণ্ঠে আলাপ করিয়া থাকেন। তিনি অস্ফুট চন্দ্রলেখার ন্যায়, ধুলিধূষরিত কনকরেখার ন্যায়, ক্ষতোৎপন্ন শরচিহ্নের ন্যায় এবং বায়ুভরে ভগ্ন স্বর্ণযষ্টির ন্যায় সুদৃশ্য। হনুমান তাঁহাকে না দেখিয়া আপনাকে কর্ম্মণ্য বোধে যার পর নাই দুঃখিত হইলেন।

ষষ্ঠ সর্গ।

অনন্তর তিনি সপ্ততল প্রাসাদে ত্বরিতপদে বিচরণ করিতে করিতে অদূরে রাবণের আলয় দেখিতে পাইলেন। উহা রক্তবর্ণ উজ্জ্বল প্রাকারে বেষ্টিত; মৃগরাজ সিংহ যেমন মহারণ্যকে রক্ষা করিয়া থাকে, সেই রূপ ভীমরূপ রাক্ষসেরা ঐ দিব্য নিকেতন নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। উহার স্থানে স্থানে রৌপ্যখচিত কনকচিত্রিত বিচিত্র তোরণ এবং সুবিস্তীর্ণ কক্ষ্যা; ইতস্তত গজারোহী মহামাত্র, শ্রমসুপটু বীর এবং দুর্নিবার অশ্ব দৃষ্ট হইতেছে। রথ সকল দ্বিরদদন্ত স্বর্ণ ও রজতের প্রতিকৃতি দ্বারা শোভিত হইয়া, ঘর্ঘর রবে ভ্রমণ করিতেছে। ঐ গৃহ বহুরত্নপূর্ণ এবং উৎকৃষ্ট আসনে সুসজ্জিত। তথায় মহারথগণ বাস করিতেছেন। উহার সর্ব্বত্র দৃশ্য পদার্থ অতি সুন্দর; মৃগপক্ষিরা অনবরত কলরব করিতেছে; প্রান্তদেশে বিনীত অন্তপালগণ দণ্ডায়মান; সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীরা নিরন্তর আমোদ প্রমোদ করিতেছে। উহাদের ভূষণরবে সমস্ত গৃহ মুখরিত। তথায় রাজব্যবহার্য্য উপকরণ সমুদায় সঞ্চিত আছে। স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট চন্দনের সৌরভ, মহারণ্যে সিংহ যেমন অবস্থান করে, তদ্রূপ মহাজনেরা তন্মধ্যে বাস করিতেছেন। উহার কোথাও শঙ্খনিনাদ, কোথাও ভেরীরব, এবং কোথাও বা মৃদঙ্গধ্বনি। ঐ স্থানে নিশাচরগণ প্রতিপর্ব্বে যজ্ঞার্থ সোমরস প্রস্তুত করিতেছে, এবং দেবতারা প্রতিনিয়ত পূজিত

হইতেছেন। ঐ গৃহ সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, এবং সমুদ্রবৎ ঘোররবে নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে। উহা নানারূপ পরিচ্ছদ এবং নানারূপ রত্নে পরিপূর্ণ; মহাবীর হনুমান ঐ দিব্য নিকেতন নিরীক্ষণ পূর্ব্বক উহাকে লঙ্কার অলঙ্কার মনে করিলেন।

অনন্তর তিনি উহার প্রাকারে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, গৃহের পর গৃহ ও উদ্যান সকল অশঙ্কিত মনে দর্শন করিতে লাগিলেন এবং নিশাচর প্রহস্তের আলয়ে মহাবেগে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তথা হইতে মহাপার্শ্বের গৃহে উপস্থিত হইলেন। পরে মহাবীর কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ, বিদ্যুজ্জিহ্ব, বিদ্যুৎমালী, বজ্রদংষ্ট্র, শুক, সারণ ইন্দ্রজিত, জম্বুমালী, সুমালী, রশ্মিকেতু, সূর্য্যশত্রু, ধূম্রাক্ষ, সম্পাতি, বিদ্যুদ্রূপ, ভীম, ঘন, বিঘন, শুকনাভ, চক্র, শঠ, কপট, হ্রস্বকর্ণ, দংষ্ট্র, লোমশ, যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, ধ্বজগ্রীব, সাদি, দ্বিজিহ্ব, হস্তিমুখ, করাল, বিশাল, ও রক্তাক্ষ প্রভৃতি বীরগণের গৃহে অনুক্রমে গমন করিলেন। ঐ সমস্ত নিশাচর অতিশয় ধনবান্, হনুমান পর্য্যটন প্রসঙ্গে উহাদিগের ঐশ্বর্য্য দেখিতে লাগিলেন। অদূরে রাক্ষসরাজ রাবণের আলয়; তিনি অন্যান্য সকলের গৃহ অতিক্রম করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, অনেকানেক বিকৃতনয়না রাক্ষসী এবং মহাকায় রাক্ষস শূল, মুদ্গর, শক্তি, ও তোমর ধারণ পূর্ব্বক পর্য্যায়ক্রমে রাবণের শয়নস্থান রক্ষা করিতেছে। উহার কোথাও বিচিত্রবর্ণ বায়ুবেগগামী অশ্ব এবং কোথাও বা সুদৃশ্য ও সৎকুলজাত হস্তী। ঐ সকল দুর্দান্ত হস্তীর গণ্ডযুগল হইতে নিরবচ্ছিন্ন মদধারা প্রবাহিত হওয়াতে, উহারা

বর্ষণশীল মেঘ ও উৎসশোভী পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। উহাদের বিক্রম ঐরাবতের অনুরূপ; উহারা মেঘগম্ভীর রবে গর্জ্জন পূর্ব্বক শত্রুসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন এবং প্রতিপক্ষ মাতঙ্গকে পরাস্ত করিয়া থাকে।

ঐ সুরম্য নিকেতনের কোথাও সেনা সুসজ্জিত; কোথাও স্বর্ণজালজড়িত তরুণসূর্য্যকান্তি নানারূপ শিবিকা; কোথাও বিচিত্র লতাগৃহ, কোথাও ক্রীড়াগৃহ, কোথাও রতিগৃহ, এবং কোথাও বা দিনবিহারগৃহ। উহার এক স্থানে চিত্রশালা, অন্যত্র দারুনির্ম্মিত ক্রীড়াপর্ব্বত শোভা পাই-তেছে। ঐ সুন্দর গৃহ অচলরাজ মন্দরবৎ দৃশ্যমান। উহার স্থানে স্থানে ময়ূরের বাসযষ্টি ও ধ্বজদণ্ড উচ্ছ্রিত আছে; কেথাও অনন্ত রত্ন ও নিধি সঞ্চিত রহিয়াছে। ধীর পুরুষেরা নিধিরক্ষার্থ মহিষাদি বলি প্রদান করিতেছে। ঐ দিব্য নিকেতন সুসমৃদ্ধ বলিয়া যক্ষেশ্বর কুবেরের গৃহবৎ অনুমান হইয়া থাকে। উহা রত্নের কিরণচ্ছটা এবং রাবণের তেজে যেন সূর্য্যপ্রভা বিস্তার করিতেছে। ঐ গৃহে ভোজন পাত্র মণিময় ও পর্য্যঙ্ক ও আসন স্বর্ণময়। উহা মদজলে নিরন্তর পঙ্কিল হইয়া অছে; কামিনীগণের কাঞ্চীরব, নূপুরধ্বনি এবং মৃদঙ্গের মধুর নিনাদে সততই ধ্বনিত হইতেছে। উহার প্রাসাদ সকল ঘনসন্নি বেশে শোভিত, এবং কক্ষ্যা সকল সুবিস্তীর্ণ।

সপ্তম সর্গ।

হনুমান দেখিলেন, রাবণের গৃহ মরকতখচিত স্বর্ণময় গবাক্ষে বিদ্যুৎমণ্ডিত বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহা প্রশস্ত শস্ত্র ও অস্ত্রে পরিপূর্ণ; উহার উপরিভাগে একটী বিস্তীর্ণ মনোহর শিরোগৃহ নিরীক্ষিত হইতেছে। ঐ সর্ব্বদোষশূন্য সুসমৃদ্ধ নিকেতন সুরাসুরেরও প্রশংসনীয়; রাক্ষসরাজ রাবণ স্বীয় বলবীর্য্যে ইহা অধিকার করিয়াছেন। পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গৃহ আর নাই। ইহা বহুপ্রযত্নে নির্ম্মিত, যেন দানবশিল্পী ময় মায়াবলে প্রস্তুত করিয়াছেন। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর একটী গৃহ আছে; তাহার আর উপমা নাই। ঐ গৃহ বিস্তীর্ণ মেঘাকার, গগণচারী হংসবাহন সুরচিত বিমানের ন্যায় সুদর্শন; দেখিলে বোধ হয় যেন, ভূতলে স্বর্গ অবতীর্ণ হইয়াছে। উহার রত্নখচিত শ্রীসৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল এবং রাজপ্রভাবের অনুরূপ। ঐ স্থানে নানারূপ বৃক্ষ পুষ্পস্তবকে শোভিত আছে; ঐ সমস্ত পুষ্পের পরাগ বায়ুভরে সর্ব্বত্র উড্ডীন হইতেছে। তথায় মেঘমধ্যে সৌদামিনীর ন্যায় কামিনী সকল বিরাজমান, এবং রাবণের পুষ্পক রথও শোভমান আছে। ঐ রথ ধাতুচিত্রিত শৈলশিখরের ন্যায়, নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডলের ন্যায়, এবং নানারাগলাঞ্ছিত মেঘের ন্যায় সুদৃশ্য। উহার শূন্য স্থান স্বর্ণপর্ব্বতে পূর্ণ, পর্ব্বত বৃক্ষে সমাকীর্ণ, বৃক্ষ পুষ্পে অলঙ্কৃত, এবং পুষ্পও দল ও কেসরে

শোভিত আছে। ঐ রথে শ্বেতকান্তি গৃহ, প্রফুল্লসরোজ সরো-বর, এবং বিচিত্র বন দৃষ্ট হইতেছে। উহা অন্যান্য বিমান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; উহাতে রত্নময় বিহঙ্গ, স্বর্ণময় ভুজঙ্গ, এবং জীবিতবৎ তুরঙ্গ শোভা পাইতেছে। বিহঙ্গের পক্ষ ঈষৎ সঙ্কুচিত ও বক্র, উহাতে রত্নময় পুষ্প খোদিত রহিয়াছে। হস্তী সকল যেন ব্যস্ত সমস্ত ; উহাদের দেহে পদ্মপরাগ এবং শুণ্ডে পদ্মপত্র। কোথাও বা পদ্মের উপর দেবী কমলা পদ্মহস্তে বিরাজ করিতেছেন।

রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহ এইরূপ নানারূপ উপকরণে সজ্জিত ; উহা গুহাশোভিত গিরি ও বসন্তকালীন চারুকোটর তরুর ন্যায় একান্ত রমণীয় ; মহাবীর হনুমান ঐ গৃহ দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু পূজ্যস্বভাব বিনীত নীতিনিষ্ঠ রামের গুণানুরাগিণী দুঃখিনী জানকীরে না দেখিয়া অত্যন্তই কাতর হইলেন।

অষ্টম সর্গ।

অনন্তর ধীমান হনুমান ঐ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া, বারং-বার পুষ্পক রথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। উহা মণিরত্ন-খচিত স্বর্ণগবাক্ষশোভিত এবং রমণীয় প্রতিমূর্তিতে সুসজ্জিত ;

দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা আপনার সমস্ত সৃষ্টিমধ্যে ইহাকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ঐ রথ ব্যোমমার্গে উত্থিত হইয়া, সূর্য্যের গমনাগমন পথপর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া থাকে। উহার সমস্ত অংশ প্রযত্নিনির্ম্মিত এবং সমস্তই মহামূল্য। উহার মধ্যে যেরূপ রচনানৈপুণ্য আছে, দেববিমানেও তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। উহার প্রত্যেক উপকরণ সবিশেষ গুণ-সম্পন্ন। রাক্ষসরাজ রাবণ তপোলব্ধ বীর্য্যপ্রভাবে ঐ পুষ্পক অধিকার করিয়াছিলেন। উহা আরোহীর ইচ্ছানুরূপ স্থানে অপ্রতিহতগমনে বিচরণ করিয়া থাকে। ঐ রথের নির্ম্মাণ প্রণালী নিতান্ত বিস্ময়কর; উহা নানাস্থানসঞ্চিত নানারূপ উৎকৃষ্ট পদার্থে রচিত হইয়াছে। পুষ্পক বায়ুবেগগামী এবং অকৃতপুণ্যের একান্ত দুর্লভ; যাহারা সুসমৃদ্ধ যশস্বী ও সুখী, উহা কেবল তাঁহাদিগকেই বহন করিয়া থাকে। উহা গতি-বিশেষ অবলম্বন পূর্ব্বক আকাশের স্থানবিশেষে গমন করিতে পারে। উহাতে নানারূপ বিচিত্র পদার্থের সমবায় দৃষ্ট হয়। উহা বহুসংখ্য গৃহে পূর্ণ এবং গিরিশিখরের ন্যায় উচ্চ। কুণ্ডলশোভিত গগনচারী ভোজনপটু রাত্রিচর ভূতগণ বিঘূ-র্ণিত ও নির্নিমেষ লোচনে উহাকে বহন করিয়া থাকে। উহা বসন্তের পুষ্পবৎ চারুদর্শন এবং বসন্তশ্রী অপেক্ষাও সুন্দর।

নবম সর্গ।

অনন্তর হনুমান ঐ জনসাধারণ গৃহের মধ্যে আর একটী গৃহ দেখিতে পাইলেন। তথায় রাক্ষসরাজ রাবণ বাস করিয়া আছেন। ঐ গৃহ বহুসংখ্য প্রাসাদে বিভক্ত, অর্দ্ধযোজন বিস্তীর্ণ, ও এক যোজন দীর্ঘ। হনুমান আকর্ণলোচনা সীতার অন্বেষণ-প্রসঙ্গে উহার মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, রাবণের বাসগৃহ একান্ত প্রশস্ত; উহার স্থানে স্থানে ত্রিদন্তধারী চতুর্দন্তমণ্ডিত মাতঙ্গেরা শোভমান; রক্ষকগণ অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক উহার সর্ব্বত্র নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। কোন স্থানে রাবণের রাক্ষসী পত্নী এবং বীর্য্যসমাহৃত রাজকন্যাগণ বিরাজমান। ঐ গৃহকে দেখিলে যেন, তরঙ্গসঙ্কুল নক্রকুম্ভীরভীষণ তিমিঙ্গিলপূর্ণ মহাসাগরের ন্যায় নিতান্ত গম্ভীর বোধ হইয়া থাকে। যক্ষরাজ কুবেরের যে শোভা, চন্দ্রের যে শোভা, উহার মধ্যে তাহাই স্থিরভাবে নিয়তকাল প্রতিষ্ঠিত আছে। কুবের, যম, ও বরুণের যেরূপ সমৃদ্ধি, রাবণের তদ্রূপ, বা তদপেক্ষাও অধিক হইবে। তাঁহার হর্ম্মের মধ্যস্থলে পুষ্পক রথ; পুষ্পকের নির্ম্মাণবৈচিত্র্য দেখিলে বিস্ময় জন্মে। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা সুরলোকে ব্রহ্মার নিমিত্ত ঐ দিব্য রথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহা বহুরত্নখচিত; যক্ষাধিপতি কুবের তপোবলে প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে উহা লাভ করেন। পরে রাক্ষসরাজ রাবণ স্বীয় বলবীর্য্যে কুবেরকে পরাস্ত করিয়া উহা হস্তগত করিয়াছেন। ঐ দিব্য রথের

স্তম্ভ সকল স্বর্ণময় ও সুরচিত, তদুপরি ব্যাঘ্রের প্রতিকৃতি খোদিত রহিয়াছে। রথ শ্রীসৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল; গগনস্পর্শী কূটাগার ও বিহারগৃহে শোভা পাইতেছে। উহা স্বর্ণময় সোপান, স্ফটিকময় গবাক্ষ এবং ইন্দ্রনীলময় বেদিসমূহে অলঙ্কৃত; মহামূল্য পদ্মরাগ এবং নিরূপম মুক্তাস্তবকে খচিত আছে। উহার কুট্টিম সকল সুদৃশ্য, এবং স্থানে স্থানে পবিত্রগন্ধী রক্তচন্দন অরুণরাগ বিস্তার করিতেছে।

তখন মহাবীর হনুমান ঐ তরুণসূর্য্যপ্রকাশ পুষ্পক রথে আরোহণ করিলেন, এবং উহাতে উপবেশন পূর্ব্বক অন্নপানসম্ভূত সর্ব্বব্যাপী দিব্য গন্ধ আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বায়ু স্বয়ংই যেন ঐ গন্ধসম্পর্কে গন্ধবৎ পদার্থের স্বারূপ্য লাভ করিয়াছেন। হনুমানের সর্ব্বাঙ্গ সেই বায়ুসংসর্গে সুগন্ধি; তখন বন্ধু যেমন বন্ধুকে সেইরূপ তিনি তাঁহাকে আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন, এবং কেবল ঐ গন্ধ দ্বারাই রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহ অনুমান করিয়া লইলেন।

অনন্তর তিনি পুষ্পক রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক রাবণের শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ গৃহ একান্ত রমণীয়; উহার সোপান মণিময়, গবাক্ষ স্বর্ণময়, এবং কুট্টিম স্ফটিকময়, স্থানে স্থানে হস্তিদন্তনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি সকল শোভা পাইতেছে। চতুর্দ্দিকে রত্নরচিত সরল ও সুদীর্ঘ স্তম্ভ; দেখিলে বোধ হয়, যেন ঐ দিব্য নিকেতন পক্ষসংযোগে গগনে উড্ডীন হইতেছে। উহার কুট্টিমতলে চতুষ্কোণ সুবিস্তীর্ণ চিত্র আস্তরণ, স্থানে স্থানে বিহঙ্গেরা হর্ষভরে কলরব করিতেছে। উহা হংসধবল ও অগুরুধূপে ধূম্রবর্ণ। উহা পত্র ও পুষ্পে

সুসজ্জিত বলিয়া বশিষ্ঠধেনু শবলার ন্যায় নানাবর্ণে রঞ্জিত আছে। ঐ গৃহে দৃষ্টিপাতমাত্র সকলেই উল্লসিত হয়। উহার প্রভায় লোকের কান্তি পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। তৎকালে উহা জননীর ন্যায় রূপ, রস প্রভৃতি পঞ্চ পদার্থ দ্বারা হনুমানের চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। তিনি ঐ দিব্য-গৃহ দর্শনে মনে করিলেন, ইহা কি ভোগভূমি স্বর্গ, না বরুণাদি লোক, ইন্দ্রপুরী অমরাবতী না কোন গন্ধর্ব্বের মায়া ? দেখিলেন, স্বর্ণস্তম্ভোপরি দীপশিখা মহাধূর্ত্তের কপটে পাশ-ক্রীড়ায় পরাজিত ধূর্ত্তের ন্যায় ধ্যান করিতেছে। তৎকালে দীপালোক, রাবণের তেজ ও ভূষণজ্যোতিতে সমস্ত গৃহ যার পর নাই উজ্জ্বল রহিয়াছে।

তথায় বহুসংখ্য সুরূপা রমণী নানাবিধ বসন ভূষণ ও উৎকৃষ্ট মাল্যে সুসজ্জিত হইয়া, চিত্র আস্তরণে শয়ন করিয়া আছে। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত ; উহারা ক্রীড়াকৌতুকে বিরত হইয়া, পানভরে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। উহাদের ভূষণশব্দ আর শ্রুতিগোচর হয় না, সুতরাং সমস্ত গৃহ ভৃঙ্গ-রবশূন্য পদ্মবনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহাদের নেত্র মুদ্রিত, মুখে পদ্মগন্ধ ; ঐ সকল মুখশ্রী দিবসে বিকসিত এবং রাত্রিকালে মুকুলিত পদ্মের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। তদ্দৃষ্টে হনুমান এইরূপ অনুমান করিলেন, বুঝি, মদমত্ত ভ্রমরেরা এই সমস্ত মুখ পদ্মবোধে নিয়তই প্রার্থনা করিয়া থাকে। ফলত তৎকালে তিনি গুণগৌরবে উহাদের মুখ পদ্মেরই অনুরূপ বোধ করিতে লাগিলেন।

রাবণের শয়নগৃহ ঐ সকল রমণীতে পূর্ণ ; সুতরাং উহা

নক্ষত্রখচিত শারদীয় নির্ম্মল নভোমণ্ডলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারীসমূহে সততই পরিবৃত; তিনি তারকাবেষ্টিত শ্রীমান শশাঙ্কের ন্যায় বিরাজিত আছেন। তখন হনুমান রাজপত্নীগণকে দেখিয়া মনে করিলেন, পুণ্যক্ষয় হইলে যে সকল তারকা গগনতল হইতে স্খলিত হয়, তাহারাই বুঝি এস্থলে মিলিত হইয়াছে। ফলত উহাদিগের রূপ লাবণ্য ও উজ্জ্বলতা তারকারই অনুরূপ। পানপ্রমোদে উহাদের কেশপাশ আলুলিত ও অলঙ্কার শ্লথ হইয়াছে। সকলেই ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন; কাহারও তিলক বিলুপ্ত, কাহারও নূপুর চরণচ্যুত, কাহারও হার পার্শ্বলম্বিত, কাহারও মুক্তাদাম ছিন্ন, কাহারও বসন স্খলিত, এবং কাহারও বা কাঞ্চীগুণ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। উহারা আসবরসে অলস হইয়া, ভারবহনক্লান্ত বড়বার ন্যায় শয়ান। কোন রমণীর কর্ণে কুণ্ডল নাই এবং কাহারও বা মাল্য ছিন্ন ও মর্দ্দিত হইয়াছে। সকলেই অরণ্যে মাতঙ্গদলিত পুষ্পিত লতার ন্যায় প্রিয়দর্শন। কাহারও জ্যোৎস্নাধবল মুক্তাহার স্তনযুগলের মধ্যে স্তূপাকার হইয়া নিদ্রিত হংসের ন্যায়, কাহারও নীলকান্তহার জলকাকের ন্যায়, এবং কাহারও বা স্বর্ণহার চক্রবাকের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। উহারা নদীবৎ শোভিত; উহাদিগের জঘনস্থান পুলিন, কিঙ্কিণীজাল তরঙ্গ, মুখ কনকপদ্ম, এবং বিলাসই নক্রকুম্ভীররূপে অনুমিত হইতেছে। কামিনীগণের মধ্যে কাহারও সুকুমার অঙ্গে এবং কাহারও বা স্তনমণ্ডলে বিহারচিহ্ন ভূষণের ন্যায় শোভিত। কাহারও অঞ্চল মুখমারুতে চঞ্চল হইয়া বারংবার

মুখেরই উপর পড়িতেছে; দেখিলে বোধ হয়, যেন মুখ-মূলে স্বর্ণসূত্ররচিত নানাবর্ণের পতাকা উড্ডীন হইতেছে। কোন রমণীর কুণ্ডল শ্বাসপবনে মৃদু মন্দ আন্দোলিত; তৎকালে ঐ মধুগন্ধী স্বভাবসুরভি সুখকর নিশ্বাসবায়ু রাবণকে সেবা করিতেছে। কেহ নিদ্রাবেশে রাবণবোধ করিয়া পুনঃপুন স্বপত্নীর মুখ আঘ্রাণ করিতেছে। উহাদের মধ্যে সকলেই রাবণের প্রতি একান্ত অনুরক্ত, এবং সকলেই পানসম্পর্কে হতজ্ঞান; সুতরাং ঐ স্বপত্নীও আবার উহাকে রাবণবোধে চুম্বন করিতেছে। কেহ বলয়মণ্ডিত ভুজ-লতা এবং রমণীয় বসন উপধান করিয়া শয়ান; এক জন অন্যের বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিয়াছে; আর এক জনও আবার উহার বাহুমূলে আশ্রয় লইয়াছে; এক জন অন্যের ক্রোড়ে নিপতিত, আর এক জনও আবার উহার স্তনমণ্ডলের উপর নিদ্রিত। এইরূপে সকলে পরস্পর পরস্পরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আশ্রয় পূর্ব্বক ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দেহ সংস্পর্শে সুখী। উহারা ভুজ-সূত্রে পরস্পর গ্রথিত হইয়া, মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। তদ্দর্শনে বোধ হইল, যেন, লতা সকল বসন্তের প্রাদুর্ভাবে কুসুমিত, বায়ুভরে পরস্পর মালাকারে গ্রথিত, বৃক্ষের স্কন্ধে সংসক্ত এবং ভৃঙ্গসঙ্কুল হইয়া শোভিত আছে। তৎকালে কামিনীগণ পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া শয়ান, উহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও বসন ভূষণের আর কিছুমাত্র প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে না। রাবণ নিদ্রিত, সুতরাং প্রজ্জ্বলিত স্বর্ণ-প্রদীপ নির্নিমেষলোচনে নির্ভয়েই যেন ঐ সমস্ত রমণীকে দেখিতেছে।

রাজর্ষি, ব্রাহ্মণ, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসের কন্যা সকল উঁহারা তদীয় শ্রীসৌন্দর্য্যের একান্ত পক্ষপাতিনী হইয়া, স্মরাবেশে স্বয়ংই উপস্থিত হইয়াছে। উঁহাদিগের মধ্যে এক জানকী ব্যতীত কেহই অন্য পুরুষে অননুরাগিণী নহে। ঐ সকল রাজপত্নী সৎকুলোৎপন্ন ও রূপসম্পন্ন। উঁহারা রূপগুণে রাবণের একান্ত মনোহারিণী হইয়া আছে। তখন হনুমান এইরূপ অনুমান করিলেন, যদি রামের সহধর্ম্মিণী এই সমস্ত রাজপত্নীর ন্যায় রাজভোগ্যা হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে রাবণের পক্ষে একপ্রকার শ্রেয় ছিল; কিন্তু তিনি একান্ত পতিপরায়ণা, রাবণ মায়ারূপ ধারণ পূর্ব্বক, তাঁহাকে অতিক্লেশেই হরণ করিয়াছে।

দশম সর্গ।

পরে হনুমান শয়নগৃহের ইতস্তত দৃষ্টি প্রসারণ পূর্ব্বক এক স্ফটিকনির্ম্মিত বেদি নিরীক্ষণ করিলেন। উহা রত্ন-খচিত ও একান্ত রমণীয়, ভূলোকে উহার উপমা বিরল। ঐ বেদির উপর নীলকান্তময় পর্য্যঙ্ক বিন্যস্ত রহিয়াছে। পর্য্যঙ্কের পদ সকল হস্তিদন্তরচিত ও স্বর্ণমণ্ডিত, সর্ব্বোপরি মহামূল্য আস্তরণ অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে। পর্য্যঙ্ক একান্ত উজ্জ্বল ও অশোক মাল্যে অলঙ্কৃত; উহার একদেশে একটী শশাঙ্কসদৃশ শ্বেত ছত্র আছে; সর্ব্বত্র স্বর্ণনির্ম্মিত পুত্তলিকা

কুচযুগল বাহুপাশে বেষ্টন, এবং কেহ বা অন্যকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক নিদ্রিত।

অনন্তর হনুমান ঐ সমস্ত কামিনীর মধ্যে রাবণের প্রিয়-মহিষী মন্দোদরীকে নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি এক স্বতন্ত্র শয্যায় শয়ান, মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কারে সুসজ্জিত, আপনার শ্রীসৌন্দর্য্যে যেন শয়নগৃহ শোভিত করিতেছেন। তাঁহার বর্ণ কনকগৌর; তিনি সমস্ত অন্তঃপুরের অধীশ্বরী। হনুমান ঐ মন্দোদরীকে দেখিয়া উঁহার রূপ ও যৌবন প্রভাবে এইরূপ অনুমান করিলেন, বুঝি ইনিই জানকী হইবেন।

তখন হনুমানের মুখ সহসা প্রফুল্ল হইল, এবং মনের হর্ষ উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় কপিপ্রকৃতি প্রদর্শন পূর্ব্বক কখন বাহ্বাস্ফোটন, কখন পুচ্ছচুম্বন, কখন ক্রীড়া, কখন গান, ও কখন বা স্তম্ভে আরোহণ করিতে লাগিলেন।

একাদশ সর্গ

অনন্তর হনুমান কপিবুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থিরভাবে ভাবিলেন, জানকী রামের প্রতি একান্ত অনুরক্ত, তিনি যে এই বিরহদশায় পানাহার ও নিদ্রা প্রভৃতি ভোগসুখে আসক্ত হইবেন, এরূপ কখন বোধ হয় না; বেশবিন্যাস তাঁহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব; অন্য ব্যক্তিকে, অধিক কি, সুররাজ ইন্দ্রকেও যে তিনি প্রার্থনা করিবেন, ইহাও বিশ্বাস্য বলিয়া

বোধ হইতেছে না। রাম সর্ব্বপ্রধান, দেবগণের মধ্যেও কেহ তাঁহার তুল্যকক্ষ নাই। সুতরাং, এক্ষণে এই যে রমণীকে দেখিতেছি, ইনি বোধ হয়, অন্য কেহ হইতে পারেন।

মহাবীর হনুমান এইরূপ অনুমান করিয়া, পানভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তথায় কোন কামিনী পাশক্রীড়ায় শ্রান্ত হইয়া শয়ান, কেহ নৃত্য, কেহ গীতে ক্লান্ত, এবং কেহ বা অতিপানে বিহ্বল হইয়া পতিত আছে। উহাদিগের মধ্যে কেহ স্বপ্নাবেশে কাহারও রূপবর্ণনা করিতেছে; কেহ গীতার্থ সুসঙ্গতরূপ ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছে; এবং কেহ বা দেশকাল সংক্রান্ত নানা বিষয় উল্লেখ করিতেছে ঐ পানগৃহে বিবিধরূপ আহার্য্য বস্তু প্রস্তুত; মৃগ, মহিষ, ও বরাহমাংস স্তূপাকারে সঞ্চিত আছে। প্রশস্ত স্বর্ণপাত্রে অভুক্ত ময়ূর ও কুক্কুটমাংস, দধিলবণসংস্কৃত বরাহ ও বাধ্রীনসমাংস, শূলপক্ক মৃগমাংস, নানারূপ কৃকল, ছাগ, অর্দ্ধভুক্ত শশক, এবং সুপক্ক একশল্য মৎস্য প্রচুর পরিমাণে আহৃত আছে। এক স্থানে বিবিধ লেহ্য ও পেয়, অন্যত্র লবণাম্লমিশ্রিত পূপ, এবং কোথাও বা নানারূপ ফলমূল দৃষ্ট হইতেছে। পানভূমি পুষ্পোপহারে সুরভিত এবং ঘনসংশ্লিষ্ট শয্যা ও আসনে সুসজ্জিত; তৎকালে উহা অগ্নিসংযোগ ব্যতীতও যেন প্রদীপ্ত হইতেছে। উহার কোথাও রাশীকৃত মাল্য, কোথাও স্বর্ণকলশ এবং কোথাও বা মণিময় ও স্ফাটিক পানপাত্র। ঐ সমস্ত পাত্রে সুরা পরিপূর্ণ আছে। সুরা শর্করা, মধু, পুষ্প, ও ফল হইতে উৎপন্ন, এবং চূর্ণ গন্ধদ্রব্য সমূহে সুবাসিত। তথায় কোন পাত্রের মদ্য অর্দ্ধাবশিষ্ট,

কোন পাত্রের সমস্তই নিঃশেষে পীত এবং কোনটী এককালে অস্পৃষ্ট আছে। তৎসমুদায় লোক ব্যবস্থাক্রমে প্রণালী পূর্ব্বক স্থাপিত। তথায় বহুসংখ্য শয্যা লোকশূন্য দৃষ্ট হইতেছে; কামিনীগণ পরস্পর পরস্পরের আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ, এক জন অন্যের বস্ত্র গ্রহণ ও তদ্দ্বারা আপনার সর্ব্বাঙ্গ আবরণ পূর্ব্বক নিদ্রিত আছে। বায়ু শীতল চন্দন, মধুর মদ্য, এবং বিবিধ প্রকার মাল্য ও ধূপের গন্ধ হরণ পূর্ব্বক প্রবাহিত হইতেছে। তৎকালে হনুমান ঐ অন্তঃপুরের সমস্ত স্থান পর্য্যটন করিলেন, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলেন না। তিনি রাবণের পত্নীগণকে দেখিয়া ধর্ম্মলোপভয়ে শঙ্কিত হইলেন। ভাবিলেন, নিদ্রাবস্থায় পরস্ত্রীদর্শন অবশ্যই আমার দোষাবহ হইবে। আমি জন্মাবচ্ছিন্নে কখন পরনারী দেখি নাই; বিশেষত আজ এই পরদারপরায়ণ রাবণকেও নিরীক্ষণ করিলাম, ইহাতে নিশ্চয়ই আমার পাপস্পর্শ হইবে। তিনি আরও ভাবিলেন, আমি এই স্থানে রাবণের পত্নীদিগকে অসঙ্কুচিত অবস্থায় দেখিলাম, কিন্তু ইহাতে আমার ত কিছুমাত্র চিত্তবিকার উপস্থিত হইল না। মনই পাপপুণ্যে ইন্দ্রিয়কে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে; কিন্তু আমার মন অটল। আরও স্ত্রীজাতির মধ্যে স্ত্রীকে অনুসন্ধান করা আবশ্যক, অনুদ্দিষ্ট স্ত্রীলোককে কে কোথায় মৃগীর মধ্যে অন্বেষণ করিয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে কদাচই আমার ধর্ম্মলোপ হইবে না। আমি পবিত্র মনে এ স্থানে প্রবেশ করিয়াছি। এক্ষণে এই অন্তঃপুরের সকল স্থানই দেখিলাম, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলাম না।

হনুমান দেবকন্যা ও নাগকন্যা সকল অবলোকন করিলেন কিন্তু তাহাদের মধ্যে জানকীর উদ্দেশ পাইলেন না। পরিশেষে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং অন্যত্র সীতার অন্বেষণার্থ প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ সর্গ।

অনন্তর হনুমান তৎকালে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি এই লঙ্কাপুরীর নানা স্থান অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও সেই চারুদর্শনা সীতাকে দেখিতে পাইলাম না। এক্ষণে বোধ হয়, সাধ্বী সীতা দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আপনার পাতিব্রত্য ধর্ম্ম রক্ষায় একান্ত যত্নবতী, হয় ত দুরাচার রাবণ তজ্জন্য ভগ্নমনোরথ হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছে। রাবণের পত্নীগণ দীর্ঘাঙ্গী, উহাদের দৃশ্য বিকট এবং আস্য বিশাল, হয় ত জানকী ঐ সমস্ত রাক্ষসী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ভয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হা! এক্ষণে তাঁহার দর্শন পাইবার উপায়ান্তর নাই! আমার এই সমুদ্রলঙ্ঘনের শ্রম ব্যর্থ হইল, এবং অন্বেষণের নিরূপিত কালও অতিক্রান্ত হইয়া গেল; অতঃপর সেই উগ্রস্বভাব সুগ্রীবের নিকট গমন করা আমার পক্ষে নিতান্তই দুষ্কর হইতেছে। আমি এই অন্তঃপুরের সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিলাম, রাবণের পত্নীদিগকে দেখিলাম, কিন্তু কোথাও সেই পতিপ্রাণাকে পাইলাম

না। আমার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইল! আমি সমুদ্র পার হইলে, বৃদ্ধ জাম্ববান ও অঙ্গদ প্রভৃতি বীরগণ আমায় কি বলিবেন! আমি জিজ্ঞাসিত হইয়াই বা উহাঁদিগের নিকট কি প্রত্যুত্তর করিব। এক্ষণে অন্বেষণের নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইয়াছে, অতএব প্রয়োপবেশনই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। অথবা নিজের দেহ নষ্ট করা সুসঙ্গত নহে। উৎসাহ শ্রীলাভের মূল, উৎসাহ অনির্ব্বচনীয় সুখ, উৎসাহ কার্য্য-সম্পাদক, সুতরাং উৎসাহ অবলম্বন করা আমার উচিত হই-তেছে। আমি পানগৃহ, পুষ্পাগার, চিত্রশালা, ক্রীড়াভূমি, বিমান, ভূমধ্যস্থ গৃহ, চৈত্যস্থান, এবং উদ্যান ও প্রাসাদের মধ্যবর্ত্তী পথসকল অনুসন্ধান করিয়াছি, এক্ষণে যে সমস্ত স্থান দেখি নাই, তাহাই অন্বেষণ করা আমার আবশ্যক হইতেছে।

হনুমান এইরূপ অবধারণ পূর্ব্বক লঙ্কার ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কখন ঊর্দ্ধে উত্থিত, কখন বা নিপতিত হইতে লাগিলেন; কখন কোন স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন, কখন বা কএক পদ গমন করিলেন, কখন কোথাও দ্বাররোধ করিয়া দিলেন, কখন বা কোথাও দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। এইরূপে ঐ মহাবীর অন্তঃপুরের তিলার্দ্ধ ভূমিও দেখিতে অবশিষ্ট রাখিলেন না। চৈত্যবেদি, ভূবিবর ও সরোবর অনুসন্ধান করিলেন; বিকৃত বিরূপ নানারূপ রাক্ষসী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বিদ্যাধরী, এবং পূর্ণচন্দ্রাননা নাগকন্যা অব-লোকন করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি সেই পতিপ্রাণা সীতার দর্শন পাইলেন না। তখন তাঁহার মনে অত্যন্ত বিষাদ উপস্থিত

হইল। তিনি বানরগণের উদ্যোগ ও সমুদ্রলঙ্ঘন বিফল দেখিয়া যার পর নাই চিন্তিত হইতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ।

অনন্তর হনুমান রাবণের অন্তঃপুর হইতে প্রাকারে আরোহণ পূর্ব্বক তড়িতের ন্যায় ঝটিতি কিয়দ্দূর গমন করিলেন। ভাবিলেন, আমি রামের শুভসংকল্পে এই লঙ্কার সকল স্থানই অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু কোথাও জানকীর সন্দর্শন পাইলাম না। আমরা পৃথিবীর সরিৎ, সরোবর, ও দুর্গম পর্ব্বত সকল পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু কোথাও সেই পতিপ্রাণাকে দেখিতে পাইলাম না। বিহগরাজ সম্পাতি কহিয়াছিলেন, এই লঙ্কাতেই জানকী আছেন, এ কথা কি মিথ্যা হইবে? রাবণ বল পূর্ব্বক সীতাকে আনিয়াছে; সীতা এখন ত সম্পূর্ণ পরাধীন, তথাচ যে রাবণের ভোগ্যা হইবেন, ইহা সম্ভবপর হইতেছে না। বোধ হয়, দুরাত্মা রাবণ জানকীরে অপহরণ পূর্ব্বক অপসরণকালে রামের সুতীক্ষ্ণ-শর-পাতে ভীত হইয়া, মহাবেগে গগনপথে উত্থিত হইয়াছিল, সেই সময় সীতা পথিমধ্যে উহার করভ্রষ্ট হইয়া থাকিবেন; অথবা তিনি ব্যোমমার্গ হইতে মহাসাগর নিরীক্ষণ পূর্ব্বক স্ত্রীজনসুলভ ভয়েই বিনষ্ট হইয়াছেন; কিম্বা সেই সুকুমারী, রাবণের গমনবেগ ও বাহুপীড়নে ক্লান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। জানকী

রাবণের রথে লুণ্ঠিত হইতেছিলেন, গতিপথে বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র, বোধ হয়, তিনি রথ হইতে স্খলিত হইয়া ঐ গভীর জলে নিপতিত হইয়া থাকিবেন। না,—দুর্দ্দান্ত রাবণ নিতান্ত ক্ষুদ্রাশয়, সে ঐ অনাথাকে পাতিব্রত্য রক্ষায় যত্নবতী দেখিয়া, কুপিতমনে ভক্ষণ করিয়াছে। অথবা রাবণের পত্নীগণ অত্যন্ত দুষ্টস্বভাব, হয় ত তাহারাই সেই অসিতলোচনাকে গ্রাস করিয়া থাকিবে। হা! জানকী আর নাই। তিনি পদ্মপলাশলোচন রামের দুঃসহ বিরহ-তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহারই মুখচন্দ্র ধ্যান করিতে করিতে দেহপাত করিয়াছেন। তিনি নিরবচ্ছিন্ন, হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা অযোধ্যা! এই বলিয়া করুণকণ্ঠে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে আপনার প্রাণান্ত করিয়াছেন। অথবা যদিও তিনি জীবিত থাকেন তাহা হইলে পঞ্জরস্থ শারিকার ন্যায় এই স্থানে অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেছেন। সেই জনকনন্দিনী রামের সহধর্ম্মিণী তিনি যে রাবণের বশবর্ত্তিনী হইবেন কখনই এরূপ বোধ হয় না। হা! এক্ষণে আমি পত্নীগতপ্রাণ রামের নিকট গিয়া কি কহিব? জানকীরে দেখি নাই, কি দেখিয়াছি, অথবা তিনি বিনষ্ট হইয়াছেন, এই সমস্ত কথার কোনটীই তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিতে পারিব না। যদি কোন কথা বলি তাহাতে দোষ, যদি না বলি তাহাতেও দোষ। হা! এক্ষণে আমার গ্রহবৈগুণ্যে কি সঙ্কটই উপস্থিত হইল!

অনন্তর হনুমান পুনর্ব্বার মনে করিলেন, যদি আমি সীতার উদ্দেশ না লইয়া কিষ্কিন্ধায় গমন করি, তাহাতে আমার পুরুষার্থ কি? শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার শ্রম

ও যত্ন ব্যর্থ হইল; লঙ্কা প্রবেশ, এবং নিশাচর দর্শনও নিষ্ফল হইয়া গেল। জানি না, এক্ষণে কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিলে, সুগ্রীব আমায় কি বলিবেন! বানরগণ কি কহিবে! এবং সেই রাম ও লক্ষ্মণই বা কি কহিবেন! হা! যদি আমি রামকে গিয়া বলি, যে, জানকীরে কোথাও দেখিতে পাইলাম না, তবে তদ্দণ্ডেই তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। এই কথা নিতান্ত নিদারুণ, বলিতে কি, রাম শ্রবণ করিলে কোন ক্রমেই আর বাঁচিবেন না। লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠভক্তিপরায়ণ রামের মৃত্যু হইলে তিনিও নিশ্চয় মরিবেন। অনন্তর ভরত এই দুঃসম্বাদে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, এবং শত্রুঘ্নও উহাঁর অনুগামী হইবেন। পরে দেবী কৌশল্যা, কৈকেয়ী, ও সুমিত্রা পুত্রশোকে একান্ত অধীর হইয়া শরীরপাত করিবেন। সুগ্রীব কৃতজ্ঞ ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ, তিনি উপকারী রামের বিয়োগদুঃখে ব্যাকুল হইয়া, কোনমতে প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবেন না। পরে রুমা পতিশোকে দুর্ম্মনা ও দীনা হইয়া নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। তারা একে বালির জন্য কাতরা আছেন, তাহাতে আবার সুগ্রীবের বিচ্ছেদ; তিনি এই অপ্রীতিকর ঘটনায় নিশ্চয়ই মরিবেন। কুমার অঙ্গদ জনক জননীর অদর্শন এবং সুগ্রীবের লোকান্তরগমন এই দুই কারণে দেহবিসর্জ্জন করিবেন। অনন্তর বানরগণ প্রভুবিরহে কাতর হইয়া, মুষ্টিপ্রহার ও চপেটাঘাতে স্ব স্ব মস্তক চূর্ণ করিবে। কপিরাজ সুগ্রীব সাম, দান, ও সম্মানে ঐ সকল বানরকে প্রতিনিয়ত লালন পালন করিতেন; এক্ষণে তাহারা বন, পর্ব্বত, বা গুহায় আর বিহার করিবে

না, এবং ভর্ত্তৃবিনাশশোকে পুত্রকলত্রের সহিত শৈলশিখর হইতে সম ও বিষমস্থলে দেহপাত করিবে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ বিষপানে, কেহ উদ্বন্ধনে কেহ অগ্নিপ্রবেশে, কেহ উপবাসে, এবং কেহ বা শস্ত্রাঘাতে মৃত্যুলাভ করিবে। বোধ হয়, আমি কিষ্কিন্ধায় প্রবেশ করিলে একটী তুমুল রোদন শব্দ উত্থিত হইবে, সুতরাং এক্ষণে তথায় গমন করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য হইতেছে। আমি জানকীর উদ্দেশ না লইয়া, সুগ্রীবের নিকট কোনক্রমেই যাইতে পারিব না। বরং যদি কিষ্কিন্ধায় না যাই, তাহা হইলে ধর্ম্মপরায়ণ রাম, লক্ষ্মণ ও বানরগণ আশাবলে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিবেন। সুতরাং আমি এই স্থানে বাণপ্রস্থাশ্রম আশ্রয় পূর্ব্বক তরুতলে বাস করিব; বৃক্ষ হইতে যে সমস্ত ফল আমার হস্তে ও মুখে যদৃচ্ছাক্রমে পতিত হইবে, আমি তাহা ভক্ষণ করিয়া দিনপাত করিব। অথবা এই জীবনেই বা প্রয়োজন কি? আমি সাগরতীরে জ্বলন্ত চিতা প্রস্তুত করিয়া এই দেহ ভস্মসাৎ করিব; কিম্বা তথায় এই সঙ্কট হইতে মুক্তির জন্য প্রায়োপবেশন করিয়া থাকিব; প্রায়োপবিষ্ট হইলে শৃগাল, কুক্কুর ও কাকেরা আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিবে। জলপ্রবেশই ঋষিনির্দ্দিষ্ট মৃত্যু, আমি তাহাও স্বীকার করিব। হা! আমার সমুদ্রলঙ্ঘনরূপ যশস্কর ও সুন্দর কীর্ত্তি সীতার অদর্শনে চির দিনের জন্য বিলুপ্ত হইল! আত্মহত্যা মহাপাপ; জীব দেহ রক্ষা করিলে সর্ব্বপ্রকারে শুভ ফল উপভোগ করিয়া থাকে; সুতরাং আমি প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিব, ইহাতে নিশ্চয়ই আমার শ্রেয়োলাভ হইবে।

অনন্তর হনুমান ধৈর্য্য ও সাহস আশ্রয় পূর্ব্বক পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি মহাবল রাবণকে বিনাশ করিব। ঐ দুরাচার, সীতাকে হরণ করিয়াছে, এক্ষণে উহার বধসাধন পূর্ব্বক নিশ্চয়ই বৈরশুদ্ধি করিব। অথবা উহার দেহ সমুদ্রবক্ষে উৎক্ষেপণ করিতে করিতে পর পারে লইয়া পশু-পতির নিকট পশুর ন্যায় রামকে উপহার দিব। আমি যত-দিন না জানকীর সন্দর্শন পাইতেছি, তাবৎ এই লঙ্কাপুরী বারংবার অনুসন্ধান করিব। যদি সম্পাতির বাক্যে বিশ্বাস করিয়া এই স্থানে রামকে আনয়ন করি, আর তিনি আসিয়া যদি জানকীরে দেখিতে না পান, তবে নিশ্চয়ই কুপিত হইয়া আমাদিগকে দগ্ধ করিবেন। সুতরাং এই প্রদেশে মিতাহারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, তরুতলে বাস করাই আমার পক্ষে শ্রেয় হইতেছে। একমাত্র আমার ব্যতিক্রমে যে, সমস্ত নর বান-রের প্রাণ সঙ্কট উপস্থিত হইবে, ইহা উপেক্ষা করা কোনক্রমে উচিত হইতেছে না। ঐ অদূরে একটী সুবিস্তীর্ণ ও বৃক্ষবহুল অশোক বন দেখিতেছি, উহা আমার অনুসন্ধান করা হয় নাই, এক্ষণে আমি ঐ বনে গমন করিব। বসু, রুদ্র, আদিত্য, বায়ু, ও অশ্বিনীকুমারযুগলকে নমস্কার করিয়া ঐ বনে গমন করিব। আমি রাক্ষসদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক, তাপ-সকে তপঃসিদ্ধির ন্যায়, নিশ্চয়ই রামের হস্তে জানকী অর্পণ করিব।

মহাবীর হনুমান এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়া, উদ্বিগ্নমনে উত্থিত হইলেন, এবং রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, ও সুগ্রীবকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, চতুর্দ্দিক অবলোকন পূর্ব্বক অশোক বনের

অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, ঐ নিবিড় বন সুপরিচ্ছন্ন ও রাক্ষসে পরিপূর্ণ; প্রহরীগণ নিরবচ্ছিন্ন উহার বৃক্ষ রক্ষা করিতেছে। পবনদেবও ঐ বনে প্রবলবেগে বহমান হইতে পারেন না। আমি রাবণের দৃষ্টিপরিহার ও রামের উপকার সঙ্কল্পে দেহসংক্ষেপ করিয়াছি। এক্ষণে দেবতা ও ঋষিগণ আমার কার্য্যসিদ্ধি করিয়া দিন। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য্য ও অশ্বিনীকুমার আমার কার্য্য-সিদ্ধি করিয়া দিন। ভূতগণ, প্রজাপতি, এবং আর আর অনির্দিষ্ট দেবতা সকল আমার কার্য্যসিদ্ধি করিয়া দিন। হা! কবে আমি জানকীর সেই অকলঙ্ক মুখচন্দ্র—"সেই উন্নত নাসা, শুভ্র দন্ত, মধুর হাস্য, ও বিশাললোচনে শোভিত মুখ-চন্দ্র নিরীক্ষণ করিব। ক্ষুদ্রাশয় নিকৃষ্ট ক্রূররূপী রাবণ সেই অবলাকে বল পূর্ব্বক হরণ করিয়াছে, আজ আমি কিরূপে তাঁহার সন্দর্শন পাইব।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

অনন্তর হনুমান মুহূর্ত্ত কাল ধ্যান এবং জানকীরে স্মরণ পূর্ব্বক অশোক কাননের প্রাকারে লম্ফ প্রদান করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল। দেখিলেন, নানারূপ বৃক্ষ বসন্তাদি সমস্ত ঋতুর ফলপুষ্পে শোভিত হইতেছে। শাল, অশোক চম্পক, উদ্দালক, নাগকেসর, ও আম্র প্রভৃতি

বৃক্ষ এবং নানারূপ লতাজাল পুষ্পশ্রী বিস্তার করিতেছে। হনুমান শরাসনচ্যুত শরের ন্যায় মহাবেগে বৃক্ষবাটিকায় লম্ফ প্রদান করিলেন। ঐ স্থান সুরম্য, ইতস্তত স্বর্ণ ও রজতের বৃক্ষ দৃষ্ট হইতেছে; সর্ব্বত্র মৃগ ও বিহঙ্গের কলরব; ভৃঙ্গ ও কোকিলগণ উন্মত্ত হইয়া সঙ্গীত করিতেছে। বৃক্ষশ্রেণী ফলপুষ্পে অবনত; ময়ূরগণ কেকারবে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে। তথাকার জন প্রাণী সকলই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট; হনুমান ঐ বৃক্ষবাটিকায় প্রবিষ্ট হইয়া জানকীর অনুসন্ধানার্থ সুখসুপ্ত বিহঙ্গগণকে প্রবোধিত করিতে লাগিলেন। পক্ষি সকল উড্ডীন হইল, উহাদের পক্ষপবনে বৃক্ষশাখা কম্পিত এবং নানাবর্ণের পুষ্প পতিত হইতে লাগিল। তৎকালে হনুমান ঐ সমস্ত পুষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া, পুষ্পময় পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে জীবগণ উঁহাকে সাক্ষাৎ বসন্ত বলিয়া অনুমান করিতে লাগিল। বনভূমি বৃক্ষচ্যুত পুষ্পে সমাকীর্ণ হইয়া সুবেশা রমণীর ন্যায় শোভিত হইয়া উঠিল। বৃক্ষের পত্র সকল স্খলিত এবং পুষ্প ও ফল পতিত হইতে লাগিল, তৎকালে উহা ক্রীড়ানির্জ্জিত বিবস্ত্র ধূর্ত্তের ন্যায় সম্পূর্ণই হতশ্রী হইয়া গেল। মহাবীর হনুমান কর চরণ ও লাঙ্গুল দ্বারা ঐ বন ভগ্ন করিতে লাগিলেন। বিহঙ্গেরা পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল, বৃক্ষ সকল শাখাপত্রশূন্য এবং স্কন্ধমাত্রাবশিষ্ট হইয়া, বায়ুবেগে কম্পিত হইয়া উঠিল। বর্ষা-কালে বায়ু যেমন জলদজালকে লইয়া যায়, তদ্রূপ হনুমান অঙ্গসংলগ্ন লতা সকল বেগে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অশোক বনের কোন স্থানে মণিভূমি, কোথাও রজতভূমি ও

কোথাও বা স্বর্ণভূমি; স্থানে স্থানে স্বচ্ছসলিলপূর্ণ দীর্ঘিকা আছে, উহার চারিদিকে মণি-সোপান, মুক্তা-রেণু, প্রবালের বালুকা এবং স্ফটিকের কুট্টিম; তীরে স্বর্ণময় তরুশ্রেণী শোভা পাইতেছে, পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, এবং হংস সারস প্রভৃতি জলচরগণ বিচরণ করিতেছে। কোন স্থানে স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতী, কোথাও কুসুমিত করবীর, কোথাও কল্পবৃক্ষ, কোথাও গুল্ম, এবং কোথাও বা লতাজাল। অদূরে একটী মেঘশ্যামল গগনস্পর্শী পর্ব্বত আছে। উহা রমণীয় এবং নানারূপ বৃক্ষে পরিপূর্ণ; উহার স্থানে স্থানে শিলাগৃহ আছে, এবং উহা হইতে প্রিয়তমের অঙ্কচ্যুত রমণীর ন্যায় একটী নদী নিপতিত হইতেছে। উহার প্রবাহবেগ তীরস্থ বৃক্ষের সন্নত শাখায় রুদ্ধ, যেন কোন ক্রুদ্ধ কামিনীকে তদীয় বন্ধুজন গমনে নিবারণ করিতেছে। ঐ নদীর অদূরে বিহঙ্গসঙ্কুল সরোবর, এবং কোথাও বা সুশীতলসলিলপূর্ণ কৃত্রিম দীর্ঘিকা, উহার অবতরণ-পথ মণিময়, তীরে রমণীয় কানন, মৃগগণ চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদ, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা তৎসমুদায় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইতস্তত কৃত্রিম কানন, তন্মধ্যে বৃক্ষ সকল ছত্রাকার ও ফলপুষ্পে পূর্ণ, মূলে স্বর্ণময় বেদি নির্ম্মিত আছে। অদূরে একটী স্বর্ণবর্ণ শিংশপা বৃক্ষ, উহা লতাজাল-জড়িত ও পত্রবহুল, উহার মূলদেশে একটী কনকরচিত বেদি শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে বহুসংখ্য সুদৃশ্য স্বর্ণবৃক্ষ, তৎসমুদায় নিরবচ্ছিন্ন অনলের ন্যায় জ্বলিতেছে। হনুমান ঐ সকল বৃক্ষের প্রভাপুঞ্জে আপনাকে সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায়

স্বর্ণময় অনুমান করিতে লাগিলেন। স্বর্ণবৃক্ষ বায়ুভরে কম্পিত এবং উহাতে নৈসর্গিক কিঙ্কিণীজাল ধ্বনিত হইতেছিল, উহা কুসুমিত এবং কোমল অঙ্কুর ও পল্লবে শোভিত; তদ্দর্শনে হনুমান যার পর নাই বিস্মিত হইলেন।

অনন্তর তিনি ঐ শিংশপা বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, বোধ হয়, জানকী রামের দর্শনলাভ লালসায় দুঃখিতমনে স্বেচ্ছাক্রমে ইতস্তত বিচরণ করিতেছেন, আমি এই বৃক্ষ হইতে সেই অনাথাকে নিরীক্ষণ করিব। এই ত দুরাত্মা রাবণের সুরম্য অশোক কানন, এই বিহগসঙ্কুল সরোবর, রামমহিষী জানকী নিশ্চয়ই এই স্থানে আগমন করিবেন। তিনি অরণ্য-সঞ্চারে সুনিপুণ, এই বনও তাঁহার অপরিচিত নহে, এক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই এই স্থানে আগমন করিবেন। সেই সাধ্বী রাম-চিন্তায় ব্যাকুল, এবং রামের শোকে একান্ত কাতর, এক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই এই স্থানে আগমন করিবেন। বনচরগণ তাঁহার প্রীতিভাজন, সন্ধ্যাবন্দন কালও উপস্থিত, এক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই এই নদীতে আগমন করিবেন। এই অশোক তাঁহারই বিচরণের যোগ্য স্থান। এক্ষণে যদি তিনি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই শীতলসলিলা নদীতে আগমন করিবেন। হনুমান এইরূপ অনুমান করিয়া, তথায় সীতার প্রতীক্ষায় থাকিলেন, এবং বৃক্ষের পত্রাবরণে প্রচ্ছন্ন হইয়া চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ সর্গ।

হনুমান শিংশপা বৃক্ষে প্রচ্ছন্ন হইয়া, জানকীরে দেখিবার জন্য ইতস্তত দৃষ্টিপ্রসারণ করিতে লাগিলেন। অশোক বন কল্পবৃক্ষে সুশোভিত, তথায় দিব্য গন্ধ ও রস সততই নির্গত হইতেছে। ঐ বন নানারূপ উপকরণে সুসজ্জিত, দেখিবামাত্র নন্দন কানন বলিয়া বোধ হয়। উহার ইতস্ততঃ হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ, কোকিলেরা মধুর কণ্ঠে নিরন্তর কুহুরব করিতেছে। সরোবর স্বর্ণপদ্মে শোভমান, অশোক বৃক্ষ সকল কুসুমিত হইয়া সর্ব্বত্র অরুণশ্রী বিস্তার করিতেছে। ঐ স্থানে সকল রূপ ফলপুষ্পই সুলভ, নানারূপ উৎকৃষ্ট আসন ও চিত্র কম্বল ইতস্ততঃ আস্তীর্ণ রহিয়াছে। কাননভুমি সুবিস্তীর্ণ; বৃক্ষের শাখা প্রশাখা সকল বিহঙ্গগণের পক্ষপুটে সমাচ্ছন্ন, সহসা যেন পত্রশূন্য বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। পক্ষিগণ নিরন্তর বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উপবেশন করিতেছে, এবং অঙ্গসংলগ্ন পুষ্পে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিতেছে। অশোকের শাখা প্রশাখা সমস্তই পুষ্পিত; কর্ণিকার পুষ্পভরে ভূতল স্পর্শ করিতেছে; কিংশুক সকল পুষ্পস্তবকে শোভিত; কাননভুমি ঐ সমস্ত বৃক্ষের প্রভায় যেন প্রদীপ্ত হইতেছে। পুন্নাগ, সপ্তপর্ণ, চম্পক ও উদ্দালক বৃক্ষ সকল কুসুমিত। কাননমধ্যে বহুসংখ্য অশোক নিরীক্ষিত হইতেছে। তন্মধ্যে কোনটী স্বর্ণবর্ণ, কোনটী অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত, এবং কোনটী নীলাঞ্জনতুল্য সুন্দর। ঐ অশোক বন দেবকানন নন্দনের

ন্যায় এবং ধনাধিপতি কুবেরের উদ্যান চিত্ররথের ন্যায় সুদৃশ্য ; বলিতে কি, উহা তদপেক্ষাও অধিকতর মনোহর ; উহার শোভাসমৃদ্ধি মনে ধারণা করা যায় না। উহা যেন দ্বিতীয় আকাশ, পুষ্প সকল গ্রহ নক্ষত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। উহা যেন পঞ্চম সমুদ্র, নানারূপ পুষ্পই যেন রত্নশ্রী প্রদর্শন করিতেছে। ঐ অশোক বনে নানারূপ পবিত্র গন্ধ, উহা গন্ধপূর্ণ হিমাচল এবং গন্ধমাদনের ন্যায় বিরাজিত আছে। অদূরে অত্যুচ্চ চৈত্যপ্রাসাদ, উহা গিরিবর কৈলা-সের ন্যায় ধবল, উহার চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র স্তম্ভ শোভিত হইতেছে; সোপান সকল প্রবালরচিত, এবং বেদি সকল স্বর্ণময় ; উহা শ্রীসৌন্দর্য্যে নিরন্তর প্রদীপ্ত হইতেছে, এবং লোকের দৃষ্টি যেন অপহরণ করিতেছে। উহা গগনস্পর্শী ও নির্ম্মল।

মহাবীর হনূমান ঐ অশোক বনের মধ্যে সহসা একটী কামিনীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি রাক্ষসিগণে পরিবৃত ; উপবাসে যার পর নাই কৃশ ও দীন। ঐ রমণী পুনঃপুনঃ সুদীর্ঘ দুঃখনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। নানারূপ সংশয় ও অনুমানে তাঁহাকে চিনিতে পারা যায়। তিনি শুক্লপক্ষীয় নবোদিত শশিকলার ন্যায় নির্ম্মল ; তাঁহার কান্তি ধূমজাল-জড়িত অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল ; সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারশূন্য ও মল-লিপ্ত, পরিধান একমাত্র পীতবর্ণ মলিন বস্ত্র। তিনি সরোজশূন্য দেবী কমলার ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছেন। তাঁহার দুঃখ-সন্তাপ অতিশয় প্রবল, নয়নযুগল হইতে অনর্গল বারিধারা বহিতেছে ; তিনি কেতুগ্রহনিপীড়িত রোহিণীর ন্যায় একান্ত

দীন; শোকভরে যেন নিরন্তর হৃদয় মধ্যে কাহাকে চিন্তা করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে প্রীতি ও স্নেহের পাত্র কেহ নাই, কেবলই রাক্ষসী; তৎকালে তিনি যূথভ্রষ্ট কুক্কুরপরিবৃত কুরঙ্গীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠে কালভুজঙ্গীর ন্যায় একমাত্র বেণী লম্বিত, তিনি বর্ষার অবসানে সুনীল বনরেখায় অঙ্কিত অবনীর ন্যায় শোভিত হইতেছেন।

হনুমান ঐ বিশাললোচনাকে নিরীক্ষণ করিয়া, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কারণে সীতা বলিয়া অনুমান করিলেন। ভাবিলেন, কামরূপী রাক্ষস যে অবলাকে বল পূর্ব্বক লইয়া আইসে, তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, ইনি অবিকল সেইরূপই লক্ষিত হইতেছেন।

জানকীর মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন; স্তনযুগল বর্ত্তুল ও সুন্দর। তিনি স্বীয় প্রভাপুঞ্জে সমস্ত দিক তিমিরমুক্ত করিতেছেন। তাঁহার কণ্ঠে মরকতরাগ, ওষ্ঠ বিম্ববৎ আরক্ত, কটিদেশ ক্ষীণ এবং গঠন অতি সুদৃশ্য। তিনি স্বসৌন্দর্য্যে স্মরকামিনী রতির ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। তিনি পৌর্ণমাসী চন্দ্রপ্রভার ন্যায় জগতের প্রীতিকর। তিনি ব্রতপরায়ণা তাপসীর ন্যায় ধরাসনে উপবেশন করিয়া আছেন, এবং এক এক বার কালভুজঙ্গীর ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। তিনি সন্দেহাত্মক স্মৃতির ন্যায়, পতিত সমৃদ্ধির ন্যায়, স্খলিতশ্রদ্ধার ন্যায়, নিস্কাম আঁশার ন্যায়, বিঘ্নবহুল সিদ্ধির ন্যায়, কলুষিত বুদ্ধির ন্যায়, এবং অমূলক অপবাদে কলঙ্কিত কীর্ত্তির ন্যায়, যার পর নাই শোচনীয় হইয়াছেন। তিনি রামের অদর্শনে ব্যথিত, এবং নিশাচরগণের উপদ্রবে

নিপীড়িত। তিনিচপললোচনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তাঁহার মুখ অপ্রসন্ন ও নেত্রজলে ধৌত, এবং পক্ষ্মরাজি কৃষ্ণবর্ণ ও কুটিল। তিনি নীল নীরদে আবৃত চন্দ্রপ্রভার ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছেন।

হনুমান জানকীরে এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া অতিমাত্র সন্দিহান হইলেন। জানকী অভ্যাসদোষে বিস্মৃত বিদ্যার ন্যায়, এবং সংস্কারহীন অর্থান্তরগত বাক্যের ন্যায় দুর্ব্বোধ হইয়া আছেন। হনুমান ঐ অনিন্দনীয়া নৃপনন্দিনীকে দেখিয়া এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন, রাম যে সমস্ত অলঙ্কারের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, দেখিতেছি, সেগুলি জানকীর অঙ্গে বিন্যস্ত রহিয়াছে। ইহাঁর কর্ণে সুরচিত কুণ্ডল ও ত্রিকর্ণ, এবং হস্তে প্রবালখচিত আভরণ। এই সকল অলঙ্কার দৈহিক মলসংশ্রবে মলিন হইয়াছে। যাহাই হউক, রাম যে গুলির উল্লেখ করিয়াছিলেন, বোধ হয়, এইই সেই সমস্ত অলঙ্কার; তিনি যে অঙ্গে যে আভরণের কথা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, আমি তাহাও প্রত্যক্ষ করিলাম। তন্মধ্যে জানকী ঋষ্যমূকে যাহা নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন, এক্ষণে কেবল তাহাই দেখিতেছি না। পূর্ব্বে এই কামিনীই অত্যুৎকৃষ্ট ভূষণসকল ভূতলে ঝন ঝন রবে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবং বানরগণ ইহাঁরই অঙ্গ হইতে একখানি পীতবর্ণ উত্তরীয় স্খলিত ও বৃক্ষে আসক্ত দেখিয়াছিল। জানকী এই বস্ত্র বহুদিন যাবৎ পরিধান করিয়া আছেন, তজ্জন্য ইহা মলিন ও ম্লান হইয়াছে, কিন্তু ইহা সেই উত্তরীয়বৎ সুদৃশ্য এবং ইহার পীতরাগও অবিকৃত রহিয়াছে। এই কনককান্তি কামিনী রামের প্রণয়িনী,

ইনি এক্ষণে দূরবর্ত্তিনী হইলেও তাঁহার মনে নিরন্তর বাস করিতেছেন। ইহাঁর বিরহে করুণা, শোক, দয়া ও কাম, মহাত্মা রামের হৃদয়কে বারংবার অধিকার করিতেছে। সঙ্কটকালে স্ত্রী রক্ষিত হইল না বলিয়া করুণা, একান্ত আশ্রিতের প্রতি উচিত ব্যবহার না হইবার জন্য দয়া, পত্নীবিয়োগ নিবন্ধন শোক, এবং প্রণয়িনী দূরান্তরে আছেন বলিয়া কাম, মহাত্মা রামকে যার পর নাই কষ্ট প্রদান করিতেছে। এই দেবীর যেরূপ রূপ, এবং যে প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব, রামেরও তদ্রূপ; সুতরাং ইনি যে তাঁহারই সহধর্ম্মিণী হইবেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ হইতেছে না। ইহাঁর মন রামের প্রতি এবং রামের মন ইহাঁর প্রতি অনুরক্ত, তজ্জন্য রাম জীবিত রহিয়াছেন, নচেৎ মুহূর্ত্তের জন্যও বাঁচিতেন না। তিনি ইহাঁর বিয়োগদুঃখ সহ্য করিয়া যে দেহ রক্ষা করিতেছেন এবং শোকে যে অবসন্ন হইতেছেন না, বলিতে কি, ইহা অত্যন্তই দুষ্কর।

হনুমান তৎকালে সীতার দর্শন লাভ করিয়া হৃষ্টমনে রামকে চিন্তা এবং বারংবার তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ সর্গ।

অনন্তর মহাবীর হনুমান জানকী ও রামের পুনঃপুনঃ প্রশংসা করিলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া সজলনয়নে

এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, জানকী সুশিক্ষিত লক্ষ্মণের গুরুপত্নী ও পূজ্যা, তিনিও যে দুঃখে এইরূপ কাতর হইয়াছেন, ইহা কেবল দুরতিক্রমণীয় কালেরই মহিমা। জানকী, রাম ও লক্ষ্মণের বলবিক্রম বিলক্ষণ অবগত আছেন, তজ্জন্যই বোধ হয়, বর্ষার প্রাদুর্ভাবে জাহ্নবীর ন্যায় স্থির ও গম্ভীরভাবে কাল যাপন করিতেছেন। ইহাঁর আভিজাত্য কুলশীল ও বয়স রামের অনুরূপ, সুতরাং ইহাঁরা যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত, ইহা উচিতই হইতেছে। এই আকর্ণলোচনা জানকীর জন্য মহাবল বালী এবং রাবণসম কবন্ধ নিহত হইয়াছে; ইহাঁরই জন্য রাম স্ববীর্য্যে মহাবীর বিরাধকে বধ করিয়াছেন; ইহাঁরই জন্য খর, দূষণ, ও ত্রিশিরা, চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসসৈন্যের সহিত সুশাণিত শরে জনস্থানে নিহত হইয়াছে; ইহাঁরই জন্য যশস্বী সুগ্রীব, মহাবল বালি হইতে দুর্লভ কপিরাজ্য অধিকার করিয়াছেন, এবং ইহাঁরই জন্য আমি মহাসাগর লঙ্ঘন ও এই লঙ্কাপুরীও দর্শন করিলাম। এক্ষণে বোধ হইতেছে, মহাবীর রাম এই জানকীর নিমিত্ত সমগ্র পৃথিবী, অধিক কি, যদি বিশ্বসংসারও সংহার করেন, তাহা অনুচিত হইবে না। এক দিকে বিশ্বরাজ্য, অন্য দিকে জানকী, কিন্তু বিশ্বরাজ্য ইহাঁর শতাংশের একাংশও স্পর্শ করিতে পারে না। এই কামিনী রাজর্ষি জনকের কন্যা এবং পতিপরায়ণা; ইনি হলকর্ষিত যজ্ঞক্ষেত্র হইতে পদ্মপরাগতুল্য ধূলিজালে ধূসরিত হইয়া উত্থিত হইয়াছেন। ইনি প্রবলপ্রতাপ পূজ্যস্বভাব রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ, ধর্ম্মশীল রামের প্রণয়িনী; ইনি ভর্তৃস্নেহের বশবর্ত্তিনী

হইয়া, ভোগস্পৃহা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নির্জ্জন অরণ্যের কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। যিনি স্বামিসেবার জন্য ফলমূলমাত্রে দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া, গৃহের ন্যায় বনেও সুখানুভব করিতেন, এবং যিনি ক্লেশের লেশও জ্ঞাত নহেন, হা! এক্ষণে তিনিই এইরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছেন! বলবতী পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইলে যেমন সরোবর দর্শনের ইচ্ছা হয়, সেইরূপ রাম এই সুশীলাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আছেন। রাজ্যভ্রষ্ট রাজা পূর্ব্বসমৃদ্ধি পাইলে যেমন প্রীত হন, সেইরূপ রাম ইহাঁকে প্রাপ্ত হইলে, যার পর নাই সন্তুষ্ট হইবেন। এই জানকী স্বজনহীন এবং ভোগসুখে বঞ্চিত, এক্ষণে কেবল রামের সমাগম লাভ উদ্দেশ করিয়াই জীবিত রহিয়াছেন। ইনি এই সমস্ত রক্ষসীকে নিরীক্ষণ করিতেছেন না, এবং এই বৃক্ষ পুষ্প ও ফলও দেখিতেছেন না, ইনি একান্তমনে কেবল রামকেই হৃদয়ে চিন্তা করিতেছেন। স্বামী স্ত্রীজাতির ভূষণ অপেক্ষাও শোভাবর্দ্ধন, এক্ষণে এই জানকী তদ্ব্যতীত হতশ্রী হইয়াছেন। রাম ইহাঁর বিরহে যে দেহ ধারণ করিতেছেন, এবং দুঃখাবেগে যে অবসন্ন হইতেছেন না, ইহা অত্যন্ত দুষ্কর। এই কৃষ্ণকেশী সীতাকে দুঃখিতা দেখিয়া, বলিতে কি, আমারও মন একান্ত ব্যথিত হইতেছে। যিনি ক্ষমা-গুণে পৃথিবীর তুল্য, যাঁহাকে রাম ও লক্ষ্মণ সতত রক্ষা করিতেন, এক্ষণে তাঁহাকে বিকৃতনয়না রাক্ষসীরা বৃক্ষমূলে বেষ্টন করিয়া আছে! এই জানকী দুঃখে নিপীড়িত, সুতরাং নীহারহত নলিনীর ন্যায় ইহাঁর শোভা নষ্ট হইয়াছে। ইনি সহচরবিহীন চক্রবাকীর ন্যায় দীন দশায় নিপতিত; এই

পুষ্পভারাবনত অশোক বসন্ত কালীন প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় ইহাঁর শোক একান্ত উদ্দীপিত করিতেছে।

সপ্তদশ সর্গ।

অনন্তর এক দিবস অতীত হইয়া গেল; পরদিন রাত্রিকাল উপস্থিত; কুমুদধবল ভগবান শশাঙ্ক স্বীয় প্রভা বিস্তার পূর্ব্বক হনুমানকে সাহায্য দিবার জন্যই যেন সুনীল সলিলে হংসের ন্যায় নির্ম্মল নভোমণ্ডলে উদিত হইলেন। তিনি সুশীতল করজালে ঐ মহাবীরকে পুলকিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে পূর্ণচন্দ্রাননা জানকী গুরুভারে মগ্নপ্রায় নৌকার ন্যায় শোকভরে আচ্ছন্ন আছেন। উহাঁর অদূরে বহুসংখ্য ঘোররূপা রাক্ষসী। উহাদের মধ্যে কাহারও চক্ষু একমাত্র, কেহ এককর্ণ, কাহারও কর্ণ নাই, কাহারও কর্ণ সুবিস্তীর্ণ এবং কাহারও বা কর্ণ শঙ্কুতুল্য। কোন নিশাচরীর নাসারন্ধ্র ঊর্দ্ধভাগে নিবিষ্ট আছে; কাহারও দেহের উত্তরার্দ্ধ অতিপ্রমাণ; কাহারও গ্রীবা সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ; কাহারও কেশজাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; কেহ সর্ব্বাঙ্গব্যাপী কেশে যেন কম্বলে সংবৃত হইয়া আছে; কাহারও ললাটদেশ সুপ্রশস্ত; কাহারও ওষ্ঠ চিবুকে সন্নিবিষ্ট আছে; এবং কাহারও বা মুখ ও জানু সুদীর্ঘ। উহাদিগের মধ্যে কেহ দীর্ঘ, কেহ কুব্জ, কেহ বিকট, এবং কেহ বা বামন। কাহারও চক্ষু পিঙ্গল বর্ণ,

কাহারও মুখ বিকৃত ; কেহ ছিন্ন বস্ত্র ধারণ করিতেছে ; কেহ কৃষ্ণকায়, কেহ পিঙ্গলবর্ণ, কেহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, এবং কেহ বা কলহপ্রিয়। কেহ লৌহশূল উদ্যত করিয়া আছে, কেহ কুটাস্ত্র এবং কেহ বা মুদ্গার। ঐ সমস্ত রাক্ষসীর মুখ নানারূপ দৃষ্ট হইতেছে ; কেহ বরাহ-মুখ, কেহ মৃগ-মুখ, কেহ শার্দ্দূল-মুখ, কেহ মহিষমুখ, কেহ ছাগ-মুখ ও কেহ বা শৃগাল-মুখ। কাহারও মস্তক বক্ষে নিবিষ্ট আছে। কেহ গোপদ, কেহ হস্তিপদ, কেহ অশ্বপদ এবং কেহ বা উষ্ট্রপদ ; কেহ একহস্ত, এবং কেহ বা একপদ। উহাদের কর্ণ বিভিন্ন প্রকার ; কাহারও কর্ণ গর্দ্দভের ন্যায়, কাহারও অশ্বের ন্যায়, কাহারও কর্ণ কুক্কুরের ন্যায়, কাহারও বৃষের ন্যায়, কাহারও কর্ণ হস্তীর ন্যায়, এবং কাহারও বা সিংহের ন্যায়। কোন রাক্ষসীর নাসা সুদীর্ঘ, কাহারও বা বক্র ; কাহারও নাসা করিশুণ্ডাকার এবং কাহারও বা উহা এককালে নাই। কোন রাক্ষসীর কেশপাশ পদতল স্পর্শ করিতেছে। কাহারও জিহ্বা লোল ও দীর্ঘ ; এবং কাহারও কেশ করাল ও ধূম্র। উহারা নিরন্তর সুরা পান করিতেছে। সুরা মাংস ও শোণিত উহাদিগের একান্ত প্রিয়। কেহ মাংস ও শোণিতে অবগুণ্ঠিত হইয়া আছে।

মহাবীর হনুমান প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, ঐ সমস্ত ভীমদর্শন রাক্ষসীগণকে দেখিতে লাগিলেন। উহারা শাখাপ্রশাখা-সম্পন্ন শিংশপাকে বেষ্টন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান আছে। ঐ বৃক্ষের মূলদেশে জানকী ; তিনি শোকসন্তাপে একান্ত নিষ্প্রভ হইয়াছেন ; তাঁহার কেশপাশ মললিপ্ত এবং

চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত। তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলে বোধ হয়, যেন একটী তারকা পুণ্যক্ষয় নিবন্ধন গগনতল হইতে স্খলিত হইয়াছে। ভর্ত্তৃদর্শন তাঁহার ভাগ্যে যারপর নাই অসুলভ; তিনি পাতিব্রত্য-কীর্ত্তিতে সমস্ত জগৎ মোহিত করিতেছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারশূন্য, তিনি কেবল ভর্ত্তৃবাৎসল্যে শোভা পাইতেছেন। তাঁহার নিকট আত্মীয় স্বজন কেহই নাই, তিনি রাবণের অশোক বনে অবরুদ্ধ, সুতরাং যূথভ্রষ্ট সিংহ-নিরুদ্ধ করিণীর ন্যায় শোচনীয় হইয়াছেন। তিনি শারদীয় মেঘে আবৃত শশিকলার ন্যায় প্রিয়দর্শন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মলদিগ্ধ, সুতরাং পঙ্কলিপ্ত কমলিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন এবং নাও পাইতেছেন। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ক্লিষ্ট ও মলিন, মুখে দীনভাব, এবং হৃদয় ভর্ত্তৃপ্রভাব স্মরণে একান্ত ওজস্বী। পাতিব্রত্যই নিরন্তর তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। তিনি চকিত মৃগীর ন্যায় চতুর্দ্দিক দেখিতেছেন, এবং নিশ্বাসে যেন শাখা পল্লবপূর্ণ বৃক্ষ সকল দগ্ধ করিতেছেন। তিনি স্বয়ং শোকের মূর্ত্তি, এবং দুঃখের উত্থিত তরঙ্গ। তিনি বিনা বেশে শোভা পাইতেছেন, তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কৃশ ও সুপ্রমাণ। মহাবীর হনুমান ঐ পতিপ্রাণাকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র হৃষ্ট হইলেন। তাঁহার নেত্র হইতে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল; তিনি উদ্দেশে রাম ও লক্ষ্মণকে বারংবার নমস্কার করিলেন, এবং শিংশপা বৃক্ষের আবরণে বিলীন হইয়া রহিলেন।

অষ্টাদশ সর্গ।

শর্ব্বরী অল্পমাত্র অবশিষ্ট। রাত্রিশেষে বেদবেদাঙ্গবিৎ যজ্ঞশীল ব্রহ্মরাক্ষসগণ বেদধ্বনি করিতে লাগিল। মঙ্গলবাদ্য ও সুললিত মঙ্গলগীত উত্থিত হইল। মহাবীর রাবণ প্রবোধিত হইলেন। তাঁহার মাল্যদাম ছিন্ন ভিন্ন এবং পরিধেয় বসন স্খলিত হইয়াছে। তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক জানকীরে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্ত জানকীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, ঐ সময় স্মরবেগ সংবরণ করা তাঁহার পক্ষে অতিশয় দুষ্কর হইয়া উঠিল।

অনন্তর তিনি বৃক্ষশ্রেণীর শোভা দর্শন করিতে করিতে অশোক বনে চলিলেন। তথাকার বৃক্ষ সকল সর্ব্বপ্রকার ফলপুষ্পে শোভিত; স্থানে স্থানে সুপ্রশস্ত সরোবর; সুদৃশ্য পক্ষিগণ মধুমদে মত্ত হইয়া কলরব করিতেছে; তরুতল যদৃচ্ছাক্রমে নিপতিত ফলপুষ্পে আচ্ছন্ন, রমণীয় মৃগ ও পক্ষিগণ ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। রাক্ষসরাজ রাবণ কামমদে বিহ্বল; দেবগন্ধর্ব্ব-কামিনীরা যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের অনুসরণ করে, সেইরূপ বহুসংখ্য রমণী উহাঁর অনুগমন করিতেছে। উহাদিগের মধ্যে কাহারও হস্তে স্বর্ণপ্রদীপ, কাহারও করে চামর, এবং কাহারও বা তালবৃন্ত; কোন রমণী জলপূর্ণ ভৃঙ্গার লইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতেছে; কেহ পশ্চাৎ পশ্চাৎ মণ্ডলাকার স্বর্ণাসন বহন করিতেছে; কেহ মদ্যপূর্ণ রত্নপাত্র, এবং কেহ বা স্বর্ণদণ্ডমণ্ডিত হংসধবল পূর্ণচন্দ্রাকার ছত্র লইয়া চলিয়াছে।

রাক্ষসরাজ রাবণের সমভিব্যাহারে বহুসংখ্য রাজপত্নী; সৌদামিনী যেমন জলদের অনুগামিনী হয়, তদ্রূপ উহারা স্নেহ ও অনুরাগভরে উহাঁর অনুসরণ করিতেছে। উহাদের হার ও কেয়ূর কিঞ্চিৎ স্খলিত অঙ্গরাগ বিলুপ্ত কেশপাশ আলুলিত এবং নয়নযুগল নিদ্রাবেশ ও পানাবশেষে বিঘূর্ণিত হইতেছে। উহাদিগের মুখকমল ঘর্ম্মজলে আর্দ্র, মাল্য ম্লান এবং কটাক্ষ উন্মাদকর; কামাসক্ত রাবণ জানকীচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া মৃদুমন্দ গমনে যাইতেছেন।

ইত্যবসরে হনুমান সহসা রমণীগণের কাঞ্চীরব ও নূপুরধ্বনি শ্রবণ করিলেন। দেখিলেন, অচিন্ত্যবিক্রম রাক্ষসরাজ রাবণ অশোক বনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার অগ্রে অগ্রে অত্যুজ্জ্বল বহুসংখ্য গন্ধতৈলের প্রদীপ; তিনি কাম, দর্প ও মদ্যে বিহ্বলপ্রায়; তাঁহার নেত্র কুটিল ও আরক্ত; তিনি যেন স্বয়ং কন্দর্প; তাঁহার হস্তে শরাসন নাই, স্কন্ধে পুষ্পবাসসুরভি অমৃতফেনধবল উত্তরীয় বস্ত্র, উহা এক এক বার স্কন্ধ হইতে স্খলিত ও অঙ্গদকোটিতে সংলগ্ন হইতেছে, আর তিনি তাহা বিমুক্ত করিয়া দিতেছেন। তৎকালে হনুমান শিংশপা বৃক্ষের শাখায় যেন বিলীন, তিনি দেখিলেন, ঐ বীর ক্রমশই সন্নিহিত হইতেছেন। হনুমান ব্যক্তিগ্রহ করিবার জন্য যত্নবান হইলেন। রাবণের সঙ্গে বহুসংখ্য রূপবতী যুবতী; তিনি উহাদিগকে লইয়া ঐ মৃগবহুল পক্ষিসঙ্কুল স্ত্রীজনযোগ্য অশোক বনে প্রবেশ করিলেন। তথায় শঙ্কুকর্ণ নামা এক জন মদমত্ত অলঙ্কৃত দ্বাররক্ষক ছিল। সে দেখিল, রাবণ রমণীগণের সহিত তারকাবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায়

আসিতেছেন। হনুমান এতক্ষণ উহাঁকে চিনিতে পারেন নাই, এক্ষণে রাবণ বলিয়া জানিতে পারিলেন। ভাবিলেন, আমি পুরমধ্যে যাঁহাকে সেই সুরম্য গৃহে শয়ান দেখিয়াছিলাম, ইনিই সেই বীরপুরুষ। তখন ঐ ধীমান এক লম্ফ প্রদান করিয়া বৃক্ষের অগ্রশাখায় উত্থিত হইলেন। তৎকালে রাবণের তেজ তাঁহার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি ঐ শিংশপা বৃক্ষের শাখাপল্লবে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে রাবণও সীতাদর্শনার্থী হইয়া, ক্রমশই সন্নিহিত হইতে লাগিলেন।

একোনবিংশ সর্গ।

অনন্তর জানকী মহাবীর রাবণকে দেখিবামাত্র বায়ুভরে কদলীর ন্যায় ভয়ে নিরবচ্ছিন্ন কম্পিত হইতে লাগিলেন, এবং উরুযুগলে উদর ও করদ্বয়ে স্তনমণ্ডল আচ্ছাদন পূর্ব্বক জলধারাকুল লোচনে উপবেশন করিয়া রহিলেন। তিনি একান্ত দীন, এবং শোকে যার পর নাই কাতর; রাক্ষসীরা নিরন্তর তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। রাবণ ঐ বিশাল-লোচনার সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন, তিনি অর্ণবোপরি জীর্ণ নৌকার ন্যায় অবসন্ন হইয়া আছেন। তিনি ধরাসনে নিষণ্ণ, কুঠারচ্ছিন্ন ভূতলপতিত বৃক্ষশাখার ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মলদিগ্ধ, বেশভুষার লেশমাত্র নাই; তিনি পঙ্কলিপ্ত নলিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন, এবং নাও পাইতেছেন। রাবণের মৃত্যুকামনাই তাঁহার

একান্ত ব্রত; তিনি মানস-রথে সংকল্প-অশ্ব যোজনা করিয়া যেন রাজকেশরী রামের নিকট চলিয়াছেন। শোকতাপে তাঁহার শরীর শুষ্ক ও কৃশ; তিনি ধ্যানে নিমগ্ন, একাকিনী কেবলই রোদন করিতেছেন। রামের প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ, তিনি তৎকালে আপনার দুঃখসাগরের অন্ত দেখিতেছেন না; যেন কোন একটী কালভুজঙ্গী মন্ত্রবলে নিরুদ্ধ হইয়া ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। তিনি ধূমকেতু-নিপীড়িত রোহিণীর ন্যায় শোচনীয়। তাঁহার পিতৃকুল ধর্ম্ম-নিষ্ঠ ও সদাচারনিরত, তাঁহার ঐরূপ বংশে জন্ম এবং বিবাহাদি সংস্কারও সম্পন্ন হইয়াছে; কিন্তু বেশমালিন্য দেখিলে বোধ হয়, যেন তিনি কোন নীচ বংশে উৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ রাজনন্দিনী অবসন্ন কীর্ত্তির ন্যায়, অনাদৃত শ্রদ্ধার ন্যায়, ক্ষীণ বুদ্ধির ন্যায়, উপহত আশার ন্যায়, বিমানিত আজ্ঞার ন্যায়, উৎপাতপ্রদীপ্ত দিক্‌বধূর ন্যায়, বিঘ্ন-বিনষ্ট পূজার ন্যায়, ম্লানকমলিনীর ন্যায়, নির্ব্বীর সৈন্যের ন্যায়, অন্ধকারাচ্ছন্ন সূর্য্যপ্রভার ন্যায়, দূষিত বেদির ন্যায়, এবং প্রশান্ত অগ্নি-শিখার ন্যায় একান্ত শোচনীয় হইয়া আছেন। তিনি রাহু-গ্রস্তচন্দ্র পূর্ণিমা রজনীর ন্যায় মলিন ও ম্লান। তিনি করি-করদলিত ছিন্নপত্র ও ভৃঙ্গশূন্য পদ্মিনীর ন্যায় অতিশয় হতশ্রী হইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন, তিনি একটী নদী, উহা প্রবাহপ্রতিরোধ নিবন্ধন অন্যত্র অপনীত ও শুষ্ক হইয়াছে। তিনি ভর্ত্তৃশোকে একান্ত কাতর ও অঙ্গসংস্কার শূন্য, সুতরাং কৃষ্ণপক্ষীয় রাত্রির ন্যায় মলিন হইয়া আছেন। তিনি সুকুমারী, তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুদৃশ্য, রত্নগর্ভ গৃহে বাস

করাই তাঁহার অভ্যাস। তিনি উত্তাপতপ্ত অচিরোদ্ধৃত পদ্মিনীর ন্যায় ম্লান ও মসৃণ; যেন একটী করিণী ধ্বস্ত স্তম্ভে বদ্ধ ও যুথপতিশূন্য হইয়া, দুঃখভরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে। জানকীর পৃষ্ঠে একটি সুদীর্ঘ বেণী লম্বিত, শরতে ঘননীল বনরেখায় অবনী যেমন শোভা পায়, সেইরূপ তিনি তদ্দ্বারা অযত্নসুলভ শোভায় দীপ্তি পাইতেছেন। তিনি অনাহার শোক ও চিন্তায় যার পর নাই কৃশ। তাঁহার মনে নিরন্তর নানারূপ আতঙ্ক উপস্থিত হইতেছে। তিনি দুঃখে একান্ত কাতর, যেন কুলদেবতার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণবধ প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহার নেত্রযুগল ক্রোধে আরক্ত এবং উহার প্রান্তভাগ কিঞ্চিৎ শুক্ল। তিনি সজলনয়নে পুনঃ পুনঃ চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

বিংশ সর্গ।

অনন্তর রাবণ ঐ রাক্ষসীপরিবৃত জানকীর সমক্ষে গিয়া, তাঁহাকে মধুর বাক্যে প্রলোভন প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, অয়ি করিকরজঘনে! তুমি আমাকে দেখিবামাত্র স্তনদ্বয় ও উদর গোপন করিলে, এক্ষণে বোধ হয়, যেন ভয়েই লুক্কায়িত হইবার ইচ্ছা করিতেছ। বিশাললোচনে! আমি তোমার প্রণয় ভিক্ষা করিতেছি, তুমি আমাকে সম্মান কর; এই অশোক বনে মনুষ্য বা কামরূপী রাক্ষস কেহ নাই, সুতরাং অন্য পুরুষের সঞ্চারভয় দূর কর। পরস্ত্রীগমন

এবং পরস্ত্রীকে বল পূর্ব্বক হরণ রাক্ষসের স্বধর্ম্ম, কিন্তু বলিতে কি, তুমি অনিচ্ছুক, আমি এই জন্য তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতেছি না। এক্ষণে অনঙ্গদেব যতই কেন আমার উপর বিক্রম প্রকাশ করুন না, তথাচ আমা হইতে কদাচ কোন রূপ ব্যতিক্রম ঘটিবে না। দেবি! তুমি আমাকে বিশ্বাস কর, কিছুমাত্র ভীত হইও না; আমাকে সম্মান কর, কিছু-মাত্র শোকাকুল হইও না। একবেণী ধারণ, ধরাতলে শয়ন, উপবাস, মলিন বস্ত্র পরিধান ও ধ্যান তোমার সঙ্গত হইতেছে না। তুমি আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া ভোগসুখে আসক্ত হও। সুচারু মাল্য, অগুরু চন্দন, উত্তম বস্ত্র ও উত্তম অল-ঙ্কারে বেশ রচনা কর। শয্যা, আসন, মদ্য, নৃত্য, গীত ও বাদ্য প্রভৃতি বিলাস সামগ্রী লইয়া সুখে কালহরণ কর। তুমি একটী স্ত্রীরত্ন, ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিও না, সর্ব্বাঙ্গ সুবেশে সজ্জিত কর, আমার প্রণয়প্রার্থিনী হইলে, তোমার আর কোন বিষয়েরই অনির্বৃতি থাকিবে না। তোমার এই যৌবনশ্রী সুন্দর জন্মিয়া অল্পে অল্পে অতিক্রম করিতেছে, ইহা নদীস্রোতের ন্যায় একবার গেলে আর ফিরিবে না। বোধ হয়, রূপস্রষ্টা বিধাতা তোমাকে নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্বকার্য্যে বিরত হইয়াছেন, এই জন্যই জগতে তোমার এই রূপের আর উপমা দৃষ্ট হয় না। তুমি সুরূপা ও যুবতী, তোমাকে পাইলে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মারও মন চঞ্চল হইয়া উঠে। প্রিয়ে! আমি তোমার যে যে অঙ্গ দেখিতেছি, বলিতে কি, সেই সেই অঙ্গ হইতে চক্ষু আর কিছুতেই প্রত্যাহার করিতে সমর্থ নহি। এক্ষণে তুমি বুদ্ধিমোহ দূর কর। আমার অন্তঃপুরে

অনেকানেক সুরূপা রমণী আছে, তুমি তাহাদের অধীশ্বরী হইয়া থাক। আমি স্ববিক্রমে যে সমস্ত ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছি, তৎসমুদায় এবং বিশ্বসাম্রাজ্যও তোমাকে অর্পণ করিতেছি; তোমার প্রীতির জন্য এই গ্রামনগরপূর্ণ পৃথিবী অধিকার করিয়া, তোমার পিতাকে রাজা করিতেছি, তুমি আমার ভার্য্যা হইয়া থাক। দেখ, আমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উঠে, ত্রিভুবনে এমন আর কেহই নাই। দেবি! তুমি আমার অপ্রতিহত বলবীর্য্যের পরিচয় শুন। একদা সমস্ত সুরাসুর আমার প্রতিযোদ্ধা হইয়া রণক্ষেত্রে তিষ্ঠিতে পারে নাই; আমি তাহাদের ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়াছি; এবং তাহাদিগকে বারংবার ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছি। সুন্দরি! আজ তুমি আমার প্রতি অনুরাগিণী হও, এবং অঙ্গে বেশ বিন্যাস কর; আমি তোমাকে সুবেশে একটিবার চক্ষে দেখিব। তুমি কৃপা করিয়া বাসনানুরূপ ভোগবিলাসে প্রবৃত্ত হও, এবং পানাহার কর। নানারূপ ধন রত্ন ও বিশ্বরাজ্য আমার অধিকারে আছে, তুমি যে রূপ ইচ্ছা বিতরণ কর, অশঙ্কিত মনে আমার প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষী হও, এবং এই প্রগল্‌ভকে আজ্ঞা কর। প্রেয়সি! আমার রাজ্য ঐশ্বর্য্য যে কিরূপ, তুমি তাহা স্বচক্ষে দেখ, চীরবাসী রামকে লইয়া আর কি হইবে। সে এখন হতশ্রী হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেছে; জয়লাভ তাহার পক্ষে সুদূরপরাহত; সে ব্রতপরায়ণ ও স্থণ্ডিলশায়ী; সে জীবিত আছে কি না সন্দেহ, যদিও থাকে, তাহা হইলে সমাগমের কথা কি, তোমাকে দেখিবারও সুযোগ পাইবে না; বক

পক্ষী কিরূপে মেঘান্তরিত জ্যোৎস্নাকে নিরীক্ষণ করিবে? হিরণ্যকশিপু যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের হস্ত হইতে ভার্য্যাকে লাভ করিয়াছিল, তদ্রূপ রাম তোমাকে আমার হস্ত হইতে কদাচ পাইবে না। অয়ি বিলাসিনি! বিহগরাজ গরুড় যেমন ভুজঙ্গকে হরণ করে, সেইরূপ তুমি আমার মনোহরণ করিতেছ। তোমার এই কৌশেয় বস্ত্র অতিশয় মলিন, দেহ উপবাসে কৃশ ও অলঙ্কারশূন্য, তথাচ তোমাকে দেখিয়া আর আমার স্বভার্য্যায় অনুরাগ নাই। এক্ষণে আমার অন্তঃপুরে যে সমস্ত গুণবতী রমণী আছে, তুমি উঁহাদের অধিশ্বরী হও। অপ্সরোগণ যেমন দেবী কমলার পরিচারণা করে, সেইরূপ ঐ সকল ত্রিলোকসুন্দরী তোমার সেবা করিবে। তুমি, যক্ষেশ্বরের যা কিছু ঐশ্বর্য্য আছে তৎসমুদায় এবং পৃথিব্যাদি সপ্তলোক আমার সহিত ভোগ কর। দেবি! রাম, তপস্যা বল বিক্রম ও ধনে আমার তুল্য নয়, এবং তাহার তেজ এবং যশও আমার সদৃশ হইবে না। ঐ সমুদ্রতীরে সুরম্য কানন আছে, তুমি স্বর্ণহারে শোভিত হইয়া, তন্মধ্যে আমার সহিত বিহার কর।

একবিংশ সর্গ

তখন জানকী উগ্রস্বভাব রাবণের এইরূপ বাক্য শ্রবণে কম্পিত হইয়া অবিরল রোদন করিতে লাগিলেন। রামচিন্তা

তাঁহার মনে নিরন্তর জাগরূক ; তিনি একটী তৃণ ব্যবধানে রাখিয়া উহাঁকে কাতর স্বরে কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসাধিনাথ ! তুমি আমায় অভিলাষ করিও না, স্বভার্য্যায় অনুরাগী হও ; পাপাত্মার পক্ষে মুক্তিপদার্থের ন্যায় তুমি আমাকে সুলভ বোধ করিও না। পরপুরুষস্পর্শ পতিব্রতার একান্তই দূষণীয়, আমি মহৎ বংশে জন্মিয়া এবং যৌনসম্বন্ধে পবিত্র কুলে পড়িয়া কিরূপে তদ্বিষয়ে সম্মত হইব।

পরে জানকী রাবণকে পশ্চাৎ করিয়া বসিলেন, এবং পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, দেখ্, আমি অন্যের সহধর্ম্মিণী ও সাধ্বী, তুই আমাকে সামান্য ভোগ্যা স্ত্রী বোধ করিস্ না। ধর্ম্মকে শ্রেয় জ্ঞান কর্, এবং সৎব্রতচারী হ। রাক্ষস ! নিজের ন্যায় পরের স্ত্রীকেও রক্ষা করা উচিত, তুই আত্মপ্রমাণ লক্ষ্য করিয়া আপনার স্ত্রীতে অনুরাগী হ। যে পুরুষ স্বভার্য্যায় সন্তুষ্ট নয়, সেই অজিতেন্দ্রিয় চঞ্চল পরস্ত্রীর নিকট অপমানিত হইয়া থাকে, এবং সজ্জনেরাও তাহার বুদ্ধিতে ধিক্কার করেন। যখন তোর বুদ্ধি এইরূপ বিপরীত ও ভ্রষ্ট, তখন বোধ হয়, এই মহানগরী লঙ্কায় সজ্জন নাই, থাকিলেও তুই তাঁহাদিগের কোনরূপ সংশ্রব রাখিস্ না। কিম্বা বিচক্ষণেরা তোকে যা কিছু হিত কথা কহেন, রাক্ষসকুল উৎসন্ন দিবার জন্য তাহা অসার বোধে নিশ্চয়ই উপেক্ষা করিয়া থাকিস্। দেখ, কুক্রিয়াসক্ত নির্ব্বোধের রাজ্য ঐশ্বর্য্য কিছুই থাকে না। এক্ষণে এই ধনরত্নপূর্ণ লঙ্কা একমাত্র তোর দোষে অচিরাৎ ছারখার হইবে। অদূরদর্শী দুরাচার স্বীয় কর্ম্মদোষে বিনষ্ট হইলে সকলেই হর্ষ প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং অনেকে

তোর বিপদ্ দেখিয়া হৃষ্টমনে এইরূপ কহিবে, ভাগ্যক্রমেই এই নিষ্ঠুর শীঘ্র উৎসন্ন হইল।

রাবণ! প্রভা যেমন সূর্য্যের আমিও সেইরূপ রামের, সুতরাং তুই আমাকে ঐশ্বর্য্য বা ধনে কদাচ প্রলোভিত করিতে পারিবি না। আমি সেই লোকনাথের হস্ত মস্তকের উপধান করিয়া, এক্ষণে বল্, কিরূপে অন্যের বাহু আশ্রয় পূর্ব্বক শয়ন করিব। ব্রতপারগ বিপ্রের ব্রহ্মবিদ্যার ন্যায়, আমাতে সেই তত্ত্বদর্শী মহারাজের সম্পূর্ণ অধিকার। রাবণ! তুই এক্ষণে এই দুঃখিনীকে রামের সঙ্গিনী করিয়া দে। যদি লঙ্কার শ্রী রক্ষায় ইচ্ছা থাকে, যদি স্ববংশে বাঁচিবার বাসনা থাকে, তবে সেই শরণাগতবৎসল রামকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা কর্। দেখ্, যদি তুই আমাকে লইয়া তাঁহার হস্তে দিস্, তবেই তোর মঙ্গল, নচেৎ ঘোর বিপদ। বজ্রাস্ত্র তোকে সংহার নাও করিতে পারে, কৃতান্ত চিরদিনের জন্য তোরে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু সেই লোকাধিপতি রামের হস্তে কিছুতেই তোর নিস্তার নাই। তুই অচিরাৎ ইন্দ্রেরবজ্রনির্ঘোষের ন্যায় রামের ভীষণ শরাসনের টঙ্কার শুনিতে পাইবি। এই লঙ্কায় তাঁহার নামাঙ্কিত শরজাল জ্বলন্ত উরগের ন্যায় মহাবেগে আসিয়া পড়িবে। ঐ সমস্ত শর কঙ্কপত্রলাঞ্ছিত, তদ্দ্বারা এই স্থান আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে এবং রাক্ষসগণ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। সেই রামরূপ বিহঙ্গরাজ রাক্ষসরূপ ভুজঙ্গদিগকে মহাবেগে লইয়া যাইবেন। যেমন বামনদেব ত্রিপদ নিক্ষেপে অসুরগণ হইতে সুরশ্রী উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাম তোর হস্ত হইতে শীঘ্রই

আমাকে উদ্ধার করিবেন। দেখ্, জনস্থান উচ্ছিন্ন হইয়াছে, রাক্ষসসৈন্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখন তুই ত অক্ষম, সুতরাং যে কার্য্য করিয়াছিস্, তাহা নিতান্তই গর্হিত। সেই নরবীর মৃগগ্রহণের জন্য ভ্রাতার সহিত অরণ্যে গিয়াছিলেন, তুই তাঁহার শূন্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া যে কার্য্য করিয়াছিস্; তাহা অত্যন্ত ঘৃণিত। তুই তাঁহাদিগের গন্ধ আঘ্রাণ করিলে, ব্যাঘ্রের নিকট কুক্কুরের ন্যায় কদাচ তিষ্ঠিতে পারিতিস্ না। বৃত্রাসুরের এক হস্ত ইন্দ্রের দুই হস্তের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিল* তোর অদৃষ্টে নিশ্চয় সেই রূপই ঘটিবে। যখন রামের সহিত বৈরপ্রসঙ্গ হইয়াছে, তখন তোর সহায় সম্পদ অকিঞ্চিৎকর হইবে, সন্দেহ নাই। সূর্য্যের পক্ষে যেমন জলবিন্দু শোষণ, সেইরূপ আমার প্রাণনাথের পক্ষে তোর প্রাণ হরণ। এক্ষণে তুই কৈলাসে যা, বা পাতালেই প্রবিষ্ট হ, রামের হস্তে বজ্রাগ্নিদগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় তোর কিছুতেই আর নিস্তার নাই।

দ্বাবিংশ সর্গ।

অনন্তর রাবণ প্রিয়দর্শনা জানকীরে অপ্রিয় বাক্যে কহিতে লাগিলেন, জানকি! পুরুষ স্ত্রীলোককে যেরূপ

* পুরাণে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, বৃত্রাসুর এক হস্ত ছিন্ন হইলে অপর হস্তে বহুকাল ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করেন।

সমাদর করে, সে সেই পরিমাণে তাহার প্রিয়পাত্র হয়; কিন্তু আমি তোমাকে যতটুকু সমাদর করিয়াছি, তুমি সেই পরিমাণে আমার অপমান করিয়াছ। যেমন সুনিপুণ সারথি বিপথগামী অশ্বকে নিরোধ করিয়া রাখে, সেইরূপ কাম তোমার প্রতি ক্রোধ এককালে রোধ করিতেছে। বলিতে কি, কাম নিতান্তই বাম, ইহা যে রমণীর আসঙ্গ ইচ্ছা করে, তাহার প্রতি স্নেহ ও দয়া জন্মাইয়া দেয়। সুন্দরি! তুমি অকারণ আমার উপর বীতরাগ হইয়াছ। তুমি বধ ও অপমানের যোগ্য, কিন্তু উৎকট কামই আমাকে এই সংকল্প হইতে পরাঙ্মুখ করিতেছে। তুমি এক্ষণে যেরূপ কঠোর কথা কহিলে, ইহাতেই তোমাকে বধদণ্ড প্রদান করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর রাবণ কুপিত মনে জানকীরে পুনর্ব্বার কহিলেন, দেখ, আমি তোমার কথাপ্রমাণ আর দুই মাস অপেক্ষা করিয়া থাকিব, কিন্তু পরে আমার পর্য্যঙ্কোপরি তোমাকে আরোহণ করিতে হইবে। যদি এই নির্দ্দিষ্ট কালের অন্তে তুমি আমার প্রতি অনুরাগিণী না হও, তবে পাচকগণ আমার প্রাতর্ভক্ষ্য বিধানের জন্য নিশ্চয়ই তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিবে।

তখন দেবগন্ধর্ব্বরমণীগণ রাবণের এই বাক্যে যার পর নাই বিষণ্ণ হইল, এবং কেহ ওষ্ঠাগ্র উৎক্ষেপণ, কেহ নেত্রের ইঙ্গিত ও কেহ বা মুখভঙ্গী করিয়া, জানকীরে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিল। তখন জানকী কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া, রাবণের শুভসংকল্প পুর্ব্বক পাতিব্রত্য তেজ ও পতির

বীর্য্যগর্ব্বে কহিতে লাগিলেন, রে নীচ! তোর শুভাকাঙ্ক্ষা করে, বোধ হয়, এই নগরীতে এমন কেহই নাই, থাকিলে সে তোরে অবশ্যই এই গর্হিত কার্য্যে নিবারণ করিত। শচী যেমন সুররাজ ইন্দ্রের, আমিও সেইরূপ ধর্ম্মশীল রামের ধর্ম্মপত্নী, তুই ভিন্ন ত্রিলোকে আর কেহই আমাকে মনেও কামনা করিতে পারে না। রে পাঁমর! তুই এক্ষণে আমায় যে সকল পাপ কথা কহিলি, বল্ কোথায় গিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবি? রাম গর্ব্বিত মাতঙ্গ, আর তুই তাঁহার পক্ষে একটী ক্ষুদ্র শশক, সুতরাং তাঁহার সহিত যুদ্ধে তোরে অবশ্যই পরাস্ত হইতে হইবে। এক্ষণে যাবৎ না রামের দৃষ্টিপথে পড়িতেছিস্, তাবৎ তাঁহার নিন্দা করিতে কি তোর লজ্জা হইতেছে না? তুই আমাকে কুদৃষ্টিতে দেখিতেছিস্, তোর ঐ বিকৃত ক্রূর চক্ষু ভূতলে কেন স্খলিত হইল না। আমি রামের ধর্ম্মপত্নী এবং রাজা দশরথের পুত্রবধূ, আমাকে অবাচ্য কহিয়া তোর জিহ্বা কেন বিশীর্ণ হইয়া গেল না? আমি পাতিব্রত্য তেজে এখনই তোকে ভস্ম করিতে পারি, কিন্তু তপোরক্ষা এবং রামের অনুমতির অপেক্ষায় তাহাতে নিরস্ত থাকিলাম। দেখ্, তুই আমাকে হরণ ও গোপন করিয়া কদাচই রাখিতে পারিবি না, যত দূর করিয়াছিস্, তোর মৃত্যুর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইবে। তুই কুবেরের ভ্রাতা এবং বীর পুরুষ, তুই কি জন্য মারীচের মায়ায় রামকে দূরবর্ত্তী করিয়া চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা তাঁহার স্ত্রীকে আনিলি।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রূর দৃষ্টি বিঘূর্ণিত করিয়া জানকীকে দেখিলেন। তাঁহার দেহ কৃষ্ণমেঘাকার, বাহুযুগল

প্রকাণ্ড, গ্রীবা অত্যুচ্চ, জিহ্বা প্রদীপ্ত এবং নেত্র বিকট। তাঁহার বল বিক্রম সিংহের ন্যায় এবং গতি অত্যন্ত মন্থর; তিনি রক্ত মাল্য ও রক্ত বসনে শোভা পাইতেছেন; তাঁহার হস্তে স্বর্ণ কেয়ূর, মস্তকে কম্পিত কনক-কিরীট, এবং কটিতটে রত্ন কাঞ্চী; তিনি ঐ কাঞ্চীযোগে সমুদ্র মন্থনকালীন উরগ-পরিবৃত মন্দরের ন্যায় শোভিত আছেন। তাঁহার কর্ণে মণি-কুণ্ডল, তিনি তদ্দ্বারা অশোকের রক্তবর্ণ পুষ্পপল্লবে প্রদীপ্ত পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। তিনি স্বয়ং কল্পবৃক্ষের অনুরূপ এবং দেখিতে যেন মূর্ত্তিমান বসন্ত, তিনি সুবেশও শ্মশানস্থ চৈত্যের ন্যায় ভীষণ হইয়া আছেন। তাঁহার নেত্রযুগল ক্রোধে আরক্ত, তিনি ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতেছেন। তাহার মুখ ভ্রুকুটীকুটিল, তিনি রোষভরে জানকীর প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, তুমি দুর্নীতিনিষ্ঠ, তোমার ভাল মন্দ কিছুমাত্র বিচার নাই; এক্ষণে সূর্য্য যেমন অন্ধকারকে সংহার করেন, সেইরূপ আমি অদ্যই তোমার বধ সাধন করিব। এই বলিয়া রাবণ ঘোরদর্শন রাক্ষসীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তথায় একাক্ষী, এককর্ণা, কর্ণপ্রাবরণা, গোকর্ণী, হস্তিকর্ণী, লম্বকর্ণী, অকর্ণিকা, হস্তিপদী, অশ্বপদী, গোপদী, পাদচূলিকা, একপদী, পৃথুপদী, অপদী, দীর্ঘশিরোগ্রীবা, দীর্ঘকুচোদরী, দীর্ঘনেত্রা, দীর্ঘজিহ্বা, দীর্ঘনখা, অনাসিকা, সিংহমুখী, গোমুখী, ও শূকরীমুখী প্রভৃতি নিশাচরী দণ্ডায়মান ছিল। রাবণ তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাক্ষসীগণ! জানকী যেরূপে শীঘ্র আমার বশবর্ত্তিনী হন, তোমরা স্বতন্ত্র বা মিলিত হইয়া তাহার উপায়

বিধান কর। প্রতিকুল বা অনুকুল কার্য্য এবং সাম দান ভেদ ও দণ্ডে ইহারে আমার প্রীতিপ্রবণ করিয়া দেও। রাবণ রাক্ষসীদিগকে পুনঃ পুনঃ এইরূপ আদেশ দিয়া, কাম ও ক্রোধে জানকীরে তর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে ধান্যমালিনী নাম্নী এক রাক্ষসী রাবণের নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! তুমি আমার সহিত ক্রীড়া কর, এই দীনা বিবর্ণা মানুষীকে লইয়া তোমার কি হইবে? দেখ, দেবগণ ইহার ভাগ্যে ভোগ বিধান করেন নাই। এই নারী নিতান্ত বামা, তুমি ইহাকে কামনা করিতেছ বলিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইতেছে। যে স্ত্রী ইচ্ছুক, তাহারে প্রার্থনা করিলেই উৎকৃষ্ট প্রীতি জন্মে। এই বলিয়া ধান্যমালিনী রাবণকে প্রণয়ভরে কিঞ্চিৎ অপসারিত করিয়া দিল। রাবণও হাসিতে হাসিতে তৎক্ষণাৎ প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, এবং নারীগণে বেষ্টিত হইয়া, পদভরে পৃথিবীকে কম্পিত করত তথা হইতে চলিলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

অনন্তর রাবণ অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলে, বিকৃতাকার রাক্ষসীরা সীতার সন্নিহিত হইল, এবং উঁহাকে ক্রোধভরে কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিল, জানকি! তুমি মোহক্রমে পুলস্ত্যকুলোৎপন্ন মহামান্য রাবণের নিকট পত্নীভাব স্বীকার করা গৌরবের বলিয়া বুঝিতেছ না। পরে একজটা নাম্নী

অপর এক রাক্ষসী তাঁহাকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক, রোষরক্ত লোচনে কহিল, দেখ, পুলস্ত্যদেব ব্রহ্মার মানস পুত্র, ছয় জন প্রজাপতির মধ্যে তিনিই চতুর্থ, প্রজাপতিকল্প মহর্ষি বিশ্রবা ঐ পুলস্ত্যেরই মানস পুত্র, মহাবীর রাবণ এই বিশ্রবা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি এই রাবণের পত্নী হও, কি জন্য আমার বাক্যে অনাস্থা করিতেছ? পরে হরিজটা নাম্নী এক বিড়ালাক্ষী রাক্ষসী ক্রোধে নেত্রদ্বয় বিঘূর্ণিত করিয়া কহিল, যিনি দেবগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করিয়াছেন, তুমি সেই রাবণের প্রণয়িনী হও। যিনি বলগর্ব্বিত রণদক্ষ ও বীর, তাঁহার প্রতি কেন তোমার অনুরাগ নাই? মহারাজ রাবণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠা প্রাণপ্রিয়া মন্দোদরীকে ত্যাগ করিয়া তোমার নিকট আসিবেন। তিনি রত্নসজ্জিত রমণীপূর্ণ অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। পরে বিকটা নাম্নী আর একটী রাক্ষসী কহিল, দেখ, যিনি নাগ গন্ধর্ব্ব ও দানবগণকে পুনঃ পুনঃ জয় করেন, তিনিই তোমার পার্শ্বে আসিয়া ছিলেন। রে অধমে! মহাধন মহাত্মা রাবণের পত্নী হইতে কেন তোর ইচ্ছা নাই? পরে দুর্ম্মুখী কহিল, দেখ, যাঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দেন না, বায়ু সঞ্চরণ করেন না, তরুরাজি পুষ্প বৃষ্টি করিয়া থাকে, এবং যাঁহার ইচ্ছাক্রমে পর্ব্বত ও মেঘ বারি বর্ষণ করে, তুমি কি জন্য সেই রাজাধিরাজ রাবণের পত্নী হইতে অভিলাষী নও? জানকি! আমি তোমাকে ভালই কহিতেছি, তুমি কথা রক্ষা কর, অন্যথা মরিবে।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

অনন্তর ঐ সমস্ত করালবদনা রাক্ষসী অপ্রিয় ও কঠোর বাক্যে প্রিয়দর্শনা জানকীরে কহিতে লাগিল, দেখ, রাক্ষস-রাজ রাবণের রমণীয় অন্তঃপুরে বহুমূল্য শয্যা সকল সুসজ্জিত আছে, তথায় বাস করিতে কি জন্য তোমার অভিলাষ নাই? তুমি মানুষী, মনুষ্যের পত্নী হওয়া গৌরবের বলিয়া বুঝিতেছ, কিন্তু তোমার এই সংকল্প কোন মতেই সিদ্ধ হইবে না। রাম রাজ্যভ্রষ্ট ভগ্নমনোরথ ও দীন, তুমি তাহার প্রতি বীতরাগ হও। রাবণ বিশ্বরাজ্যের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন, তুমি তাঁহাকে পাইয়া স্বেচ্ছানুরূপ সুখ লাভ কর।

তখন জানকী রাক্ষসীগণের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন, দেখ, তোমরা যে আমাকে পরপুরুষ-সংশ্রবের কথা কহিতেছ, এই ঘৃণিত পাপ কিছুতেই আমার মনে স্থান পাইতেছে না। মানুষী কি প্রকারে রাক্ষসের পত্নী হইবে? বরং তোমরা আমাকে ভক্ষণ কর, কিন্তু আমি কোন মতে তোমাদের অনুরোধ রক্ষা করিব না। আমার পতি রাম দীন বা রাজ্যহীন হউন, তিনিই আমার পূজ্য। সুবর্চলা যেমন সূর্য্যের, সেইরূপ আমি রামের পক্ষপাতিনী হইয়া আছি। শচী যেমন ইন্দ্রের, অরুন্ধতী যেমন বসিষ্ঠের, রোহিণী যেমন চন্দ্রের, লোপামুদ্রা যেমন অগস্ত্যের, সুকন্যা যেমন চ্যবনের, সাবিত্রী যেমন সত্যবানের, শ্রীমতী যেমন

কপিলের, এবং দময়ন্তী যেমন নলের, সেইরূপ আমি রামের অনুরাগিণী হইয়া আছি।

তখন রাক্ষসীগণ জানকীর এই বাক্য শুনিয়া, ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিল এবং রুক্ষভাবে তাঁহারে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর হনুমান শিংশপা বৃক্ষে নীরব হইয়া প্রচ্ছন্ন ছিলেন, তিনি স্বকর্ণে ঐ সমস্ত কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। জানকী ভয়ে কম্পিত, নিশাচরীগণ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া ক্রোধভরে জ্বালাকরাল লম্বিত ওষ্ঠ পুনঃ পুনঃ লেহন করিতে লাগিল এবং শীঘ্র পরশু গ্রহণ পূর্ব্বক কেবল এই কথাই কহিতে লাগিল, এই হতভাগিনী কোন অংশেই মহারাজ রাবণের যোগ্য নয়।

অনন্তর জানকী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জন করিতে করিতে শিংশপা বৃক্ষের মূলে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। রাক্ষসীগণ পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে বেষ্টন করিল। উহাদের মধ্যে বিনতা নাম্নী এক করালদর্শনা নিম্নোদরী নিশাচরী ছিল। সে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া জানকীরে কহিতে লাগিল, ভদ্রে! তুমি ভর্ত্তৃস্নেহ যত দূর দেখাইলে, এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট, অতিবৃদ্ধি কষ্টের কারণ হইয়া উঠিবে। তুমি কুশলে থাক, আমি তোমার ব্যবহারে যার পর নাই পরিতোষ পাইলাম। মনুষ্যজাতির যাহা কর্ত্তব্য তুমি তাহাই করিয়াছ। কিন্তু এক্ষণে আমার একটী কথা আছে, শুন। রাক্ষসরাজ রাবণ একান্ত প্রিয়বাদী অনুকূল বদান্য ও বীর, তুমি দীন মনুষ্যের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে গিয়া আশ্রয় কর। আজ হইতে দিব্য অঙ্গরাগ ও দিব্য অলঙ্কারে সজ্জিত

হইয়া, স্বাহা ও শচীর ন্যায় সকলের অধীশ্বরী হও। নির্জীব দীন রামকে লইয়া তোমার কি লাভ হইবে? এক্ষণে যদি তুমি আমার কথা না রাখ, তবে এই মুহূর্ত্তেই আমরা তোমাকে ভক্ষণ করিব।

অনন্তর লম্বিতস্তনী বিকটা ক্রোধভরে মুষ্টি উত্তোলন করিয়া, তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, জানকি! আমি দয়া ও সৌজন্যে তোমার অনেক বিসদৃশ কথা সহ্য করিলাম, কিন্তু তুমি যে আমাদিগকে উপেক্ষা করিতেছ, ইহাতে তোমার শ্রেয় হইবে না। দেখ, তুমি দুর্গম সমুদ্রপারে আনীত হইয়াছ, রাবণের ঘোর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছ, এই অশোক বনে রুদ্ধ এবং আমাদিগের প্রযত্নে রক্ষিত হইতেছ; সুতরাং এক্ষণে তোমাকে উদ্ধার করিতে স্বয়ং দেবরাজেরও সাধ্য নাই। তুমি আমার কথা শুন, অকারণ শোকাকুল হইয়া রোদন করিও না, এবং এই চির দীনতা দূর করিয়া প্রফুল্ল হও। জানই ত, স্ত্রীলোকের যৌবন অস্থায়ী, এক্ষণে যত দিন এই যৌবন আছে সুখভোগ করিয়া লও। তুমি রাবণের সহিত সুরম্য উদ্যান, উপবন, ও পর্ব্বতোপরি বিচরণ কর। অসংখ্য নারী তোমার বশবর্ত্তিনী হইবে, তুমি রাবণকে কামনা কর। দেখ, যদি তুমি আমার কথা না রাখ, তবে আমি তোমার হৃৎপিণ্ড উৎপাটন পূর্ব্বক নিশ্চয়ই ভক্ষণ করিব।

অনন্তর ক্রূরদর্শনা চণ্ডোদরী এক প্রকাণ্ড শূল বিঘূর্ণিত করিতে করিতে কহিল, এই রমণী অত্যন্ত ভীত, ইহাকে দেখিয়া অবধি আমার বড়ই সাধ হইতেছে, যে, আমি ইহার

যকৃৎ, প্লীহা, বক্ষ, হৃৎপিণ্ড, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া খাই।

পরে প্রঘসা কহিল, তোমরা কি জন্য নিশ্চিন্ত আছ? আইস, আমরা এই নিষ্ঠুর নারীকে গলা টিপিয়া মারি। পরে মহারাজকে গিয়া বলিও, সেই মানুষী মরিয়াছে। তিনি এই সংবাদ শুনিলে নিশ্চয়ই কহিবেন, তোমরা তাহাকে খাও।

অজামুখী কহিল, দেখ, এই স্ত্রীকে হত্যা করিয়া ইহার মাংসপিণ্ড তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লও; ইহার সঙ্গে এইরূপ বিবাদ আমার ত ভাল লাগিতেছে না। এক্ষণে যাও, শীঘ্র পানার্থ জল ও প্রচুর মাল্য লইয়া আইস।

শূর্পণখা কহিল, দেখ, অজামুখী ভালই বলিতেছে, আমারও ঐ মত। এক্ষণে শীঘ্র সন্তাপহারিণী সুরা আন, আজ আমরা মনুষ্যমাংস খাইয়া দেবী নিকুম্ভিলার নিকট নৃত্য করিব।

তখন সুরনারীশম সীতা ঐ সমস্ত বিরূপ রাক্ষসীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক অধীর ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

অনন্তর তিনি নিতান্ত ভীত হইয়া, বাষ্পগদ্গদ স্বরে কহিলেন, দেখ, আমি মানুষী, বল, কিরূপে রাক্ষসের পত্নী হইব?

বরং তোমরা আমাকে খাও, ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি কিছুতেই তোমাদের কথা রাখিতে পারিব না।

জানকীর চতুর্দ্দিকে রাক্ষসী, তিনি ভয়ে নিরন্তর কম্পিত হইতেছেন, এবং ভয়েই যেন নিজের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি অরণ্যে যূথভ্রষ্ট ব্যাঘ্রনিপীড়িত মৃগীর ন্যায় একান্ত বিহ্বল। তৎকালে রাক্ষসীগণের লাঞ্ছনায় তাঁহার মন যার পর নাই অশান্ত হইয়াছে। তিনি শিংশপা বৃক্ষের এক সুদীর্ঘ পুষ্পিত শাখা অবলম্বন পূর্ব্বক ভগ্ন মনে রামকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষের জলধারায় স্তনযুগল সিক্ত হইয়া গেল। কিরূপে যে শোকের শান্তি হইবে, তিনি কেবল এই চিন্তাই করিতেছেন, কিন্তু কিছুতে তাহার আর অন্ত পাইতেছেন না। তাঁহার মুখশ্রী ভয়ক্ষোভে নিতান্ত মলিন; তিনি বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় সততই কম্পিত হইতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশে একটী সুদীর্ঘ বেণী লম্বিত, ঐ কম্প নিবন্ধন তাহা গমনশীল ভুজঙ্গীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। তিনি শোকে জ্ঞানশূন্য এবং দুঃখে একান্ত কাতর; তিনি সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন, এবং হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা কৌশল্যা! হা সুমিত্রে! এই বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কহিলেন, স্ত্রী বা পুরুষ হউক, অকালমৃত্যু কাহারই ভাগ্যে সুলভ নহে, এই যে লোকপ্রবাদ আছে ইহা যথার্থ, নচেৎ কি জন্য আমাকে এই সকল ক্রূর রাক্ষসীর উৎপীড়ন সহিয়া রাম ব্যতীত ক্ষণকালও বাঁচিতে হইবে? আমি অতি মন্দভাগিনী, সমুদ্রে ভারাক্রান্ত নৌকা যেমন প্রবল

স্বায়ুবেগে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ আমি নিতান্ত অনাথার ন্যায় বিনষ্ট হইতেছি। এক্ষণে আমি রাক্ষসীদিগের বশবর্ত্তিনী আছি, রামকেও আর দেখিতেছি না, সুতরাং প্রবাহবেগে নদীর কুল যেমন স্খলিত হয়, সেই রূপ আমি শোকে অতিশয় অবসন্ন হইতেছি। রাম প্রিয়বাদী ও কৃতজ্ঞ, ধন্য ও কৃতপুণ্যেরাই সেই পদ্মপলাশলোচনকে দেখিতেছেন। সুতীক্ষ্ণ বিষপানে যেরূপ হয়, আত্মজ্ঞ রাম ব্যতীত আমার ভাগ্যে তাহাই ঘটিবে। জানি না, আমি জন্মান্তরে কি মহাপাপ করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে আমায় এই নিদারুণ যাতনা সহ্য করিতে হইতেছে। এই মনুষ্যজন্মে ধিক্, পরাধীনতাকেও ধিক্, আমি স্বেচ্ছাক্রমে প্রাণত্যাগ করিব, কেবল এই জন্যই তাহা ঘটিতেছে না।

ষড়্বিংশ সর্গ।

জানকী যেন উন্মত্তা, শোকভয়ে যেন উদ্‌ভ্রান্তা। তিনি পরিশ্রান্ত বড়বার ন্যায় এক একবার ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন। তাঁহার চক্ষু দুঃখাশ্রুতে পরিপূর্ণ, তিনি অবনত মুখে কেবলই এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, রাম মারীচের মায়ায় মুগ্ধ হন, এই সুযোগে রাবণ আমাকে বল পূর্ব্বক হরণ করিয়াছে। এক্ষণে আমি রাক্ষসীদিগের হস্তে, উহাদের বিস্তর বাক্যযন্ত্রণা সহিতেছি। বলিতে কি, এইরূপ দুঃখ চিন্তায়

আর আমার বাঁচিতে সাধ নাই; আমি যখন রামবিহীন হইয়া এই রূপ নিদারুণ ক্লেশে আছি, তখন আমার আর জীবনে কাজ কি? ধন রত্ন ও অলঙ্কারেই বা প্রয়োজন কি? বোধ হয়, আমার এই হৃদয় পাষাণময় এবং অজর ও অমর, কারণ, এরূপ দুঃখেও ইহা বিদীর্ণ হইতেছে না। আমি অনার্য্যা ও অসতী, আমাকে ধিক্, আমি রামব্যতীত মুহূর্ত্ত-কালও জীবিত রহিয়াছি। রাবণকে কামনা করা দূরে থাক, আমি তাহাকে বামপদেও স্পর্শ করিতেছি না। ঐ দুরাত্মা প্রত্যাখ্যান বুঝে না, এবং আত্মগৌরব ও আপনার কুল-মর্য্যাদাও জানে না। সে স্বীয় নিষ্ঠুর প্রকৃতির পরতন্ত্র, এক্ষণে অন্য দ্বারা আমাকে প্রার্থনা করিতেছে। রাক্ষসীগণ! তোমরা অধিক আর কেন বল, আমাকে ছিন্ন ভিন্ন বা বিদীর্ণ করিয়া ফেল, অথবা অগ্নিতেই দগ্ধ কর, আমি কিছুতেই রাবণের প্রতি অনুরাগিণী হইব না। রাম কৃতজ্ঞ বিজ্ঞ, সুশীল ও দয়ালু, বলিতে কি, তিনি কেবল আমারই অদৃষ্টের দোষে এইরূপ নির্দ্দয় হইয়াছেন। যিনি জনস্থানে একাকী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসসৈন্য পরাস্ত করেন, তিনি কি জন্য আমার নিকট আগমন করিতেছেন না। হীনবল রাবণ আমাকে আনিয়া এই কাননে রুদ্ধ করিয়াছে, রাম যুদ্ধে অনায়াসেই তাহাকে বিনাশ করিবেন। যিনি দণ্ডকারণ্যে বিরাধকে বধ করিয়া ছিলেন, তিনি কি জন্য আমার উদ্ধারার্থ আসিতেছেন না। এই মহানগরী লঙ্কার চতুর্দ্দিকে মহাসমুদ্র, সুতরাং ইহা অন্যের অগম্য, কিন্তু রামের শর সর্ব্বত্র-গামী, এখানে কদাচই উহার গতিরোধ হইবে না। আমি

রামের প্রাণসম পত্নী, দুরাত্মা রাবণ আমাকে বল পূর্ব্বক হরণ করিয়াছে, জানি না, এক্ষণে সেই মহাবীর কি জন্য আমার অন্বেষণে নিশ্চেষ্ট হইয়া আছেন। আমি যে এই স্থানে আছি, বোধ হয়, তিনি তাহা জ্ঞাত নহেন, জানিলে কি এই রূপ অবমাননা সহ্য করিতেন? হা! যিনি তাঁহাকে আমার হরণ-বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিবেন, রাবণ সেই জটায়ুকেও বধ করিয়াছে। জটায়ু বৃদ্ধ হইলেও আমার রক্ষার্থ রাবণের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে কি অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন! আমি এখানে রুদ্ধ হইয়া আছি, আজ রাম এ কথা শুনিলে নিশ্চয়ই রোষভরে ত্রিলোক রাক্ষসশূন্য করিতেন; লঙ্কাপুরী ছার খার করিয়া ফেলিতেন; সমুদ্র শুষ্ক করিতেন এবং নীচপ্রকৃতি রাবণের কীর্ত্তি বিলুপ্ত করিয়া দিতেন। আমি যেমন এক্ষণে কাতর-প্রাণে কাঁদিতেছি, প্রতি গৃহে রাক্ষসীগণ অনাথা হইয়া এই-রূপে রোদন করিত। অতঃপর মহাবীর রাম লক্ষ্মণের সহিত লঙ্কাপুরী অন্বেষণ করিয়া রাক্ষসদিগের এইরূপ দুরবস্থা করিবেন। বিপক্ষ একবার তাঁহাদের চক্ষে পড়িলে আর ক্ষণকালও বাঁচিবে না। এই লঙ্কার রাজপথ অচিরাৎ চিতাধূমে আকুল হইয়া উঠিবে, গৃধ্রগণে সঙ্কুল হইবে; অচিরাৎ ইহা শ্মশানতুল্য হইয়া যাইবে এবং অচিরাৎই আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। রাক্ষসীগণ! আমার এই বাক্য অলীক বোধ করিও না, ইহাতে তোমাদেরই অদৃষ্টে বিপদ ঘটিবে। দেখ, এক্ষণে এই লঙ্কায় নানারূপ অশুভ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা শীঘ্রই হতশ্রী হইবে। পাপাত্মা রাবণ বিনষ্ট হইলে এই নগরী বিধবা নারীর ন্যায় শুষ্ক হইয়া যাইবে। আজ ইহাতে নানারূপ

আনন্দোৎসব হইতেছে, কিন্তু অবিলম্বেই ইহা নিষ্প্রভ হইবে। আমি শীঘ্রই গৃহে গৃহে রাক্ষসীদিগের দুঃখ শোকের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইব। আমি যে এস্থানে আছি, যদি মহাবীর রাম কোন প্রসঙ্গে ইহা জানিতে পারেন, তখন দেখিবে, এই লঙ্কাপুরী তাঁহার শরে ছিন্ন ভিন্ন ও ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ হইবে এবং রাক্ষসকুলেও আর কেহ অবশিষ্ট থাকিবে না। নির্দ্দয় নীচ রাবণ আমার সহিত যে সময়ের সীমা স্থির করিয়াছে, তাহা ত প্রায় অবসান হইয়া গেল, এখন আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। রাক্ষসগণ পাপাচারী ও বিবেকশূন্য, এক্ষণে ইহাদিগেরই হস্তে আমাকে মৃত্যু দর্শন করিতে হইবে। ঐ সমস্ত মাংসাসী পামর ধর্ম্মের অনুরোধ রক্ষা করে না, ইহা-দিগেরই অধর্ম্মে এই লঙ্কায় একটী ঘোরতর উৎপাত ঘটিবে। আমি ত এখন রাক্ষসের প্রাতর্ভক্ষ্য হইতেছি, কিন্তু প্রিয়দর্শন রামকে দেখিতে না পাইলে মৃত্যুকালে কি করিব? তাঁহাকে না দেখিলে সকাতরে কিরূপেই বা প্রাণত্যাগ করিব। আমি যে জীবিত আছি, বোধ হয়, রাম তাহা জানেন না, জানিলে নিশ্চয়ই সমস্ত পৃথিবীতে আমার অন্বেষণ করিতেন। অথবা তিনিই হয় ত আমার শোকে দেহপাত করিয়া থাকিবেন। হা! দেবলোকে দেবগণ এবং ঋষি সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণই ধন্য; তাঁহারা সেই রাজীবলোচনকে দর্শন করিতেছেন। ধীমান রামের ধর্ম্মসাধনই উদ্দেশ্য, তিনি জীবন্মুক্ত রাজর্ষি, বোধ হয়, ভার্য্যাসঙ্গে তাঁহার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই, সেই জন্যই তিনি আমার অনুসন্ধান লইতেছেন না। চক্ষে চক্ষে থাকিলে প্রীতি এবং অন্তরালে থাকিলেই স্নেহের উচ্ছেদ হয়, এইরূপ

একটী প্রবাদ আছে বটে, কিন্তু কৃতঘ্নের পক্ষে এ কথা সঙ্গত, রামের ইহা কদাচই সম্ভবিতেছে না। আমি যখন তাঁহার স্নেহভ্রষ্ট হইয়াছি, তখন বোধ হয়, আমারই কোন দোষ অর্শিয়া থাকিবে, কিম্বা আমার অদৃষ্ট নিতান্তই মন্দ। যাহাই হউক, এক্ষণে আমার বাঁচিবার আর আবশ্যক নাই। হা! বোধ হয়, সেই দুই ভ্রাতা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফল মূল ভক্ষণ ও বনে বনে বিচরণ করিতেছেন। কিম্বা দুরাত্মা রাবণ কৌশলক্রমে তাঁহাদিগকেও বিনাশ করিয়া থাকিবে। এক্ষণে আমার মৃত্যুই শ্রেয়; কিন্তু দেখিতেছি, এরূপ দুঃখেও আমার অদৃষ্টে মৃত্যু নাই। হা! ব্রহ্মনিষ্ঠ স্বাধীনচিত্ত মহাভাগ মুনিগণই ধন্য, তাঁহারা প্রিয় ও অপ্রিয় কোন বিষয়েরই অনুরোধ রাখেন না। প্রিয় হইতে দুঃখোৎপত্তি হয় না, অপ্রিয় হইতেই তাহা অধিক হইয়া থাকে; যাঁহারা সেই প্রিয় ও অপ্রিয়ের কোন অপেক্ষা রাখেন না, সেই সমস্ত মহাত্মাকে নমস্কার। আমি প্রিয় রামের স্নেহচ্যুত হইয়া রাবণের বশবর্ত্তী হইয়াছি, সুতরাং প্রাণত্যাগ করাই আমার শ্রেয় হইতেছে।

সপ্তবিংশ সর্গ।

তখন রাক্ষসীগণ জানকীর এই সমস্ত বাক্যে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল, এবং উহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ সকল কথা দুরাত্মা রাবণের গোচর করিবার জন্য তথা হইতে

প্রস্থান করিল। অনন্তর অন্যান্য রাক্ষসীগণ জানকীর সন্নিহিত হইয়া রুক্ষস্বরে কহিতে লাগিল, অনার্য্যে! তুই আর এক মাস অপেক্ষা করিয়া থাক্, পরে আমরা তোরে পরম সুখে খণ্ড খণ্ড করিয়া খাইব।

ইত্যবসরে ত্রিজটা নাম্নী এক বৃদ্ধা রাক্ষসী জাগরিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইল, এবং ঐ সমস্ত রাক্ষসীকে সীতার প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে দেখিয়া কহিল, দেখ, জানকী জনকের কন্যা এবং দশরথের পুত্রবধূ, তোমরা ইহাঁকে ভক্ষণ না করিয়া পরস্পর পরস্পরকে খাও। আজ আমি রাত্রিশেষে এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়াছি; বোধ হয়, রাক্ষসরাজ রাবণ সবংশে শীঘ্রই বিনষ্ট হইবেন।

তখন রাক্ষসীগণ ত্রিজটার মুখে এই দারুণ স্বপ্নের কথা শুনিয়া যার পর নাই ভীত হইল, কহিল, বল, তুমি আজ রাত্রিশেষে কিরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছ? ত্রিজটা কহিল, আমি দেখিলাম, যেন রাম শুক্ল বস্ত্র ও শুক্ল মাল্য ধারণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত গজদন্তনির্ম্মিত গগনগামী বিমানে আরোহণ করিয়াছেন, এবং সহস্র অশ্ব তাঁহাকে বহন করিতেছে। ঐ সময় জানকী শুক্ল বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সমুদ্রবেষ্টিত শ্বেত পর্ব্বতের উপর উপবেশন করিয়া আছেন, এবং সূর্য্যের সহিত প্রভা যেমন মিলিত হয়, সেইরূপ তিনি রামের সহিত সমাগত হইয়াছেন। আবার দেখিলাম, রাম লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে এক শৈলপ্রমাণ দংষ্ট্রাকরালপ্রকাণ্ড হস্তীর পৃষ্ঠে উঠিয়াছেন। উহাঁরা সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী এবং স্বতেজে যেন প্রদীপ্ত; উহাঁরা শুক্ল বসন পরিধান পূর্ব্বক জানকীর

নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। দেখিলাম, রাম ঐ শ্বেত পর্ব্বতের শিখরদেশে এক হস্তীকে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং কমললোচনা জানকী তাঁহার অঙ্কদেশ হইতে উত্থিত হইয়া তদুপরি আরোহণ করিতেছেন। তিনি স্বহস্তে চন্দ্রসূর্য্যকে স্পর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং তাঁহার সহিত রাম ও লক্ষ্মণ লঙ্কার ঊর্দ্ধে এক হস্তীর পৃষ্ঠে আরূঢ় আছেন। রাম একখানি উৎকৃষ্ট রথে আটটী শ্বেতবর্ণ বৃষভে বাহিত হইয়া, লক্ষ্মণের সহিত উপস্থিত হইলেন। এবং সীতাকে লইয়া, অত্যুজ্জ্বল পুষ্পক রথে আরোহণ পূর্ব্বক উত্তর দিকে প্রস্থান করিলেন। দেখিলাম, রাবণ মুণ্ডিতমুণ্ড ও তৈলাক্ত; তিনি উন্মত্ত হইয়া মদ্য পান করিতেছেন; তাঁহার পরিধান রক্তাম্বর, গলে করবীর মাল্য; আজ তিনি পুষ্পক রথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন। আবার দেখিলাম, তিনি কৃষ্ণাম্বর পরিধান করিয়াছেন, তাঁহার কণ্ঠে রক্তমাল্য এবং অঙ্গে রক্তচন্দন; একটী স্ত্রীলোক বল পূর্ব্বক তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। তিনি এক গর্দ্দভযুক্ত রথে আরূঢ় আছেন, তাঁহার চিত্ত উদ্ভ্রান্ত, তিনি কখন হাসিতেছেন, কখন নাচিতেছেন, এবং কখন বা তৈল পান করিতেছেন। তিনিগর্দ্দভে আরোহণ পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছেন। আবার একস্থলে দেখিলাম, রাবণ অধঃশিরা হইয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে গর্দ্দভ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন এবং সসম্ভ্রমে পুনরায় উঠিলেন। তাঁহার কটিতটে বস্ত্র নাই, মুখাগ্রে কেবলই দুর্ব্বাক্য; তিনি অনতিবিলম্বে এক দুর্গন্ধ মলপূর্ণ পঙ্কবহুল দুঃসহ ঘোর

অন্ধকারময় গর্ত্তে নিমগ্ন হইলেন এবং দক্ষিণাভিমুখী হইয়া এক শুষ্ক হ্রদে প্রবেশ করিলেন। আরও দেখিলাম, তাঁহার নিকট একটী রক্তবসনা কৃষ্ণবর্ণা নারী কর্দমাক্ত হইয়া উপস্থিত, সে তাঁহার কণ্ঠে রজ্জু বন্ধন পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। আরও দেখিলাম, কুম্ভকর্ণ এবং ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি বীরগণ মুণ্ডিতমুণ্ড ও তৈলাক্ত হইয়াছেন। রাবণ বরাহে, ইন্দ্রজিৎ শিশুমারপৃষ্ঠে এবং কুম্ভকর্ণ উষ্ট্রে আরোহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে চলিয়াছেন। কিন্তু দেখিলাম, একমাত্র বিভীষণ মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়া, চারি জন মন্ত্রীর সহিত গগনতলে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার 'সম্মুখে সুসজ্জিত সভা, তন্মধ্যে নানা রূপ গীত বাদ্য হইতেছে। আবার দেখিলাম, এই হস্ত্যশ্বপূর্ণ সুরম্য লঙ্কা পুরীর পুরদ্বার ভগ্ন, ইহা সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছে; রাক্ষসীরা তৈল পান পূর্ব্বক প্রমত্ত হইয়া অট্টহাস্যে হাসিতেছে। লঙ্কার সমস্তই ভস্মাবশিষ্ট এবং কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষসেরা রক্তবস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক গোময়-হ্রদে প্রবিষ্ট হইতেছেন। রাক্ষসীগণ! তোমরা এখনই এই স্থান হইতে পলায়ন কর, দেখ, মহাবীর রাম জানকীরে নিশ্চয়ই পাইবেন। এক্ষণে যদি তোমরা সীতাকে যন্ত্রণা দেও, রাম তাহা সহ্য করিবেন না, তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের সকলকে বিনাশ করিবেন। জানকী তাঁহার প্রাণসমা পত্নী, অরণ্যের সহচরী হইয়াছেন, তোমরা যে ইহাঁকে কখন ভর্ৎসনা এবং কখন যে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছ, রাম তাহা কখনই সহ্য করিবেন না। অতঃপর রূক্ষ কথা পরিত্যাগ কর, ইহাঁকে স্নেহবচনে সান্ত্বনা করা আবশ্যক; আইস, সকলে

ইহাঁর নিকট মঙ্গল ভিক্ষা করি; আমার ত ইহাই ভাল বোধ হইতেছে। জানকী শোক সন্তাপে একান্ত কাতর, আমি ইহাঁরই অনুকূল স্বপ্ন দেখিয়াছি; ইনি সমস্ত দুঃখ বিমুক্ত হইয়া প্রিয়লাভে সন্তুষ্ট হউন। রাক্ষসগণের ভাগ্যে রাম হইতে ঘোরতর ভয় উপস্থিত, এক্ষণে অধিক আর কি, তোমরা যদিও জানকীরে ভৎর্সনা করিয়াছ, তথাচ এক্ষণে ইহাঁর প্রসাদ ভিক্ষা কর। ইনি প্রণিপাতে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া, তোমাদিগকে গুরুতর ভয় হইতে রক্ষা করিবেন। দেখ, ইহাঁর সর্ব্বাঙ্গে কোনরূপ কুলক্ষণ দেখিতেছি না, কেবল অঙ্গসংস্কার নাই বলিয়া, যেন ইহাঁকে কিঞ্চিৎ দুঃখিত বোধ হইতেছে। বলিতে কি, এক্ষণে অচিরাৎই ইহাঁর মনোরথ পূর্ণ হইবে; রাক্ষসরাজ রাবণের মৃত্যু এবং রামেরও জয়শ্রী লাভ হইবে। আমরা শীঘ্রই যে জানকীর প্রিয় সংবাদ শুনিতে পাইব, এই স্বপ্নই তাহার মূল। ঐ দেখ, ইহাঁর পদ্মপলাশবৎ বিস্ফারিত চক্ষু স্ফুরিত হইতেছে; বাম হস্ত অকস্মাৎ কণ্টকিত ও কম্পিত হইতেছে; এবং এই করিশুণ্ডাকার বাম উরু স্পন্দিত হইয়া, যেন রামের আগমনবার্ত্তা সূচনা করিতেছে। আর ঐ সমস্ত পক্ষীও বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট হইয়া, বারংবার শান্তস্বরে ডাকিতেছে এবং হৃষ্টমনে রামের প্রত্যাগমনের জন্য যেন সঙ্কেত করিতেছে।

তখন লজ্জাবতী জানকী এই স্বপ্ন-সংবাদে হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, ত্রিজটে! তুমি যাহা কহিলে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমি অবশ্যই তোমাদিগকে রক্ষা করিব।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

পরে তিনি রাবণের এই অমঙ্গল সংবাদে শঙ্কিত হইয়া, অরণ্যে সিংহভয়ভীত করিণীর ন্যায় কম্পিত হইলেন, এবং বিজন বনে পরিত্যক্ত বালিকার ন্যায় কাতর হইয়া, এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, হা! অকাল মৃত্যু যে কাহারই সুলভ নয়, সাধুগণ এ কথা সত্যই কহিয়া থাকেন; তাহা না হইলে, এই পাপীয়সী এই রূপ লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া ক্ষণ কালও জীবিত থাকিতে পারিত না। হা! আজ আমার এই দুঃখপূর্ণ কঠিন হৃদয় বজ্রাহত শৈলশৃঙ্গের ন্যায় চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। অপ্রিয়দর্শন রাবণ কয়েক দিন পরেই ত আমারে বধ করিবে; কিন্তু এক্ষণে যদি আমি নিজের ইচ্ছায় প্রাণ-ত্যাগ করি, তজ্জন্য কেন আমি দোষী হইব। ব্রাহ্মণ যেমন অব্রাহ্মণকে মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারেন না, তদ্রূপ আমিও ঐ দুরাচারকে মন সমর্পণ করিতে পারিব না। এক্ষণে রাম যদি এ স্থানে না আইসেন, তাহা হইলে চিকিৎসক যেমন অস্ত্র দ্বারা গর্ভস্থ জন্তুকে ছেদন করে, সেইরূপ ঐ নীচ, শাণিত শরে শীঘ্রই আমারে খণ্ড খণ্ড করিবে। আমি একে দীন ও ভর্তৃহীন, ইহার উপরও আবার আমাকে এই বধযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। এক্ষণে এই ঘটনার আর দুই মাস কাল অবশিষ্ট আছে। যে তস্কর রাজাজ্ঞায় বধ্য ও বদ্ধ হইয়া আছে, নিশান্তে তাহার যেমন মৃত্যুর আশঙ্কা জন্মে, এই নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে আমারও সেইরূপ হইবে। হা

রাম! হা লক্ষ্মণ! হা কৌশল্যে! হা মাতৃগণ! বুঝি, এই মন্দভাগিনী সমুদ্রে প্রবল বায়ু-প্রতিঘাতে তরণীর ন্যায় বিনষ্ট হয়। হা! রাম ও লক্ষ্মণ আমারই কারণে মৃগরূপী মারীচের হস্তে নিহত হইয়াছেন; আমিই সেই দুর্বৃত্ত রাক্ষসের মায়ায় প্রলোভিত ও মোহের বশীভূত হইয়া, উহাঁদিগকে অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছিলাম। রাম! তুমি সত্যনিষ্ঠ, ও হিতকারী, এক্ষণে আমি এই স্থানে রাক্ষসের বধ্য হইয়া আছি, কিন্তু তুমি ইহার কিছুই জানিতেছ না। হা! আমার এই পাতিব্রত্য, ক্ষমা, ভূমিশয্যা, ও নিয়ম সমস্তই নিরর্থক হইল। কৃতঘ্নে কৃত উপকার যেমন নিষ্ফল হইয়া যায়, সেই রূপ এ সমস্তই পণ্ড হইয়া গেল। আমি দুঃখশোকে বিবর্ণ, দীন ও কৃশ হইয়াছি, ভর্তৃসমাগমে আমার কিছুমাত্র আশা নাই। রাম! বোধ হয়, তুমি নির্দিষ্ট নিয়মে পিতৃনিদেশ পালন ও ব্রতাচরণ পূর্ব্বক গৃহে প্রতিগমন করিয়াছ, এবং তথায় নির্ভয় ও কৃতার্থ হইয়া, বহুসংখ্য আকর্ণলোচনা কামিনীর সহিত সুখে কালক্ষেপ করিতেছ। কিন্তু আমি তোমার একান্ত অনুরাগিণী, এক্ষণে প্রাণান্ত করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমি নিরর্থক তপ ও ব্রত অনুষ্ঠান করিলাম, অতঃপর প্রাণত্যাগ করিব! হা! আমি অতি মন্দভাগিনী, আমাকে ধিক্। আমি বিষ পান বা শাণিত কৃপাণ দ্বারা আত্মহত্যা করিব, কিন্তু তদ্বিষয়ে আমার সহায়তা করে, এই রাক্ষসপুরীতে এমন আর কাহাকেই দেখিতেছি না।

জানকী রামকে স্মরণ পূর্ব্বক এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিলেন। তাঁহার মুখ শুষ্ক; সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে।

তিনি ঐ শিংশপা বৃক্ষের নিকটস্থ হইলেন। তাঁহার অন্তরে শোকানল যার পর নাই প্রবল; তিনি অনন্য মনে বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং পৃষ্ঠলম্বিত বেণী গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, আমি শীঘ্রই কণ্ঠে বেণীবন্ধন পূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করিব। পরে তিনি শিংশপা বৃক্ষের এক শাখা ধারণ করিলেন এবং রাম, লক্ষ্মণ, ও আত্মকুল পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে লাগিলেন।

একোনত্রিংশ সর্গ।

জানকী নিতান্ত নিরানন্দ ও দীন; তিনি বৃক্ষশাখা অবলম্বন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান আছেন; ইত্যবসরে নানারূপ শুভ লক্ষণ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তাঁহার কুটিলপক্ষ্ম কৃষ্ণতারক উপান্তশুক্ল প্রান্তলোহিত একমাত্র বাম নেত্র মীনাহত পদ্মের ন্যায় স্পন্দিত হইতে লাগিল। রাম এতদিন যাহা আশ্রয় করিয়া ছিলেন, সেই অগুরুচন্দনযোগ্য সুবৃত্ত স্থূল বাম হস্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। যাহা করিশুণ্ডাকার ও স্থূল সেই বাম ঊরু পুনঃ পুনঃ স্পন্দন পূর্ব্বক যেন রাম সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন, এইরূপ সূচনা করিয়া দিল; এবং যে বস্ত্র স্বর্ণবর্ণ ও ঈষৎ মলিন, তাহাও কিঞ্চিৎ স্খলিত হইয়া পড়িল।

তখন শিখরদশনা জানকী এই সমস্ত বিশ্বাস্য লক্ষণে রৌদ্রবায়ুপ্রণষ্ট বীজ যেমন বৃষ্টিজলে স্ফীত হয়, সেই রূপ হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখ উপরাগমুক্ত চন্দ্রের ন্যায়

শোভা ধারণ করিল। তিনি বীতশোক হইলেন, এবং তাঁহার জড়তাও বিদূরিত হইল। তখন রজনী যেমন শুক্ল পক্ষে চন্দ্র দ্বারা উদ্ভাষিত হয়, সেইরূপ মুখপ্রসাদ তাঁহাকে একান্তই উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

ত্রিংশ সর্গ।

হনূমান্ শিংশপা বৃক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া এতক্ষণ সমস্তই শ্রবণ করিলেন। তিনি জানকীর বিলাপ, ত্রিজটার স্বপ্ন ও রাক্ষসীদিগের গর্জ্জনও শুনিলেন। অনন্তর ঐ মহাবীর সুর-নারীসম জানকীরে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, অসংখ্য বানর যাঁহার জন্য দিক্ দিগন্তে ভ্রমণ করিতেছে, আমি তাঁহাকেই পাইলাম। আমি যাঁহার জন্য সুগ্রীবের প্রচ্ছন্নচারী চর হইয়া শক্রর শক্তি পরীক্ষা করিতে ছিলাম, আজ তাঁহাকেই পাইলাম। আমি মহাসাগর লঙ্ঘন পূর্ব্বক রাক্ষসগণের বিভব, লঙ্কাপুরী, ও রাবণের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এক্ষণে সেই অসীমশক্তি সকরুণচিত্ত রামের এই অনুরাগিণী পত্নীকে আশ্বস্ত করিব। এই চন্দ্রা-ননা কখন দুঃখ সহ্য করেন নাই, এক্ষণে অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, আমি ইহাঁকে আশ্বস্ত করিব। যদি আজ ইহাঁকে প্রবোধ দিয়া না যাই, তাহা হইলে আমার প্রতিগমনে সম্পূ-র্ণই দোষ অর্শিতে পারে। আর এই রাজকুমারীও পরিত্রাণের

উপায় না দেখিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবেন। রাম ইহাকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া আছেন, তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করা যেমন আবশ্যক, ইহাঁকেও তদ্রূপ। কিন্তু দেখিতেছি, জানকীর চতুর্দ্দিক রাক্ষসীগণে বেষ্টিত, সুতরাং ইহারা থাকিতে ইহাঁর সহিত বাক্যালাপ করা আমার শ্রেয় হইতেছে না। এক্ষণে কি করি, আমি কি সঙ্কটেই পড়িলাম। যদি আমি এই রাত্রিশেষে ইহাঁকে আশ্বাস দান না করিয়া যাই, তবে ইনি নিশ্চয়ই আত্মঘাতী হইবেন। যদি আমি ইহাঁর সহিত কথোপকথন না করিয়া যাই, তাহা হইলে রাম যখন জিজ্ঞাসিবেন, সীতা আমার উদ্দেশে কি কহিলেন, তখন কি বলিয়া তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইব। তিনি এই-রূপ ব্যতিক্রমে আমাকে নিশ্চয়ই ক্রোধজ্বলিত নেত্রে ভস্মী-ভূত করিবেন। আমি যদি সুগ্রীবকে বিশেষ সংবাদ না দিয়া সংগ্রামের উদ্যোগ করিতে বলি, তবে তাঁহারও এই স্থানে সসৈন্যে আগমন ব্যর্থ হইবে। যাহাই হউক, এক্ষণে সতর্ক হইলাম, এই সমস্ত রাক্ষসী কিঞ্চিৎ অসাবধান হইলে আজ মৃদুবচনে এই দুঃখিনীকে সান্ত্বনা করিব। আমি ত ক্ষুদ্রা-কার বানর, তথাচ আজ মনুষ্যবৎ সংস্কৃত কথা কহিব। কিন্তু যদি ব্রাহ্মণের মত সংস্কৃত কথা কই, তাহা হইলে হয় ত সীতা আমাকে রাবণ জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত ভীতা হইবেন। বস্তুতও এক্ষণে অর্থসঙ্গত মানুষী বাক্যে আলাপ করা আমার আব-শ্যক হইতেছে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন রূপে ইহাঁকে সান্ত্বনা করা সহজ হইবে না। জানকী একে ত রাক্ষসভয়ে ভীত হইয়া আছেন, তাহাতে আবার আমার এই মূর্ত্তি দর্শন এবং বাক্য

শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই শঙ্কিত হইবেন। পরে আমাকে মায়ারূপী রাবণ অনুমান করিয়া চকিতমনে চীৎকার করিতে থাকিবেন। ইহাঁর চীৎকার শব্দ শুনিবামাত্র করালদর্শন রাক্ষসীগণ তৎক্ষণাৎ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া উপস্থিত হইবে, এবং ইতস্তত অনুসন্ধানে আমাকে প্রাপ্ত হইয়া বধ বন্ধনের চেষ্টা করিবে। তৎকালে আমিও নিজ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ও স্কন্ধে লম্ফ প্রদান করিতে থাকিব। তদ্দর্শনে রাক্ষসীগণ অত্যন্ত শঙ্কিত হইবে, এবং বিকৃতস্বরে রক্ষাধিকারে নিযুক্ত প্রহরীদিগকে আহ্বান করিবে। পরে প্রহরীরা উহাদিগের উদ্বেগ দর্শনে শূল শর ও অসি গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে উপস্থিত হইবে। আমি তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ হইব এবং রাক্ষসসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন ও বিদীর্ণ করিতে থাকিব, কিন্তু বলিতে কি ঐ সময় আমি যে পুনর্ব্বার সমুদ্র লঙ্ঘন করিব ইহা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। তখন রাক্ষসগণ আমাকে অনায়াসে গ্রহণ করিবে, এবং জানকীও আমার এই স্থানে আগমন করিবার কারণ কিছুই জানিতে পারিবেন না। রাক্ষসগণ হিংসাপরায়ণ, উহারা ঐ প্রসঙ্গে জানকীর প্রাণনাশেও পরাঙ্মুখ হইবে না। সুতরাং এই সূত্রে রাম ও সুগ্রীবের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে। দেখিতেছি, এই লঙ্কায় আসিবার কোনরূপ পথ নাই, ইহা সমুদ্র বেষ্টিত রাক্ষসরক্ষিত ও অত্যন্ত গুপ্ত, জানকী এই স্থানে বাস করিতেছেন, সুতরাং ইহাঁর উদ্ধার সাধনের আর কিছুমাত্র প্রত্যাশা থাকিবে না। আর আমি যদি বধবন্ধনে আত্মসমর্পণ করি, তাহা হইলে রামের একটী উত্তরসাধক বিনষ্ট

হইবে। আমার অভাবকালে এই শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে, বিশেষ অনুসন্ধানেও এমন আর কাহাকে দেখিতেছি না। আমি এক্ষণে সহজেই অসংখ্য রাক্ষসকে রণশায়ী করিতে পারি, কিন্তু যুদ্ধশ্রমের পর পুনর্ব্বার যে এই সমুদ্র পার হইব কিছুতেই এরূপ সম্ভব হয় না। আরও যুদ্ধে যে কোন্ পক্ষ জয়ী হইবে তাহারই বা স্থিরতা কি? সুতরাং সংশয়মূলক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। জানি না, অতঃপর কোন্ বিচক্ষণ এই সংশয়ের কার্য্য নিঃসংশয়ে সাধন করিবেন? এক্ষণে আমি যদি জানকীর সহিত কথোপকথন করি, তাহাতে এই সমস্ত বিঘ্ন ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; আর যদি না করি, তাহা হইলে ইনি নিশ্চয়ই হতাশ হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। সিদ্ধপ্রায় কার্য্যও দূতের বুদ্ধিবৈগুণ্যে দেশকালবিরোধী হইয়া সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারবৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। কার্য্যাকার্য্যে কোনরূপ মন্ত্রণা নির্ণীত হইলেও অপটু দূতের দোষে বিশেষ ফল দর্শিতে পারে না। ফলত পণ্ডিতাভিমানী দূতই কার্য্যক্ষতির মূল। এক্ষণে কিসে কার্য্যে ব্যাঘাত না জন্মে, কিসে বুদ্ধিদোষ উপস্থিত না হয় এবং কিসেই বা এই সমুদ্র লঙ্ঘনের শ্রম ব্যর্থ হইয়া না যায়, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া আমার আবশ্যক। এই জানকী অশঙ্কিত মনে আমার বাক্য শ্রবণ করিবেন এমন কোন সংকল্প স্থির করা আমার আবশ্যক।

হনুমান এইরূপ বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত করিলেন, জানকী অনন্যমনে রামকে চিন্তা করিতেছেন, এক্ষণে যদি সেই মহাবীরের নাম কীর্ত্তন করি, তাহা হইলে ইনি কদাচ শঙ্কিত

হইবেন না। সেই ইক্ষ্বাকুকুলতিলক রাম যে সমস্ত ধর্ম্মানুকুল শ্রেয়স্কর কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন, আমি এক্ষণে তৎসমুদায়ের প্রসঙ্গ করিয়া স্ববক্তব্য শান্ত ও মধুরভাবে জ্ঞাপন করিব। জানকী যাহাতে আমাকে বিশ্বাস করিতে পারেন, আমি এইরূপ বাক্যই প্রয়োগ করিব।

একত্রিংশ সর্গ।

হনুমান এইরূপ অবধারণ পূর্ব্বক জানকীর নিকটস্থ হইলেন, এবং মৃদুবাক্যে কহিতে লাগিলেন, দশরথ নামে কোন এক পুণ্যশীল রাজা ছিলেন। তিনি সুসম্পন্ন রাজশ্রীযুক্ত ও পরম সুন্দর। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈক্ষ্বাকুবংশে তাঁহার উৎপত্তি; সমগ্র পৃথিবীতেই তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল। তিনি মিত্রগণকে অত্যন্ত সুখী করিতেন। রাম সেই দশরথের একমাত্র প্রিয় ও জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য স্বজনপালক ও সুশীল। এই জীবলোক তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। তিনি ধর্ম্মরক্ষক ও জ্ঞানবান্। ঐ মহাত্মা, সত্যনিষ্ঠ বৃদ্ধ পিতার আদেশে ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত বনবাসে প্রবিষ্ট হন। তিনি যখন মৃগয়াপ্রসঙ্গে অরণ্য পর্য্যটন করেন, তখন তাঁহার বলবীর্য্যে বহুসংখ্য রাক্ষসবীর নিহত হয় এবং খর দূষণ প্রভৃতি নিশাচরগণ জনস্থানস্থ সৈন্যের সহিত উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পরে রাক্ষসরাজ রাবণ এই সংবাদে অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হয় এবং মৃগরূপী মারীচের মায়াবলে রামকে

বঞ্চনা করিয়া দেবী জানকীরে অপহরণ করে। পরে রাম জানকীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ হন, এবং বালীকে বিনাশ করিয়া, সুগ্রীবকে কপিরাজ্যের আধিপত্য প্রদান করেন। অনন্তর বানরগণ সুগ্রীবের নিয়োগে চতুর্দ্দিকে জানকীর অন্বেষণে নির্গত হয়, এবং আমিও এই উপলক্ষ করিয়া সম্পাতির বাক্যে মহাবেগে শতযোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র লঙ্ঘন করি। রামের নিকট জানকীর যেরূপ রূপ, যেরূপ বর্ণ, এবং যেরূপ লক্ষণ শুনিয়াছিলাম, তদনুসারে বোধ হয়, এক্ষণে জানকীরেই পাইলাম। মহাবীর হনুমান এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

জানকী এই সমস্ত কথা শুনিবামাত্র অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন, এবং অলকসংকুল মুখকমল উত্তোলন পূর্ব্বক সভয়ে শিংশপা বৃক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। রামের সংবাদ পাইয়া তাঁহার মনে যার পর নাই হর্ষ উপস্থিত হইল। তৎকালে তিনি কখন ঊর্দ্ধে কখন অধোতে এবং কখন বা তির্য্যকভাবে দৃষ্টি প্রসারণ করিতেছেন, ইত্যবসরে উদয়োন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় একান্ত উজ্জ্বল ধীমান হনুমান তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইলেন।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

হনুমান ধবলবর্ণ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বৃক্ষশাখায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন, জানকী তাঁহাকে দেখিবামাত্র চমকিত হইয়া

উঠিলেন। হনুমান প্রিয়বাদী ও বিনীত, তাঁহার কান্তি অশোক পুষ্পবৎ আরক্ত এবং চক্ষু স্বর্ণপিঙ্গল। জানকী উহাঁকে বৃক্ষের পত্রাবরণে উপবিষ্ট দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভুত হইলেন, ভাবিলেন, এই বানর অত্যন্ত ভীমদর্শন? তিনি উহাকে দুর্নিরীক্ষ্য বোধ করিয়া ভয়ে অতিশয় বিমোহিত হইলেন। তাঁহার মনে নানারূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইল। তিনি দুঃখভরে অস্ফুটস্বরে হা রাম! হা লক্ষ্মণ! এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পুনর্ব্বার ঐ বানরকে দেখিলেন; মনে করিলেন, বুঝি আমি স্বপ্ন দেখিতেছি। তিনি ঐ বানরকে নিরীক্ষণ করিয়া বিপন্ন ও মৃতকল্প হইলেন। পরে বহু বিলম্বে সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কি দুঃস্বপ্নই দেখিলাম! একটী নিষিদ্ধদর্শন বানর আমার দৃষ্টিপথে পড়িল! যাহাই হউক, রাম, লক্ষ্মণও রাজা জনকের সর্ব্বাঙ্গীন স্বস্তি ও শান্তি হউক। অথবা না, ইহা স্বপ্ন নহে, আমি দুঃখ শোকে নিপীড়িত হইয়া আছি, নিদ্রা আমাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছে, রামের অদর্শনে আমার মনে সুখই নাই। আমি তাঁহাকে নিরন্তর হৃদয়ে চিন্তা করিতেছি, তাঁহার কথা সতত্ই আলাপ করিতেছি, সুতরাং যাহা কিছু শুনি, তাহা ঐ চিন্তা ও আলাপের অনুরূপ করিয়া লই। এক্ষণে যাহা দেখিলাম ইহা কল্পনা নহে, কারণ, কল্পনায় বুদ্ধির সংশ্রব থাকেনা, এবং তাহাতে রূপও প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু আমি এই বানরকে সুস্পষ্ট দেখিতেছি এবং ইহার কথাও সুস্পষ্ট শুনিতেছি। এক্ষণে বৃহস্পতিকে নমস্কার, ইন্দ্রকে নমস্কার,

এবং ব্রহ্মা ও অগ্নিকেও নমস্কার। এই বানর আমার নিকট যাহা বলিল তাহা সত্যই হউক।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর হনুমান বৃক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ অবতীর্ণ হইলেন, এবং বিনীত ও দীনভাবে জানকীর নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। পরে মস্তকে অঞ্জলি স্থাপন পূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, পদ্মপলাশলোচনে! তুমি কে? কি জন্য মলিন কৌশেয় বস্ত্র ধারণ এবং বৃক্ষশাখা অবলম্বন পূর্ব্বক এই স্থানে দণ্ডায়মান আছ? যেমন কমলদল হইতে জল নিঃসৃত হয় সেইরূপ তোমার নেত্রযুগল হইতে কি জন্য দুঃখের বারিধারা বহিতেছে! তুমি সুরাসুর নাগ গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস ও কিন্নর মধ্যে কোন্ জাতীয় হইবে? রুদ্র মরুৎ বা বসুগণের সহিত কি তোমার কোন সম্পর্ক আছে? বোধ হয়, তুমি দেবী। বোধ হয়, তুমি তারাপ্রধানা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গুণবতী রোহিণী হইবে, এক্ষণে চন্দ্রের স্নেহভ্রষ্ট হইয়া সুরলোক হইতে স্খলিত হইয়াছ? কল্যাণি! তুমি কে? তুমি কি দেবী অরুন্ধতী? ক্রোধ বা মোহ বশত কি বশিষ্ঠদেবকে কুপিত করিয়াছ? তোমার পুত্র কে? এবং তোমার ভ্রাতা, পিতা, ও ভর্ত্তাই বা কে? তুমি কি ইহাঁদিগের মধ্যে কাহারও বিয়োগে এইরূপ শোকাকুল হইয়াছ? রোদন, দীর্ঘনিশ্বাস,

ভূমিস্পর্শ, এবং রামের নাম গ্রহণ এই সমস্ত চিহ্নে তোমাকে দেবী বলিয়া বোধ হইতেছে না। তোমার সর্ব্বাঙ্গে যে সমস্ত লক্ষণ দেখিতেছি, তদ্দ্বারা তোমাকে রাজকন্যা ও রাজমহিষী বলিয়াই আমার হৃৎপ্রত্যয় জন্মিতেছে। রাবণ জনস্থান হইতে যাঁহাকে বল পূর্ব্বক আনিয়াছে, যদি তুমি সেই সীতা হও, তাহা হইলে আমার বাক্যে প্রত্যুত্তর কর। তোমার যেরূপ অলৌকিক রূপ, যেরূপ দীনতা এবং যেরূপ পবিত্র বেশ তাহা দেখিয়া তোমাকে রামমহিষী বলিয়াই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছে।

তখন জানকী রামের নাম শ্রবণ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে কহিলেন, আমি রাজাধিরাজ প্রবলপ্রতাপ দশরথের পুত্রবধূ, মহাত্মা জনকের কন্যা, এবং ধীমান রামের ধর্ম্মপত্নী; আমার নাম সীতা। আমি বিবাহের পর দ্বাদশ বৎসরকাল শ্বশুরালয়ে নানারূপ সুখভোগে কালক্ষেপ করি। পরে ত্রয়োদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে, দশরথ উপাধ্যায়গণের সহিত সমবেত হইয়া রামের রাজ্যাভিষেকের সংকল্প করেন। তখন দেবী কৈকেয়ী অভিষেকের আয়োজন দেখিয়া দশরথকে এইরূপ কহিলেন, আমি আজ হইতে পানাহার পরিত্যাগ করিলাম; যদি তুমি রামকে রাজ্য দেও, তাহা হইলে আমি আর কিছুতেই প্রাণ রাখিব না। এক্ষণে রাম বনে যাক, পূর্ব্বে তুমি প্রীতিভরে আমাকে যে কথা কহিয়াছিলে, তাহা সত্য হউক।

তখন বৃদ্ধ দশরথ কৈকেয়ীর এই ক্রূর নিষ্ঠুর কথা শ্রবণ এবং বরপ্রদান বৃত্তান্ত স্মরণ পূর্ব্বক বিমোহিত হইলেন। সত্যে তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা, তিনি জলধারাকুললোচনে

রামকে এইরূপ কহিলেন, বৎস! তুমি ভরতকে সমস্ত রাজ্য-ভার দিয়া স্বয়ং বনবাসী হও। তৎকালে পিতার এই আদেশ রামের রাজ্যাভিষেক অপেক্ষাও প্রীতিকর বোধ হইল, এবং তিনি অবিচারিত চিত্তে উহা বাক্যমনে স্বীকার করিলেন। দানেই তাঁহার অনুরাগ, তিনি কখন প্রতিগ্রহ করেন না, সত্যেই তাঁহার নিষ্ঠা, তিনি প্রাণান্তে মিথ্যা কহেন না। পরে ঐ ধর্ম্মশীল, মহামূল্য উত্তরীয় রাখিয়া, রাজ্যসংকল্প বিসর্জন পূর্ব্বক জননীর হস্তে আমায় অর্পণ করিলেন। কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না, এবং শীঘ্রই নির্গত হইয়া তাঁহার সহিত বনচারী হইলাম। বলিতে কি, রাম ব্যতীত স্বর্গসুখেও আমার স্পৃহা নাই। তখন মিত্রবৎসল লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে কুশচীর ধারণ করিলেন। পরে আমরা রাজনিয়োগ শিরোধার্য্য করিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব গভীরদর্শন নিবিড় কাননে প্রবেশ করিলাম। আমরা কিছুদিন দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া আছি, এই অবসরে দুরাত্মা রাবণ আমাকে অপহরণ করিয়া আনে। এক্ষণে সে দুই মাস আমার প্রাণ রক্ষায় অনুগ্রহ করিয়াছে, এই নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলে আমি নিশ্চয়ই দেহ ত্যাগ করিব।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

তখন কপিবর হনুমান দুঃখাভিভূতা সীতাকে সান্ত্ববাক্যে কহিতে লাগিলেন, দেবি! আমি রামের আদেশে তোমার

নিকট দূতস্বরূপ আসিয়াছি; এক্ষণে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল, তিনি তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসিয়াছেন। যিনি ব্রাহ্ম অস্ত্র ও সমগ্র বেদের অধিকারী, তিনি তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসিয়াছেন। যিনি তোমার ভর্ত্তার প্রিয় অনুচর, সেই মহাবীর লক্ষ্মণও কাতর মনে তোমার চরণে প্রণাম নিবেদন করিলেন।

তখন জানকী রাম ও লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ পাইয়া, যার পর নাই পুলকিত হইলেন। কহিলেন, জীবিত লোক শত বৎসরেও আনন্দ লাভ করে, এই যে লৌকিক প্রবাদ আছে, ইহা এক্ষণে আমার সত্যই বোধ হইল। ফলতঃ সীতা, রাম ও লক্ষ্মণের সন্দর্শন পাইলে যেরূপ প্রীত হন, হনূমানের বাক্যে সেইরূপ প্রীতি লাভ করিলেন এবং বিশ্বস্তমনে উহাঁর সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে হনুমান ক্রমশঃ উহাঁর সন্নিকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তিনি দুই এক পদ অগ্রসর হন, অমনি সীতার মনে আশঙ্কা উপস্থিত হয়। রাবণ যে ছলনা করিতে আসিয়াছে, এই বিশ্বাসই ক্রমশঃ তাঁহার সুদৃঢ় হইতে লাগিল। তিনি দুঃখিত মনে এইরূপ কহিলেন, হা ধিক্! আমি কেন ইহার সহিত বাক্যালাপ করিলাম, দেখিতেছি, সেই রাবণই মায়াবলে রূপান্তর গ্রহণ পূর্ব্বক আগমন করিয়াছে।

তখন জানকী শিংশপা বৃক্ষের শাখা উন্মোচন পূর্ব্বক ভূতলে উপবিষ্ট হইলেন। হনূমানও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন; কিন্তু তৎকালে সীতা অত্যন্ত ভীতা হইয়া, উহাঁর প্রতি আর দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন

না, এবং এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মধুর স্বরে কহিতে লাগিলেন, বোধ হয়, তুমি মায়াবী রাবণ, পুনরায় মায়া অবলম্বন করিয়া আমাকে পরিতাপিত করিতে আসিয়াছ, কিন্তু দেখ, ইহা তোমার উচিত হইতেছে না। যে ব্যক্তি জনস্থানে স্বীয় রূপ বিসর্জ্জন এবং পরিব্রাজকের বেশ ধারণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হয়, তুমি সেই রাবণ, সন্দেহ নাই। রাক্ষস! এক্ষণে আমি উপবাসে কৃশ এবং অত্যন্ত দীন হইয়া আছি, এ সময়ও তুমি যে আমাকে যন্ত্রণা দিবার চেষ্টা করিতেছ, ইহা তোমার উচিত নহে। অথবা আমার এইরূপ অনশঙ্কা করা সঙ্গত হইতেছে না; কারণ, তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার মনে বিলক্ষণ প্রীতি সঞ্চার হইতেছে। এক্ষণে তুমি যদি যথার্থই রামের দূত হও, তবে আমি তাঁহার বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করি বল, তোমার মঙ্গল হউক, রামের কথা আমার একান্তই প্রীতিকর। সৌম্য! তুমি আমার সেই প্রিয়তমের গুণ কীর্ত্তন কর; প্রবল জলবেগ যেমন নদীকূল শিথিল করিয়া দেয়, সেইরূপ তুমি আমার বিশ্বাস এক এক বার হ্রাস করিয়া দিতেছ। হা! স্বপ্ন কি সুখকর! বহুদিন হইল, আমি অপহৃত হইয়াছি, কিন্তু স্বপ্নপ্রভাবেই আজ এই রামদূতকে দেখিলাম; এক্ষণে যদি একবার প্রিয়তম রাম ও লক্ষ্মণের দর্শন পাই, তাহা হইলে আমাকে আর এই রূপ অবসন্ন হইতে হয় না। কিন্তু বলিতে কি, অদৃষ্টদোষে স্বপ্নও আমার শুভদ্বেষী শত্রু হইয়াছে। অথবা না, ইহা স্বপ্ন নহে; স্বপ্নে বানরকে দেখিয়া এই রূপ অভ্যুদয় লাভ সম্ভব হয় না। ইহা কি মনের ভ্রম?

না বায়ুর ব্যাপার? ইহা কি উন্মাদজ বিকার? না মরীচিকা? অথবা না, ইহা উন্মাদ নহে, উন্মাদবৎ মোহও নহে, কারণ আমি আপনাকে এবং নিকটস্থ বানরকেও সম্যক্‌রূপ বুঝিতেছি।

জানকী নানা বিতর্কের পর ঐ বানরকে মায়াবী রাবণ বলিয়াই বিশ্বাস করিলেন, এবং তৎকালে উহাঁর সহিত বাক্যালাপ করিতে বিরত হইলেন। তখন হনুমান জানকীর মনোগত অভিপ্রায় সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়া, শ্রুতি-সুখকর বাক্যে হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মহাত্মা রাম সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন। সকলেই তাঁহার প্রতি অসাধারণ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে। তিনি ধনাধিপতি কুবেরের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন, এবং মহাযশা বিষ্ণুর ন্যায় বীর্য্যবান্; তিনি সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় সত্যনিষ্ঠ ও মিষ্টভাষী; তিনি অত্যন্ত রূপবান্, যেন মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প; তাঁহার রাজদণ্ড যথাস্থানেই উদ্যত হইয়া থাকে। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জীবলোক তাঁহারই বাহুচ্ছায়ায় সুখী হইয়া আছে। দেবি! যে দুরাত্মা সেই মহাবীরকে মৃগরূপে অপসারণ পূর্ব্বক শূন্য আশ্রম হইতে তোমাকে আনয়ন করিয়াছিল, দেখিও, সে অচিরাৎই ইহার ফল লাভ করিবে। তিনি জ্বলন্তঅগ্নিকল্প ক্রোধনির্মুক্ত শরে শীঘ্র তাহারে বিনাশ করিবেন। আমি তাঁহারই আদেশে তোমার সকাশে আসিয়াছি। তিনি তোমার বিরহে অতিমাত্র কাতর হইয়া তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তেজস্বী লক্ষ্মণ অভিবাদন পূর্ব্বক তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

রামের মিত্র কপিরাজ সুগ্রীব তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ইহাঁরা প্রতিনিয়তই তোমাকে স্মরণ করিয়া থাকেন। তুমি রাক্ষসীগণের বশবর্ত্তিনী হইয়া ভাগ্যবলেই জীবিত রহিয়াছ! তুমি অবিলম্বে রাম ও লক্ষ্মণের সন্দর্শন পাইবে। অসংখ্য বানরসৈন্যের মধ্যে কপিরাজ সুগ্রীবকে দেখিতে পাইবে। আমি তাঁহারই নিয়োগে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছি, এবং স্ববীর্য্যে রাবণের মস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক তোমায় দেখিতে আসিয়াছি। দেবি! আমি মায়াবী রাবণ নহি। তুমি এই আশঙ্কা পরিত্যাগ এবং আমার বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

তখন জানকী হনুমানের নিকট রামের কথা শুনিয়া সান্ত্ব ও মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বানর! রামের সহিত কোথায় তোমার সংশ্রব? তুমি কিরূপে লক্ষ্মণকে জ্ঞাত হইলে? এবং নরবানরের সমাগমই বা কোন সূত্রে সংঘটন হইল? আরও, রাম ও লক্ষ্মণের অঙ্গে যে সমস্ত অভিজ্ঞান চিহ্ন আছে, তুমি পুনরায় সেই সকল উল্লেখ কর, শুনিলে অবশ্যই আমি বীতশোক হইব।

তখন হনুমান কহিলেন, দেবি! তুমি যে, আমায় এইরূপ জিজ্ঞাসিতেছ, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। এক্ষণে আমি,

রাম ও লক্ষ্মণের যে সমস্ত চিহ্ন দেখিয়াছি কীর্ত্তন করি, শুন। রাম পদ্মপলাশলোচন, তাঁহার মুখশ্রী পুর্ণ চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়-দর্শন, তিনি আজন্ম সুরূপ ও সবল। তিনি তেজে সূর্য্যের ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং যশে ইন্দ্রের ন্যায়। তিনি জীবলোকের রক্ষক ও স্বজন-পালক। তিনি ধর্ম্মশীল ও সুশীল, বর্ণচতুষ্টয় তাঁহারই আশ্রয়ে কাল যাপন করিতেছে। তিনি স্বতঃ পরতঃ লোকের মর্য্যাদা বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। তিনি দীপ্তিমান্, সকলেই তাঁহাকে সম্মান করে। ব্রহ্মচর্য্যে তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা; তিনি সাধু-গণের উপকার ও সৎকার্য্যের প্রচার করিয়া থাকেন। রাজ-নীতি তাঁহার কণ্ঠস্থ, বিপ্রসেবায় তাঁহার একান্ত অনুরাগ; তিনি জ্ঞানী ও বিনীত; যজুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ ও বেদাঙ্গে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তিনি বেদবিৎগণের পূজিত; তাঁহার স্কন্ধ স্থূল, বাহু দীর্ঘ, গ্রীবা মনোহর, আনন সুন্দর, জত্রু-দ্বয় প্রচ্ছন্ন, চক্ষু তাম্রবর্ণ। তাঁহার স্বর দুন্দুভির ন্যায় গভীর, বর্ণ শ্যামল ও চিক্কণ। তাঁহার মণিবন্ধ, মুষ্টি ও উরু স্থির, মুষ্ক ভ্রু ও বাহু লম্বিত, কেশাগ্র ও জানু সমান। তাঁহার নাভি-মধ্য, কুক্ষি ও বক্ষ উন্নত, নেত্রান্ত নখ ও করচরণতল আরক্ত, পদরেখা ও কেশ স্নিগ্ধ। তাঁহার স্বর গতি ও নাভি গভীর, উদর ও কণ্ঠে ত্রিবলী, পদমধ্য, পদরেখা ও স্তনচূচুক নিমগ্ন; তাঁহার পৃষ্ঠ ও জঙ্ঘা হ্রস্ব, মস্তকে তিনটী কেশের আবর্ত্ত, অঙ্গুষ্ঠমূল ও ললাটে চারিটী রেখা, দেহপ্রমাণ চারি হস্ত। তাঁহার বাহু, জানু, উরু ও গণ্ড সমান, ভ্রু, নেত্র ও কর্ণ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ স্থান এরূপ, দন্তপংক্তির পার্শ্বে অপর দন্ত। তাঁহার

গতি সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী ও বৃষের অনুরূপ; ওষ্ঠ, হনু ও নাসা প্রশস্ত; মুখ নখ ও লোম স্নিগ্ধ। তাঁহার বাহু অঙ্গুলী ও উরু দীর্ঘ, মুখাদি দশ স্থান পদ্মাকার, ললাটাদি দশ স্থান প্রশস্ত, অঙ্গুলি পর্ব্ব প্রভৃতি নয়টী স্থান সূক্ষ্ম। সত্যধর্ম্মে তাঁহার নিষ্ঠা আছে; তিনি দেশকালজ্ঞ ও প্রিয়বাদী। লক্ষ্মণ নামে তাঁহার এক বৈমাত্র ভ্রাতা আছেন। তিনি অনুরাগ রূপ ও গুণে জ্যেষ্ঠের অনুরূপ। তাঁহার বর্ণ স্বর্ণের মত; তিনি মহাবীর। দেবি! ঐ দুই ভ্রাতা তোমার উদ্দেশ লাভের নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছিলেন, এই প্রসঙ্গে বানরজাতির সহিত তাঁহাদিগের পরিচয় হয়। ঐ সময় কপিরাজ সুগ্রীব বালির বলবীর্য্যে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, বৃক্ষবহুল ঋষ্যমূক আশ্রয় করিয়াছিলেন। তৎকালে বালির উৎপীড়ন-ভয় তাঁহাকে নিতান্তই কাতর করিয়া তুলে। আমরা তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলাম। তিনি প্রিয়দর্শন ও সত্যপ্রতিজ্ঞ। তিনি ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উপবেশন করিয়া আছেন, ইত্যবসরে ধনুর্ধারী চীরবসন রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হন। কিন্তু তিনি উহাঁদিগকে দেখিবামাত্র অত্যন্ত ভীত হইয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক শৈলশিখরে আরোহণ করেন। পরে আমি তাঁহার আদেশে ঐ দুই মহাবীরের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হইলাম এবং উহাঁরা যে কি জন্য ঋষ্যমূকে আসিয়াছেন, তাহার কারণও জানিলাম। দেবি! উহাঁদিগকে দেখিলে অত্যন্ত সুরূপ ও সুলক্ষণ বলিয়াই বোধ হয়।

পরে ঐ দুই রাজকুমার আমার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া

অতিশয় প্রীত হইলেন। আমিও উহাঁদিগকে পৃষ্ঠে আরোপণ পূর্ব্বক কপিরাজ সুগ্রীবের সন্নিহিত হইলাম এবং তাঁহার নিকট উহাদিগকে পরিচিত করিয়া দিলাম। তখন উহাঁরা পরস্পর কথাবার্ত্তায় যার পর নাই পরিতৃপ্ত হইলেন এবং পূর্ব্ব-বৃত্তান্তের প্রসঙ্গ করিয়া পরস্পরকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। বালী স্ত্রীলাভের জন্য সুগ্রীবকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, রাম তাঁহাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। দেবি! ঐ সময় লক্ষ্মণ সুগ্রীবের নিকট তোমার বিরহজ শোকের প্রসঙ্গ করিলেন, কিন্তু সুগ্রীব তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় একান্ত নিষ্প্রভ হইলেন। যখন রাবণ আকাশপথে তোমাকে লইয়া যায়, তখন তুমি অঙ্গের কএকখান অলঙ্কার পৃথিবীতে নিক্ষেপ কর। আমি তৎসমুদায় সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। বানরগণ সুগ্রীবের আদেশে হৃষ্ট হইয়া সেই গুলি রামকে প্রদর্শন করিল। রাম তোমার সেই সুদৃশ্য অলঙ্কার অঙ্কদেশে লইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। তাহার শোকানল যার পর নাই প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি প্রবল দুঃখে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন; তৎকালে তাঁহার ধৈর্য্যও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি বহুক্ষণ শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে নানারূপে সান্ত্বনা করিয়া বহুকষ্টে পুনরায় উত্থাপিত করি। পরে তিনি ঐ সমস্ত বহুমূল্য অলঙ্কার বারংবার সকলকে দেখাইতে লাগি-লেন এবং পুনর্ব্বার সুগ্রীবের হস্তে তৎসমুদায় রাখিয়া দিলেন। দেবি! দেবপ্রভাব রাম তোমাকে না দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, আগ্নেয় গিরি যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হয়, সেইরূপ তিনি

তোমার বিচ্ছেদে নিরন্তর জ্বলিতেছেন। অনিদ্রা শোক ও চিন্তা তাঁহাকে যার পর নাই সন্তপ্ত করিতেছে। ভূমিকম্পে প্রকাণ্ড পর্ব্বত যেমন বিচলিত হইয়া উঠে, সেই রূপ তোমার বিরহশোক তাঁহাকে চঞ্চল করিতেছে। তিনি রমণীয় কানন নদী ও প্রস্রবণ পর্য্যটন করিয়া থাকেন, কিন্তু কুত্রাপি শান্তি লাভ করিতে পারেন না। এক্ষণে সেই মহাবীর রাম, রাবণকে সগণে সংহার করিয়া শীঘ্রই তোমাকে উদ্ধার করিবেন। তিনি ও সুগ্রীব পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ হইয়া, বালিবধ ও তোমার অন্বেষণ এই দুই কার্য্যে প্রতিজ্ঞারূঢ় হন। পরে রাম স্বীয় বল বীর্য্যে বালিকে বিনাশ পূর্ব্বক সুগ্রীবকে বানর ভল্লূকের রাজা করিয়া দেন। দেবি! এইরূপেই নর বানরের সমাগম সংঘটন হইয়াছে, আমি তাঁহাদিগের দূত, আমার নাম হনূমান। কপিরাজ সুগ্রীব রাজ্য অধিকার করিয়া, বানরদিগকে তোমার উদ্দেশ লাভের জন্য দশ দিকে নিয়োগ করিয়াছেন। এক্ষণে উহারা সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছে। শ্রীমান অঙ্গদ সৈন্যসমষ্টির তৃতীয়াংশ লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন। আমি এই অঙ্গদেরই সমভিব্যাহারে আসিয়াছি। আমরা নির্গত হইয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতে অত্যন্ত বিপদস্থ হই, এবং তথায় দৈবদুর্ব্বিপাক বশত আমাদিগের বহু দিন অতীত হইয়া যায়। পরে আমরা কার্য্যে নৈরাশ্য, কালাতিপাত, এবং রাজভয় এই কএকটি কারণে শোকাকুলমনে প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হই। আমরা গিরিদুর্গ নদী ও প্রস্রবণ অন্বেষণ করিয়াছিলাম, কিন্তু পরিশেষে তোমার উদ্দেশ না পাইয়া প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হই এবং সেই পর্ব্বতে প্রায়োপ-

বেশন করিয়া থাকি। তদ্দৃষ্টে অঙ্গদ কাতর হইয়া বিস্তর বিলাপ করেন এবং তোমার অদর্শন, বালিবধ ও আমাদিগের প্রায়োপবেশন পুনঃ পুনঃ এই সমস্ত কথার উল্লেখ করেন। ঐ সময় কোন এক মহাবল মহাকায় বিহঙ্গ কার্য্যপ্রসঙ্গে তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার নাম সম্পাতি। তিনি জটায়ুর সহোদর। সম্পাতি অঙ্গদের মুখে ভ্রাতৃবধবার্ত্তা পাইবামাত্র অত্যন্ত কুপিত হইয়া কহিলেন, বল, কে আমার কনিষ্ঠ জটায়ুকে কোন্ স্থানে বিনাশ করিল? তখন দুরাত্মা রাবণ তোমার জন্য জনস্থানে জটায়ুকে যে বধ করিয়াছিল, অঙ্গদ এই কথা উল্লেখ করেন। পরে সম্পাতি তাহা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তুমি যে লঙ্কায় বাস করিতেছ তাহাও কহিয়া দিলেন।

অনন্তর আমরা বিহগরাজের এই প্রীতিকর কথায় পুলকিত হইয়া বিন্ধ্য গিরি হইতে সমুদ্রতীরে আগমন করিলাম। তৎকালে তোমার দর্শন পাইবার জন্য আমাদিগের বিশেষ উৎসাহ জন্মিয়া ছিল। কিন্তু আমরা সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া যার পর নাই চিন্তিত হইলাম। বানরসৈন্য উপায়ান্তর না দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল। পরে আমি ভয় দূর করিয়া ঐ শত যোজন অক্লেশে লঙ্ঘন করিলাম এবং রাত্রিকালে রাক্ষসপূর্ণ লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইয়া রাবণকে ও তোমাকে দেখিলাম।

দেবি! যেরূপ ঘটিয়াছে, আমি আনুপূর্ব্বিক সমস্তই কহিলাম। এক্ষণে তুমি আমার সহিত সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হও। আমি রামের দূত; আমি রামের জন্যই এইরূপ সাহসের কর্ম্ম

করিয়াছি, এবং তোমার উদ্দেশ লাভার্থই এই স্থানে আসি-য়াছি। পবনদেব আমার পিতা, আমি কপিরাজ সুগ্রীবের সচিব। এক্ষণে রাম কুশলে আছেন, যিনি জ্যেষ্ঠের পরি-চর্য্যায় অনুরক্ত এবং জ্যেষ্ঠেরই হিত সাধনে আসক্ত, সেই সুলক্ষণাক্রান্ত লক্ষ্মণও কুশলে আছেন। এক্ষণে কেবল আমিই সুগ্রীবের আদেশে এই স্থানে আসিয়াছি। কেবল অমিই তোমার উদ্দেশ লাভের জন্য এই দক্ষিণ দিকে উপ-স্থিত হইয়াছি। বানরসৈন্যরা তোমার অদর্শনে অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া আছে। এক্ষণে আমি সৌভাগ্যক্রমে তোমার সংবাদ দিয়া তাহাদিগকে পুলকিত করিব। সৌভাগ্যক্রমেই আমার এই সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার পরিশ্রম ব্যর্থ হইল না।

দেবি! অতঃপর আমি তোমার উদ্দেশকৃত যশ অধিকার করিব এবং মহাবীর রামও রাবণকে সগণে সংহার করিয়া অবিলম্বে তোমায় লাভ করিবেন। আমি হনুমান, কপিবর কেশরীর পুত্র। ঐ কেশরী মাল্যবান নামে এক উৎকৃষ্ট পর্ব্বতে বাস করিতেন। পরে তথা হইতে গোকর্ণ পর্ব্বতে প্রস্থান করেন। তিনি তথায় পবিত্র সমুদ্রতীর্থে দেবর্ষিগণের আদেশে শাম্বসাদন নামে এক অসুরকে সংহার করিয়া-ছিলেন। আমি এই কেশরীর ক্ষেত্রজাত ও বায়ুর ঔরস পুত্র। স্ববীর্য্যে হনুমান নামে প্রথিত হইয়াছি। আমি রামের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য নিজের এই সমস্ত গুণ উল্লেখ করিয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি চিন্তিত হইও না, তিনি অচি-রাৎ নিশ্চয়ই এই স্থান হইতে তোমাকে লইয়া যাইবেন।

তখন শোকার্ত্তা সীতা এই সকল বিশ্বস্ত কারণে হনুমানকে রামদূত বলিয়াই স্থির করিলেন। তাঁহার মনে অত্যন্ত হর্ষের উদ্রেক হইল, নেত্রযুগল হইতে অনর্গল আনন্দবারি নির্গত হইতে লাগিল, এবং মুখমণ্ডলও উপরাগমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি হনুমানকে বানরই বোধ করিলেন। উহাঁকে দেখিয়া তাঁহার মনোমধ্যে যে নানা রূপ কুতর্ক উপস্থিত হইতেছিল, তাহাও দূর হইয়া গেল।

তখন হনুমান ঐ প্রিয়দর্শনাকে কহিলেন, দেবি! এই আমি তোমাকে সমস্তই কহিলাম, এক্ষণে তুমি আশ্বস্ত হও। অতঃপর আমি কি করিব এবং তোমার অভীষ্টই বা কি? বল, আমি আর এ স্থানে থাকিতেছি না। বায়ুর ঔরসে আমার জন্ম এবং আমার প্রভাব তাঁহারই অনুরূপ। তুমি আমাকে যেরূপ আদেশ করিবে, আমি স্বীয় বলবীর্য্যে তাহা অবশ্যই সাধন করিব।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর হনুমান সীতার মনে বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত পুনরায় কহিলেন, দেবি! আমি ধীমান রামের দূত জাতিতে বানর। এক্ষণে তুমি এই রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় নিরীক্ষণ কর। রাম ইহা আমাকে অর্পণ করিয়াছেন, আমি তোমার প্রত্যয়ের জন্য ইহা আনয়ন করিয়াছি। তুমি আশ্বস্ত হও দেখিও শীঘ্রই তোমার এই দুঃখের অবসান হইবে।

তখন জানকী হনূমানের হস্ত হইতে রামের করভূষণ অঙ্গুরীয় গ্রহণ পূর্ব্বক সতৃষ্ণনয়নে দেখিতে লাগিলেন এবং রামের সমাগম লাভে যেরূপ প্রীত হন, তিনি ঐ অঙ্গুরীয় পাইয়া সেই রূপই প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার রমণীয় মুখ রাহুগ্রাসনির্ম্মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি পরিতুষ্ট হইয়া সমাদর পূর্ব্বক হনূমানকে এইরূপ কহিতে লাগিলেন, বানর! তুমি যখন একাকীই এই রাক্ষসপুরী লঙ্কায় আসিয়াছ তখন তুমি বীর, সমর্থ ও বিজ্ঞ সন্দেহ নাই। মহাসাগর নক্রমকরপূর্ণ ও শতযোজন বিস্তীর্ণ, তুমি যখন ইহা গোষ্পদবৎ জ্ঞান করিয়াছ, তখন তোমার বিক্রম শ্লাঘনীয় সন্দেহ নাই। বীর! আমি তোমাকে সামান্য বোধ করি না। তুমি সমুদ্র দর্শনে ভীত এবং রাবণ হইতেও শঙ্কিত হও নাই। এক্ষণে যদি তুমি রামের নিদেশে আগমন করিয়া থাক, তবে আমার সহিত কথোপকথন কর। রাম অপরীক্ষিত অদৃষ্টবীর্য্য ব্যক্তিকে কখনই আমার নিকট প্রেরণ করিবেন না। বলিতে কি, আমি ভাগ্যক্রমেই সেই সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মশীল রাম ও লক্ষ্মণের কুশল বার্ত্তা জানিতে পারিলাম। দূত! যদি রামের কোনরূপ অমঙ্গল না ঘটিয়া থাকে, তবে তিনি প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় উত্থিত হইয়া, ক্রোধভরে এই সসাগরা পৃথিবীকে কেন ভস্মসাৎ করিতেছেন না? অথবা দেবগণকে নিগ্রহ করাও তাঁহার পক্ষে অধিক নহে, কিন্তু বোধ হয়, আমার অদৃষ্টে আজিও দুঃখের অবসান হয় নাই। বীর! এক্ষণে রাম ত দুঃখে কাতর নহেন? তিনি ত আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন? দীনতা ও ভয় তাঁহাকে ত

অভিভূত করে নাই? কার্য্যকালে তাঁহার ত কোন রূপ বুদ্ধি-মোহ উপস্থিত হয় না? পৌরুষ প্রকাশে তাঁহার ত সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে? তিনি ত জয় লাভের জন্য মিত্রবর্গে সাম দান এবং শত্রুগণে ভেদ ও দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন? তাঁহার ত প্রকৃত মিত্র আছে, এবং তাঁহার প্রতি মিত্রগণের ত যথোচিত অনুরাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে? দেবপ্রসাদ লাভ করিতে তাঁহার ত ঔদাস্য নাই? দূরবাস নিবন্ধন তিনি ত আমার উপর বীতরাগ হন নাই? সেই রাজকুমার কখন দুঃখ সহ্য করেন নাই, তিনি নিয়ত সুখেই কাল ক্ষেপণ করিয়াছেন, এক্ষণে ক্লেশের পর ক্লেশ সহ্য করিয়া ত অবসন্ন হইতেছেন না? আর্য্যা কৌশল্যা দেবী, সুমিত্রা ও ভরতের কুশল বার্ত্তা ত সর্ব্বদাই শ্রুত হওয়া যায়? রাম কি আমার শোকে অতিশয় কাতর হইয়াছেন? তিনি কি নিরবচ্ছিন্ন বিমনা হইয়া আছেন? ভ্রাতৃবৎসল ভরত আমার উদ্ধার-সংকল্পে কি মন্ত্রি-রক্ষিত সৈন্যগণকে নিয়োগ করিবেন? কপিরাজ সুগ্রীব তীক্ষ্ণদশন খরনখ বানরসৈন্যে পরিবৃত হইয়া কি এই স্থানে আসিবেন? মহাবীর লক্ষ্মণ কি শরনিকরে নিশাচরগণকে সংহার করিবেন? আমি কি শীঘ্র রামের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে রাবণকে স্ববংশে বিনষ্ট দেখিতে পাইব? প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে জল-শোষ হইলে পদ্ম যেমন ম্লান হইয়া যায়, তদ্রূপ রামের সেই পদ্মগন্ধি মুখ আমার বিরহে কি শুষ্ক হইয়াছে? তিনি যখন ধর্ম্মের উদ্দেশে রাজ্য পরিত্যাগ করেন এবং যখন পাদচারে আমাকে লইয়া অরণ্যে নিষ্ক্রান্ত হন, তৎকালে যেমন তাঁহার ভয়, শোক কিছুমাত্র ছিল না, এখনও কি তিনি সেইরূপ

আছেন ? দূত ! মাতা পিতা বা যে কেহ হউন না, রামের পক্ষে আমা অপেক্ষা অধিক বা আমার সমান কেহই স্নেহের পাত্রী নাই। আমি যতক্ষণ তাঁহার সংবাদ পাইব, জানিও তাবৎকাল আমার জীবন। জানকী এই বলিয়া রামসংক্রান্ত সুমধুর কথা কর্ণগোচর করিবার জন্য মৌনাবলম্বন করিলেন।

তখন হনুমান মস্তকে অঞ্জলি স্থাপন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, দেবি ! তুমি যে এই লঙ্কায় বাস করিতেছ পদ্মপলাশলোচন রাম তাহা জ্ঞাত নহেন ; জানিলে নিশ্চয়ই আসিয়া তোমাকে উদ্ধার করিতেন। এক্ষণে তিনি আমার নিকট তোমার সংবাদ পাইলে বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন এবং অক্ষোভ্য সমুদ্রকে শরজালে স্তম্ভিত করিয়া এই লঙ্কা নগরী রাক্ষসশূন্য করিবেন। যদি এই বিষয়ে স্বয়ং মৃত্যুও অন্তরায় হন, যদি সুরাসুরও কোন রূপ ব্যাঘাত দেন, তবে তিনি তাঁহাদিগকেও বিনাশ করিবেন। দেবি ! রাম তোমার অদর্শনে কাতর হইয়া সিংহনিপীড়িত মাতঙ্গের ন্যায় অত্যন্ত অশান্ত হইয়াছেন। আমি মলয়, মন্দর, বিন্ধ্য, সুমেরু, ও দর্দ্দুর পর্ব্বতের নামোল্লেখ পূর্ব্বক শপথ করিতেছি, ফলমূল স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, তুমি সেই রামের কুণ্ডলশোভিত উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখমণ্ডল শীঘ্রই দেখিতে পাইবে। দেবি ! তুমি রামকে ঐরাবতপৃষ্ঠে উপিত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় শীঘ্রই প্রস্রবণ শৈলে উপবিষ্ট দেখিতে পাইবে। তিনি তোমার বিরহে আর মদ্য মাংস স্পর্শ করেন না, যথাকালে শাস্ত্রবিহিত বন্য ফল মূলে দিন পাত করিয়া থাকেন। সেই রাজকুমার সমস্ত

রাত্রি কেবল তোমারই ধ্যানে নিমগ্ন, দংশ মশক কীট ও সরীসৃপের উপদ্রপ কিছুই জানিতে পারেন না। তিনি নিয়ত শোকাক্রান্ত ও চিন্তিত হইয়া আছেন, তোমার বিরহে অন্য কোন রূপ ভাবনা তাঁহার মনে কদাচই উদিত হয় না। একে তিনি নিরবচ্ছিন্ন জাগরণক্লেশ সহিতেছেন, তাহাতে যদিও কখন নিদ্রিত হন, তাহা হইলে সীতা এই মধুর নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক সহসা প্রবুদ্ধ হইয়া থাকেন। তিনি ফল পুষ্প বা অন্য কোন স্ত্রীজনকমনীয় পদার্থ দেখিলে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক হা প্রিয়ে বলিয়া রোদন করেন। দেবি! সেই বীর এই রূপে পরিতপ্ত হইতেছেন এবং তোমাকে পাইবার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিতেছেন।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর চন্দ্রাননা জানকী হনূমানকে ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, দূত! তোমার কথা বিষমিশ্রিত অমৃত; রাম অনন্যমনে আছেন এই বাক্য অমৃত, আর তিনি নিতান্ত শোকাকুল রহিয়াছেন, এই কথা বিষ। প্রভূত সম্পদ বা ঘোর বিপদেই হউক, দৈব সকল ব্যক্তিকেই যেন রজ্জু দ্বারা কঠোর বন্ধন পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ কেহ দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না; এই দৈব দুর্ব্বিপাকেই আমরা বিপদে পড়িয়াছি। এক্ষণে সমুদ্রে তরণী জলমগ্ন

হইলে সন্তরণ বলে যেমন তীরে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তদ্রূপ রাম সবিশেষ যত্নে শোকের পরপার দেখিতে পাইবেন। জানি না, কবে সেই মহাবীর, রাবণকে রাক্ষসগণের সহিত সংহার ও লঙ্কাপুরী ছারখার করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইবেন। যাহাতে শীঘ্র এই কার্য্য সম্পন্ন হয় তজ্জন্য তুমি তাঁহাকে অনুরোধ করিও ; দেখ, যাবৎ না এই সংবৎসর পূর্ণ হইতেছে, ততদিন আমি প্রাণধারণ করিব। নিষ্ঠুর রাবণ আমার সহিত যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে, তদনুসারে এইটী দশম মাস, সুতরাং বর্ষশেষের আর দুই মাস কাল অবশিষ্ট আছে। বিভীষণ আমাকে রামের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য রাবণকে বিস্তর অনুনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ দুষ্ট তদ্বিষয়ে কিছুতেই সম্মত হয় নাই। সে মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইয়াছে, কৃতান্ত তাহাকে যুদ্ধে অনুসন্ধান করিতেছে। ঐ বিভীষণের কলা নাম্নী সর্ব্বজ্যেষ্ঠা এক কন্যা আছে। সে মাতৃনিয়োগে একদা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিয়াছিল, এই লঙ্কাপুরীতে অবিন্ধ্য নামে এক বৃদ্ধ রাক্ষস বাস করেন। তিনি ধীমান বিদ্বান সুশীল ও সুধীর। তিনি রাবণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। ঐ অবিন্ধ্য একদা উহাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন, তুমি যদি রামকে জানকী প্রত্যর্পণ না কর তাহা হইলে তিনি শীঘ্রই রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিবেন, কিন্তু ঐ দুরাত্মা তাঁহার এই হিতকর বাক্যে কর্ণপাতও করে নাই।

বানর! এক্ষণে বোধ হয়, রাম শীঘ্রই আমাকে উদ্ধার করিবেন; এই বিষয়ে আমার কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে না। তাঁহার যেরূপ বলবীর্য্য তাহা পর্য্যালোচনা

করিলে আমাকে উদ্ধার করা তাঁহার পক্ষে সামান্যই বোধ হয়। দেখ, উৎসাহ পৌরুষ ও প্রভাব এই কএকটী গুণ তাঁহাতে দীপ্যমান। যিনি লক্ষ্মণের সাহায্য না লইয়া জন-স্থানে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সৈন্য ছিন্নভিন্ন করিয়াছেন, এক্ষণে কোন্ শত্রু তাঁহার ভয়ে শঙ্কুচিত্ত না হইবে? রাক্ষসগণ যদিও তাঁহাকে বিপদস্থ করিয়াছে কিন্তু তাঁহার সহিত উহাদিগের কোন অংশেই উপমা হইতে পারে না। শচী যেমন ইন্দ্রের প্রভাব অবগত আছেন, সেইরূপ আমিও রামের প্রভাব সম্যক জানিয়াছি। তিনি দীপ্ত দিবাকর তুল্য, শরজালই তাঁহার কিরণ, এক্ষণে তিনি তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই রাক্ষসময় সলিল শুষ্ক করিবেন।

তখন হনুমান কহিতে লাগিলেন, দেবি! রাম আমার নিকট তোমার সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র বানর ভল্লুক সমভি-ব্যাহারে লইয়া শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন। অথবা তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, আমি অদ্যই তোমাকে এই রাক্ষসদুঃখ হইতে উদ্ধার করিব; তোমায় পৃষ্ঠোপরি রাখিয়া অক্লেশে বিস্তীর্ণ সমুদ্র সন্তরণ করিব; এবং রাবনের সহিত লঙ্কা নগরীও লইয়া যাইব। অগ্নি যেমন ইন্দ্রকে হব্য কব্য প্রদান করিয়া থাকেন, সেইরূপ আজ আমি সেই শৈলবিহারী রামের হস্তে তোমায় অর্পণ করিব। আজ তুমি দৈত্যবধো-দ্যত বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রান্ত রাম ও লক্ষ্মণকে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে। দেবি! রাম তোমার দর্শন পাইবার জন্য অত্যন্তই উৎসুক, তিনি শৈলশিখরে সাক্ষাৎ পুরন্দরের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন, তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, এ বিষয়ে ঔদাস্য

বা উপেক্ষা করিও না। চন্দ্রের সহিত রোহিণীর ন্যায় তুমি রামের সহিত সমাগম ইচ্ছা কর। তোমার সমস্ত সুলক্ষণ দৃষ্টে আমার প্রতীতি হইতেছে যেন তুমি শীঘ্রই রামের সহিত মিলিত হইবে। এক্ষণে তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, চল, আমি তোমাকে লইয়া আকাশপথে সমুদ্র পার হই। গমন কালে লঙ্কাবাসী রাক্ষসগণের মধ্যে কেহই আমার অনুসরণ করিতে পারিবে না। দেবি! আমি যেরূপে এস্থানে আসিয়াছি, তোমাকে লইয়া গগনমার্গে আবার সেইরূপেই প্রস্থান করিব।

তখন জানকী হনুমানের কথায় হৃষ্ট ও বিস্মিত হইয়া কহিলেন বীর! তুমি এই দূর পথে কি রূপে আমায় লইয়া যাইবে? বলিতে কি, এইরূপ বুদ্ধিতেই তোমার বানরত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। তুমি যার পর নাই ক্ষুদ্রাকার, এক্ষণে বল, কিরূপে আমাকে লইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইবে?

তখন হনুমান মনে করিলেন, জানকী আমায় যেরূপ কহিলেন, এইরূপ কথা আমার পক্ষে নূতন পরাভব। ইনি আমার বল ও প্রভাবের কিছুই জানেন না। আমি ইচ্ছা করিলে কি প্রকার আকার ধারণ করিতে পারি, এক্ষণে ইনি তাহাই প্রত্যক্ষ করুন।

হনুমান এইরূপ চিন্তা করিয়া জানকীকে আপনার পূর্ব্বরূপ প্রদর্শন করিবার সংকল্প করিলেন এবং ঐ শিংশপা বৃক্ষ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক সীতার মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং মেরু-মন্দরাতুল্য ও প্রদীপ্ত অগ্নিকল্প। তাঁহার আকার ভীষণ, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ,

এবং দংষ্ট্রা ও নখ বজ্রসার ও সুদৃঢ়। তিনি এই রূপ পূর্ব্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক জানকীর সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, দেবি! আমি এই লঙ্কাপুরী, বন, পর্ব্বত, প্রাসাদ, প্রাকার, তোরণ, অধিক কি, রাবণেরও সহিত অক্লেশে লইয়া যাইব। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর, কিছুতেই সন্দিগ্ধ হইও না এবং আমার সহিত গমন পূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণকে বীত-শোক কর।

তখন কমললোচনা জানকী হনূমানের ঐ ভীম মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, বীর! আমি তোমার বলবীর্য্য বুঝিলাম; তোমার গতিবেগ বায়ুতুল্য এবং তেজ অগ্নিকল্প, তাহাও জানিতে পারিলাম। ফলত সামান্য লোক কিরূপেই বা এই স্থানে আসিবে। যাহাই হউক, এক্ষণে তুমি যে আমায় লইয়া অপার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ হইতেছে না। কিন্তু সবিশেষ বুঝিয়া কার্য্য করা আবশ্যক। দেখ, তুমি যখন আমাকে পৃষ্ঠে লইয়া প্রস্থান করিবে, তখন তোমার গতিবেগে হয় ত আমি বিমোহিত হইতে পারি। আমি মহাসমুদ্রের উপর আকাশপথে অবস্থান করিব, কিন্তু তৎকালে হয় ত বেগবশাৎ তোমার পৃষ্ঠ হইতে আমি পতিত হইতে পারি। সমুদ্র জলজন্তুতে পরিপূর্ণ, আমি পতিত হইলে নক্রকুম্ভীরগণ নিশ্চয়ই আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। বীর! আমি স্ত্রীলোক, তুমি যদি আমাকে লইয়া প্রস্থান কর, তাহা হইলে রাক্ষসগণের মনে নিশ্চয়ই সন্দেহ উপস্থিত হইবে, এবং উহারা আমাকে হ্রিয়মাণ দেখিয়া দুরাত্মা রাবণের নিয়োগে তোমার অনুসরণ করিবে। পরে ঐ

সমস্ত রাক্ষসবীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক তোমাকে এবং আমাকে প্রাণসঙ্কটে ফেলিবে। উঁহাদের হস্তে অস্ত্রশস্ত্র, তুমি আকাশে নিরস্ত্র, উঁহারা বহুসংখ্য, তুমি একাকী, সুতরাং এই রূপ অবস্থায় তুমি কি প্রকারে উঁহাদিগকে অতিক্রম পূর্ব্বক আমায় রক্ষা করিবে? বোধ হয়, রাক্ষসগণের সহিত তোমার যুদ্ধ ঘটিবে যুদ্ধ ঘটিলে আমি সভয়ে কম্পিতদেহে তোমার পৃষ্ঠ হইতে পতিত হইব। রাক্ষসগণ নিতান্ত ভীষণ, হয় ত উঁহারা কথঞ্চিৎ তোমাকে জয় করিতে পারে। অথবা যদিচ তুমি জয়ী হও, তথাচ যুদ্ধের সময় আমার রক্ষা বিধানে বিমুখ হইলে আমি নিশ্চয়ই পতিত হইব এবং পাপাচার রাক্ষসেরাও আমাকে লইয়া প্রস্থান করিবে। বলিতে কি, তৎকালে উঁহারা তোমার হস্ত হইতে আমাকে বিনাশও করিতে পারে। আরও, যুদ্ধে জয় ও পরাজয়ের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। রণস্থলে রাক্ষসগণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিবে, ইহাতে আমি নিশ্চয়ই ভীতও বিপন্ন হইব এবং তোমারও সমস্ত প্রয়াস বিফল হইয়া যাইবে। বীর! যদিচ তুমি রাক্ষসদিগকে সহজে সংহার করিতে সমর্থ হও, কিন্তু ইহা দ্বারা রামের যশঃক্ষয় হইবে সন্দেহ নাই। আরও, রাক্ষসেরা তোমার হস্ত হইতে আমায় আচ্ছিন্ন করিয়া এমন এক প্রচ্ছন্ন স্থানে রাখিতে পারে, যে রাম ও বানরগণ তাহার কিছুই জানিতে পারিবেন না। সুতরাং একমাত্র আমারই জন্য তোমার সমুদ্র লঙ্ঘন প্রভৃতির সমস্ত ক্লেশ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কিন্তু তুমি যদি রামের সহিত এখানে উপস্থিত হও, তাহাতে বিশেষ ফল দর্শিবার সম্ভাবনা। মহাবীর রাম, লক্ষ্মণ, তুমি ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ তোমাদের সকলেরই জীবন সম্পূর্ণ

আমার অধীন, কিন্তু তোমরা আমার উদ্ধার-সঙ্কল্পে নিরাশ হইলে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবে। বীর! আমি পতিভক্তির অনুরোধে রাম ব্যতীত অন্য পুরুষকে স্পর্শ করিতেও ইচ্ছুক নহি। দুরাত্মা রাবণ বল পূর্ব্বক আমাকে তাহার অঙ্গস্পর্শ করাইয়াছিল, কিন্তু আমি কি করিব, তৎকালে আমি নিতান্ত অনাথা ও বিবশা ছিলাম। এক্ষণে যদি রাম স্বয়ং আসিয়া আমাকে এস্থান হইতে লইয়া যান, তবেই তাঁহার উচিত কার্য্য করা হইবে। আমি সেই মহাবীরের বলবীর্য্য দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি; দেব, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসগণের মধ্যে কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে না। তিনি যখন রণস্থলে শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় নিরীক্ষিত হন, তখন কে তাঁহাকে সহিতে পারিবে? তিনি যখন রণস্থলে বীর লক্ষ্মণের সহিত মত্ত দিগ্‌গজের ন্যায় বিচরণ করেন, তখন যুগান্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে জ্যোতি নির্গত হইয়া থাকে। দূত! তুমি সুগ্রীবের সহিত সেই দুই মহাবীরকে শীঘ্র এই স্থানে আনয়ন কর, আমি রামের শোকে একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া আছি, তুমি তাঁহাকে আনিয়া আমাকে সন্তুষ্ট কর।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর কপিপ্রবীর হনুমান জানকীর এই বাক্যে অতিমাত্র প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিতে লাগিলেন, দেবি! তুমি সঙ্গত

কথাই কহিতেছ ; ইহা স্ত্রীস্বভাব পাতিব্রত্য ও বিনয়ের সম্যক্ উপযোগী হইতেছে। তুমি স্ত্রীলোক, সুতরাং আমার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক শত যোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করা তোমার পক্ষে যে অসম্ভব তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। জানকী! রাম ব্যতীত পুরুষান্তর স্পর্শ করা তোমার অকর্ত্তব্য, তুমি এই যে একটী কারণ উল্লেখ করিতেছ ইহা সেই মহাত্মা রামের সহধর্ম্মিণীর উপযুক্তই হইতেছে। তোমা ব্যতীত এই রূপ আর কে বলিতে পারে? এক্ষণে তুমি যে সমস্ত কথা কহিলে, রাম আমার নিকট এই গুলি অবশ্যই শুনিতে পাইবেন। আমি রামের প্রিয়চিকীর্ষা ও স্নেহে প্রবর্ত্তিত হইয়া তোমাকে এই রূপ কহিতেছিলাম। এই লঙ্কাপুরী নিতান্ত দুষ্প্রবেশ, মহা সমুদ্র যার পর নাই দুর্লঙ্ঘ্য, এবং আমার শক্তিও অসাধারণ, এই সমস্ত কারণে আমি তোমাকে ঐ রূপ কহিতেছিলাম। আমি আজি রামের সহিত তোমাকে সম্মিলিত করিয়া দেই এই আমার ইচ্ছা ; ফলত তাঁহার প্রতি স্নেহ ও তোমার প্রতি ভক্তি এই দুই কারণে আমি তোমাকে ঐ রূপ কহিতেছিলাম। অন্য কোন অভিসন্ধি করিয়া যে ঐ কথা কহিয়াছি এরূপ সম্ভাবনা করিও না। এক্ষণে যদি তুমি আমার সহিত গমন করিতে উৎসাহী না হও, তাহা হইলে রামের প্রত্যয়ের জন্য কোন একটী অভিজ্ঞান দেও।

তখন জানকী বাষ্প গদগদস্বরে কহিলেন, দূত! তুমি এই উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞান রামের নিকট উল্লেখ করিও। চিত্রকূটের পূর্ব্বোত্তরভাগে একটী প্রত্যন্ত পর্ব্বত আছে। উহা ফলমূলবহুল ও সিদ্ধজনসঙ্কুল ; উহার অদূরে মন্দাকিনী প্রবাহিত

হইতেছেন। আমি যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছি, ঐ স্থানে সেই ঘটনা উপস্থিত হয়। এক্ষণে তুমি গিয়া আমার বাক্যে রামকে কহিবে, নাথ! তুমি চিত্রকূট পর্ব্বতের পুষ্পসৌরভপূর্ণ উপবনে জলবিহার করিয়া আর্দ্রদেহে আমার ক্রোড়ে উপবেশন করিতে। একদা একটী কাক মাংসলোলুপ হইয়া আমাকে তুণ্ডপ্রহার করিয়াছিল। আমি লোষ্ট্র উদ্যত করিয়া উহাকে বারংবার নিবারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তৎকালে সে কোনক্রমেই আমার প্রতিষেধে ক্ষান্ত হয় নাই। তদ্দৃষ্টে আমি উহার উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছি, ব্যস্ততায় আমার কটিদেশ হইতে বস্ত্র স্খলিত হইয়াছে এবং আমি কাঞ্চীদাম পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিতেছি, ইত্যবসরে তুমি আমায় দেখিতে পাও এবং আমাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া উপহাস কর। তোমার উপহাসে আমি ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত হইলাম। তখন তুমি উপবিষ্ট ছিলে, আমি ক্ষতদেহে নিকটস্থ হইয়া শ্রান্তি নিবন্ধন তোমার ক্রোড়ে উপবেশন করিলাম। তুমি হৃষ্টমনে আমায় সান্ত্বনা করিতে লাগিলে। নাথ! আমার মুখে অশ্রুধারা, আমি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জন করিতেছি এবং সেই কাকের উপর যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছি, ইত্যবসরে তুমি আমায় দেখিতে পাও। পরে আমি শ্রান্তিভরে বহুক্ষণ তোমার ক্রোড়ে নিদ্রিত হইলাম। তুমিও বৈপরীত্যে আমার ক্রোড়ে শয়ন করিলে।

অনন্তর আমি জাগরিত ও উত্থিত হইলাম। ঐ কাকও পুনর্ব্বার আমার সন্নিহিত হইল এবং সহসা আমার স্তনমধ্য বিদীর্ণ করিয়া দিল। তুমি উত্থিত হইলে এবং আমাকে

ক্ষতবিক্ষত দেখিয়া ক্রোধভরে ভুজঙ্গবৎ গর্জ্জন করিতে লাগিলে। কহিলে, বল, কে তোমার স্তনমধ্য এইরূপ ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিল? ক্রোধপ্রদীপ্ত পঞ্চমুখ সর্পের সহিত কাহারই বা ক্রীড়া করিবার ইচ্ছা হইল?

তুমি এই বলিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি প্রসারণ করিতে লাগিলে, এবং সহসা ঐ কাককে রক্তাক্তনখে আমার সম্মুখে দেখিতে পাইলে। সে ইন্দ্রের পুত্র, গতিবেগে বায়ুর তুল্য, সে ভুবিবরে বাস করিতেছিল। তুমি উহাকে দেখিবামাত্র ক্রোধে নেত্রযুগল আবর্ত্তিত করিয়া উহার বিনাশে কৃতসংকল্প হইলে, এবং দর্ভাস্তরণ হইতে একটী দর্ভ গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্রমন্ত্রে যোজনা করিলে। দর্ভ মন্ত্রপূত হইবামাত্র প্রলয়বহ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল এবং তুমিও তৎক্ষণাৎ উহা কাকের প্রতি নিক্ষেপ করিলে। কাক আকাশে উড্ডীন হইল, দর্ভও উহার অনুসরণ করিতে লাগিল। কাক পরিত্রাণ পাইবার জন্য সকল লোক পর্য্যটন করিল, কিন্তু কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। ইন্দ্র এবং অন্যান্য মহর্ষিগণও তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। পরিশেষে সে তোমার শরণাপন্ন হইল। তুমি শরণাগতবৎসল, তুমি উহাকে পদতলে নিপতিত, হীনবল ও বিবর্ণ দেখিয়া একান্ত কৃপাবিষ্ট হইলে এবং কহিলে, বায়স! আমার এই ব্রহ্মাস্ত্র অমোঘ, ইহা কদাচ ব্যর্থ হইবার নহে; এক্ষণে বল, ইহা দ্বারা তোমার কি নষ্ট করিব? পরে তুমি ঐ বায়সের দক্ষিণ চক্ষু বিদ্ধ করিলে। সে দক্ষিণ চক্ষু দিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা করিল এবং রাজা দশরথ ও তোমাকে বারংবার নমস্কার পূর্ব্বক বিদায় লইল।

নাথ! তুমি যখন আমার জন্য সামান্য কাকের উপর ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলে, তখন যে দুরাত্মা আমাকে অপহরণ করিয়াছে, জানি না, তাহাকে কি কারণে ক্ষমা করিতেছ? তুমি যাহার নাথ, সে আজ অনাথার ন্যায় রহিয়াছে; এক্ষণে তুমি আমাকে দয়া কর। দয়া যে পরম ধর্ম্ম, ইহা তোমারই মুখে শুনিয়াছি। তুমি মহাবল ও মহোৎসাহী; তোমার গাম্ভীর্য্য সাগরের অনুরূপ। তুমি আসমুদ্র পৃথিবীর অধীশ্বর, এবং ইন্দ্রপ্রভাব। তুমি বীরপ্রধান ও মহাবীর্য্য। তুমি কি জন্য রাক্ষস বিনাশ করিতেছ না? দূত! দেবগন্ধর্ব্বগণের মধ্যেও কেহ প্রতিযোদ্ধা হইয়া রামের যুদ্ধ বেগ নিবারণ করিতে পারে না। এক্ষণে যদি আমার প্রতি সেই মহাবীরের কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে, তবে তিনি কি জন্য তীক্ষ্ণ শরে রাক্ষস বিনাশ করিতেছেন না? লক্ষ্মণই বা কি জন্য তাঁহার নিদেশক্রমে আমায় উদ্ধার করিতেছেন না? ঐ দুই রাজকুমারের বলবিক্রম সুরগণেরও দুর্নিবার, এক্ষণে তাঁহারা কি জন্য আমায় উপেক্ষা করিতেছেন? তাঁহারা সাধ্যপক্ষেও যখন এই রূপ উদাসীন হইয়া আছেন, তখন বোধ হয়, আমারই কোন ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

তখন হনুমান সজলনয়না জানকীরে কহিতে লাগিলেন, দেবি! আমি সত্যশপথে কহিতেছি, রাম তোমার বিরহদুঃখে সকল কার্য্যেই উদাসীন হইয়া আছেন এবং মহাবীর লক্ষ্মণও তাঁহার ঐরূপ অবস্থান্তর দেখিয়া যার পর নাই অসুখী আছেন। এক্ষণে আমি বহু ক্লেশে তোমার অনুসন্ধান পাইলাম। অতঃপর তুমি আর হতাশ হইও না; বলিতে

কি, তোমার এই দুঃখ শীঘ্রই দূর হইয়া যাইবে। রাম ও লক্ষ্মণ তোমাকে দেখিবার জন্য উৎসাহিত হইয়া ত্রিলোক ভস্মসাৎ করিবেন। মহাবীর রাম দুরাচার রাবণকে বন্ধু বান্ধবের সহিত বধ করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। এক্ষণে তুমি তাঁহাদিগকে এবং সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরকে যদি কিছু বলিবার থাকে ত বলিয়া দেও।

তখন জানকী কহিলেন, দূত! তুমি আমার হইয়া রামকে কুশল প্রশ্ন সহকারে অভিবাদন করিবে। যিনি দুর্লভ ঐশ্বর্য্য, দিব্য স্ত্রী ও ধনরত্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতামাতাকে প্রণাম ও প্রসন্ন করিয়া জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিয়াছেন, যিনি আমার সহিত মাতৃনির্ব্বিশেষ ব্যবহার এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃবৎ মর্য্যাদা করিয়া থাকেন, যিনি আমাকে অপহরণ করিবার কথা অগ্রে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, যিনি নিরন্তর বৃদ্ধগণকে সেবা করিয়া থাকেন, যিনি আমা অপেক্ষাও রামের প্রীতি ও স্নেহের পাত্র, যিনি সর্ব্বাংশে আমার পূজ্য শ্বশুরের অনুরূপ হইয়াছেন, যিনি বিসদৃশ কার্য্যের ভারগ্রহণেও কুণ্ঠিত হন না, যিনি একান্ত প্রিয়দর্শন ও অত্যন্ত মিতভাষী, রাম যাঁহার মুখ চাহিয়া পিতৃবিয়োগশোক সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন, তুমি তাঁহাকে আমার হইয়া কুশল প্রশ্ন পূর্ব্বক কহিবে, তিনি যেন আমার এই দুঃখ দূর করিয়া দেন। দূত! তুমিই কার্য্য সিদ্ধির মূল; তোমার যত্ন ও উদ্যোগেই রাম আমাকে সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখিবেন। তুমি তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ইহাই কহিও যে, আমি আর এক মাস কাল জীবিত থাকিব। আমি সত্যই কহিতেছি, এই এক মাস অবসান হইলে আমি কিছুতেই

আর প্রাণ রাখিব না। পাপাত্মা রাবণ আমাকে অপমান পূর্ব্বক অবরুদ্ধ করিয়াছে, এক্ষণে নারায়ণ যেমন পাতাল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন সেইরূপ তিনি আমাকে উদ্ধার করিবেন।

অনন্তর জানকী একটী উৎকৃষ্ট চূড়ামণি উন্মোচন এবং হনুমানের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, বীর! তুমি গিয়া রামকে এই চূড়ামণি প্রদান করিও। তখন হনুমান্ অভিজ্ঞান চূড়ামণি গ্রহণ করিয়া স্বীয় অঙ্গুলি মূলে ধারণ করিতে অভিলাষী হইলেন, কিন্তু তৎকালে প্রকাশ আশঙ্কায় তদ্বিষয়ে সমর্থ হইলেন না। পরে তিনি জানকীরে প্রদক্ষিণ সহকারে প্রণাম করিয়া, তাঁহার এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। সীতার সন্দর্শন লাভে তাঁহার মনে যার পর নাই হর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি রাম ও লক্ষ্মণকে নিরন্তর স্মরণ করিতে লাগিলেন। লোকে শৈলশিখরের সুশীতল বায়ু দ্বারা আক্রান্ত ও পশ্চাৎ উন্মুক্ত হইলে যেমন সুখ লাভ করে তিনি সেইরূপই সুখী হইলেন, এবং চূড়ামণি লইয়া তথা হইতে প্রস্থানের উপক্রম করিলেন।

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

তখন জানকী হনুমানকে কহিলেন, দূত! এই অভিজ্ঞান রামের অবিজ্ঞাত নহে; তিনি ইহা দেখিবামাত্র আমাকে, আমার জননীকে, ও রাজা দশরথকে স্মরণ করিবেন। বীর!

বোধ হয়, অতঃপর রাম আমার উদ্ধারের জন্য পুনর্ব্বার তোমাকেই নিয়োগ করিবেন। তুমি নিযুক্ত হইলে কিরূপে সমস্ত সুসম্পন্ন হইতে পারে এক্ষণে তাহাই নির্ণয় কর; কিরূপে রামের দুঃখ শান্তি হইতে পারে তুমি তাহাই স্থির কর, এবং কিরূপেই বা আমার এই বিপদ দূর হইয়া যায় তুমি তাহাই অবধারণ কর।

অনন্তর হনুমান জানকীর এই বাক্যে সম্মত হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। তদ্দৃষ্টে জানকী বাষ্পগদ্গদ স্বরে পুনর্ব্বার কহিলেন, বীর! তুমি গিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে; অমাত্য-সহ সুগ্রীব ও অন্যান্য বৃদ্ধ বানরকেও কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। আমি যেরূপে এই দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারি, আমার জীবনসত্ত্বে যাহাতে এই দুঃখের অবসান হয়, রাম যেন তাহাই করেন। বীর! তুমি কথামাত্রে সাহায্য করিয়া ধর্ম্ম লাভ কর। রাম অত্যন্ত উৎসাহী, তিনি সমস্ত শুনিতে পাইলে আমার উদ্ধারের জন্য নিশ্চয়ই বিক্রম প্রকাশ করিবেন।

তখন হনুমান মস্তকে অঞ্জলি স্থাপন পূর্ব্বক কহিতে লাগি-লেন, দেবি! রাম বানরভল্লূকে পরিবৃত হইয়া শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন এবং সমরে শত্রুসংহার পূর্ব্বক তোমার শোকসন্তাপ দূর করিবেন। তিনি যখন যুদ্ধে অনবরত শরবর্ষণ করিয়া থাকেন, তখন সুরাসুরের মধ্যেও তাঁহার সম্মুখে তিষ্টিতে পারে এমন আর কাহাকে দেখি না। তিনি তোমার জন্য সূর্য্য ইন্দ্র ও কৃতান্তের সহিতও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন এবং তিনি তোমারই জন্য এই সসাগরা পৃথিবীকে অধিকার করিবেন।

বলিতে কি, এক্ষণে তাঁহার জয়লাভের উদ্যোগ কেবল তোমারই জন্য সন্দেহ নাই।

তখন জানকী হনুমানের এই সমস্ত সত্য কথা সবহুমানে শ্রবণ করিলেন, এবং তাঁহাকে প্রস্থানে উদ্যত বুঝিয়া বারংবার দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি রামের প্রতি প্রীতি নিবন্ধন পুনর্ব্বার কহিলেন, দূত! যদি তোমার অভিপ্রায় হয় ত তুমি এই লঙ্কার কোন নিভৃত স্থানে অন্তত এক দিনের জন্যও অবস্থান কর, পরে গতক্লম হইয়া কল্য প্রস্থান করিবে। বলিতে কি, তোমাকে দেখিলে এই মন্দভাগিনীর শোক ক্ষণকালের জন্য উপশম হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে আমার মনে নানারূপ আশঙ্কার উদয় হইতেছে। তুমি এই দুর্গম পথে পুনর্ব্বার কিরূপে আসিবে, তদ্বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিতেছে। কিন্তু তুমি না আইলেও প্রাণরক্ষা করা আমার পক্ষে সুকঠিন হইবে। আমি একে দুঃখের উপর দুঃখ সহিতেছি, অতঃপর তোমার অদর্শন আমাকে আরও বিহ্বল করিবে। বীর! জানি না, বানর ও ভল্লূকগণ, কপিরাজ সুগ্রীব, ও ঐ দুই রাজকুমার কি রূপে এই দুষ্পার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া আসিবেন। গরুড়, বায়ু ও তোমা ব্যতীত সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে এমন আর কাহাকেই দেখি না। তুমি স্বয়ং বুদ্ধিমান, এক্ষণে বল, ইহার কিরূপ উপায় অবধারণ করিতেছ? মানিলাম, তুমি একাকীই সকল কার্য্য সাধন করিতে পার এবং যশস্কর জয়ও সহজে তোমার হস্তগত হইতে পারে, কিন্তু যদি রাম সসৈন্যে আসিয়া সমরে শত্রুবিনাশ করেন,

তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে সমুচিত কার্য্য হইবে। তিনি যদি এই লঙ্কাপুরী বানরসৈন্যে আচ্ছন্ন করিয়া আমাকে লইয়া যান, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে সমুচিত কার্য্য হইবে। দূত! এক্ষণে সেই মহাবীর যাহাতে অনুরূপ বিক্রম প্রকাশে উৎসাহী হন, তুমি তাহাই করিও।

তখন হনুমান জানকীর এই সুসঙ্গত কথা শুনিয়া কহিতে লাগিলেন, দেবি! সুগ্রীব সত্যনিষ্ঠ, তিনি তোমার উদ্ধার সংকল্পে কৃতনিশ্চয় হইয়া আছেন। এক্ষণে সেই মহাবীর রাক্ষসগণকে সংহার করিবার জন্য অসংখ্য বানরসৈন্যের সহিত শীঘ্রই আগমন করিবেন। বানরগণ তাঁহারই আজ্ঞানুবর্ত্তী ভৃত্য; উহারা মহাবল ও মহাবীর্য্য। উহাদিগের গতি কোন দিকে কদাচই প্রতিহত হয় না। উহারা মনোবেগবৎ শীঘ্র গমন করিয়া থাকে। দুষ্কর কার্য্যেও উহাদিগের কোনরূপ অবসাদ দৃষ্ট হয় না; উহারা বায়ুবেগে বারংবার এই সসাগরা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছে। দেবি! কপিরাজের নিকট আমা হইতে উৎকৃষ্ট এবং আমার সমকক্ষ এমন অনেক বানর আছে, কিন্তু আমা অপেক্ষা হীনবল আর কাহাকেই দেখিতেছি না। এক্ষণে সেই সমস্ত বীরের কথা দূরে থাক, আমি এইরূপ সামান্য দুর্ব্বল হইয়াও এখানে উপস্থিত হইয়াছি। দেখ, উৎকৃষ্টেরা কখন কোন কার্য্যে নিযুক্ত হন না, যাহারা নিকৃষ্ট তাহারাই প্রেরিত হইয়া থাকে। অতঃপর তুমি আর দুঃখিত হইও না, শোক পরিত্যাগ কর। কপিবীরেরা এক লম্ফে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় উত্তীর্ণ হইবে এবং রাম ও লক্ষ্মণও আমার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক উদিত চন্দ্র সূর্য্যের

ন্যায় তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। তাঁহারা শরনিকরে লঙ্কা ছারখার করিবেন এবং রাবণকে সগণে সংহার করিয়া তোমাকে গ্রহণ পূর্ব্বক অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইবেন। এক্ষণে তুমি আশ্বস্ত হও ক্রমান্বয়ে দিন গণনা কর। আমি নিশ্চয় করিতেছি, তুমি অচিরেই জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় রামকে নিরীক্ষণ করিবে।

হনুমান জানকীরে এই বলিয়া প্রতিগমনমানসে পুনর্ব্বার কহিলেন; দেবি! তুমি শীঘ্রই রাম ও লক্ষ্মণকে লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত দেখিতে পাইবে। যাহাদিগের খর নখ ও তীক্ষ্ণ দন্তই অস্ত্র, বলবিক্রম সিংহ ব্যাঘ্রকেও পরাস্ত করিতে পারে, তুমি সেই সমস্ত বানরকে এইস্থানে শীঘ্রই সমাগত দেখিতে পাইবে। মেঘাকার বানরযূথ মলয়গিরির শিখরে আরোহণ পূর্ব্বক সমরস্পৃহায় শীঘ্রই সিংহনাদ করিবে। দেবি! রাম তোমার বিরহতাপে নিতান্ত কাতর হইয়া আছেন, তাঁহার মনে আর কিছুতেই শান্তি নাই। এক্ষণে তুমি রোদন করিও না, তোমার মনে যেন কিছু মাত্র ভয় উপস্থিত না হয়। ইন্দ্রের সহিত শচীর ন্যায় তুমি শীঘ্র রামের সহিত সমাগত হইবে। রাম ও লক্ষ্মণের অপেক্ষা বীর আর কে আছে? তাঁহারা তেজে অগ্নিকল্প এবং বেগে বায়ুসদৃশ; সেই দুই মহাবীরই তোমার আশ্রয়। এক্ষণে তোমায় এই ভীষণ রাক্ষসভূমিতে আর অধিক কাল বাস করিতে হইবে না। রাম শীঘ্রই আসিবেন। আমি যাবৎ তাঁহার নিকট না যাই তাবৎ তুমি প্রতীক্ষা কর।

চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর জানকী আপনার মঙ্গলসংকল্পে কহিতে লাগিলেন, দূত! তুমি প্রিয়বাদী; উত্তাপদগ্ধা পৃথিবী বৃষ্টিপাতে যেরূপে তুষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমি তোমার সন্দর্শনে যার পর নাই পুলকিত হইয়াছি। এক্ষণে এই শোকশীর্ণ দেহে যেরূপ রামকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হই, তুমি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া তাহারই উপায় অবধারণ কর। আমি যে জলজ চূড়ামণি তোমায় অর্পণ করিলাম, তুমি গিয়া রামকে তাহা প্রদর্শন করিবে। তিনি ক্রোধভরে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ইন্দ্রকুমার কাকের যে এক চক্ষু নষ্ট করিয়াছিলেন, তুমি তাঁহার নিকট এ কথা উল্লেখ করিবে। এই দুই অভিজ্ঞান ব্যতীত তুমি আমার বাক্যে ইহাও কহিবে, 'নাথ! মনে করিয়া দেখ, আমার পূর্ব্বকার তিলক বিলুপ্ত হইলে তুমি মনঃশিলা দ্বারা গণ্ডপার্শ্বে অপর একটী তিলক রচনা করিয়া দেও। তুমি মহাবীর ইন্দ্রপ্রভাব ও বরুণতুল্য, এক্ষণে তোমার সীতা অপহৃতা হইয়া রাক্ষসপুরীতে বাস করিতেছে, জানি না, তুমি ইহা কিরূপে সহ্য করিয়া আছ। আমি এতদিন এই চূড়ামণি সাবধানে রাখিয়াছিলাম, দুঃখশোকে তোমায় পাইলে যেমন আহ্লাদিত হইয়াথাকি, সেইরূপ এই চূড়ামণি দেখিলে অত্যন্তই সুখী হই। এক্ষণে ইহা অভিজ্ঞানের জন্য তোমার নিকট পাঠাইলাম, কিন্তু তুমি যদি শীঘ্র এস্থানে না আইস, তাহা হইলে আমি শোকভরে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব। নাথ! আমি কেবল

তোমারই জন্য দুর্ব্বিষহ দুঃখ, মর্ম্মভেদী বাক্য ও রাক্ষস-সহবাস সহিয়া আছি। আমি আর এক মাস প্রাণ রক্ষা করিব, এই অবকাশে যদি তোমার সন্দর্শন না পাই, তবে নিশ্চয়ই, দেহপাত করিব। দুরাত্মা রাবণ উগ্রস্বভাব, সে কুদৃষ্টিতে আমায় দেখিয়া থাকে, এক্ষণে যদি তোমার কালবিলম্ব হয় তবে আমি নিশ্চয়ই দেহপাত করিব।"

তখন হনুমান সজলনয়না জানকীর এই রূপ সকরুণ বাক্য শ্রবণে পুনর্ব্বার কহিলেন, দেবি! আমি সত্যশপথে কহিতেছি, রাম তোমার বিরহদুঃখে সকল কার্য্যেই উদাসীন হইয়া আছেন। মহাবীর লক্ষ্মণও তাঁহার এইরূপ অবস্থান্তর দেখিয়া যার পর নাই অসুখে কালযাপন করিতেছেন। এক্ষণে আমি বহু ক্লেশে তোমার অনুসন্ধান পাইলাম। অতঃপর তুমি আর হতাশ হইও না, বলিতে কি, শীঘ্রই তোমার এই দুঃখ দুর হইবে। রাম ও লক্ষ্মণ তোমাকে দেখিবার জন্য উৎসাহিত হইয়া ত্রিলোক ভস্মসাৎ করিবেন। মহাবীর রাম দুরাচার রাবণকে পাত্রমিত্রের সহিত বধ করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। দেবি! এক্ষণে রাম দৃষ্টিপাত মাত্র যাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন এবং তাঁহার পক্ষে যাহা সবিশেষ প্রীতিকর হইবে, তুমি আমাকে আরও এইরূপ কোন অভিজ্ঞান দেও।

তখন জানকী কহিলেন, দূত! আমি তোমাকে উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞানই দিয়াছি। রাম ইহা সাদরে দেখিয়া তোমার বাক্যে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিবেন।

অনন্তর হনুমান চূড়ামণি গ্রহণ এবং জানকীরে নতশিরে

অভিবাদন পূর্ব্বক প্রতিগমনে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে জানকী সজলনয়নে গদগদ বাক্যে কহিলেন, দূত! তুমি গিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও অমাত্যসহ সুগ্রীবকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। রাম যেন কৃপা করিয়া অবিলম্বে আমায় এই দুঃখ হইতে উদ্ধার করেন। তুমি তাঁহাকে আমার এই তীব্র শোকবেগ এবং রাক্ষসগণের ভর্ৎসনার কথা পুনঃ পুনঃ কহিবে। দূত! অধিক আর কি কহিব, এক্ষণে তুমি এ স্থান হইতে নির্ব্বিঘ্নে যাত্রা কর।

একচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর মহাবীর হনুমান জানকীর নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। গমনকালে ভাবিলেন, আমি ত দেবী জানকীর সন্দর্শন পাইলাম, এক্ষণে এস্থানে আগমন করিবার প্রয়োজন অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে। এই কার্য্য শত্রুপক্ষের অন্তর্বল পরিজ্ঞান; কিন্তু ইহাতে সামাদি তিন উপায় কোন কার্য্যকর হইবে না; এক্ষণে দণ্ড দ্বারা সমস্ত নির্ণয় করাই আবশ্যক হইতেছে। রাক্ষসগণের সহিত সন্ধি ফলপ্রদ হইবে না, সুসমৃদ্ধ পক্ষে দান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, এবং বলগর্ব্বিত বীরগণকে সুযোগ ক্রমে ভেদকরাও সহজ নয়। সুতরাং এক্ষণে পৌরুষ আশ্রয় করাই আমার উচিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত শত্রুপক্ষের অন্তর্ব্বল পরিজ্ঞানের আর কোনরূপ

সম্ভাবনা দেখি না। আরও আমার হস্তে রাক্ষসগণ পরাস্ত হইলে রাবণ ভাবী যুদ্ধে অবশ্য সঙ্কুচিত হইবে। যদিচ এই বিষয়ে কপিরাজ সুগ্রীব আমাকে কোন রূপ আদেশ দেন নাই, কিন্তু যে দূত প্রধান উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হইলে অবিরোধে অবান্তর কার্য্য সাধন করেন, তিনি কোন অংশে নিন্দনীয় হইতে পারেন না। আমি জানকীর অন্বেষণ পাইয়াছি, এক্ষণে যদি স্বপক্ষ ও বিপক্ষের যুদ্ধসংক্রান্ত বিশেষ তত্ত্ব বুঝিয়া সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইতে পারি, ইহাতে তাঁহারই অভিপ্রায় সম্যক্ সাধিত হইবে। যাহা হউক, আজ আমার আগমন কিরূপে সুফল উৎপাদন করিবে, রাক্ষসগণের সহিত কিরূপে সহসা যুদ্ধ ঘটিবে, এবং কি রূপেই বা আমার এবং আমার পক্ষ বীরগণের র[illegible]ীর্য্য যথার্থত বুঝিতে পারিবে। আমি আজ সংগ্রামে উহাকে পাত্রমিত্রের সহিত দেখিতে পাইব এবং উহার ইচ্ছা সামর্থ্য সহজে বুঝিতে পারিয়া পুনর্ব্বার এস্থান হইতে প্রতিগমন করিব। এই অশোক বন বৃক্ষলতাবহুল এবং সুরকানন নন্দনতুল্য, ইহা সকলের নেত্র পরিতৃপ্ত এবং মন পুলকিত করিতেছে। অগ্নি যেমন শুষ্ক বন দগ্ধ করিয়া থাকে সেইরূপ আমি আজ ইহা ছারখার করিয়া ফেলিব। এই কার্য্যে রাবণ অবশ্যই কুপিত হইবে এবং চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে। তখন আমিও ভীমবল রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব এবং রাবণের সৈন্য সকল বিনাশ করিয়া কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট প্রতিগমন করিব।

মহাবীর হনুমান এইরূপ সংকল্প করিয়া ক্রোধভরে অশোক বন ভগ্ন করিতে লাগিলেন এবং বায়ুবৎ মহাবেগে

বৃক্ষ সকল নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পক্ষিগণ আর্ত্তরবে কোলাহল আরম্ভ করিল; তাম্রবর্ণ পত্র সকল ম্লান হইয়া গেল; বিহারশৈলের সুদৃশ্য শিখর চূর্ণ এবং জলাশয়ের অন্তস্তল বিদীর্ণ হইল; বৃক্ষ ও লতা মস্থণ হইয়া পড়িল; লতা-গৃহ, চিত্রগৃহ ও শিলাগৃহ ভগ্ন হইয়া গেল; হিংস্র জন্তুগণ দ্রুত-বেগে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল; অশোক বন দাবা-নলদগ্ধ কাননের ন্যায় হতশ্রী হইল এবং মদবিহ্বলা স্খলিত-বসনা কামিনীর ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। ফলত মহা-বীর হনুমানের হস্তে উহা যার পর নাই শোচনীয় হইয়া উঠিল, এবং হনুমানও একাকী বহুবীরের সহিত সংগ্রামার্থী হইয়া উদ্যানের তোরণে আরোহণ করিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর লঙ্কানিবাসী রাক্ষসগণ বৃক্ষভঙ্গের শব্দ ও পক্ষি-গণের কোলাহলে চকিত ও ভীত হইয়া উঠিল; মৃগপক্ষি সকল সভয়ে ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিল; চতুর্দ্দিকে কুলক্ষণ; অনেক রাক্ষসী নিদ্রিত ছিল; তাহারা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দেখিল, মহাবীর হনুমান অশোক বন ভগ্ন করিয়া, তোরণের উপর উপবেশন করিয়া আছেন।

ঐ সময় মহাবাহু মহাবীর্য্য মহাবল হনুমান রাক্ষসীগণকে নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ভীষণ রূপ ধারণ করিলেন। তখন

রাক্ষসীরা হনুমানের ঐ ভীম মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া শঙ্কিত মনে জানকীরে জিজ্ঞাসিতে লাগিল, জানকি! এই বানর কে? কাহার চর? কি জন্য কোথা হইতে আসিয়াছে? এবং তুমিই বা কি নিমিত্ত উহার সহিত কথোপকথন করিতেছিলে? বিশাললোচনে! তোমার কিছু মাত্র ভয় নাই; বল, ঐ বানর তোমায় কি কহিয়া গেল?

তখন জানকী কহিলেন, দেখ, আমার কি সাধ্য যে, আমি কামরূপী রাক্ষসদিগের ভাবগতি বুঝিয়া উঠি। এই বানর কে, এবং উহার অভিপ্রায়ই বা কি, তাহা তোমরাই জান। দেখ, সর্পই সর্পের পদ চিনিতে পারে। ফলত আমি ঐ বানরের বিষয় কিছুই জানি না; কোন রাক্ষস মায়ারূপ ধারণ পূর্ব্বক আগমন করিয়াছে আমি এই মাত্র বুঝিয়াছি, এবং উহাকে দেখিয়া অবধি যার পর নাই ভীত হইয়াছি।

অনন্তর রাক্ষসীরা তথা হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। কেহ কেহ তথায় রহিল এবং কেহ কেহ বা রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, রাক্ষসরাজ! একটী ভীমমূর্ত্তি বানর তোরণে উপবেশন করিয়া আছে। আমরা জানকীরে নির্ব্বন্ধসহকারে জিজ্ঞাসিলাম, কিন্তু তিনি ঐ বানরের পরিচয় প্রদানের ইচ্ছা করিলেন না। বানর আপনার অশোক বন ভাঙ্গিয়াছে। অনুমানে বোধ হইতেছে, সে হয় ইন্দ্রের, না হয় কুবেরের দূত হইবে, অথবা রাম সীতার উদ্দেশ লইবার নিমিত্ত তাহাকে পাঠাইয়াছে। যাহাই হউক, ঐ অদ্ভুতাকার বানর আপনার রমণীয় অশোক বন ভগ্ন করিয়াছে। সে ঐ বনের সকল স্থানই নষ্ট করিয়াছে; কেবল যে বৃক্ষতলে দেবী

জানকী আছেন তাহা স্পর্শমাত্র করে নাই। বোধ হয়, জানকীর রক্ষা বা শ্রান্তি, ইহার অন্যতরই ঐ বৃক্ষ না ভাঙ্গিবার কারণ হইবে। অথবা সেই বানরের আবার শ্রান্তি কি? সে নিশ্চয়ই জানকীরে রক্ষা করিয়াছে। জানকী স্বয়ং যাহার মূলে বাস করেন, সে কেবল সেই পত্রবহুল প্রকাণ্ড শিংশপা বৃক্ষটী নষ্ট করে নাই। রাক্ষসরাজ! আপনি তাহাকে কোনরূপ কঠোর দণ্ড করুন। সে প্রমদ বন ভগ্ন করিয়াছে। যে সীতার সহিত কথাবার্ত্তা কহে, সেই দুর্ব্বত্তই প্রমদ বন ভগ্ন করিয়াছে। সীতা আপনার মনোমতা, যাহার প্রাণে মমতা নাই, তদ্ব্যতীত উহার সহিত আর কে সম্ভাষণ করিতে পারে।

রাক্ষসরাজ রাবণ এই সংবাদ শুনিবামাত্র ক্রোধভরে চিতাগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার নেত্রযুগল বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল; প্রদীপ্ত দীপশিখা হইতে যেমন জ্বলন্ত তৈলবিন্দু নিপতিত হয় তদ্রূপ তাঁহার নেত্র হইতে দরদরিত ধারে অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ হনুমানকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত কিঙ্কর নামক বীরগণকে নিয়োগ করিলেন। অশীতি সহস্র কিঙ্কর তদীয় নিদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র কূটমুদ্গরহস্তে নির্গত হইল। উহারা লম্বোদর ও করালদশন। ঐ সমস্ত বীর হনুমানকে গ্রহণ করিবার জন্য অতিমাত্র উৎসাহের সহিত যাইতে লাগিল।

তখন মহাবীর হনুমান যুদ্ধার্থ বদ্ধপরিকর হইয়া তোরণে উপবিষ্ট আছেন; কিঙ্করগণ জ্বলন্ত পাবকের মধ্যে যেমন পতঙ্গ পতিত হয়, সেইরূপ উহাঁর সম্মুখীন হইতে লাগিল। উহাদের

মধ্যে কাহারও হস্তে বিচিত্র গদা, কাহারো স্বর্ণপট্টমণ্ডিত অর্গল, কাহারও সুতীক্ষ্ণ শর, কাহারো মুদ্গর, কাহারও পট্টিশ, কাহারও শূল এবং কাহারও বা প্রাস ও তোমর। ঐ সমস্ত বীর হনুমানের চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। তদ্দৃষ্টে পর্ব্বতপ্রমাণ হনুমান ভূপৃষ্ঠে অনবরত লাঙ্গুল আস্ফালন পূর্ব্বক ঘোররবে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ সমরোৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিল। তিনি লঙ্কাপুরী প্রতিধ্বনিত করিয়া লাঙ্গুল আস্ফালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উহার চটচটা শব্দে গগনতল হইতে বিহঙ্গেরা পতিত হইতে লাগিল। হনুমান রণোৎসাহে উন্মত্ত; তিনি উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ ঘোষণা করিতে লাগিলেন, রামের জয়, লক্ষ্মণের জয়, রামের আশ্রিত সুগ্রীবের জয়। আমি পবন-দেবের পুত্র এবং অযোধ্যাধিনাথ রামের ভৃত্য, নাম হনুমান। আমি যখন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বৃক্ষ শিলা নিক্ষেপ করিব, তখন সহস্র সহস্র রাবণও আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে না। আজ সকল রাক্ষসই দেখিবে, আমি লঙ্কাপুরী ছার খার করিয়া দেবী জানকীরে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রতি-গমন করিব।

তখন রাক্ষসগণ হনুমানের ঘোর নিনাদে অতিমাত্র ভীত হইল; দেখিল, ঐ বীর সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় উন্নত হইয়াছেন। উহাঁর মুখে নিরবচ্ছিন্ন রামের নাম উচ্চরিত হইতেছে; তন্নিবন্ধন রাক্ষসেরা তিনি যে রামের দূত তদ্বি-ষয়ে একপ্রকার নিঃসংশয় হইল, এবং ভীষণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া চতুর্দ্দিক হইতে উহাঁকে অবরোধ করিল। তখন হনুমান ঐ

সমস্ত বীরে পরিবৃত হইয়া তোরণের এক প্রকাণ্ড অর্গল গ্রহণ পূর্ব্বক উঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং অসুরসংহারে প্রবৃত্ত বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় অর্গলপ্রহারে উঁহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন; কখনও বা অজগরবাহী বিহগরাজ গরুড়ের ন্যায় অর্গলহস্তে নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিঙ্করগণ বিনষ্ট হইল, তিনিও সমরাভিলাষে পুনর্ব্বার তোরণে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ দ্রুতপদে পলায়ন পূর্ব্বক রাবণকে গিয়া কহিল, মহারাজ! কিঙ্করগণ সেই বানরের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে। রাবণ দূতমুখে এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং প্রহস্তের পুত্র মহাবল জম্বুমালীকে কহিলেন, বীর! তুমি অনতিবিলম্বে যুদ্ধযাত্রা করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

এদিকে মহাবীর হনুমান কিঙ্কর নামক রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া ভাবিলেন, আমি প্রমদ বন ভগ্ন করিলাম, এক্ষণে ঐ সুমেরুশৃঙ্গবৎ উচ্চ চৈত্যপ্রাসাদ চূর্ণ করিব। তিনি এইরূপ সংকল্প করিয়া এক লম্ফে কুলদেবতাপ্রাসাদে উত্থিত হইলেন। তৎকালে বিভাকরের ন্যায় তাঁহার প্রভাজাল চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইল। তিনি বল প্রদর্শন পূর্ব্বক ঐ

চৈত্যপ্রাসাদ চূর্ণ করিলেন এবং স্বপ্রভাবে দেহবৃদ্ধি করিয়া নির্ভয়ে বাহ্বাস্ফোটন করিতে লাগিলেন। ঐ শ্রুতিবিদারক শব্দে লঙ্কাপুরী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, পক্ষিগণ গগনতল হইতে পতিত হইল এবং চৈত্যপালেরা বিমোহিত হইয়া গেল। ইত্যবসরে হনুমান উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ ঘোষণা করিতে লাগিলেন, রামের জয়, লক্ষ্মণের জয়, রামের আশ্রিত সুগ্রীবের জয়। আমি রামের কিঙ্কর, নাম মহাবীর হনুমান। আমি যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বৃক্ষশিলা নিক্ষেপ করিব তখন সহস্র রাবণও আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে না। আজ রাক্ষসেরা দেখিবে, আমি লঙ্কাপুরী ছার খার করিয়া দেবী জানকীরে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রতিগমন করিব।

হনুমান এই বলিয়া বীরনাদ করিতে লাগিলেন। চৈত্যপালগণ নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া উহাঁকে আক্রমণ করিল এবং চতুর্দ্দিক হইতে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে উহারা ভাগীরথীর বিপুল আবর্ত্তের ন্যায় চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

অনন্তর হনুমান ক্রোধভরে প্রাসাদের এক স্বর্ণখচিত প্রকাণ্ড শতধার স্তম্ভ উৎপাটন পূর্ব্বক মহাবেগে বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। স্তম্ভের ঘর্ষণে সহসা অগ্নি উত্থিত হইল এবং তদ্দ্বারা সমস্ত প্রাসাদ দগ্ধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে হনুমান বৃক্ষশিলা প্রহারে বহুসংখ্য রাক্ষসকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রাসাদ দগ্ধ হইতে দেখিয়া অন্তরীক্ষ হইতে কহিতে লাগিলেন, দেখ, মাদৃশ বহুসংখ্য বীর কপিরাজ সুগ্রীবের বশবর্ত্তী হইয়া আছেন। তাঁহারা সুগ্রীবের আদেশে

আমারই ন্যায় ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতেছেন। উহাঁদিগের মধ্যে কাহারও বল দশ হস্তীর, এবং কাহারও বা সহস্র হস্তীর অনুরূপ হইবে। কেহ বায়ুবল এবং কেহ বা অপ্রমেয়বল। কপিরাজ তোমাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত মাদৃশ বহুসংখ্য বীরে পরিবৃত হইয়া শীঘ্রই আসিবেন। যখন মহাত্মা রামের সহিত বৈরিতা জন্মিয়াছে, তখন সমস্ত রাক্ষস এবং এই লঙ্কাপুরী কিছুই থাকিবে না।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

এ দিকে মহাবীর জম্বুমালী রাবণের নিদেশে যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। তাঁহার পরিধান রক্তাম্বর, গলে রক্তমাল্য, কর্ণে রুচির কুণ্ডল; তাঁহার নেত্রযুগল ক্রোধে নিরবচ্ছিন্ন বিঘূর্ণিত হইতেছে; তিনি উগ্রস্বভাব ও দুর্জ্জয়; তিনি চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া ইন্দ্রধনুসদৃশ প্রকাণ্ড শরাসন বজ্ররবে টঙ্কার প্রদান করিলেন।

তখন হনুমান যুদ্ধার্থে তোরণে উপবিষ্ট হইয়া আছেন। তিনি মহাবীর জম্বুমালীকে গর্দ্দভবাহিত রথে সমুপস্থিত দেখিয়া হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জম্বুমালী হনুমানকে লক্ষ্য করিয়া শানিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি উহাঁর মুখের উপর অর্দ্ধচন্দ্র, মস্তকে একমাত্র কর্ণি,

এবং ভুজদ্বয়ে দশ নারাচ প্রহার করিলেন। হনুমানের মুখমণ্ডল স্বভাবত রক্তবর্ণ, উহা শরবিদ্ধ হইয়া শরৎকালে সূর্য্যরশ্মিরঞ্জিত বিকসিত রক্তপদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তিনি অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড দেখিতে পাইয়া তাহা উৎপাটন পূর্ব্বক মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর জম্বুমালী ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উহাঁকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। প্রচণ্ডবিক্রম হনুমান শিলাখণ্ড বিফল হইল দেখিয়া বৃহৎ এক শালবৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে জম্বুমালী উহাঁর প্রতি অনবরত শর বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং চার শরে শাল বৃক্ষ ছেদন করিয়া পাঁচটি শর ভুজদ্বয়ে একটী বক্ষে ও দশটী স্তনমধ্যে প্রহার করিলেন। তখন হনুমান শরপূর্ণকলেবর হইয়া অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং সেই পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে বিঘূর্ণিত করিয়া উহাঁর বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ পরিঘের আঘাতে জম্বুমালীর মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল, হস্ত ও জানু ছিন্ন ভিন্ন এবং শর শরাসন রথ ও অশ্ব এককালে অদৃশ্য হইল। জম্বুমালী নিহত হইয়া ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ জম্বুমালীর বধবার্ত্তা শ্রবণে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার আরক্ত নেত্র বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং তিনি হনুমানের সহিত যুদ্ধ করিরার জন্য তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিকুমারগণকে নিয়োগ করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর অগ্নিকল্প মন্ত্রিকুমারগণ রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। উহারা অস্ত্রবিদ্যায় সুপটু এবং অস্ত্রবিৎগণের শ্রেষ্ঠ। ইহাদিগের মধ্যে সকলেই জয়শ্রী লাভার্থ উৎসুক হইয়াছে। উহারা স্বর্ণজালজড়িত ধ্বজদণ্ড-মণ্ডিত পতাকাশোভিত ও অশ্বযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক মেঘগম্ভীর রবে নির্গত হইল। বহুসংখ্য সৈন্য উহাদের সমভিব্যাহারে চলিল; উহারা স্বর্ণখচিত শরাসন হৃষ্টমনে আকর্ষণ করিতে লাগিল। উহাদের জননীরা কিঙ্করগণের বধসংবাদ শ্রবণে উহাদিগেরও জীবনে সংশয়াপন্ন ও অতিমাত্র শোকাকুল হইল।

অনন্তর স্বর্ণালঙ্কারধারী মন্ত্রিপুত্রগণ যুদ্ধার্থ পরস্পর অতিশয় সত্বর হইয়া তোরণস্থ হনুমানের সন্নিহিত হইল এবং চতুর্দ্দিক হইতে শর বর্ষণ পূর্ব্বক বর্ষাকালীন জলদের ন্যায় গভীর গর্জ্জন সহকারে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর হনুমান উহাদিগের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া বৃষ্টিপাতে শৈলরাজ হিমাচলের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন এবং রাক্ষসগণের শর ও রথবেগ বিফল করিয়া মহাবেগে নির্ম্মল গগনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বায়ু যেমন আকাশে সুরধনুশোভিত মেঘের সহিত ক্রীড়া করে, সেইরূপ তিনি ঐ সমস্ত ধনুর্ধারী বীরের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। পরে ঘোর সিংহনাদে সমস্ত রাক্ষসকে চকিত ও ভীত করিয়া মন্ত্রিকুমার-

দিগের উপর বেগ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কোন বীরকে চপেটাঘাত, কাহাকে মুষ্টিপ্রহার, এবং কাহাকেও বা খর নখরে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। কোন বীরকে বক্ষের আঘাতে এবং কাহাকেও বা প্রবল ঊরুবেগে বিনষ্ট করিলেন। অনেকে তাঁহার সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল।

তদ্দর্শনে সৈন্যগণ অতিমাত্র ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল; মাতঙ্গেরা বিকৃতস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল; অশ্ব সকল ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল; রথের ভগ্ন নীড়, ভগ্ন ধ্বজ, ও ছিন্ন ছত্রে রণস্থল আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং সর্ব্বত্র রক্তনদী প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। হনুমানও যুদ্ধার্থ পুনর্ব্বার তোরণে আরোহণ করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ

অনন্তর রাবণ মন্ত্রিপুত্রগণের বধসংবাদ পাইয়া ধৈর্য্যসহকারে চিত্তবিকার সম্বরণ করিলেন। পরে বিরূপাক্ষ, যূপাক্ষ, দুর্দ্ধর্ষ, প্রঘস, ও ভাসকর্ণ এই পাঁচজন নীতিনিপুণ সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সেনাপতিগণ! তোমরা চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ শীঘ্রই নির্গত হও এবং সেই বানরকে গিয়া যথোচিত শাসন কর। দেখ, তোমরা উহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সাবধান হইও এবং দেশকাল বুঝিয়া

কার্য্য করিও। আমি উহার ভাব গতিকে বুঝিলাম, সে সামান্য বানর নহে, সে মহাবল পরাক্রান্ত অন্য কোন জীব হইবে। বীরগণ! উহাকে বানরজাতি বলিয়া কিছুতেই আমার হৃৎ-প্রত্যয় হইতেছে না। বোধ হয়, সুররাজ ইন্দ্র আমার কোন অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে উহাকে তপোবলে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি ত অনেক বার তোমাদিগের সাহায্যে সুরাসুর নাগ যক্ষ গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণকে পরাজয় করিয়াছি, এক্ষণে তাহারা অবশ্যই আমাদিগের কিছু অনিষ্ট করিতে পারে। এক্ষণে এই বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, তোমরা অচিরেই ঐ বানরকে বল পূর্ব্বক বাঁধিয়া আন। তোমরা চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে এখনই যাও এবং উহারে দমন করিয়া আইস। ঐ ভীমবিক্রম মহাবীরকে উপেক্ষা করা সঙ্গত নহে। আমি ইতিপূর্ব্বে অনেকানেক বানর দেখিয়াছি; মহাবল বালী, সুগ্রীব, জাম্ববান, সেনাপতি নীল ও দ্বিবিধ প্রভৃতি বানরকে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাদিগের গতিশক্তি ইহার মত নয়, তাহাদিগের তেজ বলবীর্য্য বুদ্ধি ও উৎসাহও এরূপ নয় এবং তাহারা স্বেচ্ছাক্রমে এই প্রকার দীর্ঘ আকারও ধারণ করিতে পারে না। নিশ্চয়, আর কোন জীব বানররূপে উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমরা যত্ন সহকারে উহাকে শাসন করিও। সুরাসুর মানব রণস্থলে তোমাদের অগ্রে তিষ্ঠিতে পারে না সত্য, তথাপি তোমরা জয়ী হইবার জন্য সাবধানে আপনাকে রক্ষা করিও। দেখ, যুদ্ধসিদ্ধি যে কোন্ পক্ষে হয়, ইহার কিছুই স্থিরতা নাই, সুতরাং সর্ব্বদা সতর্ক হওয়াই আবশ্যক।

তখন মন্ত্রিকুমারগণ প্রভুর আদেশমাত্র জ্বলন্ত অগ্নি-সম তেজে নির্গত হইল। উহাদিগের সহিত বহুসংখ্য রথ, মত্ত হস্তী, মহাবেগ অশ্ব, এবং শস্ত্রধারী সৈন্য সকল চলিল।

এ দিকে মহাবীর হনুমান প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় খর-তেজে তোরণের উপর উপবিষ্ট আছেন। তিনি মহাবুদ্ধি মহাকায়; তিনি যুদ্ধোৎসাহে পূর্ণ হইয়া তোরণের উপর উপবিষ্ট আছেন। ইত্যবসরে মন্ত্রিকুমারেরা উহাঁকে দেখিতে পাইয়া উহাঁর চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল এবং ভীষণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া উহাঁকে আক্রমণ করিল। মহাবীর দুর্দ্ধর, হনু-মানের মস্তক লক্ষ্য করিয়া স্বর্ণফলক পদ্মপলাশকল্প সুতীক্ষ্ণ পাঁচ শর প্রয়োগ করিল। হনুমানও ঐ সমস্ত শরে বিদ্ধ হইবামাত্র ঘোর গর্জ্জনে দশ দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া নভো-মণ্ডলে উত্থিত হইলেন। অনন্তর দুর্দ্ধর শর বর্ষণ পূর্ব্বক উহাঁর সন্নিহিত হইতে লাগিল। হনুমান এক হুঙ্কার পরি-ত্যাগ করিয়া উহাকে নিবারণ করিলেন এবং উহার শর-নিকরে নিপীড়িত হইয়া সিংহনাদ সহকারে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি এক লম্ফে সহসা বহুদূরে উত্থিত হইয়া পর্ব্বতে যেমন বিদ্যুৎপাত হয় সেইরূপ দুর্দ্ধরের রথে মহাবেগে পতিত হইলেন। রথ তৎক্ষণাৎ আটটি অশ্ব অক্ষ ও কুবরের সহিত চূর্ণ হইয়া গেল, দুর্দ্ধরও বিনষ্ট হইয়া রণশায়ী হইল।

অনন্তর হনুমান পুনর্ব্বার গগনতলে উত্থিত হইলেন। ইত্যবসরে বিরূপাক্ষ ও যূপাক্ষ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাঁর

সন্নিহিত হইল এবং উহাঁর বক্ষে মহাবেগে দুই মুদ্গার প্রহার করিল। হনূমান উহাদের মুদ্গার ব্যর্থ করিয়া বিহগরাজ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে পুনর্ব্বার ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন, এবং এক শাল বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক উহাদের মস্তক চূর্ণ করিয়া দিলেন।

পরে মহাবল প্রঘষ হাস্যমুখে মহাবীর হনূমানের সন্নিহিত হইল। ভাসকর্ণও ক্রোধভরে শূল ধারণ এবং উহাঁর পার্শ্ব আক্রমণ পূর্ব্বক দাঁড়াইল। প্রঘষ উহাঁর প্রতি পট্টিশ এবং ভাসকর্ণ শূল নিক্ষেপ করিল। হনূমান ঐ পট্টিশ ও শূলের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে শোণিত-শ্রাব হইতে লাগিল, এবং কান্তিও নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পরে তিনি ক্রোধভরে এক গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক উহাদিগকে প্রহার করিলেন। উহারাও তিলপ্রমাণ চূর্ণ হইয়া রণশায়ী হইল।

তখন হনূমান হতাবশিষ্ট সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অশ্ব দ্বারা অশ্ব, হস্তী দ্বারা হস্তী, এবং পদাতি দ্বারা পদাতি বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। রণক্ষেত্র হস্তী অশ্ব ও রাক্ষসের মৃতদেহে আচ্ছন্ন এবং ভগ্নরথে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হনূমানও সংহারোদ্যত কৃতান্তের ন্যায় পুনর্ব্বার তোরণে আরোহণ করিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর রাবণ সেনাপতিগণ সসৈন্যে সবাহনে বিনষ্ট হইয়াছে শুনিয়া সম্মুখীন কুমার অক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অক্ষ অত্যন্ত যুদ্ধোৎসাহী, তিনি যুদ্ধ করিবার জন্য একান্ত সমুৎসুক হইয়াছিলেন। তিনি রাবণের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ হুতহুতাশনের ন্যায় উত্থিত হইলেন এবং তরুণসূর্য্যকান্তি স্বর্ণজালবেষ্টিত রথে আরোহণ ও স্বর্ণখচিত শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক নির্গত হইলেন। তাঁহার রথ তপঃপ্রভাবলব্ধ পতাকাসজ্জিত ও রত্নধ্বজে শোভিত; আটটী অশ্ব বায়ুবেগে উহা বহন করিতেছে; উহা ব্যোমচর, ও অস্ত্রপূর্ণ। ঐ রথের আট দিকে ফলকোপরি সুতীক্ষ্ণ খড়্গ স্বর্ণরজ্জুতে লম্বিত আছে এবং যথাস্থানে তূণ শক্তি ও তোমর চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় জ্বলিতেছে। উহা সুরাসুরের অধৃষ্য ও বিদ্যুৎবৎ উজ্জ্বল। দেববিক্রম কুমার অক্ষ উহাতে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহিত, ও রথের ঘর্ঘর শব্দে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল; তিনি সসৈন্যে হনুমানের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন ঐ মহাবীর তোরণে উপবিষ্ট হইয়া সংহারোদ্যত প্রলয়বহ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে ছিলেন। তিনি অক্ষকে দেখিতে পাইলেন। উহাঁকে দেখিবামাত্র তাঁহার মনে যুগপৎ বিস্ময় ও আদরবুদ্ধি উপস্থিত হইল। তৎকালে কুমার অক্ষও উহাঁকে সিংহবৎ ক্রূর চক্ষে সাদরে দেখিতে লাগিলেন।

তিনি উহাঁর বেগ বিক্রম এবং স্বীয় শক্তি পর্য্যালোচনা করিয়া প্রলয়সূর্য্যের ন্যায় তেজে বর্দ্ধিত হইলেন। তাঁহার ক্রোধ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। হনুমান অত্যন্ত দুর্নিবার, তাঁহার বলবীর্য্য দর্শনযোগ্য; রাজকুমার অক্ষ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তিন শরে তাঁহাকে সংগ্রামার্থ সঙ্কেত করিলেন। হনুমান রণগর্ব্বিত, যুদ্ধশ্রান্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি শত্রুজয়ে সুপটু; কুমার অক্ষ নির্নিমেষলোচনে উহাঁকে দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর ঐ উগ্রপৌরুষ বীর যুদ্ধার্থ হনুমানের নিকটস্থ হইলেন। উভয়ের অনুপম সমাগম দেবাসুরগণেরও মনে ভয় সঞ্চার করিয়া দিল। উহাঁদের বীর্য্যপ্রবৃত্ত যুদ্ধ উপস্থিত দেখিয়া প্রাণিগণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, সূর্য্য নিষ্প্রভ হইলেন, বায়ু স্থির ও নিশ্চল,পর্ব্বত বিচলিত হইয়া উঠিল, আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল এবং সমুদ্রও যার পর নাই ক্ষুভিত হইলেন। কুমার অক্ষ সমরদক্ষ; তিনি লক্ষ্য দর্শন শরসন্ধান ও শরমোচনে বিলক্ষণ সুপটু, তাঁহার ক্রোধবেগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তিনি স্বর্ণপুঙ্খশোভিত সর্পাকার তিন শরে হনুমানের মস্তক বিদ্ধ করিলেন। তখন হনুমানের মস্তক হইতে রুধিরধারা বহিতে লাগিল, নেত্রদ্বয় বিবৃত্ত হইয়া গেল; তিনি নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর ঐ মহাবীর, রাবণকুমার অক্ষকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছায় দেহবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য;

তাঁহার ক্রোধ উদ্বেল হইয়া উঠিল; তিনি দৃষ্টিপাতে বল বাহনের সহিত অক্ষকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল অক্ষ যেন বর্ষার মেঘ, তাঁহার শরাসন যেন ইন্দ্রধনু, তিনি হনুমানের দেহপর্ব্বতে অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিক্রম অতিপ্রচণ্ড এবং তেজ নিতান্ত দুঃসহ; হনুমান উহাঁকে নিরীক্ষণ করিয়া মহাহর্ষে মেঘগম্ভীর রবে ঘোর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। রাজকুমার অক্ষ বালকস্বভাব, বলগর্ব্বিত, তাঁহার নেত্রযুগল রোষভরে আরক্ত হইয়াছে, তিনি হস্তী যেমন তৃণাচ্ছন্ন কূপের তদ্রূপ ঐ অপ্রতিমবল হনুমানের নিকটস্থ হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবীর হনুমান তন্নিক্ষিপ্ত শরে আহত হইয়া ঘোর রবে সিংহনাদ করিলেন এবং বাহু ও উরু নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিকটাকারে উৎসাহের সহিত নভোমণ্ডলে উত্থিত হইলেন। রাক্ষসবীর অক্ষ উহাঁর প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি শিলাবৃষ্টি করে সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভীমবল হনুমান মনোবৎ শীঘ্রগামী, তিনি শরনিকরের অন্তরে বায়ুবৎ নিপতিত হইয়া গগনে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অক্ষের শরক্ষেপও ব্যর্থ হইতে লাগিল।

অনন্তর হনুমান সবহুমানে উহাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং তৎকালে কিরূপ বিক্রম প্রকাশ করা আবশ্যক, মনে মনে কেবল এই চিন্তাই করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে অক্ষের শর মহাবেগে আসিয়া উহাঁর বক্ষ বিদ্ধ করিল। ।ন অত্যন্ত নিপীড়িত হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিলেন।

তিনি সমরদক্ষ, ভাবিলেন, এই বীর তরুণসূর্য্যকান্তি ও বালক, তথাচ ইনি প্রৌঢ়ের ন্যায় বিলক্ষণ বীরত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। যুদ্ধবিদ্যায় ইহাঁর দক্ষতা আছে, কিন্তু এক্ষণে ইহাঁকে বিনাশ করিতে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। ইনি মহাবল সাবধান ও ক্লেশসহিষ্ণু; নাগ যক্ষ ও মুনিগণও ইহাঁর বলবীর্য্যের উৎকর্ষ দেখিয়া বিস্মিত হন। ইনি অত্যন্ত ক্ষিপ্রকারী, এক্ষণে আমার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া আমার প্রতি অকাতরে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছেন। বলিতে কি, ইহাঁর পৌরুষে সুরাসুরেরও ত্রাস জন্মে। যদি আমি ইহাঁকে উপেক্ষা করি তাহা হইলে নিশ্চয় পরাভূত হইব। আরও এই বীরের বিক্রম ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছে, সুতরাং ইহাঁকে বধ করাই শ্রেয়; বর্দ্ধনশীল অগ্নিকে উপেক্ষা করা উচিত নহে।

মহাবীর হনুমান এইরূপে বিপক্ষের বলাবল অবধারণ এবং আপনার কর্ম্মযোগ উদ্ভাবন পূর্ব্বক কুমার অক্ষকে বিনাশ করিতে অভিলাষী হইলেন। অক্ষের আটটী অশ্ব অত্যন্ত ভারসহ এবং মণ্ডলপরিভ্রমণে সুদক্ষ, হনুমান এক চপেটাঘাতে তৎসমুদায় বিনষ্ট করিয়া রথোপরি এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। রথ তৎক্ষণাৎ ভূমিসাৎ হইল, উহার নীড় ভগ্ন ও কুবর চূর্ণ হইয়া গেল। তখন মহাবীর অক্ষ ভূতলে অবতরণ করিলেন এবং এক সুশাণিত অসি ধারণ পূর্ব্বক নভোমণ্ডলে উত্থিত হইলেন। তদ্দৃষ্টে বোধ হইল যেন, কোন মহাতপা ঋষি তপোবলে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিতেছেন।

তখন বায়ুবিক্রম হনুমান ঐ ব্যোমচারী বীরের পদযুগল

সুদৃঢ়রূপে গ্রহণ করিলেন এবং বিহগরাজ গরুড় যেমন সর্পকে বিঘূর্ণিত করিয়া ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করেন, তিনি তদ্রূপ উহাকে বারংবার বিঘূর্ণিত করিয়া মহাবেগে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। অক্ষের ভুজদ্বয় ভগ্ন হইল, ঊরু কটী ও বক্ষ এককালে চূর্ণ হইয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা বহিতে লাগিল, অস্থি নিষ্পিষ্ট হইল, চক্ষের চিহ্নমাত্র রহিল না এবং সন্ধিবন্ধনও বিশ্লিষ্ট হইয়া গেল; তিনি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া রণশায়ী হইলেন।

তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং যক্ষ উরগ মহর্ষি ও গ্রহগণ এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া সবিস্ময়ে হনুমানকে দেখিতে লাগিলেন। মহাবীর হনুমানও পুনর্ব্বার সংহারোদ্যত কৃতান্তের ন্যায় তোরণে আরোহণ করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ অক্ষের নিধন সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র অতিমাত্র ভীত হইলেন এবং ধৈর্য্যবলে চিত্তবিকার সংবরণ পূর্ব্বক সরোষে সুরপ্রভাব ইন্দ্রজিৎকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি বীরপ্রধান, স্ববীর্য্যে সুরাসুরগণকেও শোকাকুল করিয়া থাক; তুমি প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রসাদে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিয়াছ; দেবগণ বারংবার তোমার বলবীর্য্যের পরিচয় পাইয়াছেন, উহাঁরা ইন্দ্রের আশ্রয়ে থাকিয়াও

রণস্থলে তোমার অস্ত্রবল সহ্য করিতে পারেন নাই। বীর! কেবল তুমিই যুদ্ধশ্রমে কাতর হও না; তুমি স্বীয় ভুজবলে রক্ষিত, এবং স্বীয় তপোবলে রক্ষিত, দেশকাল তোমার নিকট কদাচ উপেক্ষিত হয় না; তুমি ধীমান; যুদ্ধে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, তুমি বুদ্ধিবলে সমস্তই সমাধান করিতে পার; তোমার অস্ত্রবল ও বল জ্ঞাত নহে ত্রিলোকে এরূপ লোকই অপ্রসিদ্ধ; তোমার তপস্যা বিক্রম ও শক্তি সর্ব্বাংশে আমারই অনুরূপ, সন্দেহ নাই; সঙ্কট যুদ্ধেও তুমি জয়ী হইবে এই আশ্বাসে মন তোমার জন্য ক্লান্ত হয় না। বৎস! এক্ষণে কিঙ্করগণ নিহত হইয়াছে; রাক্ষস জাম্বুমালী, পঞ্চ সেনাপতি, এবং মন্ত্রিকুমারগণ দেহপাত করিয়াছে, বহুসংখ্য সৈন্য এবং হস্তী অশ্ব রথ নষ্ট হইয়াছে। বীর মহোদর, এবং কুমার অক্ষও রণশয্যায় শয়ন করিয়াছেন; কিন্তু দেখ, আমি যেমন তোমার প্রতি সেইরূপ উহাদের প্রতি কোন অংশে নির্ভর করি না। এক্ষণে তুমি এই সৈন্যক্ষয়, বানরের বিক্রম এবং নিজের শক্তি অনুধাবন পূর্ব্বক কার্য্য কর। তুমি যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া যেরূপে শত্রুশান্তি হয়, স্বপক্ষ ও পরপক্ষের বলাবল বুঝিয়া সেইরূপই করিও। আরও আমি তোমায় নিবারণ করি, তুমি সসৈন্যে যাইও না; উহারা ঐ বানরের হস্তে দলে দলে বিনষ্ট হইতেছে। বজ্রসার অস্ত্রও গ্রহণ করিও না, ঐ অগ্নিকল্প বানরের শক্তি অপরিচ্ছিন্ন, সে অস্ত্রের বধ্য নহে। এক্ষণে আমি তোমাকে যেরূপ কহিলাম, তুমি তাহা সবিশেষ বুঝিয়া দেখ, এবং যুদ্ধসিদ্ধি বিষয়ে যত্নবান হও। বিবিধ দিব্যাস্ত্রে তোমার অধিকার আছে তুমি তাহা স্মরণ কর এবং

আত্মরক্ষায় সাবধান হও। বীর! আমি যে তোমায় সঙ্কটে পাঠাইতেছি ইহা আমার অনুচিত, কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা ক্ষত্রিয় ও আমাদিগের অনুমোদিত। শত্রুর যে যে শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে এবং তাহার যেরূপ সমরপটুতা ইহা অনুসন্ধান করা যোদ্ধার আবশ্যক এবং তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া জয়লাভে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

তখন সুরপ্রভাব ইন্দ্রজিৎ পিতা রাবণের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র যুদ্ধযাত্রা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। সভাস্থ আত্মীয় স্বজন উহাঁকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎ সমরোৎসাহে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার রথ তীক্ষ্ণদশন ভীমবেগ ভুজঙ্গচতুষ্টয়ে যোজিত হইয়া আনীত হইল। ঐ মহাবীর তদুপরি আরোহণ পূর্ব্বক পর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় মহাবেগে নির্গত হইলেন। উহাঁর রথের ঘর্ঘর রব এবং শরাসনের টঙ্কার শব্দ শ্রবণ করিয়া হনুমানের মনে অত্যন্ত হর্ষ উপস্থিত হইল। ইন্দ্রজিৎও উহাঁকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি হৃষ্টমনে নির্গত হইলে, দশ দিক অন্ধকারে আবৃত হইল; শৃগালগণ চীৎকার করিতে লাগিল; নাগ যক্ষ মহর্ষি সিদ্ধ ও গ্রহগণ সমাগত হইয়া কোলাহল আরম্ভ করিলেন, এবং পক্ষিগণ নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া পুলকিত মনে কলরব করিতে প্রবৃত্ত হইল।

তখন হনুমান ইন্দ্রজিৎকে উপস্থিত দেখিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কলেবর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ইন্দ্রজিতের হস্তে বিদ্যুৎবৎ উজ্জ্বল বিচিত্র শরাসন; তিনি

ভীমরবে উহা আস্ফালন করিতে লাগিলেন। ঐ দুই বীর মহাবল ও মহাবেগ; উহাঁদের মন যুদ্ধভয়ে কিছুমাত্র অভিভূত হয় নাই; বোধ হইল যেন, দেবাসুরের অধীশ্বর পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ আরম্ভ করিলেন। হনুমান তৎসমস্ত বিফল করিয়া নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ তীক্ষ্ণফলক স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকর বজ্রবৎ বেগে নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রণস্থলে রথের ঘর্ঘর রব, মৃদঙ্গ ভেরী ও পটহের শব্দ এবং শরাসনের টঙ্কার নিরন্তর শ্রুত হইতে লাগিল। হনুমান পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলেন এবং ইন্দ্রজিতের লক্ষ্য বিফল করিয়া শরপাতের অন্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে শরপাতমুখে দণ্ডায়মান হন, পরে শরত্যাগ মাত্র বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া থাকেন। দুই বীরই বেগবান, দুই বীরই সমরদক্ষ; তৎকালে উহাঁদের এই ঘোরতর যুদ্ধ সকলেরই মনোমত হইতে লাগিল। উহাঁরা পরস্পরের কতদূর অন্তর কিছুই জানেন না, কিন্তু ক্রমশ উভয়ের পক্ষে উভয়েই দুঃসহ হইয়া উঠিলেন।

তখন মহাবীর ইন্দ্রজিৎ শর সমস্ত ব্যর্থ হইতে দেখিয়া স্থিরমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন হনুমানকে বধ করা দুঃসাধ্য, কিন্তু কোন রূপে একবার নিশ্চেষ্ট হইলে উহাকে বন্ধন করা যাইতে পারে। তিনি এইরূপ সংকল্প করিয়া শরাসনে ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন এবং উহাঁকে ব্রহ্মাস্ত্রেরও অবধ্য জানিয়া কেবল বন্ধনোদ্দেশে উহা প্রয়োগ

করিলেন। তখন হনুমানের করচরণ নিবদ্ধ হইল। তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপুত, হনুমান উহা দ্বারা বদ্ধ হইয়াও ব্রহ্মার মহিমায় নির্ভয় হইলেন এবং আপনার প্রতি ব্রহ্মার বরদানরূপ অনুগ্রহ পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, চরাচরগুরু ব্রহ্মার প্রভাবে এই অস্ত্র হইতে মুক্তি লাভ করা আমার অসাধ্য। সুতরাং ক্ষণকালের জন্য আমাকে এই বন্ধনদশা সহ্য করিতে হইবে।

তখন হনুমান এই স্থির করিয়া মনে মনে অস্ত্রবল বিচার করিলেন, আপনার প্রতি ব্রহ্মার অনুগ্রহ স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং অচিরভাবিনী বন্ধনমুক্তিও বুঝিতে পারিলেন। তিনি এই সমস্ত আলোচনা করিয়া ব্রহ্মার শাসন শিরোধার্য্য করিয়া রহিলেন। তিনি আরও ভাবিলেন, ব্রহ্মা ইন্দ্র ও বায়ু আমাকে নিরন্তর রক্ষা করিতেছেন, এই জন্য আমি ব্রহ্মাস্ত্রে বদ্ধ হইলেও নির্ভয়ে নিপতিত আছি। আরও এক্ষণে যদি রাক্ষসেরা আমাকে গ্রহণ করে ইহাতে আমার পক্ষে বিস্তর উপকার দর্শিবে ;এই প্রসঙ্গে আমি রাবণের সহিত কথোপকথন করিয়া লইব সুতরাং শত্রুপক্ষ আমাকে এখনই গ্রহণ করুক।

অনন্তর রাক্ষসেরা হনুমানের নিকটস্থ হইয়া উহাকে বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিল এবং নানা রূপ কটূক্তি প্রয়োগ সহকারে উহাঁকে ভৎর্সনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। হনুমান সমীক্ষ্যকারী, তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষসগণ শণ ও বল্কলের রজ্জু দ্বারা উহাঁকে বন্ধন করিল।

হনুমান মনে করিলেন, যদি রাবণ কৌতুহলক্রমে একবার আমাকে দেখিবার বাসনা করেন তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্য অনেকাংশেই সুসিদ্ধ হইবে। তিনি এইরূপ সংকল্প করিয়া প্রবল বন্ধন ও ভর্ৎসনা সহ্য করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে তিনি সহসা ব্রহ্মাস্ত্র হইতে উন্মুক্ত হইলেন। মন্ত্রবন্ধন অপর কোন রূপ বন্ধনের সংশ্রবে থাকিতে পারে না। তদ্দৃষ্টে মহাবীর ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। মনে করিলেন, রাক্ষসগণ মন্ত্রগতি কিছুমাত্র বুঝিল না, আমি যে দুষ্কর সাধন করিলাম তাহা সম্পূর্ণই পণ্ড হইয়া গেল; এই অস্ত্র দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করিলে কোন ফল দর্শিবে না, সুতরাং আমাদিগের জয়লাভে বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিল। এক্ষণে হনূমান নিবদ্ধ হইয়া আকৃষ্ট ও নিপীড়িত হইতেছে, কিন্তু আপনার ব্রহ্মাস্ত্রমুক্তি কিছুমাত্র প্রকাশ করিতেছে না।

অনন্তর কালমুষ্টি ক্রূর রাক্ষসগণ হনুমানকে আকর্ষণ পূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিল। রাবণ সভাস্থলে পাত্রমিত্রের সহিত উপবিষ্ট হইয়া আছেন, ইত্যবসরে মহাবীর ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে লইয়া উহাঁর নিকট উপস্থিত হইলেন। হনূমান যেন শৃঙ্খলবদ্ধ মত্ত হস্তী, সভাস্থ সমস্ত রাক্ষস তাঁহাকে দেখিয়া কেবল ইহাই কহিতে লাগিল, এই বানর কে? কাহার পুত্র? কোথা হইতে কোন উদ্দেশে আইল? এবং কাহার আশ্রয়েই বা এইরূপ নির্ভয় হইল? অনেকে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিল, ঐ দুর্ব্বৃত্তকে এখনই সংহার কর, কেহ কহিল, উহাকে দগ্ধ কর এবং কেহবা কহিল, উহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেল। তৎকালে বিকৃতাকার রাক্ষসেরা হনুমানকে ইতস্তত আকর্ষণ করিতে

লাগিল। হনুমান তেজস্বী মহাবল রাবণকে দেখিতে লাগিলেন, এবং বৃদ্ধ পরিচারক ও রত্নখচিত গৃহও দর্শন করিলেন। রাবণের চক্ষু ক্রোধভরে আরক্ত হইয়া বিঘূর্ণিত হইতেছে, তিনি হনুমানকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক মহাবংশোৎপন্ন সুশীল মন্ত্রিগণকে উহাঁর পরিচয় গ্রহণে সঙ্কেত করিলেন। উহাঁরাও হনুমানকে কাহার প্রবর্ত্তনায় এবং কোন্ উদ্দেশে আসা হইয়াছে আনুপূর্ব্বিক এই সমস্ত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। তখন হনুমান কহিলেন, আমি কপিরাজ সুগ্রীবের দূত। এক্ষণে তাঁহারই নিয়োগে এই স্থানে আগমন করিয়াছি।

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

রাক্ষসরাজ রাবণ সভাস্থলে উপবিষ্ট; তাঁহার মস্তকে মুক্তাজালখচিত স্বর্ণকিরীট এবং সর্ব্বাঙ্গে হীরক শোভিত মণিময় অলঙ্কার; তিনি রক্তচন্দনে রঞ্জিত হইয়া, মহামূল্য পট্টবসন পরিধান করিয়াছেন। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ ও ভীষণ, দন্ত সুতীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল এবং ওষ্ঠ লম্বিত। মন্দর যেমন হিংস্রজন্তুসঙ্কুল শৃঙ্গসমূহে শোভা পায় সেইরূপ তিনি দশটী মস্তকে অতিমাত্র শোভা পাইতেছেন। তাঁহার বর্ণ কজ্জলের ন্যায় নীল এবং বক্ষে সুদৃশ্য স্বর্ণহার, তিনি অরুণরাগরক্ত জলদের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন। তাঁহার বাহু চন্দনচর্চ্চিত ও অঙ্গদশোভিত, উহা পঞ্চশীর্ষ উরগের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। তাঁহার

আসন স্ফটিকময় রত্নখচিত ও আস্তরণমণ্ডিত। বহুসংখ্য সুবেশা রমণী চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে চামর বীজন করিতেছে। দুর্দ্ধর, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব ও নিকুম্ভ এই চারিজন মন্ত্রী তাঁহার অদূরে উপবিষ্ট, অন্যান্য মন্ত্রণানিপুণ প্রিয়দর্শন মন্ত্রিগণ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন। মহাবীর হনুমান বল্কলবন্ধনে নিপীড়িত ও বিস্মিত হইয়া রোষরক্ত লোচনে উহাঁকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং উহাঁর তেজে বিমোহিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই বীরের কি রূপ! কি ধৈর্য্য! কি শক্তি! কি কান্তি! সর্ব্বাঙ্গে কি সুলক্ষণ! যদি অধর্ম্ম ইহাঁর বলবৎ না হইত তাহা হইলে ইনি সুরলোক অধিক কি ইন্দ্রেরও রক্ষক হইতেন। ইহাঁর কার্য্য ক্রূর ও কুৎসিত, এই কারণে সুরাসুর দানবও ইহাঁকে দেখিলে ভীত হইয়া থাকেন। এই মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া জগৎকে সমুদ্রে প্লাবিত করিতে পারেন।

পঞ্চাশ সর্গ

তখন রাবণ তেজস্বী হনুমানকে সম্মুখে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মনে নানারূপ শঙ্কা উপস্থিত হইতে লাগিল, তিনি মনে করিলেন, পূর্ব্বে যিনি আমার উপহাসে ক্রুদ্ধ হইয়া, আমাকে গিরিবর কৈলাসে অভিশাপ দেন, এই মহাবীর কি সেই ভগবান নন্দী, তিনিই কি

বানররূপে এই স্থানে আসিয়াছেন, অথবা ইনি স্বয়ং অসুর-রাজ বাণ।

রাবণ এইরূপ বিতর্ক করিয়া রোষকষায়িত লোচনে মন্ত্রী প্রহস্তকে কহিলেন, দেখ, ঐ দুরাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর, ও কোথা হইতে কি জন্য আসিয়াছে? বন ভগ্ন করিবার কারণ কি? আমার এই পুরী নিতান্ত দুর্গম, ইহার মধ্যে কোন্ উদ্দেশে উপস্থিত হইয়াছে? এবং রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিবারই বা হেতু কি?

তখন প্রহস্ত রাবণের আদেশে হনুমানকে কহিলেন, বানর! তুমি আশ্বস্ত হও, সত্য বল, ইন্দ্র তোমাকে এই লঙ্কা-পুরীতে প্রেরণ করিয়াছেন কি না? ভয় নাই, এখনই তোমার বন্ধনমুক্তি হইবে। বল, তুমি কুবের যম না বরুণের দূত? তুমি কি তাঁহাদেরই নিয়োগে বানররূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া পুরপ্রবেশ করিয়াছ? না জয়লাভার্থী বিষ্ণু তোমাকে পাঠাই-য়াছেন? তুমি রূপমাত্রে বানর, কিন্তু তোমার তেজ বানর-জাতির অনুরূপ নহে। তুমি সত্য বল, এখনই তোমার বন্ধনমুক্তি হইবে। মিথ্যা কহিলে নিশ্চয়ই প্রাণদণ্ড করিব; বল, তুমি কি নিমিত্ত এই স্থানে আসিয়াছ?

তখন হনুমান রাবণকে কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসরাজ! আমি ইন্দ্র, যম, ও বরুণের প্রচ্ছন্নধারী চর নহি, কুবেরের সহিত আমার সখ্যতা নাই, এবং ভগবান বিষ্ণুও আমাকে প্রেরণ করেন নাই। আমি বানরজাতি, প্রকৃত বানরই তোমায় দেখিবার জন্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আমি দেখিলাম, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করা নিতান্ত দুষ্কর,

এই জন্য প্রমদ বন ভগ্ন করিয়াছি। পরে রাক্ষসগণ যুদ্ধার্থী হইয়া আমার নিকট গমন করে, আমিও আত্মরক্ষার্থ প্রতি-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। ব্রহ্মার বরে দেবাসুরগণও আমায় অস্ত্র-পাশে বন্ধন করিতে পারেন না; কিন্তু তোমারে দেখিবার প্রত্যাশায় যেন বদ্ধ রহিলাম। পরে রাক্ষসেরা আমাকে লইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইল। আমি মহাবীর রামের দূত, এক্ষণে আমি তোমর হিতার্থ যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

একপঞ্চাশ সর্গ।

রাজন্! আমি কপিরাজ সুগ্রীবের আদেশক্রমে তোমার নিকট আসিয়াছি। তোমার ভ্রাতা সুগ্রীব তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসিয়াছেন। তিনি তোমার ঐহিক ও পারত্রিক শুভ-সংকল্পে তোমাকে যেরূপ কহিয়াছেন, শ্রবণ কর। অযো-ধ্যায় দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পিতার ন্যায় প্রজাগণের প্রতিপালক। রাম তাঁহার প্রিয়তর জ্যেষ্ঠ পুত্র; তিনি পিতৃনিদেশে ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন। রাম অতি ধার্ম্মিক, তাঁহার পত্নী জানকী জনস্থানে অনুদ্দেশ হন। রাম তাঁহার অন্বেষণ-প্রসঙ্গে অনুজ লক্ষ্মণের সহিত ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আগমন করেন, এবং কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত সমাগত হন। সুগ্রীব

জানকীর অন্বেষণ করিয়া দিবেন, রামের নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, এবং রামও তাঁহাকে কপিরাজ্য অর্পণ করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হন। পরে তিনি একমাত্র শরে বালিকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে বানর ও ভল্লুকের আধিপত্য প্রদান করেন। রাক্ষসরাজ! তুমি মহাবল বালিকে বিলক্ষণ জান, রাম তাঁহাকে এক শরেই সংহার করিয়াছিলেন।

অনন্তর সুগ্রীব জানকীর অন্বেষণে ব্যগ্র হইয়া চতুর্দ্দিকে বানরগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। অসংখ্য বানর জানকীর উদ্দেশ পাইবার জন্য পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে পর্য্যটন করিতেছে। উহাদের মধ্যে কেহ বেগে গরুড়ের তুল্য এবং কেহ বা বায়ুর অনুরূপ, উহারা অপ্রতিহতগতি ও মহাবল। আমিও জানকীর জন্য শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্ব্বক তোমার দর্শনার্থী হইয়া এই স্থানে আইলাম। আমি বায়ুর ঔরস পুত্র, নাম হনুমান। আমি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে তোমার গৃহে জানকীরে দেখিতে পাইলাম। তুমি ধর্ম্মার্থদর্শী, তপোবলে ধনধান্য সংগ্রহ করিয়াছ, সুতরাং পরস্ত্রীকে অবরোধ করিয়া রাখা তোমার উচিত হইতেছে না। যে কার্য্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও অনিষ্টমূলক, তদ্বিষয়ে ভবাদৃশ বুদ্ধিমান কখনই প্রবৃত্ত হন না। রাজন্! মহাবীর রামের অপ্রিয় আচরণ পূর্ব্বক সুখী হইতে পারে ত্রিলোকে এরূপ লোকই অপ্রসিদ্ধ। দেবাসুরগণও রাম ও লক্ষ্মণের ক্রোধনির্ম্মুক্ত শরের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারেন না। অতএব তুমি এই ত্রিকালহিতকর ধর্ম্মানুগত কথায় আস্থাবান হও এবং নরবীর রামকে জানকী সমর্পণ কর।

আমি এইস্থানে দেবী জানকীরে দেখিয়াছি, যাঁহার দর্শন নিতান্ত দুর্লভ, আমি তাঁহাকেই দেখিয়াছি, অতঃপর রাম কার্য্যাবশেষ সমাধান করিবেন। জানকী অতিমাত্র শোকাকুল, তিনি যে পঞ্চমুখ ভুজঙ্গীর ন্যায় তোমার গৃহে অবস্থান করিতেছেন তুমি তাহা জানিতেছ না। দেখ, আহারশক্তিবলে বিষাক্ত অন্ন যেমন জীর্ণ করা যায় না, তদ্রূপ তাঁহারে অবরুদ্ধ করিয়া পরিপাক করা, সুরাসুরগণের পক্ষেও সহজ নহে। তুমি তপোবলে দিব্য ঐশ্বর্য্য ও সুদীর্ঘ আয়ু অধিকার করিয়াছ, কিন্তু পরস্ত্রীপরিগ্রহরূপ অধর্ম্মে তাহা বিনষ্ট করা তোমার উচিত হইতেছে না। তুমি স্বয়ং সুরাসুরেরও অবধ্য, তদ্বিষয়ে ধর্ম্মই কারণ। কিন্তু কপিরাজ সুগ্রীব দেব, যক্ষ, ও রাক্ষসও নহেন, তিনি জাতিতে বানর এবং মহাবীর রামও মনুষ্য, বল, তুমি কিরূপে তাঁহাদিগের হইতে আত্মরক্ষা করিবে। সুখ ধর্ম্মের ফল, তাহা অধর্ম্মফল দুঃখের সহিত ভোগ করা নিতান্ত দুষ্কর, এবং পূর্ব্বকৃত ধর্ম্ম পরবর্ত্তী অধর্ম্মকেও কদাচ বিলুপ্ত করিতে পারে না। রাজন্! তুমি ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট সুখ ভোগ করিয়াছ, এক্ষণে শীঘ্রই তোমাকে বিলক্ষণ দুঃখ অনুভব করিতে হইবে। জনস্থানে বহুসংখ্য রাক্ষস বিনষ্ট হইয়াছে, মহাবীর বালি রণশায়ী হইয়াছেন, এবং রামও সুগ্রীবের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়াছেন, এক্ষণে তোমার পক্ষে কি শ্রেয় হইতে পারে, তুমিই তাহা চিন্তা কর। দেখ, আমি একাকী হস্ত্যশ্ব প্রভৃতি সমস্ত উপকরণের সহিত লঙ্কা পুরী ছারখার করিতে পারি, কিন্তু রাম এই কার্য্যে আমায় অনুজ্ঞা দেন নাই। তিনি স্বয়ংই তাঁহার ভার্য্যাপ-

হারক শত্রুকে বিনাশ করিবেন, বানর ও ভল্লুকগণের সমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। রাক্ষসরাজ! তুমি ত সামান্য ব্যক্তি, সাক্ষাৎ ইন্দ্রও রামের অপ্রিয় আচরণ পূর্ব্বক সুখী হইতে পারেন না। তুমি যাঁহাকে জানকী বলিয়া জান, যিনি তোমার আলয়ে অবরুদ্ধ হইয়া আছেন, তিনি স্বয়ং লঙ্কানাশিনী কালরজনী, তুমি সেই সীতারূপী মৃত্যুপাশ স্কন্ধে সংলগ্ন করিয়া রাখিও না; কিসে আপনার মঙ্গল হয় এক্ষণে তাহাই চিন্তা কর। অতঃপর এই লঙ্কা জানকীর তেজ ও রামের ক্রোধে নিশ্চয়ই দগ্ধ হইবে। তুমি আপনার পুত্রকলত্র মন্ত্রীমিত্র ও প্রভৃত ধনসম্পদ স্বদোষে উচ্ছিন্ন করিও না। আমি জাতিতে বানর, রামের দূত এবং রামের কিঙ্কর, সত্যই কহিতেছি, তুমি আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। মহাবীর রাম চরাচর জগৎ সংহার করিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতে পারেন। তাঁহার বলবীর্য্য বিষ্ণুর তুল্য; সুরাসুর, মনুষ্য, যক্ষ, উরগ, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, মৃগ, সিদ্ধ, কিন্নর ও পক্ষীর মধ্যে এমন কেহই নাই যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে। সেই ত্রিলোকীনাথ রাজাধিরাজের অপকার করিয়া প্রাণ রক্ষা, করা, তোমার পক্ষে সুকঠিন হইবে। তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া উঠে, ত্রিজগতে এমন কেহ নাই, স্বয়ং চতুরানন ব্রহ্মা, ত্রিপুরান্তক রুদ্র এবং দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁহার শরমুখে তিষ্ঠিতে পারেন না।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ হনুমানের এই সগর্ব্ব বাক্যে যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার নেত্র রক্তিম রাগ বিস্তার পূর্ব্বক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘাতকগণকে উহাঁর প্রাণদণ্ডের অনুজ্ঞা দিলেন। হনুমান দৌত্যে নিযুক্ত, তৎকালে বিভীষণ উহাঁর বধদণ্ড কিছুতেই অনুমোদন করিলেন না। কিন্তু রাবণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছেন, দূতবধও আসন্ন, তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়া স্থির-ভাবে ইতিকর্ত্তব্য চিন্তা করিলেন এবং পূজ্য অগ্রজকে সান্ত্ব-বাদ পূর্ব্বক হিতবাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! আপনি ক্ষান্ত হউন এবং প্রসন্নমনে আমার কথায় কর্ণপাত করুন। যে সকল মহীপাল কার্য্যের গৌরব ও লাঘব বুঝিতে পারেন দূতবধে তাঁহাদের কদাচই প্রবৃত্তি জন্মে না। এই কার্য্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও ব্যবহারবিদ্বিষ্ট, সুতরাং ইহা কিছুতেই আপ-নার সমুচিত হইতেছে না। আপনি রাজনীতিনিপুণ ধর্ম্ম-নিষ্ঠ ও বিচক্ষণ; যদি ভবাদৃশ লোকও ক্রোধের বশীভূত হন, তাহা হইলে শাস্ত্রপাণ্ডিত্যের সমস্ত শ্রমই পণ্ড হইয়া যায়। এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হউন, ন্যায়ান্যায় সম্যক্ বিচার করুন।

তখন রাবণ বিভীষণের বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, বীর! পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে বধ করিলে কোন অংশেই পাপ স্পর্শে না। অতএব আমি এই রাজবিদ্রোহী বানরকে এখনই বিনাশ করিব।

তখন ধীমান বিভীষণ রাবণের এই অসঙ্গত কথা শ্রবণ করিয়া, তত্ত্বোপদেশ সহকারে কহিতে লাগিলেন, রাজন্ আপনি প্রসন্ন হউন এবং আমার ধর্ম্মার্থপূর্ণ বাক্যে কর্ণপাত করুন। সাধু ব্যক্তিরা কহেন যে, যে দূত প্রভুর নিয়োগ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাকে বধ করিতে নাই। সত্য বটে, এই শত্রু বিলক্ষণ প্রবল এবং ইহা দ্বারা যথেষ্টই অনিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু দূতবধে কেহই অনুমোদন করিবে না। অঙ্গের বৈরূপ্য সম্পাদন, কষাভিঘাত ও মুণ্ডন এই সমস্ত দণ্ডের একটী বা সমগ্রই হউক, দূতের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু প্রাণদণ্ড করা আমরা কখনই শুনি নাই। আপনি ধর্ম্মদর্শী, কার্য্য ও অকার্য্য সম্যক্ বুঝিতে পারেন, সুতরাং ভবাদৃশ লোকের পক্ষে ক্রোধ নিতান্ত দূষণীয় সন্দেহ নাই; যাঁহারা সুবিজ্ঞ তাঁহারা ক্রোধকে কদাচই প্রশ্রয় দেন না। কি ধর্ম্মবিচার, কি লোকব্যবহার, কি শাস্ত্রবোধ এই সমস্ত বিষয়ে কেহই আপনার সদৃশ নহে, সুরাসুরের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে এই বানরকে বধ করিলে আপনার কোনও ফল দর্শিবে না, যে ইহাকে নিয়োগ করিয়াছে তাহাকেই দণ্ড করা কর্ত্তব্য হইতেছে। দেখুন, এই বানর অন্যের প্রেরিত, অন্যের কথা লইয়াই উপস্থিত হইয়াছে, এ ব্যক্তি পরাধীন, সুতরাং ইহাকে বধ করা সুসঙ্গত নহে। আপনি যদি ইহাকে সংহার করেন তাহা হইলে এই লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইতে পারে এরূপ আর কাহাকেই দেখিতেছি না; সুতরাং ইহাকে বধ করিবেন না। আপনি ইন্দ্রাদি দেবগণকে নির্ম্মূল করুন, তাহাতে আপনার বিলক্ষণ পৌরুষ প্রকাশ

পাইবে। আরও সেই দুই মনুষ্যজাতীয় রাজপুত্র দুর্ব্বিনীত ও আপনার বিরোধী, এই বানর বিনষ্ট হইলে তাহাদিগকে গিয়া যুদ্ধে উদ্যত করিয়া দেয় এরূপ আর কাহাকেই দেখি না। এক্ষণে রাক্ষসগণ বীরত্ব প্রদর্শনে উৎসুক হইয়া আছে, আপনি যুদ্ধের ব্যাঘাত দিয়া তাহাদিগকে ক্ষুব্ধ করিবেন না। উহারা আপনার বশীভুত ভৃত্য, নিরন্তর আপনার হিতচিন্তা করিয়া থাকে; তাহারা সদ্বংশীয় ও বীরগণের অগ্রগণ্য। ঐ সমস্ত রুষ্টপ্রকৃতি বীর সত্ত্বে জয়শ্রী অবশ্যই আপনার হইবে। এক্ষণে আদেশ করুন, উহাদিগের কিয়দংশ নির্গত হইয়া শীঘ্র সেই দুই মূর্খ রাজপুত্রকে বন্ধন করিয়া আনুক। মহা-রাজ! শত্রুকে প্রভাব প্রদর্শন করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য হইতেছে।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

তখন দশকণ্ঠ রাবণ বিভীষণের এই হিতকর কথা শ্রবণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বীর! তুমি যথার্থই কহিতেছ, দূতকে বধ করা নিতান্ত দূষণীয়। কিন্তু এই দুষ্টের কোনরূপ নিগ্রহ করা আবশ্যক হইতেছে। দেখ, বানরজাতির লাঙ্গুলই প্রিয় ভূষণ, অতএব ইহার লাঙ্গুল শীঘ্রই দগ্ধ করিয়া দেও। এই দুর্ব্বৃত্ত দগ্ধ লাঙ্গুল লইয়া প্রস্থান করিলে, ইহার বন্ধুবান্ধব ইহাকে দীনদশাপন্ন ও বিকলাঙ্গ দেখিবে। রাবণ

হনুমানের এইরূপ দণ্ড নির্দ্দেশ পূর্ব্বক রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, তোমরা এই বানরের পুচ্ছে শীঘ্র অগ্নি প্রদীপ্ত করিয়া দেও এবং ইহাকে স্কন্ধে লইয়া সমস্ত পুরপ্রাঙ্গন পর্য্যটন কর।

তখন রোষকর্কশ রাক্ষসেরা রাবণের আদেশমাত্র জীর্ণ কার্পাস বস্ত্র দ্বারা হনুমানের পুচ্ছ বেষ্টন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে অগ্নি যেমন অরণ্যে শুষ্ক কাষ্ঠসংযোগে বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ হনুমানের দেহ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। পরে রাক্ষসেরা উহাঁর পুচ্ছে তৈলসেক করিয়া অগ্নি প্রদান করিল। হনুমান্ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ প্রদীপ্ত পুচ্ছ দ্বারা রাক্ষসগণকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাক্ষসেরাও সমবেত হইয়া উহাঁকে বন্ধন করিতে লাগিল। তৎকালে লঙ্কাপুরীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই ব্যাপার দর্শনে যার পর নাই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন হনুমান ভাবিলেন, যদিও আমি এইরূপে নিবদ্ধ হইয়াছি, তথাচ রাক্ষসগণ আমার বিক্রম কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। আমি শীঘ্রই এই বন্ধনরজ্জু ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ইহাদিগকে বিনাশ করিব। এই দুরাত্মারা রাবণের আদেশে আমাকে বন্ধন করিয়াছে বটে, কিন্তু আমি রামের শুভোদ্দেশে লঙ্কার যেরূপ অনিষ্ট সাধন করিলাম, ইহারা আমাকে তদনুরূপ কিছুমাত্র প্রতিফল দিতে পারিল না। বলিতে কি, আমি একাকী এই রাক্ষসগণকে সংহার করিতে পারি, কিন্তু রাম স্বয়ং আসিয়া ইহাদিগকে বধ করিবেন, সুতরাং কিয়ৎক্ষণের জন্য আমায় এই বন্ধন সহ্য করিতে হইল। অতঃপর রাক্ষসেরা আমাকে লইয়া লঙ্কা প্রদক্ষিণ

করুক। আমি রাত্রিকালে ইহার দুর্গম স্থান দেখি নাই, এই প্রসঙ্গে তাহাও দেখিয়া লইব। এক্ষণে রাক্ষসেরা আমাকে বন্ধন করুক, ইহারা আমার পুচ্ছ দগ্ধ করিয়া যন্ত্রণা দিতেছে সত্য, কিন্তু ইহাতে আমার মন কিছুমাত্র ক্লান্ত হয় নাই।

অনন্তর রাক্ষসেরা হনুমানকে গ্রহণ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে চলিল, এবং শঙ্খ ও ভেরী বাদন পূর্ব্বক সর্ব্বত্র বিদ্রোহীর দণ্ডবার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। হনুমান পরম সুখে রাক্ষসপৃষ্ঠে আরোহণ পুর্ব্বক বিচিত্র বিমান, বৃতিবেষ্টিত ভুবিভাগ, সুবিভক্ত চত্বর, প্রাসাদমধ্যস্থ রথ্যা, উপরথ্যা, ও চতুষ্পথ সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎকালে রাক্ষসগণও রাজমার্গের সর্ব্বত্র উহাঁকে গূঢ় চর বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে বিকৃতাকার রাক্ষসীরা দেবী জানকীর নিকট গিয়া কহিল, জানকি! তুমি যে রক্তমুখ বানরের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেছিলে, রাক্ষসগণ তাহার পুচ্ছে অগ্নি প্রদান করিয়াছে এবং তাহাকে লইয়া রাজপথের ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে।

তখন জানকী এই অপ্রীতিকর সংবাদে অতিমাত্র কাতর হইলেন এবং সন্নিহিত জ্বলন্ত হুতাশনকে পবিত্র মনে উপাসনা করিয়া কহিলেন, দেব! যদি আমি পতিসেবা করিয়া থাকি, যদি আমি তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া থাকি এবং যদি আমার কিছুমাত্র পাতিব্রত্য ধর্ম্ম সঞ্চয় থাকে, তবে তাহার প্রভাবে তুমি হনুমানের অঙ্গে শীতস্পর্শ হও।

অনন্তর জ্বালাকরাল হুতাশন দক্ষিণাবর্ত্ত শিখায় জ্বলিতে

লাগিলেন। পুচ্ছাগ্নিদীপক বায়ু তুষারশীতল ও স্বাস্থ্যকর হইয়া বহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন হনূমান মনে করিলেন, আমার পুচ্ছে অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহা দ্বারা কেন আমার দেহদাহ হইতেছে না। এই অগ্নির শিখা অতিমাত্র প্রদীপ্ত, কিন্তু ইহা দ্বারা কেন আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইতেছে না। পুচ্ছাগ্রে অগ্নিস্পর্শ শিশিরবৎ শীতল বোধ হইল, ইহার কারণ কি? অথবা ইহা যে রামের প্রভাব, তাহা সুস্পষ্টই বোধ হইতেছে। আমি যখন সমুদ্র লঙ্ঘন করি, তখন তাঁহার প্রভাবেই তন্মধ্যে গিরিবর মৈনাককে দর্শন করিয়াছিলাম। যদি রামের জন্য সমুদ্র ও মৈনাক তাদৃশ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে অগ্নি যে শীতস্পর্শে প্রদীপ্ত হইবেন তাহা নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয় নহে। যাহাই হউক, জানকীর বাৎসল্য, রামের তেজ, এবং আমার পিতা পবনের সহিত সখ্যতা এই কএকটী কারণে এক্ষণে অগ্নি আমায় দগ্ধ করিতেছেন না।

হনূমান পুনর্ব্বার মনে করিলেন, কি, নীচ রাক্ষসেরা মাদৃশ ব্যক্তিকেও বন্ধন করিল! এক্ষণে যদি আমার বীরত্ব থাকে তবে ইহার সমুচিত প্রতিফল দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। তিনি এইরূপ সংকল্প করিয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধনরজ্জু ছিন্ন ভিন্ন করিলেন এবং মহাবেগে এক লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ঘোর রবে সমস্ত প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। পরে ঐ মহাবীর শৈলশৃঙ্গবৎ অত্যুচ্চ পুরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে রাক্ষসগণের কিছুমাত্র জনতা নাই। তিনি তথায় উত্তীর্ণ হইয়া ক্ষণকালমধ্যে দেহ সংকোচ করিলেন। তাঁহার

বন্ধনরজ্জুর অবশেষ স্বতই উন্মুক্ত হইয়া গেল। তিনি পুনর্ব্বার দীর্ঘাকার হইলেন এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টিপ্রসারণ পূর্ব্বক তোরণ-সংলগ্ন এক প্রকাণ্ড অর্গল দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ লৌহ-ময় অর্গল গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ সমস্ত রক্ষকদিগকে সংহার করিলেন। তাঁহার লাঙ্গূল প্রদীপ্ত, তিনি ঐ জ্বলন্ত অগ্নিপ্রভাবে প্রচণ্ড সূর্য্যের স্থায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন এবং বারংবার লঙ্কাপুরী দর্শন করিতে লাগিলেন।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

তখন হনুমানের উৎসাহ বিলক্ষণ প্রদীপ্ত হইয়াছে, তিনি ভাবিলেন, এক্ষণে আমার কার্য্যের কি অবশেষ আছে, আমি আর কিরূপে রাক্ষসগণকে অধিকতর পরিতপ্ত করিব। প্রমদ বন ভগ্ন করিয়াছি, রাক্ষসবীরগণকে বিনাশ করিয়াছি, সৈন্যের কিয়দংশও নিঃশেষিত করিলাম, এক্ষণে দুর্গবিনাশ অবশিষ্ট ; এই কার্য্যটি সমাধা করিলেই আমার যাবদীয় প্রয়াস সফল হয়। আমি সমুদ্র লঙ্ঘন প্রভৃতি যা কিছু করিলাম, আর অল্প প্রযত্নেই তাহা সুসিদ্ধ হয়। আমার পুচ্ছদেশে অগ্নি প্রদীপ্ত হইতেছে, এক্ষণে ঐ সমস্ত গৃহ দগ্ধ করিয়া ইহার সন্তর্পন করিব।

তখন হনুমান লঙ্কার গৃহোপরি বিচরণ আরম্ভ করিলেন। তিনি নির্ভয়ে দৃষ্টি প্রসারণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে গৃহে, উদ্যান

ও প্রসাদে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে বায়ুবেগে মহাবীর প্রহস্তের গৃহে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন। উহার অদূরে মহাবীর মহাপার্শ্বের গৃহ, হনুমান তদুপরি লম্ফ প্রদান করিলেন। গৃহ প্রলয়বহ্নির ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। পরে বজ্রদংষ্ট্র, শুক, সারণ, ইন্দ্রজিত, জম্বুমালী, রশ্মিকেতু, সূর্য্যশত্রু, হ্রস্বকর্ণ, দংষ্ট্র, রোমশ, যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, ধ্বজগ্রীব, বিদ্যুজ্জিহ্ব, ঘোর, হস্তিমুখ, করাল, বিশাল, শোণিতাক্ষ, কুম্ভকর্ণ, মকরাক্ষ, নরান্তক, কুম্ভ, নিকুম্ভ, যজ্ঞশত্রু, ও ব্রহ্মশত্রু, অনুক্রমে এই সমস্ত রাক্ষসের গৃহে অগ্নি প্রদান করিলেন। তিনি বিভীষণের গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমশঃ সকলেরই গৃহ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত মহাবীর রাক্ষসের গৃহ বহুব্যয়ে নির্ম্মিত, তৎসমুদায় বিপুল সম্পদের সহিত ভস্মীভূত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ হনুমান রাজপ্রাসাদের সন্নিহিত হইলেন। উহা রত্নখচিত মঙ্গলদ্রব্যসজ্জিত ও মেরুমন্দরবৎ উচ্চ; হনুমান তদুপরি পুচ্ছাগ্রলগ্ন প্রদীপ্ত অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক প্রলয়জলদের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। হুতাশন প্রবল বায়ুবেগে প্রদীপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত হইয়া উঠিল; তদ্দৃষ্টে বোধ হইল যেন, যুগান্ত কালের অগ্নি সমস্ত দগ্ধ করিতেছে। তখন মুক্তামণিজড়িত স্বর্ণজালশোভিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ ভগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল; বোধ হইল যেন, পুণ্যক্ষয়ে সিদ্ধগণের আবাস গগনতল হইতে পরিভ্রষ্ট হইতেছে। চতুর্দ্দিকে তুমুল আর্ত্তনাদ, রাক্ষসেরা স্ব স্ব গৃহরক্ষায় ভগ্নোৎসাহ হইয়া ধনসম্পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধাবমান হইতে লাগিল। অনেকে

কহিল, হা! বুঝি, অগ্নিই বানররূপে আগমন করিয়াছেন; রমণীরা দুগ্ধপোষ্য শিশুগণকে কক্ষে লইয়া জলধারাকুল লোচনে জ্বলন্ত অগ্নিমধ্যে পতিত হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ শিখাজালবেষ্টিত, ব্যস্ততায় কাহারও কেশ-পাশ স্খলিত হইয়াছে। উহারা পতনকালে মেঘনির্ম্মুক্ত বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। প্রতিগৃহে প্রচুর হীরক, প্রবাল, ইন্দ্রনীল মণি, মুক্তা ও স্বর্ণ, তৎসমুদায় অগ্নি-সংযোগে দ্রবীভূত হইয়া পড়িতে লাগিল। যেমন, অগ্নি তৃণ-কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া তৃপ্ত হন না তৎকালে সেইরূপ রাক্ষসবিনাশে হনুমানের কিছুমাত্র তৃপ্তি লাভ হইল না। রাক্ষসগণের দগ্ধ দেহে লঙ্কার ভূবিভাগ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মহাবীর হনুমান *ত্রিপুরদাহে প্রবৃত্ত ভগবান রুদ্রের ন্যায় লঙ্কাদাহে কৃতকার্য্য* হইলেন। অগ্নি লঙ্কার আধারভূত ত্রিকূট পর্ব্বতের শিখরে উত্থিত হইয়া, শিখাজাল বিস্তার পূর্ব্বক ভীমবলে জ্বলিতে লাগিল। উহার জ্বালা সকল গগনস্পর্শী ও ধূমশূন্য; উহা কোটি সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া লঙ্কাপুরী বেষ্টন করিল এবং বজ্রবৎ কঠোর ঘোর চটচটা শব্দে যেন ব্রহ্মাণ্ডকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। উহার প্রভা বিলক্ষণ রুক্ষ এবং শিখা কিংশুক পুষ্পবৎ রক্তবর্ণ; উহা হইতে ধূমজাল বিচ্ছিন্ন হইয়া নীল মেঘাকারে পরিণত হইল এবং আকুলভাবে গগনতলে প্রসারিত হইতে লাগিল। তৎকালে রাক্ষসেরা এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল এবং পরস্পর কহিতে লাগিল, এই বানর স্বয়ং বজ্রধর ইন্দ্র হইবে, অথবা যম, বরুণ, বায়ু, সূর্য্য, কুবের, বা চন্দ্র হইবে। বোধ হয়, রুদ্রদেবের নেত্রাগ্নি

প্রচ্ছন্নরূপে এই স্থানে আসিয়াছে। কিম্বা পিতামহ ব্রহ্মার ক্রোধ রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিবার জন্য বানরমূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়াছে। অথবা অচিন্ত্য অব্যক্ত অনন্ত একমাত্র বৈষ্ণব তেজ মায়াবলে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকিবে।

লঙ্কাপুরী ক্রমশঃ হস্ত্যশ্ব রথ বৃক্ষ ও পক্ষীর সহিত দগ্ধ হইয়া গেল; চতুর্দ্দিকে তুমুল রোদন ধ্বনি উত্থিত হইল; হা পিতঃ! হা পুত্র! হা স্বামিন্! হা জীবিতেশ্বর! সঞ্চিত পুণ্য বিনষ্ট হইল, কেবল এই বলিয়াই সকলে ভীতমনে চীৎকার করিতে লাগিল। লঙ্কা হনুমানের ক্রোধে শাপগ্রস্তবৎ নিরীক্ষিত হইল। রাক্ষসগণ ভীত ব্যস্ত সমস্ত ও বিষণ্ণ, ইতস্ততঃ অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে; লঙ্কা ব্রহ্মার ক্রোধদগ্ধ পৃথিবীর ন্যায় নিতান্ত শোচনীয় হইল। মহাবীর হনুমান বৃক্ষসঙ্কুল বন ভগ্ন করিয়া যুদ্ধে রাক্ষসগণকে সংহার করিলেন। পরে লঙ্কা পুরীতে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক মনে মনে রামকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবগণ মহাবীর হনুমানের স্তুতিবাদ আরম্ভ করিলেন। মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও উরগেরা এই ব্যাপারে যার পর নাই প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তখন হনুমান এক প্রাসাদশিখরে গিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ লাঙ্গুল প্রদীপ্ত হইতেছে; তিনি উহার প্রভাবে সূর্য্যের ন্যায় নিরীক্ষিত হইলেন এবং স্বকার্য্য সাধন পূর্ব্বক লাঙ্গুলের অগ্নি সমুদ্রজলে নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ

অনন্তর হনুমান অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন; তাঁহার মনে যৎপরোনাস্তি ভয় জন্মিল। তিনি মনে করিলেন, আমি লঙ্কা দগ্ধ করিয়া কি কুকার্য্যই করিলাম। যেমন জলসেক দ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নিকে নির্ব্বাণ করা যায়, তদ্রূপ যাঁহারা উদ্রিক্ত ক্রোধকে বুদ্ধিবলে নির্ব্বাণ করিতে পারেন, তাঁহারাই ধন্য। ক্রোধীর পাপভয় নাই; সে গুরুলোককে সংহার করিতে পারে এবং কঠোর বাক্যে সাধুগণকেও ভৎসনা করিতে পারে। ক্রোধ উপস্থিত হইলে বাচ্যাবাচ্য কিছুমাত্র বোধ থাকে না। রুষ্ট ব্যক্তির অকার্য্য কিছুই নাই। সর্প যেমন জীর্ণ ত্বক ত্যাগ করে, সেইরূপ যিনি ক্ষমা দ্বারা উদ্রিক্ত ক্রোধকে দূর করেন, তিনিই পুরুষ। এক্ষণে আমি জানকীর বিপদ না ভাবিয়া লঙ্কা দগ্ধ করিলাম, আমি স্বামিঘাতক ও পাপাচার, আমাকে ধিক্। আমি নির্ব্বোধ ও নির্লজ্জ; যদি সমস্ত লঙ্কা দগ্ধ হইয়া থাকে তাহা হইলে আর্য্যা জানকী অবশ্যই দগ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং আমি অজ্ঞানত প্রভুর কার্য্যক্ষতি করিলাম। যে জন্য এত দূর যত্ন ও চেষ্টা তাহাই ব্যর্থ হইল। হা! আমি লঙ্কাদাহে ব্যাপৃত থাকিয়া জানকীরে রক্ষা করিতে পারিলাম না। লঙ্কা দগ্ধ করা ত নিঃসন্দেহ সামান্য কার্য্য, কিন্তু আমি যে উদ্দেশে আসিয়াছি, ক্রোধে অধীর হইয়া তাহারই মূলোচ্ছেদ করিলাম। হা! জানকী নিশ্চয়ই নাই। লঙ্কা এককালে ভস্মসাৎ হইয়াছে, ইহাতে

দগ্ধ হইতে অবশিষ্ট আছে এমন স্থানই দেখিতেছি না। হা! আমার বুদ্ধিদোষে প্রভুর কার্য্যক্ষতি হইল। এক্ষণে আমি অগ্নিপ্রবেশ করিব, না সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া নক্রকুম্ভীরগণকে দেহ অর্পণ করিব। আমি ত কার্য্যের সর্ব্বস্ব নাশ করিলাম, সুতরাং আর কোন্ মুখে গিয়া সুগ্রীব এবং রাম লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিব। বানর যে নিতান্ত চপল, ত্রিলোকে ইহা বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ আছে, এক্ষণে আমি ক্রোধদোষে সেই জাতিস্বভাবই প্রদর্শন করিলাম। রাজসিক ভাবে ধিক্, উহা চপলতাজনক ও কার্য্যনাশক, আমি সর্ব্বাংশে সুপটু হইয়াও কেবল রজোগুণমূলক ক্রোধে জানকীরে রক্ষা করিতে পারিলাম না। হা! জানকীর অভাবে রাম ও লক্ষ্মণ কদাচ প্রাণে বাঁচিবেন না। ঐ দুই মহাবীর বিনষ্ট হইলে সুগ্রীব সবান্ধবে দেহপাত করিবেন। পরে ভ্রাতৃবৎসল ভরত এবং বীর শত্রুঘ্ন জ্যেষ্ঠের এই দুঃসংবাদে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন। এইরূপে ঈক্ষ্বাকুকুল ক্ষয় হইলে প্রজারা শোক সন্তাপে অতিমাত্র কষ্ট পাইবে। আমি অত্যন্ত দুর্ভাগ্য ও অধার্ম্মিক। আমিই ক্রোধদোষে এই ভীষণ লোকক্ষয় করিলাম।

হনুমান এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে পূর্ব্বদৃষ্ট শুভ লক্ষণ তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। তখন তিনি পুনর্ব্বার ভাবিলেন, সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী জানকী স্বতেজে রক্ষিত হইতেছেন, তিনি কখনই বিনষ্ট হইবেন না; অগ্নিকে দাহ করা অগ্নির পক্ষে অসম্ভব। জানকী ধর্ম্মপরায়ণ রামের পত্নী, তিনি আপনার চরিত্রে রক্ষিত হইতেছেন, তাঁহাকে দগ্ধ করা অগ্নির পক্ষে অসম্ভব। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে সত্য,

কিন্তু জানকীর পুণ্যবল এবং রামের প্রভাবে তিনি আমাকে দগ্ধ করেন নাই। কিন্তু যিনি ভরত প্রভৃতি রাজকুমারের আরাধ্য দেবতা, যিনি মহাত্মা রামের মনোমতা পত্নী, কেন তিনি বিনষ্ট হইবেন। অবিনশ্বর অগ্নি সমস্ত ভস্মীভূত করিতে পারেন, কিন্তু যিনি আমার পুচ্ছ দগ্ধ করেন নাই, কেন তিনি সীতাকে বিনষ্ট করিবেন।

পরে হনুমান সমুদ্রমধ্যে মৈনাকদর্শন বিস্ময়ভরে স্মরণ পুর্ব্বক মনে করিলেন, জানকী তপস্যা, সত্য বাক্য, ও পাতি-ব্রত্যে অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু অগ্নি কদাচই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবেন না।

হনুমান এইরূপে জানকীর ধর্ম্মনিষ্ঠার বিষয় চিন্তা করি-তেছেন, ইত্যবসরে চারণগণ কহিতে লাগিলেন, এই মহাবীর, রাক্ষসগণের গৃহ তীব্র অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া কি ভীষণ কার্য্যই করিলেন। লঙ্কা হইতে রাক্ষসশ্রী পলায়ন করি-য়াছেন, স্ত্রী বালক বৃদ্ধ সকলেই ব্যাকুল, চতুর্দ্দিকে তুমুল কোলাহল, বোধ হয়, যেন লঙ্কাপুরী দুঃখশোকে রোদন করি-তেছে! কিন্তু আশ্চর্য্য! এই পুরী এককালে ভস্মীভূত হইল তথাচ জানকী দগ্ধ হন নাই।

তখন হনুমান এই অমৃততুল্য বাক্য শ্রুতিমাত্র অতিমাত্র হৃষ্ট হইলেন, তিনি বিশ্বাস্ত নিমিত্ত ও ঋষিবাক্যে জানকী জীবিত আছেন বুঝিয়া, পুনর্ব্বার শিংশপামূলে যাইতে লাগিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর মহাবীর হনুমান শিংশপামুলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জানকী তথায় উপবিষ্ট আছেন। তিনি তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! আমি ভাগ্যক্রমেই তোমাকে নিরাপদ দেখিতে পাইলাম।

তখন জানকী হনুমানের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে প্রস্থানে উদ্যত দেখিয়া সস্নেহে কহিলেন, বৎস! যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে তুমি একদিনের জন্যও এই স্থানে থাক। তুমি কোন গুপ্ত প্রদেশে বিশ্রাম করিয়া না হয় পরদিন প্রস্থান করিও। তোমাকে দেখিলে এই মন্দভাগিনীর দুঃসহ শোক কিয়ৎক্ষণের জন্যও দূর হইবে। তুমি পুনরায় আসিবার উদ্দেশে প্রস্থান করিতেছ সত্য, কিন্তু ইহার মধ্যে নিশ্চয় আমার প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইবে। আমার মন অত্যন্ত বিরস, আমি দুঃখের পর দুঃখ সহিতেছি, এক্ষণে তোমার অদর্শনে আরও যন্ত্রণা পাইব। বীর! আমার একটী বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ হইতেছে; দেখ, মহাবল সুগ্রীবের বহুসংখ্য বানর ও ভল্লুক সহায় আছে বটে, কিন্তু তিনি কিরূপে সসৈন্যে রাম লক্ষ্মণের সহিত অপার সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিবেন। তুমি, বায়ু, ও বিহগরাজ গড়ুর ভিন্ন এই বিষয়ে আর কাহাকেই সমর্থ দেখিতেছি না। তুমি সকল কার্য্যেই সুপটু, এক্ষণে এই জটিল বিষয় কিরূপে সুসম্পন্ন হইবে। তোমার পৌরুষ সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয়, তুমি একাকী

অক্লেশে এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পার, কিন্তু রাম যদি স্বয়ং আসিয়া আমাকে উদ্ধার করেন তবেই তাঁহার বীরত্বের সমুচিত হইবে। বৎস! অধিক কি, এক্ষণে তুমি এই জন্যই তাঁহাকে উদ্যোগী করিও।

তখন হনুমান জানকীর এই সুসঙ্গত কথা শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! মহাবীর সুগ্রীব বানর ও ভল্লুকগণের অধিপতি। তিনি তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি অসংখ্য বানরের সহিত শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন এবং সেই নরপ্রবীর রাম ও লক্ষ্মণও শরনিকরে এই লঙ্কাপুরী ছারখার করিবেন। দেবি! ব্যাকুল হইও না, রাম রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিয়া অচিরাৎ তোমাকে উদ্ধার করিবেন। এক্ষণে তুমি আশ্বস্ত হও এবং সময় প্রতীক্ষা কর। রাবণ শীঘ্রই স্ববংশে ধ্বংস হইবে। রাম বানরসৈন্যের সহিত অনতিকাল মধ্যে আসিবেন এবং যুদ্ধে জয়ী হইয়া তোমার শোক অপনীত করিবেন।

হনুমান জানকীরে এইরূপ আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক প্রতিগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি রাক্ষসবধ, স্বনাম কীর্ত্তন, বল প্রদর্শন, লঙ্কাদাহ, রাবণকে বঞ্চনা, জানকীরে প্রবোধ দান ও অভিবাদন পূর্ব্বক সুগ্রীবসন্দর্শনার্থে প্রস্থান করিলেন। লঙ্কার উপান্তে অরিষ্ট পর্ব্বত, তিনি সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার অভিপ্রায়ে ঐ পর্ব্বতে উত্থান করিলেন। উহার নিম্নে নীল বনশ্রেণী, এবং ঊর্দ্ধে গাঢ় মেঘ, তদ্দ্বারা বোধ হয় যেন, উহা বস্ত্রে অবগুণ্ঠিত হইয়া আছে। উহার সর্ব্বত্র সূর্য্যকিরণ,

যেন উহা তদ্দারা প্রবোধিত হইতেছে। উহার চতুর্দ্দিকে ধাতু সকল উড্ডীন, স্বয়ং পর্ব্বত যেন নেত্র উন্মীলন করিতেছে। উহার ইতস্ততঃ নির্ঝরের গম্ভীর শব্দ, উহা যেন অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ পর্ব্বতের শিখরে অত্যুচ্চ দেবদারুবৃক্ষ, তদ্দারা বোধ হয় যেন উহা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া দণ্ডায়মান আছে। স্থানে স্থানে শারদীয় সপ্তপর্ণের নিবিড়-বন তৎসমুদায় আন্দোলিত হওয়াতে যেন উহা কম্পিত হইতেছে। স্থানে স্থানে কীচক বংশ, তন্মধ্যে বায়ু প্রবেশ করাতে যেন উহা মধুর শব্দ করিতেছে। কোথাও ঘোর অজগর, তৎসমুদায় গর্জ্জন করাতে যেন উহা রোষভরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে। গহ্বর সকল নীহারজালে আচ্ছন্ন, যেন উহা ধ্যানে নিমগ্ন আছে। নিম্নে মেঘখণ্ডতুল্য গণ্ড-শৈল, যেন উহা গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং শিখর সকল আবৃত, যেন উহা জৃম্ভাত্যাগ করিতেছে। ঐ অরিষ্ট পর্ব্বত শাল তাল ও বংশ প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষে পরিপূর্ণ; উহার ইতস্ততঃ কুসুমিত লতা, সর্ব্বত্র মৃগেরা বিচরণ করিতেছে, চতুর্দ্দিকে গৈরিক ধাতুদ্রব, নির্ঝর সকল মহাবেগে নিপতিত হইতেছে, সর্ব্বত্র প্রস্তরস্তূপ, স্থানে স্থানে মহর্ষি যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও উরগগণ বাস করিয়া আছেন। কোন প্রদেশ বৃক্ষ লতায় নিতান্ত নিবিড়, সিংহেরা গুহামধ্যে শয়ান রহিয়াছে, এবং ব্যাঘ্রগণ সঞ্চরণ করিতেছে। মহাবীর হনুমান সত্বর হইয়া মহাহর্ষে ঐ পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক ঘোর উরগপূর্ণ মহাসমুদ্র সন্দর্শন করিলেন। তখন পর্ব্বতস্থ শিলাখণ্ড সকল তাঁহার পদভরে চূর্ণ হইয়া সশব্দে পড়িতে

লাগিল। হনুমানও সমুদ্রের দক্ষিণ হইতে উত্তর পারে উত্তীর্ণ হইবার জন্য দেহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

তখন ঐ গিরিবর অরিষ্ট হনুমানের পদভরে নিতান্ত নিপীড়িত হইল এবং জীবজন্তুগণের সহিত রসাতলে প্রবেশ করিতে লাগিল। ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গ সকল কম্পিত হইল, পুষ্পিত বৃক্ষ সকল বজ্রাহতের ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। কন্দরবাসী সিংহেরা নিতান্ত ব্যথিত হইল এবং ভীষণ গর্জ্জনে নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। বিদ্যাধরী-গণ ভীত হইয়া স্খলিতবসনে গলিত ভূষণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। দীর্ঘাকার দীপ্তজিহ্ব মহাবিষ অজগরের, গ্রীবা ও মস্তক নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল এবং ইতস্ততঃ লুণ্ঠিত হইতে লাগিল এবং কিন্নর গন্ধর্ব্ব যক্ষ ও বিদ্যাধরগণ পর্ব্বত পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইল। ঐ পর্ব্বত দশ যোজন বিস্তীর্ণ এবং ত্রিংশৎ যোজন উন্নত, উহা হনুমানের পদ-ভরে তৎক্ষণাৎ ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। মহাবীর হনুমানও তরঙ্গাকুল ভীষণ মহাসমুদ্র লঙ্ঘন করিবার জন্য মহাবেগে গগনতলে উত্থিত হইলেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

নভোমণ্ডল যেন গভীরদর্শন সমুদ্র; উহার মধ্যে গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণ বিকসিত পদ্মের ন্যায়, চন্দ্র কুমুদের ন্যায়, সূর্য্য

স্কারণ্ডবের ন্যায়, তিষ্য ও শ্রবণ হংসের ন্যায়, ঘনাবলী শৈবলের ন্যায়, পুনর্ব্বসু মৎস্যের ন্যায়, ভৌম কুম্ভীরের ন্যায়, ঐরাবত মহাদ্বীপের ন্যায়, বাত্যা তরঙ্গের ন্যায় এবং জ্যোৎস্না স্নিগ্ধ জলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। হনুমান ঐ গগন-রূপ সমুদ্র অকাতরে লঙ্ঘন করিয়া চলিলেন। গতিবেগে তিনি যেন গ্রহগণের সহিত মহাকাশকে গ্রাস করিতেছেন এবং চন্দ্রমণ্ডলকে খণ্ড খণ্ড করিতেছেন। তিনি স্ববেগে নীল পীতাদি বর্ণের মেঘজাল আকর্ষণ পূর্ব্বক যাইতেছেন এবং গতিপ্রসঙ্গে কখন মেঘের আবরণে কখন বা বাহিরে অবস্থান করিতেছেন; তৎকালে তিনি একবার দৃশ্য আবার অদৃশ্য চন্দ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর মেঘগম্ভীর, তিনি হুঙ্কারে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া ক্রমশঃ সমুদ্রের মধ্যস্থলে উত্তীর্ণ হইলেন। পথিমধ্যে গিরিবর মৈনাক অবস্থিত; তিনি উহাকে স্পর্শমাত্র করিয়া, শরাসনচ্যুত শরের ন্যায় মহাবেগে চলিলেন। সমুদ্রের তীরস্থ পর্ব্বত দূর হইতে তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল। তিনি মহা উৎসাহে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ঐ শব্দে দশ দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। হনুমান বন্ধুসমাগমের উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া তীরের সন্নিহিত হইতে লাগিলেন। তিনি ঘনঘন লাঙ্গুল কম্পিত করিয়া হুঙ্কার ছাড়িতেছেন। ঐ ভীষণ শব্দে সূর্য্যমণ্ডলের সহিত আকাশ যেন চূর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল।

ঐ সময় বানরগণ হনুমানকে দর্শন করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই দীনমনে সমুদ্রের উত্তর তীরে উপবিষ্ট ছিল। তাহারা দূর হইতে বায়ুক্ষুভিত মেঘের গভীর নির্ঘোষের ন্যায়

উহাঁর গতিবেগ এবং সিংহনাদ শুনিতে পাইল। এই শব্দ শুনিবামাত্র সকলেই উহাঁকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে জাম্ববান সমস্ত বানরকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক প্রীতমনে কহিলেন, দেখ, হনুমান নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইয়াছেন, নচেৎ এইরূপ উৎসাহের শব্দ কখনই শুনা যাইত না।

তখন বানরগণ মহাহর্ষেলম্ফ প্রদান করিতে লাগিল। অনেকে হনুমানকে দর্শন করিবার জন্য বৃক্ষের এক শাখা হইতে অপর শাখায় এবং এক শৃঙ্গ হইতে অপর শৃঙ্গে পতিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ বৃক্ষের শিখরে আরোহণ ও শাখা ধারণ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে উপবেশন করিল এবং অনেকেই নির্ম্মল বস্ত্র কম্পিত করিতে লাগিল। এ দিকে হনুমান গিরিগহ্বরগত বায়ুর ন্যায় মহা গর্জ্জন পূর্ব্বক আগমন করিতেছেন। বানরগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া রহিল। মহাবীর হনুমান মহাবেগে ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় বৃক্ষসঙ্কুল গিরিশৃঙ্গে নিপতিত হইলেন। বানরেরা যার পর নাই প্রীত হইয়া তাঁহাকে গিয়া বেষ্টন করিল। সকলেরই মুখ হর্ষে প্রফুল্ল; অনেকে ফলমূল লইয়া তাঁহাকে উপহার দিল; কেহ কেহ হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিল, অনেকে কিলকিলা রব করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং কেহ কেহ বা তাঁহার বসিবার জন্য বৃক্ষের শাখা সকল ভাঙ্গিয়া আনিল।

অনন্তর হনুমান জাম্ববান প্রভৃতি গুরুজন ও কুমার অঙ্গদকে প্রণাম করিলেন। উহাঁরাও ঐ মহাবীরকে সমাদর পূর্ব্বক প্রসন্ন দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে হনুমান জানকীর সংবাদ সংক্ষেপে প্রদান করিয়া অঙ্গদের হস্ত ধারণ

পূর্ব্বক মহেন্দ্র গিরির রমণীয় বনবিভাগে উপবিষ্ট হইলেন এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া সঙ্ক্ষেপে স্বীয় কার্য্যবৃত্তান্ত কহিলেন, বানরগণ! আমি অশোক বনে দেবী জানকীরে দেখিয়াছি; ঘোরা রাক্ষসীরা তাঁহাকে নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। তিনি উপবাসে অত্যন্ত কৃশ ও পরিশ্রান্ত হইয়া আছেন। তাঁহার মস্তকে একটিমাত্র জটিলবেণীভার, তিনি রামের দর্শন পাইবার জন্য অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন।

তখন বানরগণ মহাবীর হনুমানের মুখে এই অমৃতোপম বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক যার পর নাই সন্তুষ্ট হইল। কেহ কেহ সিংহনাদ, কেহ কেহ গর্জ্জন, কেহ কেহ প্রতিগর্জ্জন এবং কেহ কেহ বা কিলকিলা রব করিতে লাগিল। কোন কোন বানর লাঙ্গূল উচ্ছ্রিত করিল, কেহ কেহ সুদীর্ঘ লাঙ্গূল কম্পিত করিতে লাগিল এবং অনেকে গিরিশৃঙ্গ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক হৃষ্টমনে হনূমানকে গিয়া স্পর্শ করিল।

অনন্তর অঙ্গদ কহিলেন, বীর! তুমি যখন এই বিস্তীর্ণ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলে, তখন বলবীর্য্যে তোমার তুল্য আর কাহাকেই দেখি না। বলিতে কি, একমাত্র তুমিই আমাদিগের প্রাণদাতা। এক্ষণে আমরা তোমারই কৃপায় কৃতকার্য্য হইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইব। আশ্চর্য্য তোমার প্রভুভক্তি! বিচিত্র তোমার শক্তি! অদ্ভুত তোমার ধৈর্য্য! ভাগ্যবলেই তুমি জানকীর উদ্দেশ পাইয়াছ এবং ভাগ্যবলেই রাম সীতাবিরহদুঃখ হইতে মুক্ত হইবেন।

পরে বানরগণ কুমার অঙ্গদ হনুমান ও জাম্ববানকে বেষ্টন

পূর্ব্বক পুলকিত মনে প্রশস্ত শিলাতলে উপবিষ্ট হইল এবং জানকীর দর্শনবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিবার জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে হনুমানের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর জাম্বমান প্রীতমনে হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বীর! তুমি কিরূপে অশোক বনে দেবী জানকীরে দেখিলে? তিনি তথায় কিরূপে আছেন এবং নিষ্ঠুর রাবণই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেছে? তুমি কোন্ উপায়ে জানকীর উদ্দেশ পাইলে? এবং তিনিই বা কি কহিলেন? তুমি এই সমস্ত কথা অবিকল কীর্ত্তন কর। শুনিয়া আমরা ইতিকর্ত্তব্য অবধারণ করিব। এক্ষণে রামের নিকট কোন্ কথার প্রসঙ্গ করিব এবং কোন্ কথাই বা গোপন করিয়া রাখিব, তুমি তাহাও বলিয়া দেও।

তখন হনুমান উদ্দেশে জানকীরে প্রণাম করিয়া হৃষ্টমনে কহিতে লাগিলেন, দেখ, আমি সমুদ্র লঙ্ঘনার্থ তোমাদের সমক্ষেই মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে আকাশে উত্থিত হই। গতিপথে আমার বিলক্ষণ বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। আমি এক স্থলে দেখিলাম, একটী মনোহর স্বর্ণপর্ব্বত আমার পথরোধ করিয়া আছে। তৎকালে আমি উহাকে দেখিয়া ঘোর বিঘ্ন বোধ করিলাম। পরে ঐ শৈলের সন্নিহিত হইয়া ভাবিলাম,

এক্ষণে ইহাকে মহাবেগে ভেদ করিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। আমি এই স্থির করিয়া উহার শৃঙ্গে এক লাঙ্গুল প্রহার করিলাম। প্রহারবেগে উহার উজ্জ্বল শিখর তৎক্ষণাৎ চূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর ঐ পর্ব্বত মনুষ্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক পুত্রসম্বোধনে আমাকে পুলকিত করিয়া কহিল, দেখ আমি বায়ুর সখা, তোমার পিতৃব্য; আমি এই মহাসমুদ্রেই বাস করিয়া আছি, আমার নাম মৈনাক। পূর্ব্বে পর্ব্বতদিগের পক্ষ ছিল। উহারা চতুর্দ্দিকে স্বেচ্ছানুরূপ পর্য্যটন পূর্ব্বক উপদ্রব করিত। পরে সুররাজ ইন্দ্র এই কথা শ্রবণ করিয়া বজ্রাস্ত্রে উহাদিগের পক্ষ ছেদন করেন। বৎস! ঐ সময় তোমার পিতার প্রসাদে আমার পক্ষ ছিন্ন হয় নাই এবং তিনিই আমাকে এই অগাধ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া রক্ষা করেন। এক্ষণে রামের সাহায্য করা আমারও কর্ত্তব্য হইতেছে। রাম মহাবীর ও ধর্ম্মশীল।

অনন্তর আমি গিরিবর মৈনাককে স্বকার্য্য জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাহার সম্মতিক্রমে পুনর্ব্বার চলিলাম। মৈনাক অন্তর্হিত হইলেন। আমিও মহাবেগ আশ্রয় পূর্ব্বক গতিপথের অবশেষ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। পরে সমুদ্রমধ্য হইতে নাগজননী সুরসা আমার নিকট উপস্থিত হইল। সে কহিল, কপিরাজ! দেবগণ তোমাকে আমার ভক্ষ্যস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং আমি তোমাকে ভক্ষণ করিব।

সুরসার এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র আমার মুখবর্ণ মলিন হইয়া গেল, আমি তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম, দেবি! রাজা দশরথের পুত্র রাম ভ্রাতা

লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছেন। দুরাত্মা রাবণ তাঁহার ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়াছে। এক্ষণে আমি সেই রামেরই অনুজ্ঞাক্রমে জানকীর নিকট দূতস্বরূপ চলিয়াছি। দেবি! তুমি রামের অধিকারে বাস করিয়া আছ, অতএব তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করা তোমার উচিত হইতেছে। অথবা সত্যই অঙ্গীকার করিতেছি, আমি জানকী ও রামকে দর্শন করিয়া তোমার নিকট পুনর্ব্বার আসিব। তখন সুরসা কহিল, দেখ দেবদত্ত বরপ্রভাবে কেহই আমাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না, সুতরাং আমি আজ তোমাকে ভক্ষণ করিব। সুরসা এই বলিয়া দশযোজন দীর্ঘ হইল। আমিও তৎক্ষণাৎ দশযোজন বর্দ্ধিত হইলাম। সুরসা আমার দৈহিক বিস্তারের অনুরূপ মুখব্যাদান করিল। আমিও তৎ-ক্ষণাৎ দেহসঙ্কোচ করিলাম এবং অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হইয়া উহার মুখমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। তখন সুরসা পূর্ব্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক আমাকে কহিল বীর! এক্ষণে তুমি স্বকার্য্যসিদ্ধির জন্য যথায় ইচ্ছা প্রস্থান কর। আমি যথেষ্টই প্রীত হইলাম। তুমি রামের সহিত জানকীরে মিলিত করিয়া দেও এবং স্বয়ং সুখে থাক।

তখন গগনচর জীবগণ আমাকে সাধুবাদ সহকারে প্রশংসা করিতে লাগিল। আমিও তৎক্ষণাৎ গরুড়বৎ মহাবেগে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। ইত্যবসরে আমার গতি সহসা প্রতিহত হইল; কিন্তু তৎকালে ইহার কারণ কি, কোন দিকে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তখন আমি দুঃখিত মনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম, ভাবিলাম,

এক্ষণে ত সুস্পষ্ট কোন ব্যক্তিকে দেখিতেছি না, কিন্তু কি কারণে আমার গমনের এইরূপ বিঘ্ন ঘটিল। ইত্যবসরে আমি সহসা অধোভাগে দৃষ্টিপাত করিলাম, এবং এক জলচরী ভীমা রাক্ষসীকে দেখিতে পাইলাম। আমি নির্ভয় ও নিশ্চেষ্ট, সে ভীমরবে হাস্য করিয়া ক্রূর বাক্যে আমায় কহিতে লাগিল, দেখ, আমি ক্ষুধার্ত্ত, তোমাকে ভক্ষণের ইচ্ছা করিয়াছি এক্ষণে তুমি আর কোথায় যাও। আমি বহুকাল যাবৎ আহার করি নাই, এক্ষণে তুমি আমার দৈহিক তৃপ্তি বিধান কর।

তখন আমি ঐ ঘোরা রাক্ষসীর কথায় তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলাম এবং উহার মুখপ্রমাণ অপেক্ষা অধিকতর দেহবিস্তার করিলাম। রাক্ষসীও আমাকে ভক্ষণ করিবার জন্য ভীষণ মুখব্যাদান করিল। আমি যে কামরূপী, তৎকালে সে তাহা বুঝিতে পারিল না। আমি নিমেষমধ্যে দেহসঙ্কোচ করিয়া উহার মুখে প্রবেশ করিলাম এবং উহার বক্ষ ভেদ করিয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলাম। পর্ব্বতাকার রাক্ষসীও কর প্রসারণ পূর্ব্বক সমুদ্রজলে নিপতিত হইল। তদ্দৃষ্টে গগনচর জীবজন্তুগণ সাধুবাদ সহকারে আমার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

অনন্তর আমি নানারূপ বিঘ্নে ক্রমশঃ কালবিলম্ব ঘটিতেছে দেখিয়া মহাবেগে চলিলাম এবং অচিরে পর্ব্বতশোভিত সমুদ্রের দক্ষিণ তীর দেখিতে পাইলাম। ঐ স্থানে লঙ্কাপুরী, আমি তন্মধ্যে সূর্য্যাস্তের পর প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রবেশ করিলাম। পথিমধ্যে প্রলয়জলদবৎ কৃষ্ণবর্ণা এক রমণী অট্টহাস্যে

হাসিতে হাসিতে আমার নিকট উপস্থিত হইল। উহার কেশজাল জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য, সে আসিয়া আমাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। আমিও বাম মুষ্টি আঘাত করিয়া উহাকে পরাস্ত করিলাম। তখন ঐ রমণী নিতান্ত ভীত হইয়া আমাকে কহিল, বীর! আমি স্বয়ং লঙ্কাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এক্ষণে তুমি যখন আমাকে বলবীর্য্যে পরাস্ত করিলে তখন রাক্ষসগণের নিশ্চয়ই প্রাণসঙ্কট উপস্থিত।

পরে আমি রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে সমস্ত রাত্রি বিচরণ করিলাম, কিন্তু কুত্রাপি জানকীরে দেখিতে পাইলাম না। তখন আমার মনে অত্যন্ত দুঃখোদ্রেক হইল। পরে একটী স্বর্ণপ্রাকারবেষ্টিত বৃক্ষসঙ্কুল উপবন দেখিলাম এবং ঐ উচ্চ প্রাকার লঙ্ঘন পুর্ব্বক অশোক বনে প্রবেশ করিলাম। উহার মধ্যে একটী প্রকাণ্ড শিংশপা বৃক্ষ আছে। আমি ঐ বৃক্ষে আরোহণ পুর্ব্বক স্বর্ণবর্ণ কদলীবন দেখিলাম। উহার অদূরেই কমললোচনা জানকী ছিলেন। তিনি একবস্ত্রা, তাঁহার কেশপাশ ধুলিধুসরিত, তিনি একমাত্র বেণীধারণ করিতেছেন, তাঁহার শয্যা ভুমিতল, তিনি অনাহার ও শোকে যার পর নাই কৃশ হইয়াছেন। তিনি ভর্ত্তৃচিন্তায় বিমনা, শীতকালে পদ্মিনীর ন্যায় বিবর্ণা হইয়াছেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে সমস্ত বিকৃতাকার ক্রূর রাক্ষসী, উহারা নিরন্তর তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতেছে। তিনি শোণিতলোলুপ ব্যাঘ্রীগণে বেষ্টিত হরিণীর ন্যায় নিতান্ত শোচনীয়। রাবণের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা, তিনি প্রাণত্যাগেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। আমি ঐ শিংশপামুলে সহসা তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম।

ইত্যবসরে তথায় কাঞ্চীরব ও নূপুরধ্বনি জনকোলাহলের সহিত আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। আমি এই শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র উদ্বিগ্ন হইয়া দেহসঙ্কোচ করিলাম এবং পক্ষীর ন্যায় পত্রাবরণে লুক্কায়িত রহিলাম।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ পত্নীগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইল। জানকী উহাকে দেখিয়া উরুদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া বাহুবেষ্টনে স্তনযুগল আবৃত করিলেন। তিনি নিতান্ত ভীত ও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, কম্পিত দেহে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহাকে অভয় দান করে, তথায় এমন আর কেহই নাই। ইত্যবসরে রাবণ তাঁহার সন্নিহিত হইয়া কহিল, জানকি! আমি নতমস্তকে তোমায় প্রণিপাত করিতেছি, তুমি আমাকে সম্মান কর। যদি তুমি অহঙ্কারভরে আমায় সমাদর না কর, তবে দুইমাস পরে আমি নিশ্চয়ই তোমার রুধিরপান করিব।

তখন জানকী দুরাত্মা রাবণের এই কথায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, নীচ! আমি মহাবীর রামের ভার্য্যা এবং রাজা দশরথের পুত্রবধূ, আমার প্রতি অকথ্য কথা প্রয়োগ করিয়া তোর জিহ্বা কেন ছিন্নভিন্ন হইল না। রে পাপ! যখন রাম আশ্রমে ছিলেন না সেই সময় তুই আমাকে অপহরণ করিয়া আনিস্, তোর বলবীর্য্যে ধিক্। তুই কোন অংশে রামের তুল্য হইতে পারিস্ না, তুই তাঁহার ভৃত্য হইবারও যোগ্য নহিস্। রাম মহাবীর দুর্জ্জয় ও সত্যবাদী।

রাবণ জানকীর এই কঠোর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রোষভরে

চিতাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং ক্রূর নেত্র বিঘূর্ণিত করিয়া দক্ষিণ মুষ্টি উত্তোলন পূর্ব্বক জানকীরে প্রহার করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে উহার সহচারিণীরা হাহা-কার করিয়া উঠিল। এই অবসরে উহার ভার্য্যা ধান্য-মালিনী রমণীগণের মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঐ কামো-ন্মত্তকে নিবারণ পূর্ব্বক কহিল, বীর! এই জানকীরে লইয়া তোমার কি হইবে। তুমি আমার সহিত সুখসম্ভোগ কর। জানকী রূপগুণে আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। এই সমস্ত দেবকন্যা ও যক্ষকন্যা আছেন, তুমি ইঁহাদিগকে লইয়া সন্তুষ্ট থাক; জানকীরে লইয়া তোমার কি হইবে।

অনন্তর রমণীগণ রাবণকে উত্থাপন পূর্ব্বক তথা হইতে গৃহে লইয়া গেল। পরে বহুসংখ্য রাক্ষসী নিদারুণ ক্রূর বাক্যে জানকীরে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। জানকী উহাদিগের বাক্য তৃণবৎ বোধ করিলেন। উহাদিগের গর্জ্জনও সম্যক্ নিষ্ফল হইয়া গেল। তখন উহারা নিরুপায় হইয়া এই ব্যাপার রাবণের গোচর করিল। উহাদিগের আশা ভরসা আর কিছুই রহিল না, যত্নও এককালে বিলুপ্ত হইল, উহারা শ্রান্তিনিবন্ধন ঘোর নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে ত্রিজটা নাম্নী এক রাক্ষসী সহসা জাগরিত হইয়া কহিল, রাক্ষসীগণ! তোমরা সাধ্বী সীতাকে ভক্ষণ করিও না, পরস্পর পরস্পরের শোণিতে তৃপ্তি লাভ কর। আমি আজ এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়াছি। অচিরেই রাক্ষসকুলের সহিত রাবণ উৎসন্ন হইবে। অতঃপর সীতা আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন, আইস, আমরা গিয়া

এই জন্য ইহাঁর পদানত হই। সীতা অতিমাত্র দুঃখিতা, যদি তিনি আজ এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই সুখী হইবেন। তিনি প্রণিপাতে প্রসন্ন হইলে আমাদিগের বিপদ অবশ্যই নিবারণ করিতে পারিবেন।

তখন জানকী স্বপ্নদৃষ্ট ভর্ত্তৃবিজয়ে হৃষ্ট হইয়া সলজ্জভাবে কহিলেন, ত্রিজটার এই স্বপ্নবৃত্তান্ত যদি অলীক না হয় তবে আমি অবশ্যই তোমাদিগকে রক্ষা করিব।

অনন্তর আমি জানকীর দারুণ অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া অতিমাত্র চিন্তিত হইলাম, আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিরূপে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিব আমি তাহার উপায় উদ্ভাবন করিলাম এবং ইক্ষ্বাকু রাজবংশের যশোগান করিতে লাগিলাম। তখন জানকী আমার বাক্য কর্ণগোচর হইবামাত্র বাষ্পাকুল নেত্রে জিজ্ঞাসিলেন, বানর! তুমি কে? কি জন্য এই স্থানে আসিয়াছ? এবং রামের সহিতই বা তোমার কিরূপে সদ্ভাব জন্মিয়াছে? তখন আমি কহিলাম, দেবি! কপিরাজ সুগ্রীব রামের সুহৃৎ ও সহায়, আমি তাঁহারই ভৃত্য, নাম হনুমান, রাম তোমার উদ্দেশ লইবার জন্য আমায় পাঠাইয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং অভিজ্ঞানস্বরূপ এই অঙ্গুরীয়টি দিয়াছেন। দেবি! বল, আমি এক্ষণে তোমার কোন্ কার্য্য করিব। রাম ও লক্ষ্মণ সমুদ্রের উত্তর তীরে অবস্থান করিতেছেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয় ত আমি এখনই তোমাকে তথায় লইয়া যাইতে পারি। তখন জানকী কহিলেন, দূত! মহাবীর রাম সবংশে রাবণকে বিনাশ করিয়া আমায় উদ্ধার করিবেন, ইহাই আমার ইচ্ছা।

অনন্তর আমি তাঁহাকে অভিবাদন পুর্ব্বক তাঁহার নিকট রামের কোন প্রীতিকর অভিজ্ঞান প্রার্থনা করিলাম। তখন জানকী কহিলেন, দূত! তুমি রামের জন্য এই চূড়ামণি লইয়া যাও, রাম ইহা দর্শন করিলে তোমায় বিলক্ষণ সমাদর করিবেন। এই বলিয়া তিনি আমার হস্তে এক মণি সমর্পণ পুর্ব্বক কাতর মনে বাচনিক অনেক কথাই কহিলেন। পরে আমি প্রত্যাগমনের জন্য তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলাম। বিদায়কালে তিনি বিশেষ চিন্তা করিয়া আমাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, দূত! তুমি গিয়া রামকে আমার বৃত্তান্ত জানাইও এবং রাম ও লক্ষ্মণ আমার কথা শুনিয়া যেরূপে সুগ্রীবের সহিত শীঘ্র আইসেন তুমি তাহাই করিও। আর দুই মাসকাল আমার জীবনের সীমা, যদি ইহার মধ্যে রাম না আইসেন তবে আমি নিশ্চয়ই অনাথার ন্যায় প্রাণত্যাগ করিব।

বানরগণ! আমি জানকীর এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইলাম এবং লঙ্কা পুরী উৎসন্ন করাই স্থির করিলাম। তৎকালে আমার দেহ পর্ব্বতপ্রমাণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন আমি যুদ্ধার্থী হইয়া রাবণের অশোক বন ভগ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মৃগপক্ষিগণ সভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে বিকৃতাকার রাক্ষসীরা জাগরিত হইয়া আমাকে দেখিতে পাইল এবং চতুর্দ্দিক হইতে মিলিত হইয়া শীঘ্র এই ব্যাপার রাবণের গোচর করিল; কহিল, রাক্ষসরাজ! এক দুর্বৃত্ত বানর তোমার বলবীর্য্য বিচার না করিয়া দুর্গম অশোক বন ছারখার

করিয়াছে। ঐ অপকারী শত্রু অতি নির্ব্বোধ, সে যেন আর ফিরিয়া না যায়।

রাবণ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র কিংকর নামক রাক্ষসগণকে যুদ্ধার্থ নিয়োগ করিল। অশীতি সহস্র কিঙ্কর শূলমুদ্গারহস্তে অশোক বনে উপস্থিত হইল। আমি এক অর্গল গ্রহণ পূর্ব্বক উহাদিগকে বিনাশ করিলাম। পরে হতাবশিষ্ট কএকটী রাক্ষস দ্রুতপদে গিয়া রাবণকে এই ব্যাপার নিবেদন করিল। ইত্যবসরে আমি চৈত্যপ্রাসাদ চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং এক স্তম্ভ উৎপাটন পূর্ব্বক তত্রত্য রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া রোষভরে ঐ রমণীয় প্রাসাদ চূর্ণ করিলাম।

অনন্তর রাবণ প্রহস্তের পুত্র মহাবীর জম্বুমালিকে যুদ্ধার্থ নিয়োগ করিল। জম্বুমালি বহুসংখ্য ভীষণ রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া উপস্থিত হইল। আমি অর্গল দ্বারা ঐ বীরকে সবলে বিনষ্ট করিলাম। পরে রাবণ পদাতিসৈন্যের সহিত মন্ত্রিপুত্রগণকে প্রেরণ করিল। আমিও ঐ অর্গল দ্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করিলাম। পরে রাবণ সসৈন্যে চারিজন সেনাপতিকে প্রেরণ করিল। আমিও অচিরাৎ সকলকে নির্ম্মূল করিলাম। পরে রাবণ বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত কুমার অক্ষকে প্রেরণ করিল। অক্ষ মন্দোদরীর পুত্র, অত্যন্ত রণদক্ষ, সে যখন বিক্রম প্রদর্শনার্থ নভোমণ্ডলে উত্থিত হয় তৎকালে আমি তাহার পদদ্বয় গ্রহণ করি এবং তাহাকে বারংবার বিঘূর্ণিত করিয়া নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলি। পরে রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রজিৎ নামে আর একটী পুত্রকে প্রেরণ করে। ঐ বীর অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয়, আমি উহাকে

সৈন্যগণের সহিত হীনবল করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হই-লাম। রাবণ বড় বিশ্বাসে ইন্দ্রজিৎকে নিয়োগ করে কিন্তু সে সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া আমার বলবীর্য্য অসহ্য বোধ করিল এবং মহাবেগে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা আমাকে বন্ধন করিয়া ফেলিল। অনন্তর রাক্ষসেরা রজ্জু দ্বারা আমাকে সংযত করিয়া রাবণের নিকট লইয়া যায়। তথায় ঐ দুরাত্মার সহিত আমার বাক্যালাপ হয়। আমি কি জন্য লঙ্কায় আগমন করিয়াছি এবং কেনই বা রাক্ষসগণকে বধ করিলাম সে এই কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল। তখন আমি কহিলাম, কেবল জানকীর জন্যই আমার "এইরূপ অনুষ্ঠান; আমি তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া লঙ্কায় আসিয়াছি, আমার নাম হনুমান, আমি বায়ুর ঔরস পুত্র, এবং কপিরাজ সুগ্রীবের মন্ত্রী; আমি রামের দৌত্য স্বীকার করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। কপি-রাজ সুগ্রীব তোমারে কুশল জিজ্ঞাসিয়াছেন এবং তিনিই তোমার নিকট এই ধর্ম্মার্থসঙ্গত বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছেন। ঐ মহাবীর যখন বৃক্ষবহুল ঋষ্যমূকে ছিলেন তখন রামের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। রাম তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ কহেন, কপিরাজ! 'এক নিশাচর আমার ভার্য্যা জানকীরে অপহরণ করিয়াছে, এক্ষণে জানকীর উদ্ধার আবশ্যক, তুমি এই বিষয়ে প্রতিজ্ঞা কর।' পরে মহাবীর রাম অগ্নিসাক্ষী করিয়া সুগ্রীবের সহিত সখ্যতা বন্ধন করেন। পূর্ব্বে বালি বলপূর্ব্বক কপিরাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, রাম তাঁহাকে একমাত্র শরে সমরশায়ী করিয়া সুগ্রীবকে ঐ রাজ্য

প্রদান করেন। রাক্ষসরাজ! এক্ষণে সর্ব্বপ্রকারে সেই রামের সাহায্য করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। তিনি তোমার নিকট দূতস্বরূপ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি শীঘ্র জানকীরে আনয়ন এবং রামের জন্য তাঁহাকে অর্পণ কর, নচেৎ বানরগণ অচিরাৎ তোমার সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিবে। যাহারা দেবগণের নিকটও নিমন্ত্রিত হইয়া যায় সেই সকল বানরের প্রভাব জগতে আজিও কেহ জানিতে পারে নাই।

বানরগণ! অনন্তর ঐ দুরাত্মা রাবণ ক্রোধপ্রদীপ্ত নেত্রে আমাকে নিরীক্ষণ করিল এবং আমার প্রভাব সবিশেষ না জানিয়াই আমার প্রাণদণ্ডের অনুমতি দিল। মহামতি বিভীষণ রাবণের ভ্রাতা, তিনি আমার জন্য উহাকে নানারূপ অনুনয় পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ? আপনি ইহার প্রাণবধের সঙ্কল্প করিবেন না। আপনি যে পথ আশ্রয় করিয়াছেন ইহা রাজনীতির বহির্ভূত। দূতবধ কোন রাজশাস্ত্রেই দৃষ্ট হয় না। প্রভুর বাক্য যথাবৎ বহন করা দূতের কার্য্য, যদি তাহার কোনরূপ অপরাধ থাকে তাহা হইলে তাহার অঙ্গের বৈরূপ্য সম্পাদন করাই আবশ্যক, বধদণ্ড শাস্ত্রসঙ্গত নহে।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ নিশাচরগণকে আমার পুচ্ছ দগ্ধ করিবার অনুজ্ঞা দিল। নিশাচরেরা তাহার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র শণ ও কার্পাস বস্ত্র দ্বারা আমার পুচ্ছ বেষ্টন করিল এবং তাহাতে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক কাষ্ঠবৎ মুষ্টি দ্বারা আমাকে প্রহার করিতে লাগিল। তৎকালে আমি যদিও

পাশবদ্ধ ছিলাম, কিন্তু দিবালোকে নগরী দর্শন করিবা-
জন্য কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব করিলাম না। আমার পু-
অগ্নি প্রবল বেগে প্রদীপ্ত হইতেছে, করচরণ পাশবদ্ধ, নিশ
চরগণ রাজপথে আমার অপরাধ ঘোষণা করিতে লাগিল।

এইরূপে আমি ক্রমশঃ পুরদ্বারের সন্নিহিত হইলাম, এ-
তৎক্ষণাৎ দেহসঙ্কোচ করিয়া আপনার বন্ধন মোচন করি-
লাম। পরে পূর্ব্বরূপ ধারণ ও লৌহময় অর্গল গ্রহণ পূর্ব্ব
ঐ সকল রাক্ষসকে বিনাশ করিলাম। আমার পুচ্ছে অগ্নি
স্বয়ং সংহারোত্থিত প্রলয়বহ্নির ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছি
ইত্যবসরে আমি মহাবেগে পুরদ্বার লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রদী-
লাঙ্গুল দ্বারা লঙ্কা দগ্ধ করিলাম। ভাবিলাম আমি -
প্রাচীর ও অট্টালিকাদির সহিত সমস্ত পুরী ভস্মসাৎ করি-
লাম, বোধ হয় এক্ষণে ইহার সঙ্গে জানকীও বিনষ্ট হইয়া-
ছেন। হা! আমারই বুদ্ধিদোষে রামের এইরূপ কার্য্যক্ষতি
হইল।

বানরগণ! আমি অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পুনঃ পুন
এই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে অন্তরীক্ষ
হইতে চারণগণ এইরূপ কহিলেন, দেখ, লঙ্কা ছারখার হই
য়াছে কিন্তু জানকী দগ্ধ হন নাই। আমি এই বিস্ময়ক-
বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলা
এবং তৎকালে অন্যান্য সুলক্ষণ দৃষ্টে আমার মনে সম্পূ-
বিশ্বাসও জন্মিল। মনে করিলাম আমার পুচ্ছে অগ্নি
প্রদীপ্ত হইতেছে, কিন্তু আমি দগ্ধ হইতেছি না। আমা-
অন্তরে হর্ষ সঞ্চার হইতেছে, এবং বায়ু ও সৌরভ ভা-

বহন করিতেছে, আমি এই সমস্ত শুভ লক্ষণ, রাম ও জানকীর প্রভাব এবং ঋষিবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইলাম।

অনন্তর আমি জানকীর নিকট পুনর্ব্বার গমন করিলাম এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বিদায় লইয়া, সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার জন্য অরিষ্ট পর্ব্বতে উত্থিত হইলাম। বানরগণ! আমি তোমাদিগকে বহুদিন দেখি নাই, তজ্জন্য আমার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হইল, আমি আকাশপথ আশ্রয় পূর্ব্বক অবিলম্বেই আগমন করিলাম। আমি রামের কৃপা ও তোমাদের তেজে, কপিরাজ সুগ্রীবের কার্য্যসিদ্ধির জন্য এই সমস্তই অনুষ্ঠান করিয়াছি। এক্ষণে আমা দ্বারা যাহা হয় নাই তোমরা তাহাই সাধন কর।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

হনুমান এইরূপে স্বীয় কার্য্যবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, বানরগণ! জানকীর চরিত্রদৃষ্টে বোধ হইয়াছে, রামের উদ্যোগ ও সুগ্রীবের উৎসাহ সমস্তই সফল, ইহাতে আমারও মন যার পর নাই প্রীত হইয়াছে. জানকীর চরিত্র আর্য্যা অরুন্ধতীরই অনুরূপ। তিনি তপোবলে বিশ্বরক্ষা করিতে পারেন এবং ক্রোধভরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভস্মীভূত করিতেও পারেন। রাবণের বিলক্ষণ পুণ্যবল, সে জানকীরে স্পর্শ করিয়াছিল, কেবল পুণ্যপ্রভাবেই বিনষ্ট

হয় নাই। জানকী করস্পৃষ্টা হইলে রোষভরে যাহা করিবেন প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাও তাহা পারেন না। বীরগণ! তোমরা ধীমান ও মহাবীর এবং অস্ত্রনিপুণ ও জিগীষু, তোমাদের কথা স্বতন্ত্র, আমি একাকীই রাক্ষসগণের সহিত লঙ্কাপুরী ছারখার করিয়া দিব। যদিও ইন্দ্রজিতের ব্রাহ্ম, রৌদ্র, বায়ব্য ও বারুণ অস্ত্র অত্যন্ত প্রখর ও দুর্নিবার তথাচ আমি স্ববীর্য্যে সমস্তই বিফল করিব। দেখ, তোমাদের আদেশ ছিল না তজ্জন্যই আমি বিক্রম প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হইয়াছিলাম। মহাসমুদ্র তীরভূমি উল্লঙ্ঘন করিতে পারে, পর্ব্বতবর মন্দর বিকম্পিত হইতে পারে, কিন্তু শত্রুসৈন্য বীর জাম্ববানকে কিছুতেই পরাস্ত করিতে পারে না। বালিতনয় কুমার অঙ্গদ একাকীই সর্ব্বপ্রধান রাক্ষসগণকে অবলীলাক্রমে বধ করিবেন। বীর প্লবগ ও নীলের প্রবল বেগে রাক্ষসগণের কথা দূরে থাক, হিমাচলও চূর্ণ হইবে। সুরাসুর ও যক্ষ এবং গন্ধর্ব্ব, উরগ ও পক্ষীর মধ্যে মৈন্দ ও দ্বিবিদের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কে আছে? একমাত্র আমি লঙ্কা ভস্মসাৎ ও অনেক বীরকে নিপাত করিয়াছি। "রামের জয়, লক্ষ্মণের জয় এবং রামরক্ষিত সুগ্রীবের জয়; আমি মহারাজ রামের ভৃত্য নাম পবনপুত্র হনুমান" আমি এইরূপে লঙ্কার রাজপথে নাম ঘোষণা করিয়াছি। আমি সেই দুর্বৃত্ত রাবণের অশোক বনে শিংশপা বৃক্ষমূলে দেবী জানকীরে দেখিলাম। তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিকটদর্শনা রাক্ষসী, তিনি শোকসন্তাপে বিলক্ষণ ক্লিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার মূর্ত্তি মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রকলার ন্যায় মলিন, তিনি বলগর্ব্বিত রাবণকে অবমাননা করিতেছেন, রামের প্রতি তাঁহার অসাধারণ

অনুরাগ; শচী যেমন সুররাজ ইন্দ্রের প্রতি সেইরূপ তিনি রামের প্রতি প্রীতিমতী হইয়া আছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ধূলিধূসর, পরিধান একমাত্র বস্ত্র, তিনি দীনমনে ধরাসনে উপবেশন করিয়া আছেন। প্রাণত্যাগেই তাঁহার সঙ্কল্প, তিনি হিমাগমে কমলিনীর ন্যায় বিবর্ণা হইয়াছেন। বানরগণ! আমি অতিকষ্টে সেই জানকীর মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেই এবং তাঁহার সহিত বাক্যালাপ আরম্ভ করিয়া সমস্ত কথাই নিবেদন করি। তিনি সুগ্রীবের সহিত রামের মৈত্রীবন্ধনে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। তাঁহার স্বামিভক্তি উৎকৃষ্ট এবং আচারও প্রশংসনীয়। তিনি যে স্ব-প্রভাবে রাবণকে বিনাশ করিতেছেন না, ইহা রাবণের পরম সৌভাগ্য। বলিতে কি, এক্ষণে রাক্ষসবধে রাম কারণমাত্র হইবেন, বস্তুত জানকীই ইহাঁর মূল। হা! তিনি একেই ত ক্ষীণাঙ্গী, তাহাতে আবার ভর্ত্তৃবিরহে প্রতিপদে পাঠশীল ছাত্রের বিদ্যার ন্যায় আরও ক্ষীণ হইয়াছেন। বানরগণ! এই আমি তোমাদের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যাহা ইতিকর্ত্তব্য তোমরাই তাহা অবধারণ কর।

ষষ্টিতম সর্গ।

তখন অঙ্গদ কহিলেন, দেখ, এই দুই অশ্বিতনয় অত্যন্ত মহাবলপরাক্রান্ত, পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা মহাত্মা অশ্বির সম্মান বর্দ্ধিত করিবার জন্য ইহাঁদিগকে সকলের অবধ্য

করিয়াছেন। তদবধি ইহাঁরা বলগর্ব্বিত হইরা সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়া থাকেন। একদা এই দুই মহাবীর সুরসৈন্ত পরাজয় করিয়া অমৃত পান করিয়াছিলেন। বানরগণ! তোমরা আর কেন নিরর্থক চেষ্টা পাইবে, ইহাঁরাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হস্ত্যশ্ব সৈন্তের সহিত লঙ্কাপুরী উৎসন্ন করিবেন। অথবা ইহাঁরা থাকুন, আমি একাকীই রাবণের বধ সাধন করিব। তোমরা অস্ত্রনিপুণ ও জিগীষু, আমি তোমাদের সাহায্য পাইলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব। আমি শুনিলাম, হনুমান দেবী জানকীরে দেখিয়াছেন, কিন্তু জানি না ইনি তাঁহাকে কি জন্ত আনয়ন করেন নাই। তোমরা বীরপুরুষ, এক্ষণে রামের নিকট গিয়া এই অপ্রীতিকর কথা কিরূপে কহিবে? বীরত্ব প্রদর্শনে দেবদানবগণের মধ্যেও তোমাদের সদৃশ কেহ নাই। এক্ষণে চল, আমরা রাবণবধ ও লঙ্কা জয় করিয়া, হৃষ্টমনে জানকীরে লইয়া আসি। মহাবীর হনুমান ত রাক্ষসগণকে প্রায় নিঃশেষ করিয়াছেন, সুতরাং জানকীর উদ্ধার ব্যতীত আমাদের আর কি করিবার আছে। যে সকল বানর দিক্‌দিগন্ত হইতে কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগকে কষ্ট দিবার প্রয়োজন কি? চল আমরাই অবশিষ্ট রাক্ষসের বধসাধন পূর্ব্বক রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করি।

তখন মহাবীর জাম্ববান প্রীতমনে কহিলেন, কুমার! তুমি যেরূপ কহিতেছ ইহা সুসঙ্গত বোধ হইল না। দেখ, কপিরাজ সুগ্রীব ও মহাত্মা রাম জানকীর উদ্দেশ লইবার জন্তই আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন, তাঁহাকে উদ্ধার করা আবশ্যক এরূপ ত কিছু বলিয়া দেন নাই। এক্ষণে

যদিও আমার কষ্টেসৃষ্টে রাক্ষসগণকে পরাজয় করিতে পারি, কিন্তু হয় ত ইহা তাঁহাদিগের তাদৃশ প্রীতিকর হইবে না। রাজাধিরাজ রাম স্বয়ংই সর্ব্বসমক্ষে স্বীয় বীরবংশের উল্লেখ করিয়া জানকীর উদ্ধার অঙ্গীকার করিয়াছেন, সুতরাং তদ্বিষয়ের ব্যাঘাত করা তোমার শ্রেয় হইতেছে না। তুমি যেরূপ ইচ্ছা করিতেছ তদ্দ্বারা সমস্ত কার্য্যই বিফল হইবে এবং রামেরও কোনরূপ প্রীতিলাভ হইবে না। এক্ষণে চল, যথায় রাম ও লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছেন, আমরা সেই স্থানে গমন করি এবং তাঁহাদিগের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্তই কহি।

একষষ্টিতম সর্গ

অনন্তর বানরগণ মহাবীর জাম্ববানের এই বাক্যে সম্মত হইল এবং প্রীতমনে মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কিষ্কিন্ধার দিকে যাত্রা করিল। উহারা মহাবল ও মহাকায়, তৎকালে মত্ত মাতঙ্গবৎ সকলে গগনতল আবৃত করিয়া যাইতে লাগিল। মহাবীর হনুমান সুধীর ও মহাবেগ, বানরগণ গমনপথে যেন তাঁহাকে চক্ষে চক্ষে বহন করিয়া চলিল। সকলেই রামের কার্য্যসাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছে এবং সকলেরই মনে তজ্জনিত যশঃস্পৃহা বলবতী হইতেছে। উহারা জানকীর সংবাদলাভে হৃষ্ট হইয়া রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধকামনা করিতে লাগিল।

অনন্তর ঐ সমস্ত বানর গগনপথ আশ্রয় পূর্ব্বক কপিরাজ সুগ্রীবের সুরম্য মধুবনে উপস্থিত হইল। উহা বৃক্ষপূর্ণ এবং সুরকানন নন্দনতুল্য; সুগ্রীবের মাতুল কপিপ্রধান দধিমুখ ঐ বন নিরন্তর রক্ষা করিতেছেন। উহা অত্যন্ত দুর্গম, বানরেরা তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক একান্ত উদ্দাম হইয়া উঠিল এবং রাজকুমার অঙ্গদের সন্নিধানে মধুপানের প্রার্থনা করিল। তখন অঙ্গদ জাম্ববান প্রভৃতি বৃদ্ধগণের অনুমতিক্রমে তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন। বানরেরাও ভ্রমরসঙ্কুল বৃক্ষে উত্থিত হইল এবং হৃষ্টমনে মধুবনের সুগন্ধী ফলমূল সমস্ত ভক্ষণ করিতে লাগিল।

অনন্তর বানরেরা মধুপানে একান্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিল এবং কেহ পুলকিত মনে নৃত্য, কেহ গান, কেহ হাস্য, কেহ পাঠ এবং কেহ বা প্রণাম করিতে লাগিল। কেহ বিচরণ ও কেহ বা লম্ফপ্রদানে প্রবৃত্ত হইল। কেহ নিরবচ্ছিন্ন প্রলাপ ও কেহ বা অন্যের সহিত কলহ করিতে লাগিল। কেহ বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, কেহ বৃক্ষাগ্র হইতে ভূপৃষ্ঠে, ও কেহ বা ভূপৃষ্ঠ হইতে বৃক্ষাগ্রে মহাবেগে গিয়া পড়িল। কোন বানর সঙ্গীত আলাপ করিতেছিল, আর এক জন অট্টহাস্যে তাহার সন্নিহিত হইল। কোন বানর অজস্র রোদন করিতেছিল, আর এক জন অশ্রুপাত পূর্ব্বক তাহার নিকটস্থ হইল। কোন বানর নখাঘাত করিতেছিল, আর এক জন তাহাকে প্রতিপ্রহার আরম্ভ করিল। এইরূপে ঐ বানরসৈন্য যার পর নাই উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

তখন বনরক্ষক দধিমুখ বানরগণকে বৃক্ষের ফলমূল ভক্ষণ

ও পত্রপুষ্প ছিন্নভিন্ন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে নিবারণ করিলেন। কিন্তু বানরেরা উহার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া উহাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। তখন দধিমুখ উহাদের উপদ্রব শান্তির জন্য অধিকতর উদ্যোগী হইলেন। তিনি কাহাকে নির্ভয় দেখিয়া তিরস্কার করিলেন, দুর্ব্বলকে চপেটাঘাত করিলেন, কাহারও সহিত ঘোরতর বাক্‌বিতণ্ডা করিতে লাগিলেন এবং কাহাকেও বা শান্ত বাক্যে ক্ষান্ত করিবার চেষ্টা পাইলেন। বানরগণ একান্ত মদবিহ্বল হইয়াছে, তখন দধিমুখ উপায়ান্তর না দেখিয়া বলপূর্ব্বক উহাদিগের বেগশান্তির ইচ্ছা করিলেন। তৎকালে বানরগণের আর কিছুমাত্র রাজদণ্ডের ভয় নাই, উহারাও মহাবেগে দধিমুখকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কেহ তাঁহারে নখরে ক্ষতবিক্ষত করিল, কেহ তীক্ষ্ণ দন্তে দংশন করিল, কেহ চপেটাঘাত এবং কেহ বা পাদপ্রহার করিতে লাগিল। এইরূপে বানরেরা দধিমুখকে চারিদিক হইতে মৃতকল্প করিয়া ফেলিল।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

তখন মহাবীর হনূমান বানরগণকে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, আমি তোমাদিগের শত্রু নিবারণ করিতেছি, তোমরা স্থির হইয়া মধুপান কর। তখন কপিপ্রবীর অঙ্গদ

হনুমানের এইরূপ বাক্যে প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, এই মহাবীর কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এক্ষণে ইনি যেরূপ কহিলেন তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে, যদি কোন অকার্য্যও হয় আমরা অবশ্যই তাহা করিব। বানরগণ! তোমরা স্থির হইয়া মধুপান কর।

অনন্তর বানরেরা হৃষ্টমনে কুমার অঙ্গদকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল এবং নদীপ্রবাহ যেমন বনমধ্যে প্রবেশ করে সেইরূপ মহাবেগে মধুবনে প্রবেশ করিল। হনুমানের কার্য্যসিদ্ধি এবং মধুপানের অনুজ্ঞালাভ এই দুই কারণে উহারা ভয়শূন্য হইল এবং বলপূর্ব্বক রক্ষকগণকে বন্ধন করিয়া বৃক্ষের সুস্বাদু ফলগ্রহণ ও মধুপান আরম্ভ করিল। তদ্দৃষ্টে বহুসংখ্য বনরক্ষক উপস্থিত হইয়া উহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিল। বানরেরাও তাহাদিগকে নির্ভয়ে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেহ স্বহস্তে দ্রোণপরিমিত মধু লইল, কেহ হৃষ্টমনে পান করিতে লাগিল, কেহ পানাবশেষ দূরে নিক্ষেপ করিল, কেহ উচ্ছিষ্ট মধু দ্বারা অন্যকে প্রহার করিল। কেহ শাখা গ্রহণ পূর্ব্বক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইল এবং কেহ বা অবসাদ হেতু পর্ণশয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিল। সকলেই অতিমাত্র উন্মত্ত, উহাদের বেগ বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইয়াছে, কেহ মহাবেগে কাহাকে নিক্ষেপ করিল, কাহারও বা পদস্খলন হইতে লাগিল। কেহ প্রমোদভরে বিহঙ্গস্বরে কূজন আরম্ভ করিল, কেহ ধরাশায়ী হইল, কেহ অত্যন্ত প্রগল্ভ, কেহ অট্টহাস্যে হাসিতে লাগিল, কেহ রোদনে প্রবৃত্ত হইল, কেহ স্বকার্য্য

গোপন করিয়া অন্যপ্রকার কহিল এবং কেহ বা সে কথার বিপরীত অর্থ লইল।

ইত্যবসরে বনরক্ষক দধিমুখের ভৃত্যেরা ভীমরূপ বানরগণের প্রহারবেগে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরাও এক একটীকে গ্রহণ পূর্ব্বক উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন ভৃত্যগণ উদ্বিগ্ন মনে দধিমুখকে গিয়া কহিল, দেখ, বানরেরা হনুমানের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া, বলপূর্ব্বক মধুবন নষ্ট করিয়াছে এবং আমাদিগের জানু ধারণ পূর্ব্বক উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতেছে।

তখন দধিমুখ বানরগণের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং উহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহিল, দেখ, বানরগণ অত্যন্ত বল গর্ব্বিত হইয়াছে, চল আমরা গিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিবারণ করি।

অনন্তর ভৃত্যেরা পুনর্ব্বার মধুবনে চলিল। দধিমুখ উহাদিগের মধ্যস্থলে, তিনি এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইলেন। ভৃত্যেরাও বৃক্ষশিলা উদ্যত করিয়া ক্রোধভরে চলিল এবং মুহুর্মুহু ওষ্ঠপুট দংশন ও গর্জ্জন করিতে লাগিল।

তখন মহাবীর অঙ্গদ দধিমুখকে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে ভুজপঞ্জর গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে স্বমতবিরুদ্ধ ব্যবহারে, প্রবৃত্ত জানিয়া, মহাবেগে ভূতলে নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিলেন। দধিমুখের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চূর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি শোণিতাক্ত কলেবরে মুহূর্ত্তকাল বিহ্বল হইয়া রহিলেন। পরে ঐ বীর বানরগণের হস্তে কথঞ্চিৎ

মুক্তিলাভ পূর্ব্বক বিরলে আসিয়া ভৃত্যদিগকে কহিলেন, দেখ, যথায় কপিরাজ সুগ্রীব, রাম ও লক্ষ্মণের সহিত অবস্থান করিতেছেন, চল, আমরা সেই স্থানেই যাই। আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, অঙ্গদের সমস্ত দোষের কথা উল্লেখ করি। তিনি অতি কোপনস্বভাব, আমার মুখে এই সমস্ত শুনিলে নিশ্চয়ই বানরগণকে বিনাশ করিবেন। এই মধুবন তাঁহার পৈতৃক, ইহা নিতান্ত দুষ্প্রবেশ্য, তিনি ইহার এইরূপ দুরবস্থার কথা জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই এই সমস্ত মধু-লোলুপ অল্পায়ু বানরকে দণ্ডাঘাতে চূর্ণ করিবেন। ইহারা রাজাজ্ঞার বিরোধী, বলিতে কি, ইহাদিগকে বর্জ্জন করিলে আমার অসহিষ্ণুতাজনিত রোষ নিশ্চয়ই সফল হইবে।

মহাবল দধিমুখ ভৃত্যগণকে এইরূপ কহিয়া উহাদিগেরই সহিত কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট চলিলেন এবং অবিলম্বে আকাশপথ আশ্রয় পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইয়া, রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীবকে দর্শন করিলেন। তাঁহার মুখ বিষাদে ম্লান, তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে সুগ্রীবের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর সুগ্রীব দধিমুখকে পদতলে নিপতিত দেখিয়া উদ্বিগ্ন মনে কহিলেন, দধিমুখ! উঠ উঠ, কি জন্য এইরূপে

পদতলে পড়িলে? আমি তোমায় অভয় দান করিতেছি, সত্য বল, তুমি কি কারণে ভীত হইয়াছ? মধুবনের কুশল ত?

তখন দধিমুখ সুগ্রীবের এইরূপ প্রীতিকর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! বালি ও তুমি তোমরা উভয়েই বানরগণের অধিপতি; তোমরা কখন বানরদিগকে মধুবন ইচ্ছানুরূপ উপভোগ করিতে দেও নাই, কিন্তু আজ অঙ্গদ প্রভৃতি বীরগণ ঐ বন এককালে ভগ্ন করিয়াছে। আমি এই সমস্ত রক্ষকের সহিত উপস্থিত হইয়া, উহাদিগকে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিলাম, কিন্তু উহারা আমাকেও লক্ষ্য না করিয়া হৃষ্টমনে পানভোজন করিতেছে এবং নিবারণ করিলে আমাদিগকে ভ্রুকুটী প্রদর্শন করিয়া থাকে। উহারা কাহাকে ক্রোধভরে যথোচিত অবমাননা করিয়াছে; কাহাকে চপেটাঘাত, কাহাকে পদাঘাত এবং কাহাকেও বা মহাবেগে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়াছে। রাজন্! তুমি বানরগণের প্রভু, তুমি বিদ্যমানে ইহাদের এইরূপ দুর্দ্দশা হইল!

তখন লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসিলেন, কপিরাজ! এই বনরক্ষক কি জন্য আসিয়াছেন? এবং কি জন্যই বা এইরূপ দুঃখিত হইয়াছেন?

তখন সুগ্রীব কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ মধুবনের মধুপান করিয়াছে, বীর দধিমুখ আসিয়া আমাকে এই কথাই জ্ঞাপন করিতেছেন। এক্ষণে বোধ হয়, আমি যে সমস্ত বীরকে দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন, নচেৎ

এইরূপ ব্যতিক্রমে তাঁহাদের কদাচই সাহস হইত না। যখন তাঁহারা মধুবনে উপস্থিত তখন বোধ হইতেছে কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে নাই। এই সমস্ত বনরক্ষক তাঁহাদের উপদ্রব শান্তির চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইহাদিগকে প্রহার করিয়াছেন। বীর দধিমুখ মধুবনের প্রধান রক্ষক, আমরাই ইহাঁকে তথায় নিয়োগ করিয়াছি, কিন্তু ঐ বীরগণ ইহাঁকেও লক্ষ্য করে নাই। এক্ষণে অপর কেহ নয়, একমাত্র হনুমানই দেবী জানকীর দর্শন পাইয়াছেন। আমি সেই মহাবীর ব্যতীত এই বিষয়ে আর কাহাকেই সম্ভাবনা করি না। বুদ্ধি ও কার্য্যসিদ্ধি তাঁহারই আয়ত্ত; সাহস, বলবীর্য্য ও শাস্ত্রবোধ তাঁহারই আছে। দেখ, জাম্ববান, হনুমান ও অঙ্গদ যে কার্য্যের নেতা তাহার কদাচই অন্যথা হইবে না। এক্ষণে সেই সমস্ত বীর নিয়োগ পালন পূর্ব্বক মধুবনে প্রবেশ করিয়াছেন। এই বনরক্ষকেরা তাঁহাদের উপদ্রব শান্তির জন্য চেষ্টা পাইয়াছিল ইহারা অপমানিত হইয়াছে, এই মধুরবাদী দধিমুখ আমাকে এই কথা জ্ঞাপন করিবার জন্যই উপস্থিত হইয়াছেন। বীর! বানরেরা যখন পানপ্রমোদে উন্মত্ত, তখন নিশ্চয় জানকীর উদ্দেশ লাভ হইয়াছে। দেখ, আমরা দেবগণের প্রীতি-দানস্বরূপ ঐ ধন প্রাপ্ত হইয়াছি, বানরেরা অকৃতকার্য্য হইলে কখন তন্মধ্যে উপদ্রব করিত না।

তখন রাম ও লক্ষ্মণ সুগ্রীবের এই শ্রুতিসুখকর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলেন। অনন্তর সুগ্রীবও হৃষ্টমনে বনরক্ষক দধিমুখকে কহিলেন, মাতুল!

বানরগণ কার্য্যসিদ্ধি করিয়া যে, মধুবনের ফলমূল ভক্ষণ করিতেছে আমি তোমার নিকট এই কথা শুনিয়া অতিমাত্র প্রীত হইলাম। এক্ষণে তাহাদিগের উপদ্রব সহ্য করিয়া থাকা আবশ্যক, তুমি গিয়া পূর্ব্ববৎ মধুবনের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাক এবং হনুমান প্রভৃতি বানরগণকে শীঘ্র এই স্থানে পাঠাইয়া দেও। কিরূপে জানকীর উদ্দেশ লাভ হইল তাহা শুনিবার জন্য আমরা অত্যন্তই উৎসুক রহিলাম।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর বনরক্ষক দধিমুখ হৃষ্টমনে রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি সকলকে অভিবাদন করিয়া বানরগণের সহিত পুনর্ব্বার আকাশপথ আশ্রয় পূর্ব্বক মধুবনে অবতীর্ণ হইলেন। দেখিলেন, বানরগণ মদবেগ হইতে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়াছে, এবং মুত্রদ্বার দিয়া অনবরত মদরস পরিত্যাগ করিতেছে; তখন দধিমুখ কৃতাঞ্জলিপুটে অঙ্গদের সন্নিহিত হইলেন এবং একান্ত পুলকিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, কুমার! এই সমস্ত বনরক্ষক অজ্ঞানতই তোমাদিগকে মধুপানে নিষেধ করিয়াছিল, এক্ষণে সকলকে ক্ষমা কর। তুমি যুবরাজ এবং এই মধুবনের অধিপতি, তুমি দুরপথ পর্য্যটনে পরিশ্রান্ত হইয়াছ, এক্ষণে স্বচ্ছন্দে মধুপান কর। আমি অগ্রে মূর্খতানিবন্ধন ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছিলাম, এক্ষণে ক্ষমা কর। তুমি ও সুগ্রীব উভয়েই ভূতপূর্ব্ব বালীর

ন্যায় বানরগণের অধিপতি, এক্ষণে ক্ষমা কর। আমি সুগ্রীবের নিকট তোমাদের সমস্ত সংবাদ দিয়াছি; তিনি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং মধুবনের অত্যাচারের কথা কর্ণগোচর করিয়াও কিছুমাত্র রুষ্ট হন নাই। তিনি আমাকে কহিলেন, দধিমুখ! তুমি গিয়া শীঘ্র তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দেও।

তখন অঙ্গদ কহিলেন, বানরগণ! এই দধিমুখ আসিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সুগ্রীবের কথা নিবেদন করিতেছেন, ইহাতেই বোধ হয়, রাম আমাদিগের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন। এক্ষণে আমরা ত বিস্তর অকার্য্য করিলাম, সুতরাং এই স্থানে থাকা আর আমাদিগের উচিত হইতেছে না। চল, অতঃপর সকলে কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট গমন করি। আমি তোমাদের অধীন, তোমরা আমায় যেরূপ কহিবে, আমি অকুণ্ঠিত মনে তাহাই করিব। আমি যদিও যুবরাজ, তথাচ তোমাদিগকে আদেশ করিতে সাহসী নহি।

বানরগণ অঙ্গদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে কহিল কুমার! প্রভু হইয়া কে এরূপ কহিতে পারে? অন্যে ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে নিজের প্রভুত্ব দর্শাইয়া থাকেন। কিন্তু তোমার কথা স্বতন্ত্র; তুমি যেরূপ কহিতেছ ইহা তোমার বিনীত ভাবের সমুচিত হইল, বলিতে কি, এইরূপ সন্নতিই তোমার ভাবী ভাগ্যোন্নতি সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিতেছে। এক্ষণে চল, আমরা কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট গমন করি। সত্যই কহিতেছি, আমরা তোমার আজ্ঞা ব্যতীত কুত্রাপি এক পদও যাইতে সাহসী নহি।

অনন্তর বানরগণ গগনতল আবৃত করিয়া কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট চলিল। সর্ব্বাগ্রে যুবরাজ অঙ্গদ ও হনুমান। উহারা যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত উৎপলবৎ মহাবেগে চলিল এবং বাতাহত ঘনঘটার ন্যায় ঘোর ও গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে কপিরাজ সুগ্রীব রামকে প্রবোধ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, সখে! আশ্বস্ত হও, বানরগণ অবশ্যই জানকীর উদ্দেশ লাভ করিয়াছে, নচেৎ এইরূপ কালবিলম্বে কেহই এস্থানে আসিত না। আমি অঙ্গদের হর্ষ দেখিয়া সুস্পষ্টই বুঝিতেছি, কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটিলে ইনি কখন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। অন্যান্য বানরেরা কৃতকার্য্য না হইলেও স্বভাবদোষে চাপল্য প্রদর্শন করিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে অঙ্গদ নিশ্চয়ই ভগ্নমনে ও দীনবদনে আসিতেন। মধুবন আমাদিগের পৈতৃক, কার্য্যসিদ্ধি না হইলে অঙ্গদ কদাচ তথায় প্রবেশ করিতেন না। রাম! তুমি আশ্বস্ত হও, অপর কেহ নয়, একমাত্র হনুমানই জানকীর দর্শন পাইয়াছেন। আমি সেই মহাবীর ব্যতীত এই বিষয়ে আর কাহাকেই সম্ভাবনা করি না। বুদ্ধি ও কার্য্যসিদ্ধি তাঁহারই আয়ত্ত; বল উৎসাহ ও শাস্ত্রবোধ তাঁহারই আছে। হনুমান, জাম্ববান ও অঙ্গদ যে কার্য্যের নেতা তাহার কদাচই অন্যথা হইবে না। সখে! এক্ষণে চিন্তা নাই, বনভঙ্গ ও মধুপানেই অনুমান করিতেছি, বানরগণ কৃতকার্য্য হইয়াছে।

সিদ্ধিলাভগর্ব্বিত বানরগণের কিলকিলা রব ক্রমশঃ নিকটে শ্রুত হইতে লাগিল। তখন কপিরাজ সুগ্রীবও হৃষ্টমনে লাঙ্গুল প্রসারিত করিয়া দিলেন। অনন্তর বানরগণ ক্রমা-

ম্বয়ে রামদর্শনার্থী হইয়া আগমন করিল এবং সুগ্রীব ও রামকে প্রণাম করিতে লাগিল। তখন মহাবীর হনুমান্ রামের সন্নিহিত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, বীর! আমি দেবী জানকীরে দেখিয়াছি। তিনি কুশলে আছেন এবং স্বীয় পাতিব্রত্য রক্ষা করিতেছেন।

তখন রাম ও লক্ষ্মণ হনুমানের নিকট এই অমৃততুল্য সংবাদ পাইবামাত্র যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ কপিরাজ সুগ্রীবকে প্রীতমনে সবহুমানে নিরীক্ষণ করিলেন এবং রামও প্রীত হইয়া সাদরে হনুমানের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর সকলে কাননশোভিত প্রস্রবণ শৈলে গমন করিলেন। তথায় বানরগণ রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে অভিবাদন পূর্ব্বক জানকীর বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কহিতে লাগিল। রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে জানকীর নিরোধ, রাক্ষসীগণকৃত ভৎর্সনা, তদীয় স্বামিভক্তি এবং রাবণনির্দ্দিষ্ট জীবিত কাল, ক্রমান্বয়ে এই সমস্ত কথা কহিতে লাগিল।

তখন রাম জানকীর সর্ব্বাঙ্গীন কুশল শ্রবণে প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বানরগণ! এক্ষণে দেবী কোথায় আছেন এবং আমার প্রতি তাঁহার কিরূপ অনুরাগ?

তখন বানরেরা জানকীর বৃত্তান্ত বর্ণনে হনুমানকে অনুরোধ করিল। হনুমান উদ্দেশে জানকীরে প্রণাম করিয়া রামের হস্তে অভিজ্ঞানস্বরূপ প্রদীপ্ত স্বর্ণমনি প্রদান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, দেব! আমি সীতার অনুসন্ধানার্থ শত যোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করি। উহার দক্ষিণ তীরে দুরাত্মা রাবণের লঙ্কাপুরী। আমি তথায় দেবী জানকীরে দর্শন করিয়াছি। তিনি রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে নিরুদ্ধ, রাক্ষসীগণ নিরন্তর তাঁহার প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। তিনি তোমার অনুরাগেই প্রাণধারণ করিয়া আছেন। বিকটাকার রাক্ষসীরা তাঁহার রক্ষক। তিনি তোমার বিরহে অতিশয় কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠে একমাত্র বেণী লম্বিত। তিনি দীনমনে নিরন্তর ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। তাঁহার শয্যা ধরাতল, বর্ণ হিমাগমে কমলিনীর ন্যায় মলিন। তিনি রাবণের প্রতি বিদ্বেষ বশত প্রাণত্যাগের সংকল্প করিয়াছেন। দেব! আমি ইক্ষ্বাকু রাজকুলের খ্যাতি কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করি এবং তাঁহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়া স্ববক্তব্য জ্ঞাপন করি। তিনি সুগ্রীবের সহিত সখ্যতার কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তোমার প্রতিই নিয়ত তাঁহার ভক্তি এবং তোমার উদ্দেশেই তাঁহার সমস্ত কার্য্য। রাম! আমি সেই তপঃপরায়ণা সীতাকে এইরূপই দেখিলাম। চিত্রকুটে তোমারই সমক্ষে একটী কাক তাঁহার উপর যেরূপ অত্যাচার করে তিনি অভিজ্ঞানস্বরূপ আনুপূর্ব্বিক সেই কথা কহিয়াছেন এবং আমি লঙ্কাপুরীতে স্বচক্ষে যাহা কিছু দেখিলাম তিনি তৎসমুদায়ও

কহিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমি যত্নপূর্ব্বক এই চূড়ামনি আনয়ন করিলাম, তিনি কপিরাজ সুগ্রীবের সমক্ষে ইহা তোমাকে অর্পণ করিতে বলিয়াছেন। তুমি মনঃশিলা দ্বারা তাঁহার যে তিলক রচনা করিয়া দেও, তিনি পুনঃ পুনঃ ইহা স্মরণ করিতে বলিয়াছেন। আরও কহিলেন, আমি আর এক মাসকাল জীবিত থাকিব, পরে রাক্ষসগণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিব। রাম! দেবী জানকী আমাকে এইরূপই কহিয়াছেন, এক্ষণে তুমি যেরূপে সমুদ্র পার হইতে পার তাহারই উপায় কর।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর রাম জানকীপ্রদত্ত ঐ মণি-রত্ন হৃদয়ে স্থাপন পূর্ব্বক মন্দ মন্দ রোদন করিতে লাগিলেন এবং বারংবার তাহা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে কপিরাজ সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! বৎসলা ধেনু বৎসদর্শনে যেমন স্নিগ্ধ হয় এই চূড়ামণি দেখিয়া আমার হৃদয়ও সেইরূপ স্নিগ্ধ হইতেছে। বিদেহরাজ জনক আমার বিবাহকালে এই উৎকৃষ্ট মণিরত্ন জানকীরে অর্পণ করিয়াছিলেন; ইহা সলিলোত্থিত ও সুরগণপূজিত। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞকালে পরিতুষ্ট হইয়া ইহা ঐ রাজর্ষিকে প্রদান করেন। আজ এই মণি-রত্ন দেখিয়া পিতা দশরথ ও রাজর্ষি জনককে আমার বারংবার স্মরণ

হইতেছে। প্রেয়সী জানকী ইহা মস্তকে ধারণ করিতেন, আজ যেন বোধ হইতেছে আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাকেই পাইলাম। সৌম্য! তুমি পুনঃ পুনঃ বল, জানকী কি কহিলেন। জলসেক দ্বারা মূর্চ্ছিত ব্যক্তির যেমন চৈতন্য হইয়া থাকে তদ্রূপ তাঁহার কথায় আমার দেহে প্রাণসঞ্চার হইবে। লক্ষ্মণ! আমি জানকী ব্যতীত এই মণিটি দেখিলাম ইহা অপেক্ষা আর আমার কি কষ্টকর আছে। এক্ষণে যদি কষ্টে-সৃষ্টে আর একমাস অতীত হয় তবেই তিনি বহুকাল বাঁচিবেন। বীর! আমি সেই কৃষ্ণলোচনা জানকীর বিরহে ক্ষণমাত্রও তিষ্ঠিতে পারি না। এক্ষণে যে স্থানে তাঁহাকে দেখিয়াছ আমাকেও সেই প্রদেশে লইয়া চল। আমি তাঁহার উদ্দেশ পাইয়া কিছুতেই কালবিলম্ব করিতে পারি না। জানকী অত্যন্ত ভীরুস্বভাব, জানি না, তিনি কিরূপে সেই ভীষণ রাক্ষসগণের মধ্যে কালহরণ করিতেছেন। অন্ধকার-মুক্ত শারদীয় চন্দ্র যেমন মেঘের আবরণে মলিন হইয়া যায় সেইরূপ তাঁহার মুখমণ্ডল এক্ষণে প্রভাশূন্য হইয়াছে। হনুমন্! জানকী কি কহিলেন তুমি আমাকে যথার্থ বল; রোগীর পক্ষে যেমন ঔষধ তাঁহার বাক্যও সেইরূপ আমার প্রাণধারণের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। বল সেই মধুরভাষিণী কি বলিলেন। বল, তিনি দুঃখের পর দুঃখ সহিয়া কিরূপে জীবিত আছেন।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

তখন হনুমান কহিতে লাগিলেন, রাম! চিত্রকুট পর্ব্বতে বায়সসংক্রান্ত যে ঘটনা হয়, জানকী অভিজ্ঞানস্বরূপ সেই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। একদা তিনি ঐ পর্ব্বতে তোমার সহিত সুখে নিদ্রিত ছিলেন এবং তুমি জাগরিত হইবার পুর্ব্বেই স্বয়ং গাত্রোত্থান করেন। ইত্যবসরে এক কাক আসিয়া সহসা তাঁহার স্তনতট ক্ষত বিক্ষত করিয়া দেয়। তৎকালে তুমি জানকীর ক্রোড়ে প্রসুপ্ত ছিলে, সুতরাং ঐ কাক নির্ভয়ে আবার আসিয়া তাঁহার স্তনযুগল অতিমাত্র ক্ষত বিক্ষত করে। তোমার সর্ব্বাঙ্গ শোনিতসিক্ত, জানকী যন্ত্রণায় তোমাকে জাগরিত করিলেন। তখন তুমি স্বচক্ষে তাঁহার ঐরূপ দুরবস্থা দেখিয়া ভুজঙ্গবৎ গর্জ্জন পূর্ব্বক কহিলে, বল, নখাগ্র দ্বারা কে তোমার স্তনতট ক্ষত বিক্ষত করিল? ক্রোধপ্রদীপ্ত পঞ্চমুখ সর্পের সহিত কাহারই বা ক্রীড়া করিবার ইচ্ছা হইল?

তুমি এই বলিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি প্রসারণ করিলে এবং সহসা ঐ বায়সকে রক্তাক্ত নখে সীতার সম্মুখে দেখিতে পাইলে। সে ইন্দ্রের পুত্র, গতিবেগে বায়ুর তুল্য। সে ভুবিবরে বাস করিতেছিল। তুমি উহাকে দেখিবামাত্র ক্রোধে নেত্রযুগল আবর্ত্তিত করিয়া, উহার বিনাশে কৃতসংকল্প হইলে এবং দর্ভাস্তরণ হইতে একটী দর্ভ গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্রমন্ত্রে যোজনা করিলে। দর্ভ মন্ত্রপুত হইবামাত্র প্রলয়বহ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল এবং তুমিও তৎক্ষণাৎ উহা কাকের প্রতি নিক্ষেপ

করিলে। কাক আকাশে উড্ডীন হইল, দর্ভও উহার অনুসরণ করিতে লাগিল। কাক পরিত্রাণ পাইবার জন্য ত্রিলোক পর্য্যটন করিল, কিন্তু দেবতারাও তোমার ভয়ে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। পরিশেষে সে তোমার শরণাপন্ন হইল। তুমি উহাকে ভূতলে নিপতিত দেখিয়া একান্ত কৃপাবিষ্ট হইলে এবং দণ্ডার্হ হইলেও রক্ষা করিলে। কিন্তু তোমার ব্রহ্মাস্ত্র অমোঘ, তাহা কদাচ ব্যর্থ হইবার নয়, এই কারণে তুমি তদ্দ্বারা কেবল ঐ কাকের দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট করিলে। পরে কাক রাজা দশরথ ও তোমাকে নমস্কার পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

বীর! জানকী আরও কহিলেন "জানি না তুমি কি জন্য রাক্ষসগণকে ক্ষমা করিতেছ। যুদ্ধে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে দেব দানব ও গন্ধর্ব্বের মধ্যেও এমন কেহ নাই। এক্ষণে আমার প্রতি যদি তোমার কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে তবে শীঘ্রই সুশাণিত শরে দুর্ব্বৃত্ত রাবণকে সংহার কর। বীর লক্ষ্মণই বা কি জন্য ভ্রাতৃনিদেশে আমায় উদ্ধার করিতেছেন না। ঐ দুই তেজস্বী রাজকুমারের বলবিক্রম সুরগণেরও দুর্নিবার, এক্ষণে তাঁহারা কি জন্য আমায় উপেক্ষা করিতেছেন। যখন তাঁহারা সাধ্যপক্ষেও উদাসীন হইয়া আছেন তখন বোধ হয় আমারই কোন দুরদৃষ্ট ঘটিয়া থাকিবে।"

রাম! আমি জানকীর এইরূপ দীনবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলাম, দেবি! আমি সত্য শপথে কহিতেছি, রাম তোমার বিরহ-দুঃখে সকল কার্য্যেই উদাসীন হইয়া আছেন এবং মহাবীর লক্ষ্মণও তাঁহার এইরূপ অবস্থান্তর দেখিয়া, অসুখে

কালহরণ করিতেছেন। এক্ষণে আমি বহুক্লেশে তোমার অনুসন্ধান পাইলাম। অতঃপর তুমি আর হতাশ হইও না। বলিতে কি, তোমার এই দুঃখ শীঘ্রই দূর হইবে। রাম ও লক্ষ্মণ তোমায় দেখিবার জন্য উৎসাহিত হইয়া, অচিরাৎ লঙ্কা ভস্মসাৎ করিবেন। মহাবীর রাম দুরাচার রাবণকে সবংশে বিনাশ করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। দেবি! এক্ষণে তাঁহার বোধগম্য হয় এইরূপ কোন প্রীতিকর অভিজ্ঞান থাকে তাহা আমাকে অর্পণ কর।

অনন্তর জানকী একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং এই উৎকৃষ্ট চূড়ামণি বস্ত্রাঞ্চল হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক আমার হস্তে সমর্পণ করিলেন। আমি তোমার জন্য বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, এই মণি গ্রহণ ও তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রত্যাগমনে ইচ্ছুক হইলাম। তদ্দৃষ্টে জানকী অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে বাষ্পগদ্গদ বচনে পুনর্ব্বার আমাকে কহিলেন, দূত! তুমি যখন পদ্মপলাশলোচন রাম ও মহাবীর লক্ষ্মণকে দেখিতেছ তখন তোমার সুখসৌভাগ্যের আর সীমা নাই।

পরে আমি কহিলাম, দেবি! তুমি শীঘ্র আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, আমি অদ্যই তোমাকে রাম ও লক্ষ্মণের নিকট লইয়া যাইব।

তখন জানকী কহিলেন, দূত! আমি সেচ্ছাক্রমে তোমার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিব না, ইহা অত্যন্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ। পূর্ব্বে যে আমায় রাক্ষসের গাত্র স্পর্শ করিতে হইয়াছিল, তাহা কেবল কালপ্রভাবে, তদ্বিষয়ে আমি কি করিব? দূত! তুমি এক্ষণে

সেই দুই রাজকুমারের নিকট শীঘ্র প্রস্থান কর। তুমি তাঁহাদিগকে এবং অমাত্য সুগ্রীবকে কুশল জিজ্ঞাসা করিও। কহিও মহাবীর রাম এই দুঃখক্লেশ হইতে শীঘ্রই যেন আমাকে উদ্ধার করেন। দূত! অধিক আর কি, অতঃপর তুমি নির্ব্বিঘ্নে যাও।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

দেব! জানকী তোমার প্রতি স্নেহ এবং আমার প্রতি সৌহার্দ নিবন্ধন ব্যস্তসমস্ত হইয়া পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, দূত! মহাবীর রাম যুদ্ধে দুর্দ্দান্ত রাক্ষসকে বধ করিয়া যেন শীঘ্র আমাকে উদ্ধার করেন। দেখ, তোমাকে দেখিলে এই মন্দভাগিনীর শোক ক্ষণকালের জন্যও উপশম হইতে পারে, এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে এই লঙ্কার কোন নিভৃত স্থানে অন্তত এক দিনের জন্যও অবস্থান কর, পরে গতক্লম হইয়া কল্য প্রস্থান করিও। আমি একদৃষ্টে তোমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিব বটে কিন্তু তদবধি জীবিত থাকি কি না সন্দেহ হইতেছে। আমি একে দুঃখের উপর দুঃখ সহিয়া আছি, অতঃপর তোমার অদর্শন আমায় আরও বিহ্বল করিবে। বীর! জানি না, বানর ও ভল্লুকগণ, কপিরাজ সুগ্রীব ও ঐ দুই রাজকুমার কি রূপে এই দুষ্পার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া আসিবেন। তুমি, গরুড় ও বায়ু এই তিন জন ব্যতীত

এই সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে এমন আর কাহাকেই দেখি না। তুমি স্বয়ং বুদ্ধিমান, এক্ষণে বল ইহার কিরূপ উপায় অবধারণ করিতেছ ? মানিলাম, তুমি একাকীই সকল কার্য্য সাধন করিতে পার এবং তোমার এইরূপ বলবীর্য্য অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু যদি রাম সসৈন্যে আসিয়া সমরে শত্রু বিনাশ করেন তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে সমুচিত কার্য্য করা হইবে। তিনি যদি এই লঙ্কাপুরী বানরসৈন্যে আচ্ছন্ন করিয়া আমাকে লইয়া যান তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে সমুচিত কার্য্য করা হইবে। দূত ! এক্ষণে সেই মহাবীর যাহাতে অনুরূপ বিক্রম প্রকাশে উৎসাহী হন তুমি তাহাই করিও।

তখন আমি কহিলাম, দেবি ! কপিরাজ সুগ্রীব মহাবীর, তিনি তোমার উদ্ধারসংকল্পে কৃতনিশ্চয় হইয়া আছেন ! এক্ষণে তিনি স্বয়ং রাক্ষসগণকে সংহার করিবার জন্য অসংখ্য বানরসৈন্যের সহিত শীঘ্রই আগমন করিবেন। বানরগণ তাঁহারই আজ্ঞানুবর্ত্তী ভৃত্য, উহারা মহাবল ও মহাবীর্য্য, উহাদিগের গতি কোন দিকে কদাচই প্রতিহত হয় না। উহারা মনোবেগবৎ শীঘ্র গমন করিয়া থাকে। দুষ্কর কার্য্যেও উহাদিগের কোনরূপ অবসাদ দৃষ্ট হয় না। উহারা বায়ুবেগে বারংবার এই সসাগরা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছে ; দেবি ! কপিরাজের নিকট আমা হইতে উৎকৃষ্ট এবং আমার সমকক্ষ এমন অনেক বানর আছে, কিন্তু আমা অপেক্ষা হীনবল আর কাহাকেই দেখি না। এক্ষণে সেই সমস্ত বীরের কথা দূরে থাক, আমি এইরূপ সামান্য দুর্ব্বল হইয়াও এখানে উপস্থিত হইয়াছি। দেখ, উৎকৃষ্টেরা কখন কোন

কার্য্যে নিযুক্ত হন না, যাহারা নিকৃষ্ট তাহারাই প্রেরিত হইয়া থাকে। অতঃপর তুমি আর দুঃখিত হইও না, শোক পরিত্যাগ কর। কপিবীরেরা এক লম্ফে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় উত্তীর্ণ হইবে এবং রাম ও লক্ষ্মণ আমার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক উদিত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। তুমি অচিরাৎ সেই সিংহসঙ্কাশ মহাবীরকে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত লঙ্কাদ্বারে দেখিতে পাইবে। তুমি অচিরাৎ সিংহব্যাঘ্রবিক্রান্ত করালনখ তীক্ষ্ণদশন বানরগণকে সমাগত দেখিতে পাইবে। তুমি অচিরাৎ লঙ্কার পর্ব্বতশিখরে ঐ সকল মেঘাকার বীরগণের সিংহনাদ শুনিতে পাইবে। দেবি! রাম তোমার সহিত বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, অযোধ্যারাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন ইহা তুমি শীঘ্রই দেখিবে।

রাম! জানকী তোমার শোকে অতিমাত্র আকুল হইলেও আমার এইরূপ আশ্বাসকর বাক্যে বীতশোক হইয়া শান্তিলাভ করিয়াছেন।

সুন্দরকাণ্ড সম্পূর্ণ।